CONTENTS

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Thursday, the 22nd March, 1990 at 11 A.M.

PRESENT

Shri Jyotirmoy Nath, Speaker in the Chair, The Chief Minister, the Deputy Speaker, Seven Ministers, nine Ministers of state and 39 Ministers.

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে—কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক নাগ।

শ্রী দীপক নাগ (মজলিস পুর) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১ স্যার।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১ স্যার।

—প্রশ্ন—

১) বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী পাওয়ার টিলার ভাড়া কেন্দ্রের সংখ্যা কত এবং ঐ সকল কেন্দ্রে মোট কতটি পাওয়ার টিলার আছে, (কেন্দ্র ভিত্তিক সংখ্যা)

২) বর্তমান আর্থিক বৎসরে আরো কতটি এরূপ কেন্দ্র খোলার কথা সরকার বিবেচনা করছেন?

উত্তর—

১) বর্তমানে ১১৪টি ভাড়া কেন্দ্র আছে এবং ঐ সব কেন্দ্রে মোট ২৬৫টি পাওয়ার টিলার আছে।

২) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ইতিমধ্যেই উপজাতি অধ্যুষিত সব্জী উৎপাদন এলাকায় ২৩টি ভাড়া কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। আর কোন কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা নাই।

শ্রী দীপক নাগ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জিরানীয়া ব্লক এলাকায় কৃষকদের স্বার্থে বর্তমান বছরে নূতন পাওয়ার টিলারের ব্যবস্থা করা হবে কি না ? কারণ, সেখানে পাওয়ার টিলারের অভাবে কৃষকরা সমস্যায় আছেন। কাজেই সেটা বিবেচনা করে গুরুত্ব সহকারে এই আর্থিক বছরে জিরানীয়া ব্লকে নূতন পাওয়ার টিলারের ব্যবস্থা করবেন কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) **:—** স্যার, রাজ্যে পাওয়ার টিলার সেন্টার খোলার জন্য বহু জায়গা থেকে দাবী উঠছে। কিন্তু আমাদের নূতন পলিসী এবং আর্থিক সংস্থান বিবেচনা করে আমরা এই বছর ২৩টি কেন্দ্র খুলতে পারছি, এর বেশী পারব না।

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা (আশারাম বাড়ী **:—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই পাওয়ার টিলার বিশেষ করে প্রথম চালু করা হয়েছিল বর্ডার অঞ্চলগুলিতে। কারণ সেখানে প্রচুর গরু চুরি হয় বলেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। এই সমস্ত বর্ডার এলাকাগুলিতে যেমন—দামছড়া, আশারাম বাড়ী, বেলবাড়ী, সোনামুড়া ও বিলোনীয়া, বিভিন্ন সীমান্তাঞ্চলগুলিতে কয়টা পাওয়ার টিলার হায়ারিং সেন্টার আছে এবং তার মধ্যে কতটা অচল এবং কতটা সচল আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) **:—** স্যার, মাননীয় সদস্য যেহেতু রাজ্য ভিত্তিক তথ্য চেয়েছেন, সেই তথ্য এখন আমার কাছে নেই, কাজেই দিতে পারছি না। তবে মাননীয় সদস্য যেহেতু বেলবাড়ীর কথা বলছেন তাই বলছি এই ট্রাইবেল এলাকাতে একটা পাওয়ার টিলার হায়ারিং সেন্টার খোলা হয়েছে। এটা আমরা নূতন খুলেছি। আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকারে থাকাকালে যে সমস্ত হায়ারিং সেন্টার খোলা হয়েছিল, তখন উপজাতি এলাকায় এই ধরনের কোন সুযোগ তারা সম্প্রসারিত করেন নি। আমরা সরকারে আসার পর উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে এই সুযোগ-ট্রান্সফার অব টেকনিক সম্প্রসারিত করছি। যাদের হালের বলদ নেই বা নানান কারণে চাষাবাদ করতে পারেন না সেই সমস্ত উপজাতি পরিবারদেরকে পাওয়ার টিলারের সুযোগ দেবার জন্য আমরা নূতন কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা নিয়েছি। এই জোট সরকারের আমরা শুধু মাত্র ট্রাইবেল এলাকাতে ৩৮ টা নূতন পাওয়ার টিলার হায়ারিং সেন্টার খুলেছি। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে উপজাতি এলাকায় কোন রকম হায়ারিং সেন্টার ছিল না।

শ্রী সমর চৌধুরী (ধানপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, যে সমস্ত পাওয়ার টিলা খোলা হচ্ছে সেই সমস্ত পাওয়ার টিলা মেরামত করার কোন ব্যবস্থা নেই।

এই পাওয়ার টিলা মেরামত করার কোন ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— স্যার, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা দেখেছি শতকরা ৬০ ভাগ পাওয়ার টিলা অচল ছিল, সেগুলিকে আমরা ৬ মাসের মধ্যে সচল করেছি আমাদের এগ্রিকালচার ডিভিশানের মাধ্যমে।

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কার হয় নি। উনি মিথ্যা ভাষণ দিয়ে হাউসকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের আমলের কিছু পাওয়ার টিলা আমরা এই রকম পেয়েছি যে সেগুলি প্রায় দু ফুটের নীচে ছিল। তাই এই ধরনের কনডেমগুলি মেরামত করার জন্য আমরা অর্ডার দিয়েছি এবং যেগুলি অচল ছিল সেগুলি সচল করেছি।

শ্রী সমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কার হয় নি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, যে পাওয়ার টিলাগুলি নষ্ট হয়েছে সেগুলি মেরামত করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক রিজিওন্যাল অফিস আছে এবং সেখান থেকেই পাওয়ার টিলাগুলি ঠিক করে আনতে হবে কিন্তু সেখানে মেরামত করার কোন ব্যবস্থা নেই। কারণ ২ | ১ জন লোক ছিলেন উনারা ছুটিতে গেছেন তাই মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে না, এই হচ্ছে বাস্তব অবস্থা। এই পাওয়ার টিলাগুলি মেরামত করার জন্য কৃষি দপ্তর থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলছি যে, এগ্রি ইঞ্জিনীয়ার যে স্যাংশান আছে সেই স্যাংশানকে উন্নতি করা হয়েছে। এখন চীফ এডিশন্যাল ইঞ্জিনীয়ার আছেন, আমাদের এগ্রিকালচার হেড কোয়ার্টারের এসিসটেন্ট ইঞ্জিনীয়ার আছেন এবং উনাদের আণ্ডারে ওবারসিয়াররা আছেন, উনারা গিয়ে এইগুলি মেরামত করেন। বামফ্রন্টের আমলে যে ব্যবস্থা ছিল তার চেয়ে অনেক উন্নতি করা হয়েছে। আমি বলছি মেইন পাওয়ার টিলা এখন যা আছে সেটা যতখানি ক্ষমতা সম্পন্ন তার থেকে বেশী একটিভ করে রাখা হয়েছে। এই কারনেই বলছি পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০১।

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :— ইউ উইল গেট চ্যান্স।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— (মন্ত্রী) এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০১।

প্রশ্ন

১৯৯০ ইং সনের জানুয়ারী পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের কতজন চাষীর ঋণ অনাদায়ী আছে এবং

২। ঋণ অনাদায়ী থাকার কারণে কতজন চাষী আর লোন পাচ্ছেনা তাদের হিসাব ?

উত্তর

১। ব্যাংক হইতে তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

২। ২য় নং প্রশ্নের উত্তর একই।

মি: স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার শ্রী বাদল চৌধুরী।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— (ঋষ্যমুখ) এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১।

প্রশ্ন

১। ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ইং থেকে ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ ইং রাজ্যে কতটি রাজনৈতিক খুনের ঘটনা ঘটেছে এবং তাতে কতজন খুন হয়েছেন,

২। যে সমস্ত রাজনৈতিক খুন হয়েছে তাদের পরিবারের কতজনকে সরকারী চাকুরী ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। মোট ৪০টি ঘটনায়, মোট ৫৮ জন মারা গিয়াছে।

২। মৃত ৫৮ জন পরিবারের ২৭ জনকে সরকারী চাকুরী এবং ২৯টি পরিবারকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হইয়াছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কিনা যে, সমস্ত খুন হয়েছে রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক এটা ঠিক করেন বা এটার সার্টিফিকেট দেওয়ার মালিককে অনেকগুলি রাজনৈতিক খুনের ঘটনা হয়েছে। বীরচন্দ্র মনুতে ১৪ জন এবং নলুয়াতে ৫জন এভাবে সারা রাজ্যে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির মোট ১০৬ জন মারা গেছে ! আমার কাছে তালিকা আছে আমি আপনার কাছে দিতে চাই। গত অক্টোবর পর্যন্ত ৮৩ জনের নাম এবং তারপরে আরও ২৩ জনের নাম আছে যারা খুন হয়েছে। এ সমস্ত রাজনৈতিক খুনের যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। সেগুলির পরিবারকে সরকারী চাকুরী বা আর্থিক সাহায্য না দেওয়ার কারন কি ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—(মুখ্যমন্ত্রী) স্যার, সরকারী নিয়ম আছে, আমরা নূতন করে কোন

নিয়ম করিনি। উরা যে নিয়ম করে গেছেন সেটা আমরা মাত্র ফলো করছি। অতএব সে অনুসারে যারা রাজনৈতিক কারনে খুন হয়।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী :— সেই অনুসারে যারা রাজনৈতিক কারণে খুন হয় তাদের এই খুনের ব্যাপারে রিপোর্ট পেলে পরে সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জবাব এড়িয়ে যাচ্ছেন।

এই খুনের রিপোর্ট কে করবে ? আমি জানি দক্ষিণ বক্সনগরে সুধাংশু দাস খুন হলেন। সেখানে এস, ডি, ও, নিজে গিয়ে লিখেছেন, ডি. এম, লিখেছেন এবং সেই কাগজপত্র তার স্ত্রীকে দেখানো হয়েছে। তারপর প্রিয়লাল শীল খুন হলেন ! সেখানেও এস, ডি, ও, নিজে লিখেছেন, থানা থেকেও লিখা হয়েছে— এইটা ক্লিয়ার পলিটিক্যাল মার্ডার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী————

[মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের নির্দেশে একস্পাঞ্জডে করা হয়]

শ্রী অভূর সাহা [রাষ্ট্র মন্ত্রী] :—পয়েট অব্ অর্ডার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ————

এই কথাটা ঠিক নয়। এইটা একস্পাঞ্জড করা হোক।

মিঃ স্পীকার: ইয়েস, ইট ইজ একস্পাঞ্জড।

শ্রী বাদল চৌধুরী:— তেলিয়ামূড়ার বিষ্ণুপুরে যতীন্দ্র মজুমদার খুন হয়েছে—

শ্রী বাদল চৌধুরী : – স্যার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রকৃত জবাব এড়িয়ে যাচ্ছেন। এই রিপোর্টকে— সেটা কে আমরা জানতে চাই।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী] : – স্যার, আমি পরিস্কার বলেছি যে, আমরা জোট সরকার নতুন কোন নিয়ম করিনি।

বামফ্রন্টের আমলে নিয়ম ছিল সেটা আমরা ফলো করে চলছি। আর সুধাংশু

Expunged as ordered by the chair,

দাসের স্ত্রীকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং তার চাকুরীর ব্যাপারটা এখন আণ্ডার প্রসেস রয়েছে।

শ্রী বিমল সিন্হা (কমলপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার. আমরা দেখতে পাচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন কোন জবাব দেন তখন মাননীয় সমীরবাবু তাঁর কানে কানে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে, কি বলেন, এইটা স্যার হাউসের মধ্যে দৃষ্টি কটু দেখাচ্ছে।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার : —(মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি লিডার অব্ দা হাউস্। কাজেই আমার মাননীয় সহকর্মীরা আমাকে যে কোন সময়ে পরামর্শ দিতে পারেন।

শ্রী সমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার; এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে নামের লিষ্ট দিয়েছেন তার মধ্যে কতটা নাম এই লিষ্টে (বামফ্রন্ট এর পক্ষ থেকে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে যে লিষ্ট দেওয়া হয়েছে সেই লিষ্টে) রয়েছে ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার : (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই নামের লিষ্ট এখন আমার কাছে নাই। এইটা আলাদা প্রশ্ন করলে তার জবাব নিশ্চয়ই দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং।

শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং :— (শান্তির বাজার) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্মিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৬।

মিঃ স্পীকার :— এড্মিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৬।

শ্রী রতন চক্রবর্তী : (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এড্মিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৬

প্রশ্ন

১) চলতি ১৯৮৯ ৯০ আর্থিক বছরে প্রতি মহকুমা সদরে বইমেলা করার প্রস্তাব সরকারের। আছে কি ?

২) যদি থাকে কবে নাগাদ তা হবে বলে আশা করা যায় ? এবং

৩) না থাকলে তাব কারণ ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রতি মহকুমা সদরে বই মেলা করার জন্য যে পরিকাঠামো অপরিহার্য্য তা গড়ে উঠেনি। তা ছাড়া আর্থিক অসংগতি ও মহকুমা পর্য্যায়ে বই মেলায় বহিরাগত প্রকাশকদের যোগদানের জন্য যে পরিমাণ সময় প্রয়োজন তা তারা দিতে অসমর্থ বলে প্রতি মহকুমা সদর এই বৎসর বইমেলা করা প্রস্তাব করা যায়নি।

শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বইমেলা ত্রিপুরার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারন এখানে সাবসিডির ব্যাপার আছে। তবে বই মেলা এমন একটি সময়ে হয়, যার ফলে ছাত্র ছাত্রী তথা পরীক্ষার্থীদের অংশগ্রহনের সুযোগ খুব একটা থাকেনা। এ বিষয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় অনেক লেখা লেখি হয়েছে। এই মেলা শুধু মাত্র আগরতলা না করে বাইরে ডিষ্ট্রীক ভিত্তিক করলেও সারা ত্রিপুরার মানুষ উপকৃত হবেন। এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী রতন চক্রবর্তী (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বই মেলা সম্পর্কে উনি যা

বলেছেন তা ঠিকই—বিশেষ করে ছাত্র ছাত্রীদের ব্যাপারে যা বলেছেন। বই মেলা শুধু বই কেনা বেচার জন্য নয়। এখানে আবাহাওয়া এবং পরিমণ্ডলের ব্যাপারও আছে। এখানে একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠে। তার মধ্য দিয়ে একটা সুন্দর মন তৈরী হয়। ছাত্র —ছাত্রীরাযাতে বই মেলাতে অংশগ্রহন করতে পারে সেই চিন্তা করেই এবার বই মেলা পিছিয়ে দিয়েছি। আগে ফেব্রুয়ারী— মার্চ মাসে এই মেলা হইত।

তবে এই প্রসংগে আমি বলতে পারি যেমন, বাইরে বই মেলা সংগঠিত করতে গেলে অংশগ্রহণকারী বহিরাগত প্রকাশকদের মহকুমা স্তরে থাকার সুবন্দোবস্তের অভাব. প্রয়োজনীয় রেক সহ ইত্যাদি নির্মান। ভর্তুকী সহ অন্য যে পরিমান আর্থিক সংস্থানের প্রয়োজন তা সীমিত বরাদ্ধ থেকে সংকুলান করা সম্ভব নয়। বই মেলা সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী দরকার তাহা। মহকুমা স্তরে নেই। এছাড়া বইয়ের মাধ্যমে বহিঃবিশ্বের জানালা রাজ্যের পাঠকদের সামনে খুলে দেওয়া এই মেলার অন্যতম উদ্দেশ্য তাই রাজ্যের বাইরের প্রকৃত প্রকাশকদের সংগে আলোচনাক্রমে এবং তাদের সুবিধা ও অসুবিধার কথা বিবেচনা করে বই মেলার দিন ও স্থান নির্ধারন করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে রাজ্যের বাইরের প্রকাশনা সংস্থা সমূহে আশানুরূপ সমৃদ্ধি না ঘটায় বই মেলাকে সর্ব্বাঙ্গীন সাফল মণ্ডিত এবং পাঠকমনের চাহিদা পুরনের জন্য রাজ্যের বাইরের প্রকাশনা সংস্থাগুলির উপর নির্ভর করতে হয়। যদি প্রতি মহকুমাতে পাঁচ দিন করেও বই মেলা সংগঠিত করতে হয় এবং প্রতি মেলার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির জন্য চার দিন করে সময় দিতে হয় তাহলে প্রায় তিন মাস সময় দিতে হ যাবহিরাগত প্রকাশকদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। কারন তারা ভারত বর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ সহ বিদেশের বই মেলায়ও অংশগ্রহন করে থাকেন।

তবে এখানে মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন সেটা আমরা খতিয়ে দেখব।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে দেখাযাচ্ছে যে, সমস্ত বই মেলা হচ্ছে, সেই বই মেলায় যারা প্রগতিশীল সাহিত্য তৈরী করেন এবং মার্কসবাদী সাহিত্য তৈরী করেন। তাছাড়া কলকাতার ন্যাশানাল বুক এজেন্সী. নবসাহিত্য কেন্দ্র, তাদের স্টলে ঢুকতে দেওয়া হয় না এবং জায়গাও দেওয়া হয় না। এই ধরনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী কেন নিয়েছেন ? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এই বই বিশেষ করে নোটবই যারা লেখেন তাদের উপর ভূর্তকী দেওয়া হচ্ছে, এটা কোন কাজে আসে ? এই যে নোট বুকের উপর লক্ষ লক্ষ টাকা নয়—ছয় হচ্ছে, ছিনি মিনি হচ্ছে, পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা কোন উদ্দেশ্যকে সাধন করার জন্য এই .জোট সরকার এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

শ্রী রতন চক্রবর্তী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে বাদলবাবু দীর্ঘদিন মন্ত্রী ছিলেন। নিশ্চয় উনারা এটা কে সাধুবাদ জানানোর দরকার ছিল, কিন্তু উনার মুখ

থেকে সমালোচনার সুর শুনলাম। এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা ছাত্রছাত্রীদের কথা বিবেচনা করে বড় আর্থিক ঝুঁকি নিয়েছি। প্রথম বছর আমরা যার পারসেন্ট ভুর্তুকী দিয়েছিলাম। এর পরের বছর দশ পারসেন্ট ভুর্তুকী আমরা দিয়েছি আমাদের সীমিত সামর্থ সত্বেও। এছাড়া উনি যেটা বলেছেন যে, প্রগতিশীল আমি প্রগতিশীল কথাটা ঠিক বুঝিনি, হয়ত উনি আমার থেকে ভালো বুঝবেন। কারন ইসকাস. মনীষার মত সংস্থাগুলিকেও আমরা সুযোগ দিয়ে থাকি। কারণ তাদের আসার উপর আমরা কোন বিধি — নিষেধ আরোপ করিনি। এই বই মেলাকে আমরা মানুষের মেলা করে উন্মুক্ত করে দিয়েছি, তার সমস্ত দরজা জানালা খুলে দিয়েছি। শুধু মার্কসবাদ সাহিত্য কেন সমস্ত ধরণের সাহিত্যের জন্য আমরা রাস্তা খুলে দিয়েছি। যদি কোন প্রকাশন সংস্থা সুযোগ না পেয়ে থাকেন, তাহলে সেটা স্পেসিফিক ব্যাপার। কারণ আমরা লটারীর মাধ্যমে জায়গা বন্টন করে থাকি, আমাদের স্টলের সমস্যা সীমিত। সেখানে এপ্লাই করে থাকেন কয়েকশত প্রকাশক সংস্থার মানুষ, তাই লটারীর মাধ্যমে সেটা নির্দ্ধারিত হয়। সেখানে আমার ব্যাক্তিগত স্থান বা হস্তক্ষেপের কোন প্রশ্নই উঠে না। এছাড়া বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের কোন জিনিস আমরা বন্ধ করেছি সেটাও ঠিক নয়। আপনি বই মেলায় অংশ গ্রহণ করলে বুঝতে পারবেন। আমরা জানি না, উরা কেন যান না, আমরা তো সবার জন্য উন্মুক্ত করে রেখেছি এই বই মেলাকে। এবার দুটি জিনিস বিবেচনা করছি। কারন আমরা দেখছি যে. আপনারা অনেক সময় সমালোচনা করছেন যে বইমেলা ঠিক সময় হয় না কেন ? কারণ একদিকে আমরা ছাত্রছাত্রীদের জন্য চিন্তা করছি, অন্যদিকে এই বইমেলা যাতে রবীন্দ্র ভবনের সামনে হয় সেই দিকেও লক্ষ্য রাখছি। কারণ. এর মধ্যে একটা পরিবেশ এবং পরিমণ্ডলের প্রশ্ন আছে। এতে বিভিন্ন শিল্পী, সাহিত্যিক, এবং বিভিন্ন বুদ্ধিজীবিরা অংশ গ্রহণ করে থাকেন, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়ে থকে। আমি আপনাদের এইটুকু আশ্বস্ত করতে পারি যে, এখানে কাউকে বাধা দেবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাই এতে যে কোন বই প্রকাশক সংস্থা গ্রহণ করতে পারেন। নোট বইয়ের উপর যে, সাবসিডির কথা বলেছেন, সেটা আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে, ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য আমরা শুধু পাঠ্য পুস্তকের এবং তার নোট বুকের উপর আমরা ছাড় দিয়েছি। তা সত্বেও আমি বুঝলাম না বাদলবাবু এটাকে কেন সমালোচনা করলেন। তাই আমরা যা করেছি গরীব মানুষের স্বার্থে এবং দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে। তবু উনি কেন অবৈধ লেন দেনের কথা এখানে বললেন ? উনি হয়ত উনার পূর্ব অভিজ্ঞতার থেকে বলেছেন। সেই রকম লেনদেন কিছু হয়েছে কিনা, সেটা আমার জানা নেই। তাই আমি আশা করি সমস্ত সদস্যরাই এটাকে সাধুবাদ জানিয়ে সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী।

Questions and Answers

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর) : — স্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বর ৩৯ ।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— স্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার ৩৯ ।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনেয় জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন,

২। স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের অগ্রগতি কতটুকু ?

উত্তর

ত্রিপুরাতে হাই কোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের জন্য সরকার নিম্নোক্ত উদ্যোগ নিয়েছেন :—

১। (ক) হাইকোর্ট প্রাঙ্গনে নতুন দোতলা ভবনের নির্মান কার্য ত্বরান্বিত করেছেন এবং আশা করা হচ্ছে কিছু দিনের মধ্যেই নির্মান কার্য সম্পন্ন হবে।

(খ) হাইকোর্ট জর্জদের বাংলো নির্মানের জন্য একাধিক বাসস্থান উপযোগী জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। তমধ্যে ১৩.২৯১০ইং তারিখে গৌহাটি হাইকোর্টের মাননীয় অস্থায়ী প্রধান বিচাপতি রাজাপালের বাসস্থানের নিকটবর্তী একটি প্লট নির্বাচন করেন। উক্ত জমি ক্রয়ের জন্য সরকার আদেশ দিয়েছেম।

(গ) আগরতলা বেঞ্চের রেজিষ্টারের পদটি এই উদ্দেশ্যেই পূরণ করা হয়েছে।

(ঘ) হাইকোর্ট জর্জদের সরকারী ব্যবহারের জন্য একটি নতুন অ্যামবেসেডার গাড়ী ক্রয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

২। আদালত ভবনের নির্মানের কাজ এবং বাসস্থান নির্মাণের কাজ শেষ হলেই স্থায়ী বেঞ্চের কাজ শুরু হতে পারে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই বছরের জানুয়ারীর প্রথমদিকে অপজিশন লিডার নৃপেন চক্রবর্তী, সেণ্ট্রাল মিনিষ্টার দীনেশ গোস্বামীর সাথে দেখা করে হাইকোর্টের ব্যাপারে আলোচনা করেন এবং কিছু দিনের মধ্যে ত্রিপুরাতে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের জন্য আলোচনা করেন। তখন তিনি এ সম্পর্কে পরিষ্কার শর্ত দিয়েছেন যে, যদি শুধু মাত্র ঘরের ব্যবস্থা, জর্জদের থাকার ব্যবস্থা এবং হাইকোর্টের এই স্থায়ী বেঞ্চ বসার ব্যবস্থা করে নেওয়া

হয় তাহলে পরে ইমেডিয়েটলি সেটা চালু করা যাবে। যদি সাত দিনের মধ্যে ঠিক করে দেওয়া হয়, তবে সাত দিনের মধ্যেই এটা চালু করা সম্ভব হবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী নেতারা এই সম্পর্কে কি করেছেন, না করেছেন, সেটা আমাদের জানা নাই। তবে এই রাজ্যে হাইকোর্টের একটা স্থায়ী বেঞ্চ হউক, এটা আমরাও চাই এবং স্থায়ীরা বেঞ্চ স্থাপনের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আইনমন্ত্রী হিসাবে আমি নিজে তদকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তদকালীন আইনমন্ত্রীর সংগেও আমাদের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তদকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী যে শুধু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেই হাইকোর্টে একটা স্থায়ী বেঞ্চ হউক, তা চান নি, তিনি উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রত্যেকটি রাজ্যে যাতে এই হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ হতে পারে, তাই চেয়েছিলেন কারণ, এই অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থার দরুন যাতায়াতের অসুবিধা এবং অপেক্ষাকৃত গরীব অংশের মানুষ এই সব রাজ্যগুলিতে বসবাস করেন, তাই এসব রাজ্যগুলিতে যাতে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চও হতে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থা তার আমলেই গৃহীত হয়। আর, সেই অনুযায়ী আমরা এরই মধ্যে হাইকোর্টের বিল্ডিং এর কাজ শুরু করে দিয়েছি এবং হাইকোর্টের জর্জদের বাসস্থানের জন্য জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা করেছি। আমরা বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকরের আইনমন্ত্রী এবং হাইকোর্টের চীফজাস্টিসের সংগেও এই ব্যাপারে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছি। কাজেই, এই সম্পর্কে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং আরও কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তার সব কিছু এই অল্প সময়ের মধ্যে হাউসের সামনে বলা সম্ভব নয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, এই পর্যন্ত যে আলাপ আলোচনা হয়েছে, তাতে ওরা বলেছেন যে, যদি দুই জন জর্জের থাকার ব্যবস্থা করা হায়, তাতেই এখানে একটা স্থায়ী বেঞ্চ করা যায়। নাগাল্যাণ্ডেও এই রকম একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে সেখানে একটা স্থায়ী বেঞ্চ চালু হয়ে গেছে। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ মানুষই গরীব, তাদের পক্ষে গৌহাটিতে গিয়ে বিচার প্রার্থনা করা আর্থিক দিক দিয়ে অসম্ভব। তার ফলে রাজ্যের মানুষ ন্যায্য বিচার থেকে সব সময়ে বঞ্চিত হয়ে আসছে। কাজেই এই সম্পর্কে আমাদের রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে যোগাযোগ করবেন কিনা, অথবা কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর সংগে যোগাযোগ রক্ষা করবেন কিনা, এটা আমরা জানতে চাই ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, বিরোধীদের দল নেতাকে কে কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেটা ইনমেটেরিয়েল, কিন্তু আমি বলছি যে, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে এই ব্যাপারে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি এবং এটা ঠিক নয় যে, শুধু বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলেই, এখানে হাইকোর্টের

একটা স্থায়ী বেঞ্চ খোলা যাবে। আমরা যেমন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর সংগে যোগাযোগ করে চলেছি, তেমনি হাইকোর্টে চীফজাস্টিসের সংগেও যোগাযোগ করেছি. এমন কি আমাদের এই রাজ্যের যিনি রাজ্যপাল, তাঁর সংগেও এই ব্যাপারে যোগাযোগ করেছি। এই সে দিনও উনার সংগে এই ব্যাপারে প্রায় ঘণ্টা খানেক আলাপ আলোচনা হয়ে গেছে। আমরা নিজেরাও উদ্‌গ্রীব যে, এখানে যত তাড়াতাড়ি হাইকোর্টের একটা স্থায়ী বেঞ্চ হউক. যাতে এই রাজ্যের গরীব মানুষদের সহায়তা হয়। স্যার. ওরা তো ১০ বছর ছিল, ওরা কি করেছেন, না করেছেন; সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুদেরও অজানা নয়। কাজেই শুধু চিৎকার চ্যাচামেচি করে সস্তায় ক্রেডিট নেওয়া যে প্রবনতা; এটা তাদের আগে ত্যাগ করা উচিত।

শ্রী সমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে গত জানুয়ারী থেকে এখন পর্যন্ত কয়টা চিঠি এবং কি কি করে করেসপনডেন্স হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সংগে এবং কি উত্তর এসেছে এটা জানাবেন কিনা ?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ :— (মন্ত্রী) স্যার, গত কালকে প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বৈদ্যনাথবাবু এবং সমরবাবু সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের বিরোধিতা করতে গিয়ে হাই কোর্টের বিলডিং, গাড়ী ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। আর আজকে হাই কোর্টের জন্য চিৎকার করছেন। ওদের লজ্জা হওয়া দরকার।

মি: স্পীকার : — শ্রী চিত্ত রঞ্জন সাহা।

শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা :— (রাধাকিশোর পুর) মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ৯০।

শ্রী বিল্লাল মিয়া।— (রাষ্ট্র মন্ত্রী) মাননীয় স্পীকার স্যার, কোশেচন নং ৯০।

প্রশ্ন	উত্তর
১] ইহা কি সত্য যে আই. আর, ডি. পি সহ ব্যাংক তারেনটেড সরকারী স্কীমে লিভ্‌ষ্টক বেনিফিশ্যারীদেরকে সরবরাহের ক্ষেত্রে একটা পারসেজিং কমিটি আছে।	১) আই, আর, ডি, পি, সহ ব্যাংক ওরিয়েন্টেড স্কীমে লাইভ স্টক বেনিফিশ্যারীদেরকে বাজার হইতে খরিদ করার জন্য পারসেজিং কমিটি আছে।
২) ইহা ও কি সত্য যে পারসেজিং কমিটিতে ভেটেনিয়ারী সারজেন থাকা আবশ্যক ?	২) হাঁ।
৩) এটা সরকার অবগত আছেন কিনা ?	৩) ভি, এ, এস, এর অনুপস্থিতি থাকার

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভি. এস, ভেটেরিনারী সার্জেনরা ঐ সমস্ত পাসেজিং এর সময় অনুপস্থিত থাকার ফলে প্রয়োজন মত নির্দিষ্ট মানের লিভস্টক ক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে না এবং বরাদ্ধকৃত তাহা অব্যয়িত থেকে যাচ্ছে ?	থাকার কোন ঘটনা আমাদের জানা নাই।
৪] সত্য হলে এ সমস্ত অসুবিধা দূর করার জন্য সরকার যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কিনা ?	৪] প্রশ্নই উঠেনা।

শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহু ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, কাদেরকে নিয়ে এই কমিটি তৈরী হয়েছে ?

শ্রী বিমলাল মিয়া [রাষ্ট্রমন্ত্রী]ঃ— পাসেজিং কমিটিতে ভি, এ, এস, গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন এবং ব্যাংক থেকে উনাদের একজনকে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছে। ভি, এ, এস, কে এই কমিটিতে রাখার কারণ হলো লিভস্টক রোগ মুক্ত কিনা এটা দেখার জন্য।

শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহু ঃ— সাপ্লিমেন্টরী স্যার, এই কমিটিতে বেনিফিশ্যারীদের মধ্যে থেকে একজন রাখা হয় না কেন ? এবং মিটিং এর সভা কেন ভি—এ—এসকে ডাকা হয় না ?

শ্রী বিমলাল মিয়া (রাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি পূর্বে বলেছি যে, এই লোক নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। ভি, এ. এস. এর কাজ হলো লিভস্টক রোগ মুক্ত কিনা এটা দেখা।

শ্রী নকুল দাস (রাজনগর) ঃ— স্যার, এই সব লিভস্টক কেনার ক্ষেত্রে যে, কমিটি করা হয় তাতে বেনিফিস্যারীদেরও থকার কথা। তাদের সামনেই গরু কিংবা অন্যান্য লিভস্টক কেনা হবে এই হচ্ছে নিয়ম। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, বেনিফিসারীদের বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া লোক দিয়ে কমিটি করিয়ে সঠিক জিনিস কেনার থেকে বেনিফিস্যারীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ? যদি জানা থাকে, তবে তদন্ত করে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা, তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বিমলাল মিয়া (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— এটা আলাদা প্রশ্ন। আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস :— মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ [মোহনপুর] :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং — ১১০।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১১০।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— [মন্ত্রী] স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১১০।

প্রশ্ন

১। মোহনপুর বাজারটি সম্প্রসারণ করিবার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, এবং জনসাধারণের ও বাজারটি সম্প্রসারণ করার সুবিধার্থে বাজারের অন্তর্গত ফরেষ্ট অফিস অন্যত্র কোথাও সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন ?

২। যদি নিয়ে থাকেন তবে এই সম্প্রসারনের পরিকল্পনা কবে নাগাদ রূপায়িত হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। মোহনপুর বাজারটি সম্প্রসারণ করার আপাততঃ কোন প্রস্তাব নেই। ফরেষ্ট অফিসটিও অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার আপাততঃ কোন প্রস্তাব নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ : - স্যার, এই মোহনপুর বাজারটি এমন একটি অবস্থার মধ্যে আছে, যখন বর্ষার সময় সেখানে যে জল জমে সেই জমা জল সরে যেতে পারে না, বাজারের মধ্যে ফরেষ্ট অফিসটি থাকার জন্য। এতে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েই প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে পড়ে। তাছাড়াও সেখানে কয়েকটি শেড ছিল। বামফ্রন্টের আমলে সেগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমি আবেদন করেছিলাম এগুলি ঠিক করার জন্য কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এই বিষয়গুলি বিবেচনা করে দেখবেন কিনা ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া [মন্ত্রী] :— মিঃ স্পীকার স্যার, ফরেষ্ট অফিসটি সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি বন দপ্তরের ব্যাপার। তবে যদি কেহ আমাদের কাছে আবেদন করেন, তাহলে আমরা বন

দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখব। এছাড়া আমরা মোহনপুর নিয়ন্ত্রিত বাজারের কতকগুলি কাজ হাতে নিয়েছি। এই কাজগুলির মধ্যে আছে. অফিস যুক্ত গুদাম ঘর নির্মাণ, মার্কেট ঘর অফিস নির্মাণ, মার্কেট ঘর অফিস নির্মাণ, পয়ঃ প্রনালী শৌচাগার নির্মাণ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— স্যার, মোহনপুর বাজারে ২ | ৩টি শেড ছিল। বামফ্রন্টের আমলে সেগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে। সেটা মেরামত করার কোন ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া [মন্ত্রী] :— মাননীয় সদস্য যদি আমাদের দপ্তরের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তবে বিষয়টি দেখা যাবে। আর্থিক বরাদ্ধ পাওয়া গেলে কিছু কাজ হাতে নেওয়া হবে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার. স্যার, বাজারের শেডগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ রিপেয়ার না হওয়ার ফলে সেগুলি প্রায় ধ্বংসের মুখে। সবগুলি রিপেয়ার করা ২ বছরের মধ্যে সম্ভব হয়নি। আমরা প্রচুর বাজার শেড রিপেয়ার করার কাজ হাতে নিয়েছি। তারমধ্যে হয়ত মোহনপুর বাজারের শেডগুলিও আছে।

শ্রী দীপক নাগ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, রানীবাজার, জিরানীয়াতে বাজার আছে। রানীবাজার বাজারটি দীর্ঘদিনের পুরান বাজার। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজে সফর করেছিলেন, এবং বলেছিলেন, কাজ শুরু হবে। কিন্তু এখনও কাজ শুরু হয়নি।

জিরানীয়া বজোরে মৎস্যজীবিদের জন্য যেটা করা হয়েছে. সেই শেডটি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বাজে কাট দিয়ে করা হয়েছিল, এখন সেটা ভেংগে পড়ছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নোটিশেও সেটা আছে। সেটা আজ পর্যন্ত রিপেয়ারিং হয়নি। বিগত বি. এ. সি. মিটিং এও আমরা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। সেখানে যদি কোন এ্যাকসিডেন্ট হয় তাহলে বহু মৎস্যজীবি মারা যাবে। কাজেই এটা এক্ষুনি জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করার ব্যবস্থা করবেন কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জানাবেন কি ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, আমি রানীর বাজারে গিয়েছি, জিরানীয়াতে যাইনি। তবে আমার যাওয়া না যাওয়ার প্রশ্ন না, প্রশ্ন হচ্ছে প্রায়রিটির ভিত্তিতে আমরা এ বছর বাজার শেড মেরামতের কাজ হাতে নিয়েছি। সব জায়গাতেই আমরা বাজার শেডগুলি মেরামত করব। তবে প্রায়রিটির উপর এই বাজার শেডগুলির মেরামতের কাজ নির্ভর করবে। একটি একটি জিনিষ উদ্বেগজনক যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই বাজার শেডগুলি নির্মান করা হয়েছিল এবং এগুলির অধিকাংশই কোন কাজে আসেনি। কিছু কিছু বাজার শেড জংগলে এবং অত্যন্ত দূরবর্তী স্থানে নির্মান করা হয়েছিল, সেগুলি কোন কাজেই আসেনি এবং সেখানে কোন বাজার বসে

নি। কি কারণে এগুলি এই সব স্থানে করা হয়েছিল আমি জানি না। যেমন-মহারানী, সিমনা, মগপুকুরিনী, শিলঘাটিতেও আছে। দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত বাজার শেডগুলি নির্মান করা হয়েছিল, আমি দেখেছি তাতে কোন বাতাস নেই, কিছু নেই এমনিতেই ভেংগে পড়ে যাচ্ছে। এগুলি কি করে হলো আমি জানি না। এটা খুবই উদবেগের ব্যাপার।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মোহনপুর বাজারে ড্রেন করার ক্ষেত্রে পি, ডাবলিউ. ডি এবং কৃষি দপ্তরের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা লড়াই চলছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— স্যার, এই বিষয়টি আমার জানা নেই।

শ্রীকেশব মজুমদার (কাকড়াবন) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, একটু আগে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, বাজার শেডগুলি ভেংগে পড়ছে। এখানে বামফ্রন্ট মন্ত্রী সভা বা অন্য কোন মন্ত্রী সভার প্রশ্ন না। কারণ, মন্ত্রী সভা এগুলি নির্মান করেন না, এগুলি নির্মান করেন দপ্তরের কর্তা ব্যক্তিরা। কাজেই, এগুলি সম্পর্কে সুষ্ঠ তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না। কারণ, দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া যায় না. ভেংগে পড়া শেডগুলির বহু টিন সমাজ দ্রোহীরা খুলে নিয়ে যাচ্ছে। এগুলি এমনিতে ফেলে রাখলে তো চলবে না, এগুলিকে মেরামত করে কার্যো পরিণত করতে হবে। এ ব্যবস্থা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নেবেন কি না জানাবেন কি ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— স্যার, একটা জিনিষ হচ্ছে যে, এই কাজগুলি বামফ্রন্টের আমলে করা হয়েছিল। আমি অনেক জায়গাতে দেখেছি, যেমন কালকোতে যে শেড নির্মান করা হয়েছে সেখানে কোন সিমেণ্টই দেওয়া হয় নি। এই যদি হয় তাহলে মেরামতের সমস্যা যতখানি তার চেয়ে বেশী এখন এইগুলি দেখা দিয়েছে।

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য বলেছেন এটা কি কারণে হচ্ছে তার জন্যই সেটার আমি একটা উদাহরণ তুলে ধরেছিলাম। মাননীয় সদস্যের কাছে যদি এই ধরনের কোন কনট্রাকটারের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে তাহলে নিশ্চয়ই বলতে পারেন।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই বাজারটি সরকার নেওয়ার পর এখন পর্যান্ত কোন কমিটি হয় নি। এই বাজারের জন্য কিছু টাকা স্যাংশান হয়েছিল এবং কিছু লোক যোগসাজসে সেই টাকাগুলি পুনরায় নিয়ে নিচ্ছেন। এটা নিয়ে এগ্রিকালচার এবং পি. ডবলিউ ডিপার্টমেণ্টের

মধ্যে বাদানুবাদ চলছে। তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, রিলিভেট মার্কেট কমিটি এটা পেনডিং হয়ে আছে। বামফ্রণ্টের আমলেও হয়নি। আমরা এটা অনুমোদনের জন্য চেষ্টা করেছিলাম রাষ্ট্রপতির কাছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পাওয়া যায়নি। তাই এই অবস্থায় আমরা কোন ব্যবস্থা নিতে পারছি না। দ্বিতীয়তঃ মাননীয় সদস্য এখানে এগ্রিকালচার এবং পি, ডবলিউ ডিপার্টমেন্টের মধ্যে যে লড়াইয়ের কথা বলেছেন সেটা দপ্তরের জানা নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী দীবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রী দীবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার ১১৮।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৮।

প্রশ্ন

১। গত ১০ ফেব্রুয়ারী ৯০ইং তারিখে উত্তর ত্রিপুরার মনু থানাধীন দেওবিজার্ভ এলাকা হইতে একদল দুষ্কৃতকারী দ্বারা যে ৫ (পাঁচ) ব্যক্তি অপহৃত হয়েছিল সরকার তাদের সন্ধান পেয়েছেন কিনা এবং অপহৃত উক্ত পাঁচ জনের নাম কি কি ?

২। এ ব্যাপারে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

৩। ইহাও কি সত্য যে দুবৃর্ত্ত দলটি অপহরণ কাজে জরিত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, তা Tripura National Salvation Army নামে একটি নতুন দল হিসাবে জন্ম নিয়েছে এবং ঐ দলের নেতৃত্বে আছেন শ্রী কমলবিকাশ ত্রিপুরা, বাড়ী উত্তর লংতরাই ?

উত্তর

১। অপহৃত ৫ (পাঁচ) ব্যক্তিকেই উদ্ধার করা হয়েছে। অপহৃত ব্যক্তিদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—

১)	শ্রী মলিনকেশব ত্রিপুরা,	পিতা হারামমনি ত্রিপুরা।
২)	শ্রী ইন্দ্রজয় ত্রিপুরা,	পিতা গগন ত্রিপুরা।

৩) শ্রী বিষ্ণুকুমার ত্রিপুরা, পিতা রাজেন্দ্র ত্রিপুরা।
৪) শ্রী নবীনকুমার ত্রিপুরা পিতা মনিচরন ত্রিপুরা।
৫) শ্রী সজকাই রিয়াং, পিতা রায়বাহাদুর রিয়াং

অপহৃত ৫ (পাঁচ) ব্যক্তিই উত্তর ত্রিপুরা জিলার মনু থানাধীন দেব রিজার্ভ ফরেষ্টের অন্তর্গত ছাড়াই বাড়ী নিবাস।

২। এই অপহরণ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ মনু থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৫ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫ (১) ৯০ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করেন। তদন্তকালে পুলিশ শ্রী কমলবিকাশ ত্রিপুরা ও অপর ৬ জনকে ঘটনায় জড়িত সংশ্রবে গ্রেপ্তার করেন এবং কোর্টে চালান দেওয়া হয়। ঘটনাটি বর্ত্তমানে তদন্তাধীন আছে।

৩। হ্যাঁ।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই তথ্য জানা আছে কিনা যে, অপহৃত ৫ ব্যক্তির অপহরণের পর তারা পুলিশের কাছে স্ট্যাটমেন্ট দিয়েছে, যে বিরোধী বা বামফ্রণ্টের মদতে তারা এসব করেছে ? তারা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির মদতের কথা পুলিশের কাছেও স্বীকার করেছেন। কারেক্ট, এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ? ত্রিপুরা ন্যাশন্যাল সেলভেশন আর্মি করে কমলবিকাশ ত্রিপুরাতে নেতৃত্বে তারা নেমেছিল এবং কমলবিকাশ ত্রিপুরা সহ তারা সবাই গ্রেপ্তারও হয়েছে কিন্তু এই কমলবিকাশ ত্রিপুরা এই জোট সরকার ক্ষমতায়, আসার সঙ্গে সঙ্গে ২ বছর নিখোঁজ ছিলো। পরে ২৪ । ৩০ জন সহ ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং এ সমস্ত কাজ করছেন এ সমস্ত তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার [মন্ত্রী]ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, কিছুদিন হল কিছু কিছু পত্রিকায় এবং মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির পত্রিকায়, এই বলে প্রচার করে দিল যে ৫ ব্যাক্তিকে অপহরন করে নিয়ে গেছে। এখন তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সরকার এই ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখে এবং খোঁজা খুজি করে এবং বিশেষ করে পুলিশ তাদেরকে খুঁজে বের করেও সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে। স্যার, ঠিক যে, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই কমলবিকাশ ত্রিপুরা নিখোঁজ হয়ে যায় এবং বামফ্রণ্ট তাকে দিয়ে টি, এ, এস এ, গঠন করে অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে ডাকাতি এবং বিভিন্ন রকম অপকর্ম শুরু করে। সরকার এসব জানার পর কমলবিকাশ ত্রিপুরা সহ অন্যান্য সকলকে গ্রেপ্তার করে। স্যার, এটা করার লক্ষ্য হয়েছে টি, এন, ভি, যখন শান্তিপূর্ণ জীবনে ফিরে আসল তখন ওরা দেখল যে ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক হয়ে গেছে, তাই আইন শৃংখলাকে আবার অস্বাভাবিক করতে হবে সেজন্য টি, এন, এল, এফ, ও টি, এন, এস, এফ সৃষ্টি করেছে। যাতে

বিশেষ করে উপজাতি যুব সমিতির কর্মী ও নেতাদেরকে খুন করার চক্রান্তে লিপ্ত করা যায়।

সেই টি, এন, এল. এফ, কে তাদের স্বার্থেই সৃষ্টি করেছিল এবং যখন দেখলো যে এই টি, এন. এস, এফ. এর সবাই আত্মসমর্পন করেছে তখন তারা ত্রিপুরা ন্যাশন্যাল আর্মি নামে আরেকটি উগ্রপন্থী দল সৃষ্টি করে। এই এইভাবে তারা রাজ্যের মধ্যে একটা বিশৃংখলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে।

মিঃ স্পীকার :— যে সমস্ত তারকা (*) চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিল রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। AN NEXURES "A" on "B" REFERENCE PERIOD.

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি রেফারেন্স নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষানিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো।

গত ১৫ই মার্চ ১৯৯০ ইং উদয়পুর মহকুমার মহকুমা শাসক উদয়পুর চক বাজারের ২১ জন স্থায়ী ব্যবসায়ীকে তিন দিনের মধ্যে স্বেচ্ছায় তাদের ষ্টল ছেড়ে চলে না গেলে জোর করে তাদের উচ্ছেদ করার হুমকি দেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে। আমি এখন মাননীয় সদস্যকে আহবান করছি, তিনি যেন দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করেন।

শ্রী কেশব মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো গত ১৫ই মার্চ উদয়পুর মহকুমার মহকুমা শাসক উদয়পুর চক বাজারের ২১ জন স্থায়ী ব্যবসায়ীকে তিনদিনের মধ্যে স্বেচ্ছায় তাদের স্টল ছেড়ে চলে না গেলে জোর করে তাদের উচ্ছেদ করার হুমকি দেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— আমি ভার প্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

মহারাণী বিভুকুমারী দেবী :— Mr. Speaker Sir, I shall be able to reply on they 3 4.1990.

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আরেকটি রেফারেন্স নোটিশ পাইয়াছি, মাননীয় সদস্য-শ্রী নকুল

দাস মহোদয়ের নিকট হইতে। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"উদয়পুর মহকুমার ধ্বজনগর গ্রামের এস. এফ, আই কর্মী পংকজ সেন দুস্কৃতকারীদের আক্রমনে আক্রান্ত হয়ে গত ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৯০ ইং জি, বি, হাসপাতালে মৃত্যু হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয়কে দাঁড়িয়ে উনার নোটিশটি উৎথাপন করার জন্য আহ্বান করিতেছি।

শ্রী নকুল দাস :— (রাজনগর) মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো উদয়পুর মহকুমার ধ্বজনগর গ্রামের এস, এফ, আই কর্মী পংকজ সেন দুস্কৃতকারীদের আক্রমনে আক্রান্ত হয়ে গত ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৯০ ইং জি, বি, হাসপাতালে মৃত্যু হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— [মুখ্যমন্ত্রী] মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিষয়ের উপর আমি আগামী ২৬-৩-৯০ ইং তারিখে একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আরেকটি রেফারেন্স নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। এবং নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব সহকারে উহা উৎথাপন করার অনুমতি দিয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

'গত ৭-৩-৯০ ইং সন্ধ্যা অনুমান ৬-৩০ মিঃ এর সময় বিলোনীয়ার এস. বি, সি, নগর কংগ্রেস পার্টি অফিসটি সি, পি, এম, দুস্কৃতকারী দ্বারা পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।' আমি এখন মাননীয় সদস্যকে দাঁড়িয়ে উনার নোটিশটি পড়ার জন্য আহ্বান করিতেছি।

শ্রী অমল মল্লিক :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে—

"গত ৭-৩-৯০ ইং সন্ধ্যা অনুমান ৬-৩০ মিঃ এর সময় বিলোনীয়ার এস বি এস নগর কংগ্রেস পার্টি অফিসটি সি, পি, এম, দুস্কৃতকারী দ্বারা পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করিতেছি। যদি তিনি এক্ষুনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময়

চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহন করিয়া জানান।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগামী ২৬-৩-৯০ ইং এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখিতে পারিব।

মিঃ স্পীকার : - আজকের কার্য্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ্য বিষয়টি (রেফারেন্স পিরিয়ড)—

গত ২০-৪-৯০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী সুকুমার বর্মন মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন এব উত্থাপিত উল্লেখ্য বিষয়টির উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আজ একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

আমি এখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়-বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ৪ঠা মার্চ, ১৯৯০ ইং সোনামুড়া থানার কুমারিয়া গোচা গ্রামে শ্রী গোপাল কুণ্ডু, শ্রী প্রদীপ কুণ্ডুর বাড়ী সহ ৯টি বাড়ীতে লুন্ঠন ও অগ্নি সংযোগ করার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী : - গত ৪ঠা মার্চ, ১৯৯০ইং তারিখে সোনামুড়া থানার অন্তর্গত কুমারীয়া গোচা গ্রামে শ্রী গোপাল কুণ্ডু, শ্রী প্রদীপ কুণ্ডুর বাড়ী সহ ৯টি বাড়ীতে লুট-পাট ও অগ্নিসংযোগ করার ঘটনা সম্পর্কে।"

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ৪.৩.৯০ইং বেলা প্রায় ১১/১২ টার সময় সোনামুড়া থানাধীন কুমারীয়া গোচা নিবাসী শ্রী দিলীপ ধরের নেতৃত্বে নিম্নলিখিত আসামীগণ ও অজ্ঞাত পরিচয় অন্যান্য আরও কয়েকজন দুস্কৃতকারী দাঁ, লাঠি, বল্লম নিয়ে কুমারীয়া গোচা গ্রামের ১০/১২টি বাড়ীতে আক্রমন করে ও ভাঙ্গচুর করে ক্ষতিগ্রস্ত করে :—

: আসামীগণের নাম :

১। শ্রী দিলীপ ধর	সাং—কুমারীয়াগোচা।	
২। শ্রী দিলীপ দেব	,,	,,
৩। শ্রী হারাধন দাস	,,	,,
৪। শ্রী রতন দাস	,,	,,
৫। শ্রী নিমাই দাস	,,	মায়ারানী
৬। শ্রী নারায়ন দাস	,,	,,

৭। শ্রী সুনীল দেবনাথ ,, ,,
৮। শ্রী সজল দেবনাথ ,, বাইন্যামুড়া
৯। শ্রী সুভাস বৈষ্ণব ,, ,,
১০। শ্রী হিমাংশু দেবনাথ ,, ,,
১১। শ্রী নিবাস দাস ,, ,,
১২। শ্রী বাবুল দেব ,, কুমারীয়াখুচা।

আরও অজ্ঞাত ৩০।৩৫ জন

দুষ্কৃতকারীগণ হামলা চালিয়ে ঐ সমস্ত বাড়ীগুলি হইতে কাপড়-চোপড়, নগদ টাকা, সোনার জিনিষ ইত্যাদি নিয়ে যায় এবং শ্রী অসিত দত্তের রান্না ঘরের কিছু অংশ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদের নাম ও ক্ষতির পরিমান নিম্নে দেওয়া গেল :—

	ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের নাম		ক্ষতির পরিমাণ
১।	শ্রী কাজল দত্ত	অনুমান	২০০ টাকা
২।	শ্রী অজিত মজুমদার	অনুমান	৫০০ টাকা
৩।	শ্রী প্রদীপ কুণ্ডু	অনুমান	৮০০ টাকা
৪।	শ্রী গোপাল কুণ্ডু	অনুমান	৩০০ টাকা
৫।	শ্রী গণেশ মজুমদার	অনুমান	১০০ টাকা
৬।	শ্রী অসিত দত্ত	অনুমান	২০০ টাকা

উপরোক্ত ঘটনাটি সোনামুড়া থানাধীন কুমারীয়াখুচা গ্রামের শ্রী দিলপ কুণ্ডুর অভিযোগ মূলে সোনামুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধীর ১৪৮।১৪৯।৩৮০।৩৫।৪২৬ ধারায় মোকদ্দমা নাম্বার ৫(৩)৯০ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

তদন্তকালে পুলিশ গত ৪.৩.৯০ইং তারিখ একজন আসামী শ্রী হারাধন দাসকে গ্রেপ্তার করে গত ৫.৩.৯০ইং তারিখ মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন। সে বর্তমানে জেলা হাজতে আছে। ঘটনায় জড়িত অন্যান্য আসামীদের গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশী অভিযান অব্যাহত আছে। কিন্তু আসামীগণ পুলিশী গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য ঘটনার পর হইতেই পলাতক আছে। দুষ্কৃতকারীদের আক্রমনে শ্রী প্রদীপ কুণ্ডু মারাত্মক জখম প্রাপ্ত হইলে তাহাকে মেলাঘর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় এবং চিকিৎসান্তে গত ৭.৩.৯০ইং হাসপাতাল হইতে ছাড়া পায়। তদন্তে প্রকাশ যে এবং গত ৩.৩.৯০ ইং তারিখ কুমারীয়াখুচা গ্রামের শ্রী নিমাই দাস ও আরও কয়েকজন মদন অবস্থায় শ্রী দীপক দত্তকে

গালি-গালাজ করিতে থাকিলে শ্রী দত্ত তাহার প্রতিবাদ করেন এবং দুষ্কৃতকারীগণ কিল ঘুষির দ্বারা তাহাকে আহত করে। তদন্ত ইহাও প্রকাশ পায় যে, পূর্ব আক্রোশতা বশত ঘটনাটি ঘটিয়াছে। উপরোক্ত ঘটনার অন্যান্য আসামীগণের সনাক্ত করায় ও ধৃত করার জন্য জোর প্রয়াস অব্যাহত আছে আছে ও তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রী সুকুমার বর্মন —(নলহাটি) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন যে, ঘটনার আগের দিন সন্ধ্যার দীপক দত্তের সাথে একটি বসচা হয়। এখানে যারা আসামীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, নিমাই দাস সর্কিল বৈদ্য এবং অন্যান্যরা ঐ তারিখে বাগমারা বাজার থেকে ফেরার পথে মদমত্ত অবস্থায় এই গ্রামের উপর দিয়ে আসার সময় সেখানে গালি-গালাজ করে এবং সেখানে দীপক দত্ত বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তার উপর আক্রমণ করে

গ্রামের মানুষ আসার পর, গুণ্ডারা ঐ গ্রামের কংগ্রেস নেতা মনোরঞ্জন ধরের বাড়ীতে আশ্রয় নেয় এবং মনোরঞ্জন ধর এই ঘটনার মীমাংসা করার জন্য আশ্বাস দেওয়ায় গ্রামের মানুষ শান্ত হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, পরের দিন অর্থাৎ ৪ঠা মার্চ্চ এই ঘটনার মীমাংসা না করে বেলা অনুমান আট থেকে সাড়ে আটটার সময় মায়ারানী বাজারে যুব কংগ্রেস অফিসে নলহাটির পরিমল দেবনাথ ও প্রানজিৎ খুনের আসামী এবং বর্তমানে পশ্চিম নলহাটি গাঁওসভার চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে চল্লিশ পয়তাল্লিশ জনের একটি গোপন মিটিং হয়। সেই মিটিং এর পরেই গ্রামের উপর আক্রমণ করা হয় এবং বাড়ীগুলি লুটপাট করা হয়। পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত সেখানে কংগ্রেস নেতাদের চাপে বাকী আসামীগুলিকে ধরার চেষ্টা হচ্ছে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, আসামীরা প্রকাশ্যে মায়ারাণী বাজারে ঘুরাঘুরি করছে কিন্তু পুলিশ আজ পর্যন্ত তাদের ধরার জন্য যায় নি। তাই এই আসামীদের ধরার জন্য কি উদ্যোগ গ্রহন করেছেন, সেই বিষয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমার কাছে এই সব তথ্য নেই তবে আমি পরিষ্কার বলেছি যে, এটা গালিগালাজ, বচসা ইত্যাদি ধরনের ঘটনা। এর আক্রোশ বশত হয়েছে এর সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। তবে আসামী ধরার সমস্ত প্রকার প্রচেষ্টা নেওয়া হবে।

শ্রী সমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তথ্য এইগুলি আছে কি যে, গোপাল কুণ্ডু, পিতা সুরেন্দ্র কুণ্ডু, কুমাইরথুচা, মার্কস-বাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির সেখানকার ব্রাঞ্চ কমিটির সদস্য তার ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঘর থেকে একটা

বিশটী শাড়ীকাপড়, তিনটা শালের চাঁদর, তুইটা ঘড়ি, নগদ একশত টাকা লুট করে নিয়ে গেছে। তারপরেও তার ঘরের টিনের চালের উপর রাম দাও দিয়ে কুপিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছে। প্রদীপ কুণ্ডু যিনি এখন হাসপাতালে আছেন, পিতা হরিপদ কুণ্ডু তার শার্ট প্যান্ট এবং তুই হাজার টাকা তার ঘরের সমস্ত রান্নার জিনিসপত্র পর্যান্ত নিয়ে গেছে। অজিত মজুমদার, পিতা যোগেন্দ্র মজুমদার, মনসা বাড়ীতে ঐ গ্রামের মাঝখানে তার টং দোকানের তেল, ডাল, ইত্যাদি জিনিস বিক্রি করে সে চলত। কিন্তু তার সমস্ত কিছু দোকান থেকে লুট করে নিয়ে যায়, এবং নগদ বারশ টাকাও নিয়ে যায়। এরপর তার বাড়ীতে গিয়ে আক্রমণ করে। অজিত মজুমদার, প্রদীপ কুণ্ডু এরা সকলে পার্টির সমর্থক, বিভিন্ন গণ সংগঠনের কর্মী। অসিত দত্ত, পিতা শশী ভূষন দত্ত পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। তিনি নিয়মিত পঞ্চায়েতে চার বছর পর্য্যন্ত কাজ করেছেন। মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রার্থী হিসাবে তিনি পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ছিলেন। তার বাড়ীতে ঢুকে তার রান্না ঘরে আগুন লাগায়। ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঘরের সমস্ত কাপড়, নগদ টাকা সমস্ত কিছু নিয়ে যায়। স্যার, আমি বলছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে তথ্য উপস্থিত করেছেন—যে কারো ঘর থেকে পঞ্চাশ টাকা, কারো ঘর থেকে একশ টাকা, কারো ঘর থেকে একশ পঞ্চাশ টাকা এই সব করে হিসাব দিয়েছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সঠিক ভাবে তদন্ত করবেন কি ? আমি তো জানি যে এএ, আই, আর করেছে। সেগুলি সব সাবমিট করেছে। স্যার, একটা ঘর থেকে তিনটা সাইকেল, রেডিও, টি ভি এইগুলি নিয়ে গেছে। মেয়েদের কাপড় টেনে খুলে নিয়ে গেছে এবং ঘরের মধ্যে আগুন লাগিয়েছে। সমস্ত গ্রামটার মধ্যে যেন প্রায় আধ ঘন্টা পর্য্যন্ত তাণ্ডব চলেছিল। স্যার, ৩ তারিখ সন্ধ্যার সময় সোনামুড়া থানার রিপোর্ট করা হয়েছে যে, গ্রামে এই রকম আক্রমণ হচ্ছে—আপনারা রক্ষা করুন। ৪ তারিখ বেলা সাড়ে এগারটা থেকে বারটার মধ্যে ডাকাতি হল কিন্তু কেউ সেখানে যায় নি।

শ্রী সুধীরঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:**— স্যার, আমাদের সরকার কে কম্যুনিষ্ট কে মার্ক্সবাদী কে কোন বাদী এই বিচার করে না। এখানে যারা অপরাধ করেছে তারা সকলেই অপরাধী। আর যাদের উপর আক্রমন হয়েছে পার্টিগত ভাবে তার তথ্য আমার কাছে নেই। তবে আইন মাফিক যেটা করার সেটা করা হবে। মাননীয় সদস্য সমর বাবু যে বিবরন দিলেন আর মাননীয় সদস্য যিনি কলিং এটেনশান এনেছেন শ্রীসুকুমার বর্মণ এরমধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। একজন বলছেন, একটা ঝগড়াকে কেন্দ্র করে আর একজন বলছেন কার কাপড়, রেডিও, কোথায় কি নিয়ে গেছে, এই সমস্ত ঘটনা এখানে নেই। তবে আমি মাননীয় সদস্যকে বলছি যে, এই সমস্ত ঘটনা তদন্তকারী অফিসারের নিকট দিতে পারেন এবং ঘটনাটির তদন্ত চলছে, তদন্তের স্বার্থে আর কিছু বলা সম্ভব নয়।

শ্রী সুকুমার বর্মন :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো বলেছেন যে, আসামীদের ধরার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। গত অধিবেশনেও তিনি আমাদের আসামী ধরার অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ অবধি একটা আসামী ধরা হয়নি। কাজেই আজকে যে প্রতিশ্রুতি আসামী ধরার আমরা কি তাঁর দেওয়া এই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করতে পারি ? তাছাড়া, ৪ঠা মার্চ তারিখে সকাল ৯টায় যে ঘটনা ঘটলো এবং তার সংগে যারা জড়িত তাদের কবে নাগাদ ধরা হবে বলে যেটা বলছেন তাও বুঝতে পারছিনা, কারণ ইতিমধ্যে ঘটনা ঘটার পরেও ১৫ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। সেই পরিমল দেবনাথ যিনি এই ঘটনার সংগে জড়িত সেখানে খুসী মোখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে ঐ এলাকার কংগ্রেসের উন্নয়ন কমিটির একজন চেয়ারম্যানও বটে. সে বিভিন্ন জায়গাতে ঘরুয়া মিটিং করে এলাকায় মধ্যে যাতে একটা বিসশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তার জন্য উসকানি দিয়ে চলছে. এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী] :— মাননীয় স্পীকার স্যার. আমি বলেছি যে ঘটনার তদন্ত চলছে এবং আসামীদের ধরার জন্য সমস্ত রকমের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ইচ্ছা করলে মাননীয় সদস্যও এই ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করতে পারেন। কাজেই তদন্ত চলাকালীন এর বেশী কিছু বলা সম্ভব নয়, তাতে তদন্তের কাজ বিঘ্নিত হতে পারে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আজকের পরবর্তী কার্য্যসূচী হল দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব। আজকে আমি তিনটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশ পেয়েছি। সে গুলি মধ্যে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়। তাঁর নোটিশটির বিষয় বস্তু হল "গত ২০ | ৩ | ৯০ ইং তারিখ রাত্র অনুমান এক ঘটিকার সময় সিধাই থানার অন্তর্গত মন্ডলা গ্রামের শ্রী দেবেন্দ্র সাহার বাড়ীতে ডাকাত দ্বারা শ্রী দেবেন্দ্র সাহার নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

আমি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় কতৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উংথাপনের সম্মতি দিয়েছি।

এখন আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে, এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজকে বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এই বিষয়ের উপর তাঁর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২৬/৩/৯০ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকারঃ— পরবর্তী দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশটি দিয়েছেন, মাননীয় সদস্য শ্রীরসিরাম দেববর্মা মহোদয়। তাঁর নোটিশটির বিষয় বস্তু হল— গত ২০শে মার্চ, ১৯৯০ইং সদর বিভাগের সিধাই থানার অন্তর্গত মনতলা কলোনির সি, পি, আই, (এম) কর্মী, মনতলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির সম্পাদক রবীন্দ্র সাহাকে একদল শসস্ত্র ডাকাত কর্তৃক কুপিয়ে খুন করার ঘটনা সম্পর্কে।

আমি, পরীক্ষা নিরীক্ষার পর পর মাননীয় সদস্য শ্রীরসিরাম দেববর্মা মহোদয় মর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

এখন' আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভার প্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তবে তিনি আমার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এই বিষয়ে তাঁর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২৬/৩/৯০ইং তারিখে এই বিষয়টির উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—তৃতীয় দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেনঃমাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়। তাঁর নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—গত গত ১১ই মার্চ, ১৯৯০ইং সদর মহকুমার পূর্ব আগরতলা থানা ইন্দ্রনগরের ডি, ওয়াই, এফ, আই, কর্মী সোরাব হুসেন একজন দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক আহত হয়ে জি, বি, হাসপাতালে মৃত্যু হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"

আমি পরীক্ষা নিরীক্ষা নিরীক্ষার পর মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনে সম্মতি দিয়েছি।

এখন, আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি, যদি আজ তাঁর বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তবে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এই বিষয়ের ওপর তাঁর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার — (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২৭/৩/৯০ ই. তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশের উপর একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির বিষয়বস্তু ছিল—'গত ১৬ই মার্চ, ১৯৯০ ইং পীরবানী মারাক নামক জনৈকা

মহিলা পুলিশ কর্মীকে কর্মস্থলে যাবার পথে উত্তর ত্রিপুরার কুমারঘাট থেকে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার করে চারদিন থানালকআপে বে-আইনীভাবে আটক রেখে নির্যাতন করার ঘটনা সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে উপরি-উক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশটির তাঁর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— উপরোক্ত ঘটনাটি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অ্যাডিশনের এস. ডি জয়াল তদন্ত করেন। তদন্তকালে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার রাধাকিশোরপুর বসনতা-খলা (গোর্জ) সাকিনের শ্রীমগর মারাকের কন্যা শ্রীমতি পীররানী মারাকের বক্তব্য গ্রহণ করা হয়। শ্রীমতি পীররানী মারাক নিম্নলিখিত বক্তব্য এদন্তকারি অফিসারের নিকট পেশ করেন যথা — ১) পীররানী মারাক দাবী করেন যে, তিনি ত্রিপুরা পুলিশ বাহিনীর একজন নারী পুলিশ কর্মী এবং তাহার নম্বর কং বা ৫৩ এবং বর্তমানে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ফটিকরায় থানাতে কর্মরত। ২) বিগত ১৬/৩/৯০ইং সকাল অনুমান ৭-৩০ মিঃ সময়ে একজন সাব ইনসপেকটর ও একজন হাবিলদার ও আরও কয়েকজন জোর পূর্বক তাহাকে কুমারঘাট হইতে একটা জীপ গাড়ীতে করে অনুমান বিকাল পাঁচ ঘটিকার সময় আগরতলা পশ্চিম আগরতলা থানাতে নিয়া আসে এবং একটি ঘরে আটক করে রাখে। ঐ দিনই অনুমান সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট সময় একজন সাব ইনসপেক্টর ও একজন হাবিলদার তাকে যে ঘরে আটক করে রাখা হয় ঐ ঘরে এসে তাকে মুখে চড় মারে ও লাঠির দ্বারা আঘাত করে। ঐদিন (১৬/৩/৯০ইং) সারা রাত্রি আটক করে রাখে এবং বিগত ১৭/৩/৯০ইং ও ১৮/৩/৯০ইং আটক রেখে নির্যাতন চালায় এবং বিগত ১৯/৩/৯০ ইং তারিখে ৫০০ টাকার বিনিময়ে সকাল অনুমান ৯ ঘটিকার সময় ছেড়ে দেয়। ৩) শ্রীমতি পীররানী মরাক থানা থেকে সাড়া পেয়ে যখন পশ্চিম আগরতলা থানার কাছে যাইতেছিল তখন পথের মধ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ফটিকরায় থানায় কর্মরত সাব ইনসপেকটর শ্রী পরিমল দেববর্মার সাথে দেখা হয় এবং পরিমল দেববর্মা জিজ্ঞাসাবাদে তার থানাতে আটকের কারণ জিজ্ঞাসা করে তার উত্তরে সে কিছু জানে না বলে জানায়। এবং এই অভিযোগ ও করে যে, তাকে ৫০০ টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দিয়েছে। উপরোক্ত অভিযোগের সত্যতা নিরূপনের জন্য তদন্তকারী অফিসার প্রয়োজনীয় তদন্ত করেন তাহা নিয়ে দেওয়া গেল—

শ্রীমতি পীররানী মারাক সহ তদন্তকারী অফিসার পশ্চিম আগরতলা থানায় শ্রীমতি মারাক একতালার একটি ঘর দেখায় যেখানে যায় এবং সেখানে তাকে আটক রাখা হয়েছিল। যে ঘরটা শ্রীমতি মারাক দেখায় সেটা ও সি এস পি (সি) এর অফিস কক্ষ এবং পাশের ঘরে সি, আর, পি জাওয়ানরা রাতে ঘুমায়। তদন্ত কালে এ এস পি (সি) ও তার অধীনে কর্মরত সকলকে জিজ্ঞাসা বাদ করা হয় এবং পাশের ঘরে যে সি, আর, পি জওয়ানরা ছিল তাদেরও জিজ্ঞাসা বাদ করা হয় কিন্তু শ্রীমতি মারাকের বক্তব্যের সহিত কেহ একমত

পোষণ করে নাই। শ্রীমতি মারাককে পশ্চিম আগরতলা থানার কর্মরত সকলকে দেখানো হয়। কিন্তু তিনি সেই সাবইনসপেকটার ও হাবিলদার তাকে থানায় এসে আটক করেছিল। যা ৫০০ টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দিয়েছিল তাদের সনাক্ত করতে পারে নি। শ্রীমতি মারাক যে পরিমল দেববর্মার কথা বলে ছিলেন তার বক্তব্য সমর্থন করার জন্য প্রয়োজনীয় তদন্তে জানা যায় ঐ নামীয় কোন সাবইনসপেকটার ফটিক রায় থানায় কর্মরত নেই এবং এ নামীয় কোন সাবইনসপেখটার উত্তর ত্রিপুরা জেলায়ও নেই।

বিগত ২১-৬-৯০ ইং পীরবানী মারাকের পিতা শ্রী মিলন মারাক মহাশয়কে তার বাড়ী হইতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে আসা হয় আগরতলায়। তার বক্তব্যে জানা যায় যে, তার কন্যা বিগত বছরের দুর্গা পূজার আগে নিজের ইচ্ছায় বাড়ী হতে চলে আসে এবং ২/৩ দিন যাবৎ বাড়ী না ফিরাতে তিনি খোঁজ করে পূর্ব আগরতলা থানাধীন নাগিছড়া সাবিনে তার ভাই-এর বাড়ীতে তার দেখা পান। সেখানে জানতে পারেন তার কন্যা বর্তমানে পুলিশ বিভাগে চাকুরী করেন। এই সংবাদের পর তিনি আবার তার নিজ বাড়ী চলে যান। বিগত জানুয়ারী ১৯৯০ ইং সনে শ্রী পীরবানী মারাক তার বাবার কাছে যান এবং বলেন, ডাকিনী বিদ্যা অভ্যাসের ফলে তিনি অসুস্থ হয়েছেন, এবং তার বিগত তিন মাসের চাকুরীর টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখা আছে। শ্রী মিলন মারাক। তার মেয়ের প্রয়োজনীয় চিকিৎসাদি করে তাকে সুস্থ করে তুলেন এবং গত মাসে তাহাকে তার চাকুরীতে যোগ দিবার জন্য আগরতলা আদিবাসী রেষ্ট হাউসে, পৌঁছে দিয়ে বাড়ী চলে যান। এর পর আর কোন কিছু জানেন না বা তার মেয়ের সঙ্গে দেখা হয় নাই।

তদন্তকালে এও জানা যায় যে, পীরবানী নামীয় কোন মহিলা কর্মী পুলিশ বিভাগে কর্মরত নেই। এমন কি উত্তর ত্রিপুরা জেলার ফটিকরায় থানাতেও নেই।

শ্রী মিলন মারাক তদন্তকারী অফিসারের নিকট তার মেয়ে যে তাকে (মিলন বাবুকে) চাকুরীর ব্যাপারে ধাপ্পা দিয়েছেন তাহা তিনি বুঝতে পেরেছেন বলে জানান।

উপরোক্ত ঘটনার বিচারে পশ্চিম আগরতলা পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্যতা প্রকাশ পায় নাই।

ঘটনাটির তদন্তকার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রী নকুল দাস :— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান স্যার, এই পীরবানী মারাক পিতা শ্রীমিলন মারাক. ফরেষ্টে চাকুরী করেন, বাড়ী দক্ষিণ ত্রিপুরার বসন্ত খলাতে। মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে যা বলেছেন ঠিকই আছে। সে গত ১৬ থেকে ১৯ তারিখ পর্য্যন্ত এ এস পি (সি) এর পাশের ঘরে আটক ছিল। কালকেও যখন তার কাছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গেছে তখনও সে এই ঘর দেখিয়েছে। সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না এমন একটি টেবিল আছে ঘরে, একটি চৌকি আছে। সে দুই জন পুলিশকে দেখিয়েছেন। তাদের নাম সে বলতে পারে নি। একজন সাব-ইন্সপেকটর, একজন কনেষ্টবল। ওরা ৪ দিন তার উপর অত্যাচার করে সে কালও বলেছে। সে ট্রেনিং নিয়েছে নড়সিংঘড়ে। সেখানে সে ১৬

নাম্বার ঘরে ছিল. তার রুম মেট ছিল, রমা দেববর্মা ও শেফালী মজুমদার। যে ভদ্রলোক ট্রেনিং দিয়েছিলেন তাকে বলা সত্ত্বেও তিনি বলেছেন, তাকে চিনেন না। যে পরিমল দেববর্মা তাকে উদ্ধার করে তিনিও বলছেন যে, চিনেন না। এই এ এস পি (সি) ইত্যাদি পর্ব ও পশ্চিম আগরতলা থানায় মধ্যে পুলিশের একটি গ্যাং, একটি চক্র গড়ে উঠেছে।

এই গোষ্ঠি চক্র এই জোট সরকারের রাজত্ব এই সমস্ত খুন খারাপি, নারী ধর্ষন ইত্যাদি করে চলেছে। এই অবস্থায় সেই নির্দোষ ট্রাইবেল মেয়েকে ৪ দিন থানায় আটক রেখে অত্যাচার করা হলো। সেই ট্রাইবেল কি বাঙ্গালী সেটা বড় প্রশ্ন নয় স্যার, একটা মেয়েকে ৪ দিন থানায় আটক রেখে তার উপর অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছে। আর সেই দুষ্কৃতকারী পুলিশ অফিসারকে বাঁচাবার জন্য এই জোট সরকার পক্ষে দাঁড়িয়েছে। সেই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা বা এই জোট সরকার পদত্যাগ করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— বিফোর আনসারিং দা কোয়েশ্চান ইট টু বী ডিসাইডেড দ্যাট হোয়েদার পীরবানী মারাক ওয়াজ এ পুলিশ কনষ্টেবল অর ইজ এ পুলিশ কনষ্টেবল ?

[ইন্টারাপশান]

শ্রী দশরথ দেব [রামচন্দ্র ঘাট] :— স্যার, পীরবানি মারাক পুলিশ কনষ্টেবল কি কনষ্টেবল না সেটা বড় কথা নয়। কথা হচ্ছে একজন মেয়েকে থানায় ৪ দিন ডিটেইনড রেখে তার উপর টর্চার করা হয়েছে। এ ব্যাপার এই জোট সরকার কি ষ্টেপ নেবেন সেটা আমরা জানতে চাইছি।

[ইন্টারাপশান]

শ্রী দশরথ দেব : এই শাসক গোষ্ঠী দুষ্কৃতকারী পুলিশ অফিসারকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন স্যার। এটা চলতে দেওয়া যায় না।

[ইন্টারাপশান]

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়রা আপনারা শান্ত হউন। যে কারনে আমি কোয়েরী করছি। সে কোয়েরী করার কারন হলো পীরবানী মারাক যদি পুলিশ কনষ্টেবল হয় তাহলে কর্মচারী সমাজে বিশেষ করে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে একটা ক্ষোভ সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং, কোন একটি বিষয় এখানে পুট আপ করার আগে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের বিষয়টি সম্পর্কে অথেনটিসিটি আছে কিনা দেখতে হবে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের যারা জবাব দেবেন, তাঁদেরও বিষয়টি সম্পর্কে অথেনটিসিটি থাকতে হবে। এটাই হলো নিয়ম।

শ্রী দশরথ দেব — মাননীয় চীফ মিনিষ্টার বলছেন যে সে পুলিশ কনেষ্টবল নয় কিন্তু আমরা চ্যালেঞ্জ করছি, উনি প্রমান করুন। আমরা বলছি টর্চার হয়েছে, এখন উনি প্রমান করুন।

[গণ্ডগোল]

মিঃ স্পীকার :— সিট ডাউন প্লিজ।

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, কি সাংঘাতিক অত্যাচার হয়েছে হাতে, পিঠে এবং গালে সমস্ত জায়গায় চিহ্ন আছে।

[ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশ্যান ব্যাঞ্চ - নারী নির্যাতন করছেন আপনাদের লজ্জা থাকা উচিত]।

[গণ্ডগোল]

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার [চণ্ডীপুর] **:—** কারা নারীর উপর অত্যাচার করেছেন, প্রমাণ করুন।

[গণ্ডগোল]

মিঃ স্পীকার :— আপনারা শান্ত হয়ে বসুন। আমাকে হাউস চালাতে সাহায্য করুন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** সমস্ত বক্তব্যের জবাব দিয়ে আমি আপনাদের মুখোশ খুলে দেব।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, ওরা কি গোলমাল করবে না জবাব দিতে দেবে ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, ওদের মুখোশ খুলে যাবে দেখে এসব করছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) **:—** স্যার, তারা পুলিশকে দুর্বল করার জন্য এবং পুলিশের মনোবল ভেঙ্গে দেবার জন্য ঐ দাঙ্গাবাজের সৃষ্টি করেছে। ওঁদের দলের উপনেতাও এইটার সঙ্গে জড়িত রয়েছে বলে আমরা মনে করছি। কাজেই স্যার, এই ব্যাপারে কমিটি গঠন করে এইটা দেখা হোক

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আজ বেলা ২'০০ ঘটিকা পর্যান্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) **:—** স্যার আমার একটি পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান আছে।

মিঃ স্পীকার :— ইয়েস।

শ্রী অমল মল্লিক :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, এক নম্বর—পিরবানী মারাক নামে কোন মহিলা পুলিশ কর্মী আছেন কিনা? দুই নম্বর—পিরবানী মারাক নামে কোন মহিলাকে পুলিশ পশ্চিম কোতয়ালীতে গ্রেপ্তার করেছে কিনা? তিন নম্বর হচ্ছে—পরিমল দেববর্মা নামে কোন এস, আই, ফটিকরায় থানায় আছে কিনা?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার ষ্টেটমেন্টে আগেই বলেছি যে, পিরবানী মারাক নামে কোন পুলিশ কর্মী ত্রিপুরা সরকারের অধীনে নেই। দ্বিতীয় হচ্ছে—ঐ নামে কোন মহিলাকেও কনফাইন্ড করা হয় নাই। এরেষ্টও করান হয় নাই। তৃতীয়তঃ হচ্ছে, পরিমল দেববর্মা নামে কোন এস, আই, ফটিকরায় থানাতে নেই বা ঐ নামে কোন এস, আই ত্রিপুরা পুলিশে নেই। তারপর স্যার, এখানে বলা হয়েছে যে ১৬ই মার্চ পিরবানী মারাক নামে একজন উপজাতি মহিলাকে ফটিকরায় থেকে তুলে এনে পশ্চিম থানাতে রাখা হয়েছিল, সেটাও সত্য নয়। তবে ঐ নামে জনৈক উপজাতি মহিলা আগরতলা ট্রাইবেল হোষ্টেলে ছিল। তার প্রমান পাওয়া গিয়েছে ঐ হোষ্টেলের রেজিষ্টার খাতা দেখে। সেখানেই রেকর্ড রয়েছে যে, পিরবানী মারাক ১৬ই মার্চ থেকে সেখানে ছিলেন।

(গন্ডগোল)

(বিরোধী পক্ষের সদস্যদের সভাকক্ষ ত্যাগ)

স্যার, উনারা গতকাল প্রথমেই ব্যাপারটি নিয়ে এনেছেন এডজর্নমেন্ট মোশান আবার একই সময়ে এনেছেন কলিং এটেনশান। এবং এগুলি নিয়ে একটা দক্ষযজ্ঞ এখানে করে গেলেন। তারপর আমি সেটা নিয়ে উত্তর দিতে চাইছি, কিন্তু উনারা আর উত্তর শুনতে উনারা শুনতে চাইছেন না। কারন তারা বুঝতে পেরেছেন যে, এই ঘটনাটি নিয়ে তাদের মুখোশ খুলে যাচ্ছে।

তারপর স্যার, মাননীয় সদস্য তাঁর নিজ স্বাক্ষর বলেছেন যে, পিরবানী মারাক একজন পুলিশ কর্মীর। উনি বলেছেন যে, তাকে (পিরবানী মারাককে) পশ্চিম কোতোয়ালীতে ১৬ই মার্চ তাকে গ্রেফতার করে আনা হয়েছে। এবং চারদিন ধরে সেখানে আটকে রাখা হয়েছে এবং নির্যাতন করা হয়েছে। কিন্তু সেসব ঘটনা আদৌ সত্য নয়। সেটার প্রমান পাওয়া যায়, পিরবানী মারাক ১৬ই মার্চ থেকে ট্রাইবেল হোষ্টেলে ছিলেন। ফটিকরায় থানায় তাকে একজন উদ্ধার করেছে, বলে বলা হয়েছে, সেটাও সত্যি নয়। পরিমল দেববর্মা নামে কোন পুলিশ কর্মী বা এস, আই, ফটিকরায় থানায় নেই। সুতরাং সামগ্রিকভাবে এটা হচ্ছে একটা গট—আপ।

সামগ্রিক ভাবে এটা হচ্ছে একটা ঘটনা। এই ধরনের ঘটনা অতিতেও পনারী এই হাউসে করেছেন. অনেকে হৈ চৈ করেছেন। সমর চৌধুরী ওনার স্ত্রীকে এন. এস. ইউ. আইর কর্মীরা ছোড়া মেরেছেন। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে তিনি একটা জীপ একসিডেণ্টে পড়েছিলেন এবং হাসপাতালে ভর্তি ও করা হয়েছিল। স্যার, এর মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এইগুলি পরিকল্পিত ঘটনা। প্রথমে বলছে উজান ময়দানে ঐ ট্রাইবেল মহিলাদের উপর গনধর্ষন যেটা একেবারে কোন ঘটনা নয়। তর হচ্ছে প্রতিদিন প্রত্যেক সময় বলেন যখন এই হাউসে কথা বলে মহিলাদের উপর ধর্ষণ হচ্ছে এই হচ্ছে অনেক কিছু ওনারা বলছেন। একই পরিকল্পনার অংগ। সুতরাং যারা করেছেন তাদের নিন্দা করার কোন ভাষা আছে কিনা আমি জানি না। অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ এবং এই রাজ্যে পরিকল্পিতভাবে ট্রাইবেল এবং নন ট্রাইবেলদের মধ্যে একটা দাঙ্গার পরিকল্পনা সৃষ্টি করছে। আমরা আশা করব. ত্রিপুরার জনসাধারনকে এবং সকলকে যাতে এই ধরণের বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারে তারা যেন বিভ্রান্ত না হন। স্যার, অত্যন্ত দুঃখের কথা গতকাল ডি. ওয়াই এফ. আইর কর্মীরা যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিম থানা ঘেরাও করেছেন, সে ঘটনা ঘটে নি। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘেরাও করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় একটা বিশৃংখলার সৃষ্টি করতে চাইছেন, আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নষ্ট করার চেষ্টা করছেন। তাদের আমি হুশিয়ার করে দিতে চাই যে, তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হবে। আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের যে মুখোস সেটা ত্রিপুরার জনসাধারন বুঝতে পেরেছেন।

শ্রী সমর মল্লিক :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে ভাবে হাউসের মূল্যবান সময়, বিভিন্ন সাজানো ঘটনার উপর নির্ভর করে বিগত দুই বছর ধরে এই অসত্য খবরের উপর ভিত্তি করে হাউসকে যে বিভ্রান্তকরে এবং মূল্যবান সময় যেভাবে নষ্ট করা হচ্ছে। আমরা প্রস্তাব রাখতে চাই যে, উজান ময়দানের ঘটনা, বিরোধী দলের নাপ দুইপের স্ত্রীর উপর সাজানো ঘটনা, পীরবানী মারাকের উপর সাজানো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যেভাবে হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য, হাউসের মূল্যবান সময় নষ্ট করছেন। এর জন্য নিন্দা প্রস্তাব যাতে পাশ করানো হয়, তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— রুলিং এর আগেই বলেছি যে, এখানে সব সময় সত্য কথা বলা হয়। সেটাই নিয়ম, সেটাই সত্য, সব সদস্য যাতে সত্য কথা বলেন, মন্ত্রী মহোদয় হউন, আর অন্যই হউন সত্য ভাষন যাতে এখানে রাখা হয় সেটা আমি বারবার দৃষ্টি আকর্ষন করেছি। আবার অনুরোধ রাখবো যাতে সত্যটা যাতে প্রকাশ পায়, সেই অনুযায়ী প্রতি সদস্যগনের আচরণ হয়। আর নচেৎ এখানে মিথ্যা কথা বললে পার্লামেণ্টারী প্রসিডিউর আকটিস আছে স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ আনা যায়। যদি কেউ আনেন তখন সেটা বিবেচনা করা হবে।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৮-৩-৯০ ইং তারিখ বিকালে ও, এন, জি, হতে জানা যায়যে সোনামুড়া মহকুমার তৃষ্ণায় কর্মরত কুপ হতে জল এবং গ্যাস নির্গত হচ্ছে। বিপদের আশংকায় পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত খনন কুপের এক কিলোমিটার পরিধির অন্তর্গত বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। ১২৯ টি পরিবার তাদের বসত বাড়ী ছেড়ে চলে আসে। তন্মধ্যে ৮৯ টি পরিবারকে কাঁঠালিয়া অঞ্চলের স্কুলে রাখা হয় এবং অপর ৪০ টি, পরিবার তাদের নিকট আত্মীয়দের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। উক্ত ১১৯ টি পরিবারকে জি.আর ম্যানুয়েল অনুযায়ী প্রতি পরিবারকে প্রতিদিন অনধিক ২৪ টাকা হিসাবে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। উক্ত ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোন জীবন হানি, সম্পত্তি, বাড়ীঘর ও গৃহ পালিত পশু ইত্যাদির হানির সংবাদ পাওয়া যায় নি। গত ২০-৩-৯০ ইং তারিখ বিকালে আগুন বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। যেহেতু, উক্ত এলাকায় নিরাপত্তার কারণে এতদিন সার্ভে করা সম্ভব হয়নি, তাই সোনামুড়া মহকুমা শাসককে পূর্ণাঙ্গ তদন্তক্রমে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অতিসত্বর নির্ধারণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়ার পর যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রী মতিলাল ঘোষ :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, আমরা শুনেছি যে, ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী বেশ কিছু মানুষকে সেখান থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং সেইসব মানুষ অথবা পরিবারের লোকজনকে যেহেতু ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে কাজেই তাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি চিন্তা ভাবনা করছে, অনুগ্রহ করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের কি পরিমান ক্ষতি হয়েছে, তা এখন পর্যন্ত নিরাপত্তার কারণে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি। তবে সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, তাদের এমন কিছু ক্ষতি হয়নি তারা শুধু নিজেদের বসত বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছেন নিরাপত্তার কারণে। তার জন্য আমরা তাদের কিছু সাহায্য দিচ্ছি। আমি বলছি সব কিছু স্বাভাবিক হলে, তাদের কার কি পরিমান ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সার্ভে করে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়ার চেষ্টা করব।

MOTION FOR ELECTION TO ASSEMBLY COMMITTEE

Mr. Speaker :— Hon'ble members, as indicated in Rule 202 (1) of the Rules of Procedure & Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly the term of office of the Committee on Public Accounts, Committee on Public Undertakings. Committee on Estimates, Committee on Welfare of Scheduled Caste and Committee on Welfare of Scheduled

Tribes will expire on the 31st March, 1990. As per above mentioned rule, members of the aforesaid Committees are to be elected by the House before 31st March, 1990.

Now, I would request the Minister of Parliamentary Affairs Department to move a motion in this regard to obtain consent of the House,

Shri Arun kr. kar (Minister): - Mr, Speaker Sir, in pursuance of Rule 98 of the Rules of Procedure & Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I beg to move that 'the House do proceed to elect eleven members in each of the Committee namely - (i) Committee on Public Accounts, (ii) Committee on Public Undertakings, (iii) Committee on Estimates, (iv) Committee on Welfare of Scheduled Castes and (v) Committee on Welfare of Scheduled Tribes, according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote for the period upto 31st March, 1991, as required under Rule 202 (1) of the Rules of Procedure & Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly.

Mr. Speaker— Now, I am putting the motion to vote. The question before the House is the motion moved by Minister in - charge of the Parliamentary Affairs Department that "The House do proceed to elect eleven members in each of the Committee namely - (i) Committee on Public Accounts, (ii) Committee on Public Undertakings, (iii) Committee on Estimates, (iv) Committee on Welfare of Scheduled Castes and (v) Committee on Welfare of Scheduled Tribes, according to the principles of proportional representation by means of single transferable vote for the period upto 31st March, 1991, as required under Rule 202 (1) of the Rules of Procedure & Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, was put to voice vote and PASSED.

(The motion was passed)

SUPPLEMENTRY DEMANDS FOR GRANTS FOR—1989-90

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো, ১৯৮৯-৯০ ইং সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সাধারণ আলোচনা : আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব আলোচনাকালে তাঁরা যেন তাঁদের বক্তব্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আলোচনা শুরু হওয়ার আগে, আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপকে অনুরোধ করব, এই আলোচনায় তাদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহন করতে চান, তাঁদের নামের একটা তালিকা, যেন আমাকে দেওয়া হয়।

আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী জওহর সাহা মহোদয়কে তাঁর গতকালের অসমাপ্ত ভাষণ শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, আমি গত কালকে যে বক্তব্যটা শুরু করেছিলাম এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে, বিরোধীপক্ষের সদস্যরা ভেড়ার পালের মত এই হাউস থেকে পালিয়ে গেছে। যাহাই হউক গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে পরস্পরের মধ্যে আলোচনার যে সুযোগ এটার প্রতি সকলের দায়িত্ব এবং কর্তব্য থাকা উচিত। আমি কালকে যেটা বলতে চেয়েছিলাম আমাদের কাছে দিল্লী এবং কলিকাতার বড় বড় কাগজে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের মাকর্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির হাতে ২০০ কোটি টাকার সম্পদ আছে। সেই রকম ত্রিপুরাতেও আমাদের কাছে খবর আছে যে, বিগত দশ বছরে এই মাকর্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি ১০০০ কোটি টাকার সম্পদ করেছে এবং বড় বড় ইমারত করেছে। ওদের প্রাক্তন মন্ত্রী, কমরেড, এম, এল, এরা বড় বড় অট্টালিকা কোথা থেকে করেছেন? শাক দিয়ে এখন তারা মাছ ঢাকতে চাইছেন। এই জন্যই বিরোধী বন্ধুরা সরকারের মন্ত্রী, এম, এল, এ, দের বিরোদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে বিরোধী দলের সদস্যদেরকে অনুরোধ করব যে, ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, আজকে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রাক্তন জহরলাল নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধী এবং রাজীব গান্ধীর নীতিগুলি অনুসরন করছে। কিন্তু ৪০ বছর, ৭০ বছর কম্যুনিষ্ট শাসন ছিল যে সমস্ত দেশে সেগুলি আজকে মুছে যাচ্ছে। মুছে গিয়ে কেউ ডেমোক্রেটিক দল ইত্যাদি নামে পরিচিত হচ্ছে। কাজেই তাদেরও উচিত আজকে কম্যুনিষ্ট পার্টি নাম মুছে দিয়ে অন্য নাম ধারণ করা। তারা তো এখন ভারতীয় জনতা পার্টি এবং জনতা দল এদের সংগে লেজুর হিসাবে আছে। তাদের উচিত তাদের পার্টির নাম বুলিয়ে জনতা দলের জনতা (এম) করা। কারন, আজকে সারা পৃথিবীতে তাদের যে অবস্থা সেটা খুবই লজ্জার। মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে আমরা দেখছি, ওরা এই পবিত্র বিধানসভায় অপপ্রচার করছে এবং এই পবিত্র স্থানের পবিত্রতা নষ্ট করছে। যেমন বল বলাৎকার করেছে। বিগত মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী উনি নিজ হস্তে লিখে রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়েছেন। এর পরে বলব রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর জন্য।

কারণ এটা তাঁদের শেষ ধাক্কা। সেই ধাক্কা উনারা খেলে জায়গায় ফিরে আসবেন। এই অবস্থায় হয়ত উনারা মাননীয় রাজ্যপালের কাছে যাবেন। মাননীয় রাজ্যপাল যখন জানিয়ে দেবেন ঘটনাটি মিথ্যা তখন সারা ভারতবর্ষের মানুষ জানতে পারবে। উনারা উজান মরদানের ঘটনা নিয়ে করেছেন। নারী নির্যাতনের ঘটনা উনারা সব সময়ই বলে থাকেন। উপজাতি মা বোনদের নাকি নির্যাতন করা হচ্ছে। এদের একটি পত্রিকা আছে 'ডেইলি দেশের মিছা কথা' সেই পত্রিকায় বিভিন্ন গল্পকাহিনী ছড়িয়ে দিয়ে থাকে। আমার নামেও ছড়িয়েছে। গত জানুয়ারী মাসে তাদের পত্রিকায় গল্প বেড়িয়েছে, আমার নাকি ৩খানা বাড়ী আছে। আমি প্রতিবাদ করেছি কিন্তু ছাপান হয় নি। শেষে আমি যখন লিখলাম যে, প্রতিবাদ পত্র না ছাপালে আমি মামলা করব, তখন এই মাসের ১৩ কি ১৪ তারিখ ভেতরের পাতায় চিঠি পত্রের কলমে প্রতিমন্ত্রীর প্রতিবাদ বলে ছাপান হয়েছে। স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে তাঁদের অবগতির জন্য জানিয়ে দিচ্ছি, ওরা যা বলছেন তা ঠিক নয়। আমি নাকি ২৪ লাখ টাকা দিয়ে বাড়ী করেছি, আমি নাকি অমরপুরে ভাড়া বাড়ীতে থাকি। আমি এখানে হরিদাস মুখার্জীর বাড়ী কিনেছি। শুধু আমি নই। হরিদাস মুখার্জী বাড়ী থেকে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তাদের বাড়ী বিক্রীর কোন প্ল্যান নেই। তা সত্বেও এসব কথা লিখা হচ্ছে। তাঁদের জানিয়ে দিচ্ছি, "ডেইলী দেশের কথার" পত্রিকার বিরুদ্ধে সম্পাদকের বিরুদ্ধে আমি ২০ লাখ টাকার মান হানির কেইস কয়েক দিনের ভেতরেই ঐ টাকা নেব না। রাজ্যের হারাগরীব মানুষ আছেন, ভূমিহীন মানুষ আছেন তাদের মধ্যে আমি বিলি করে দেব। আমি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, গ্রামাঞ্চলে কাজ নেই বলে ওরা বলে থাকেন আমি ওদের জিজ্ঞাস করতে চাই, ওরা গ্রামে যেতে পারেন কিনা? মানুষ ওদের বাটা পাটা করে বিদেয় করে। অথচ বলে দিচ্ছেন কাজ নেই। আমি বলতে চাই, একটি দৃষ্টান্ত দিন, কোন গাঁওসভায় কাজ নেই? স্যার আমি বলব, এই রাজ্যের প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে, গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর, কৃষি দপ্তর, বন দপ্তর এই তিন দপ্তরের সমন্বয়ে প্রত্যেক গাঁওসভায় কাজ দিয়েছি। প্রতিটি গাঁও সভায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী ১২ই এপ্রিল পর্যন্ত কাজ থাকিবে। ওরা বলছেন, অনাহারে মৃত্যু। স্যার, আমরা জানি, কিছু কিছু সি, পি, আই, (এম) সমর্থক ইউরোপের ঘটনায় মর্মাহত হয়ে আত্মহত্যা করেছেন। বিষ খেয়ে মারা গেছেন ইউরোপের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে আত্মহত্যা তার জন্য তো দায় ভার আমরা নিতে পারব না। সন্তান বিক্রীর কথা বলছেন। আমি নৃপেন বাবুকে জিজ্ঞেস করতে চাই,—উনি কয়টি সন্তান কিনেছেন? স্যার এটা ওদের জঙ্গলের জামানা নয়। ত্রিপুরার মানুষ শান্তিতে বসবাস করছে। অনাহার নেই। আমি এখানে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের কথা বলতে চাই। আমি জানি, এর নাম শুনলেই অনেকেই লম্প জম্প আরম্ভ করবেন। এখানে কৃষিমন্ত্রীও আছেন উনি জানেন বার বার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা অভিযোগ করেছি গ্রামীন উন্নয়ন কমিটির তরফ থেকে যে লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল পানীয় জলের জন্য এস, আর, ই, পি, এর জন্য তা, কতটুকু হয়েছে।

আজ পর্যন্ত তার হিসাব পাইনি এবং খরচও ওরা করছে না। এ, ডি, সি ইলেকশানে ওরা জয়যুক্ত হওয়ার জন্য সে টাকাটা উনারা রেখে দিয়েছেন। জনগণ ওদেরটুটো কান কেটে ফেলবে যদি ওরা এ, ডি, সি, ইলেকশানের ভোটের জন্য যান। স্যার, ওরা বলছে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, অথচ পানীয় জলের জন্য আমরা টাকা দিচ্ছি। স্যার, গতকাল অমরপুর বি, ডি, সির চেয়ারম্যান সুখদয়াল জমাতিয়া আমাকে জানালেন যে, সেখানে বৈশ্যমনি পাড়ায় ত্রিপুরা পিউপলস পার্টির হার্মিয়া নেতা দেবব্রত কলই উনার শ্বশুর বাড়ীতে টিউব ওয়েল, রিংওয়েল আছে এখন একটি মার্কট টিউব ওয়েল করে দেবার জন্য আমরা এ্যাগজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে নির্দেশ দিয়েছি। গ্রামে কোথাও কোন পানীয় জলের সংস্থান নেই আর কোন হার্মিয়া নেতার শ্বশুর বাড়ীতে বা তাদের আত্মীয়ের বাড়ীতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে সেটা ভাবলে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। আজকে উনারা এখানে শিক্ষক নেই বলে চিংকার করছেন। অথচ এ, ডি, সিতে এই প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদেরকে দিয়ে এস. আর, ই. পির কাজ করানো হচ্ছে। কেন সে কাজ কি পঞ্চায়েত সচিবরা পারেন না ? আসলে পঞ্চায়েত সচিবদের দিয়ে কাজ করালে উনাদের পার্টি ফাণ্ডে কোন টাকা জমা পড়বে না। কেননা এস, আর, ই, পি কাজের কিছু কমিশন উনারা বরাবর পেয়ে থাকেন। এই সরকার সেটা বন্ধ করে দিয়েছেন। উনারা চান ট্রাইবেল ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত না হোক। কারণ, ওরা যদি শিক্ষিত হয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে আর মিথ্যা ভাওতা দিতে পারেন না। কাজেই তাদের হাতে টুকরি, কোদাল দিয়ে এস, ই. পি কাজে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। গ্রামের মানুষ অনাহারে মরুক, উপজাতি অংশের মানুষ অনাহারে মরুক এটাই হচ্ছে উনাদের মানবিকতা। স্যার, উনারা এখানে বলেছেন যে বি, ডি. সি, এবং নোটিফায়েড এরিয়া অথারিটির চেয়ারম্যানদেরকে গাড়ী দেওয়া হয়েছে। স্যার, আমি কোন সিনেমা দেখি না, কিন্তু পরশুদিন একটা সিনেমা দেখেছিলাম -যমালয়ে জীবন্ত মানুষ। ঠিক উনারাও ভূতের রাজ্যে বাস করছেন। তাই উনারা নানারকম স্বপ্ন দেখছেন। কোন নোটিফায়েড এরিয়ার চেয়ারম্যানকে সরকারী গাড়ী দেবার জন্য আমরা কোন অর্ডার দেই নি। একমাত্র সরকারী কাজে যদি তাকে কোথাও যেতে হয় তাহলে মেম্বার সেক্রেটারীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে সেই জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আসতে বা উন্নয়ন মুলক কোন কাজে যদি তিনি কোথাও যেতে চান তাহলে দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তাকে সাহায্য করতে। স্যার, জওহর রোজগার যোজনা সম্পর্কে উনারা এখানে নানা রকম কুৎসা প্রচার করছেন। ভারতবর্ষের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর জন্মশতবার্ষিকীতে পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধী ভারতবর্ষের গ্রামের মানুষের কর্ম সংস্থানের জন্য এই জওহর রোজগার যোজনা চালু করেছেন। আজকে সেখান থেকে উনাদের কোন কমিশন আসছে না। এই কমিশন জ্যোতি বাবু বা তাঁর পেটুয়া নেতারা পাচ্ছেন না বলেই এই জওহর রোজগার যোজনার প্রতি তাঁদের এই বিষোদগার। স্যার, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি এই জওহর রোজগার যোজনা দিয়ে এই রাজ্যের প্রতি পঞ্চায়েতে কমপক্ষে ২০টি স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করতে পেরেছি যেটা ওদের ১০ বছরের রাজত্বে করতে পারে নি।

স্যার, আমরা এবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করছি যে, জওহর রোজগার যোজনাতে এবার যেন আমাদের জন্য দ্বিগুণ অর্থ বরাদ্ধ করা হয়। কারন ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের অবস্থা অত্যান্ত শোচনীয়। বিগত ১০ বছরে বামফ্রন্ট সরকার যে অবস্থা করে গেছেন আজকে আমরা সেই অবস্থা থেকে মানুষকে উন্নত করে অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের সাহার্য্য করতে চাই। আই আর ডি. পি সম্পর্কেও মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা অনেক কিছু বলেছেন, এই রাজে নুতন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২২শে মার্চ অর্থাৎ আজকে পর্য্যন্ত বলব আপনাদের অবগতির জন্য ১৯৮৮ইং সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী এই রাজ্যে কংগ্রেস. টি. ইউ. জে এস সরকার অধিষ্ঠিত হবার পর এখন অবদি অন্ততঃ ৪০ হাজার পরিবারকে আমরা আই. আর. ডি. পির মাধ্যমে সাহার্য্য করেছি এবং প্রায় ৫০ হাজার পরিবারকে দ্বিতীয় কিস্তির মধ্য দিয়ে আর্থিক সাহার্য্য করেছি। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আই. আর. ডি. পিতে প্রত্যেক পরিবারকে ৫০০। ৬০০ অথবা ৭০০ টাকা করে দেওয়া হত এবং তার থেকে উপঢৌকন হিসাবে উনাদের কিছু টাকা দিতে হত। আমরা বলেছি এখন একটা পরিবারকে ১০,০০০ হাজার টাকার নীচে দেওয়া যাবে না। আমরা চেষ্টা করছি যাতে গ্রামীন অর্থনৈতিক বিকাশকে সফল করা যায় লটারী কেলেংকারীর নায়ক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনৃপেন বাবু আজকে হাউসে নেই। উনি জানেন কোথায় উনার গলদ, কোন চিন্তার কারন নেই। সরকার অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের অনুরোধ করব সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডকে আপনারা বিরোধিতা করবেন না, আপনারাইতো বলছেন কেন এটা করা হয় নি. সেটা করা হয়নি। এটা করা উচিত ছিল, সেটা করা উচিত ছিল। আমরাও চাই সমস্ত কিছু করার জন্য. তাই বলছি বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা নয়। রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য নুতন ত্রিপুরা গড়ার জন্য এবং ত্রিপুরা রাজ্যকে সুজলা, সুফলা করার জন্য সাহায্য করুন। তাই মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে এই আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার : মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস্ ফর গ্রান্টস্ ফরদি ইয়ার ১৯৮৯-৯০ উৎথাপন করা হয়েছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস্ ফর গ্র্যান্টকে সমর্থন করার জন্য।

স্যার, আওয়াজ বাড়াব। ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রলোকের গলা ঠিক থাকে। অভদ্রলোকের সঙ্গে পড়লে গলা ঠিক থাকেনা। স্যার, এটা ঠিক সরকার পক্ষ বাক্তবা বলেছেন যে, যে সরকার হওক বামফ্রন্ট সরকার হউক বা জোট সরকারই হোক যে কোন সরকারেরই সাপ্লিমেন্টারি গ্রান্টস দরকার। তবে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সেটা আরও বেশী দরকার রাজীব গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী ও জহরলাল নেহেরু ভারতের অর্থনীতিকে যেভাবে জলাঞ্জলী দিয়ে গিয়েছেন। ভারতবর্ষের যে কোন রাজ্যের সরকারকে এভাবে দেশ চালানো সম্ভব না। সুতরাং সেখানে সাপ্লিমেন্টারি চাইতেই হয়।

তবে তার একটা যুক্তি থাকে মানুষ এখানে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন মানুষের কথা বলার জন্য। সেজন্য আমাদেরকে চিন্তা করতে হয়। মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী এখানে আছেন। ওনার এলাকায় উনি গিয়েছিলেন এবং সেখানে ওনার দলের লোকদের দিয়ে এবং উপজাতি যুব সমিতির লোকদের দিয়ে উন্নয়ন কমিটি বানিয়েছেন সেই উন্নয়ন কমিটি বানিয়েছেন, সেই উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান মহেন্দ্র রিয়াংয়ের বিরুদ্ধে এলাকার সবাই মিলে অভিযোগ করলে যে সেখানে সরকার অর্থ যতটুকু যায় চেয়ারম্যান নাকি ততটুকুই খেয়ে ফেলেন এবং এ করে নিজের বাড়ীতে টিনের ঘর তৈরী করেছেন। মহেন্দ্র রিয়াংকে তিনি যখন ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন তখন মহেন্দ্র রিয়াং বলল 'আমি টাকা মারছি আরও মারব' কারণ ২ বছরে যদি মন্ত্রীরা দালান বাড়ী করতে বাড়ী করতে পারেন তাহলে আমি কেন টিনের ঘর করতে পারব না? এই জন্যই কি সাপ্লিমেন্টারি বাজেট? এই অবস্থাকে সমর্থন করা যায় না। সেজন্য যে ডিমাণ্ড মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে উৎথাপন করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। মানুষের জন্য কাজ করলে মানুষের অভাব অভিযোগের কথা চিন্তা করলে আমরা নিশ্চয়ই সমর্থন করতাম। আমাদের গর্জি পঞ্চায়েত ও ধুপতলি পঞ্চায়েত থেকে কত লোক চলে গেছেন অভাবে। বামফ্রন্টের ১০ বছরে কি এমন কিছু হয়েছে? তাই বলছি মানুষের জন্য যদি কাজ করতেন তা হলে আমরা সমর্থন করতাম। এভাবে লুটেপুটে থাকেন. এটা সহ্য করা যায় না। রাজ্যের মানুষ অন্ধ না ওনারা অন্ধ হতে পারেন।

আমি এইটাকে সমর্থন করতে পারছিনা। স্যার, গতকালকে এবং আজকে প্রত্যেকদিনই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হামেশাই গণতন্ত্রের কথা বলেন। এবং গতকালকেও এইটার উপর অনেক আলোচনা হয়েছে। তখন আমাদের বিরোধী দলের নেতা-তিনি বলছেন যে, এইটা গণতন্ত্রের পক্ষে সাঙ্ঘাতিক অন্যায়। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই-জগদীশ টাইটলারকে নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে। সেই ১৯৮২ ইং সালে নির্বাচনের সময় ধর্মনগরে পুলিশ কাদের বাহির করে দিয়েছিল? তারপর আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সেই পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতা গনিখান চৌধুরী তো প্রতি দিনই তিনি বলেন তিনি ষ্টেন গান হাতে তুলে নেবেন।

স্যার, লোকসভার নির্বাচনের সময় আমরা দেখেছি যে যিনি সারা দেশের প্রধানমন্ত্রী সেই শ্রী রাজীব গান্ধী এবং তার কংগ্রেস যাদের জন্ম ১০০ বছরের উপর হয়েছে এবং যারা ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতায় ৪২ বছর ধরে ছিল। সেই প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী তার নির্বাচনী এলাকায় ব্যাপক ভাবে রিগিং করেছেন। এবং সেখানে সঞ্জয় গান্ধীকে গুলী করা হয়েছে কিসের থেকে, বন্দুকের নল থেকে না রাজীব গান্ধীর মুখ থেকে এই গুলি বেরিয়েছে? একটা বিধানসভার নির্বাচন নিয়ে মানুষকে খুন করা হচ্ছে-এইটা তো চলতে পারে না। এইটা আমরা বারবার বলছি। আবার ভারতবর্ষের

গণতন্ত্রের কথা বলছেন। মাননীয় মন্ত্রী জওহর সাহা কটা রিগিং-এর কথা বলেছেন। কাজেই মানুষ সেটা দেখবে সেটা ঠিক করবে। মাননীয় জওহর সাহাকে বলব নিজের জায়গায় গিয়ে দেখুন। আজকে আপনারা দাবী করেছিলেন সারা বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষ হচ্ছে সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ এবং সেই দেশের যেদিকে যাওয়া যাবে সেই দিকে কংগ্রেস রয়েছে। আর আজকে কংগ্রেসকে খুঁজতে হবে কোথায় তারা আছে। এই হচ্ছে তাদের পরিণতি। (নেপথ্যে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে-আপনাদের অবস্থাটা আজ কোথায় গিয়েছে দেখুন)

মাননীয় জওহর সাহাতো সিনেমা দেখেন, মহাভারত দেখেন। সেই মহাভারতে দ্রৌপদীর ইজ্জত হারাতে হয়েছিল সেই কৌরবদের হাতে, অভিমন্যুকে হত্যা করা হলো অন্যায় যুদ্ধে। পাণ্ডবেরা রাজ্য হারা হলো অন্যায়ভাবে। কিন্তু তবু পাণ্ডবেরা সহজে অস্ত্র হাতে নেয়নি, অস্ত্র হাতে প্রথমে নিয়েছিল কৌরবেরা, এবং তার পরিনতি কি হয়েছিল ? এইটা তাদের হবে।

তারপর জওহর রোজগার যোজনার কথা মাননীয় মন্ত্রী শ্রী জওহর সাহা বলেছেন। আমি সারা ভারতবর্ষের কথা বলছিনা, এবং এরা জানেনও না ভারতবর্ষকে। আমি শুধু মাতারবাড়ী ব্লকের কথা বলছি। যে বৎসরে সাপ্লামেন্টারী ডিমাণ্ড আনা হয়েছিল সে বৎসরই আমি সেখানকার বি, ডি, ও, কে জিজ্ঞেস করেছিলাম কত টাকা আপনারা পেয়েছেন। তিনি বললেন—আমরা মাত্র ১৯ লক্ষ টাকা পেয়েছি এই জওহর রোজগার যোজনায়।

ইমপ্লিমেণ্টাশনের নিয়ম কি ? ৫০ শতাংশ মেটেরিয়াল কমপোনেণ্ট এবং ৫০ শতাংশ লেবার কমপোনেণ্ট। মাতারবাড়ী ব্লকে যাদের প্রতিদিন কাজ দিতে হয় তাদের সংখ্যা ২১ হাজার। ৩৬৫ দিনের মধ্যে কতদিন কাজ দিতে পারবেন, এই কথা আমি বি ডি, ও সাহেবকে জিজ্ঞাস করার পর উনি যন্ত্র দিয়ে হিসেব কষে বললেন সাড়ে তিন দিনের কাজ দিতে পারি। জওহর রোজগার যোজনায় জওহরলাল নেহেরুর জন্মশতবার্ষিকী পালন করলেই কি গ্রামের মানুষের পেট ভরবে ? তাবিজ পরে রাখলেই কি বাঁচা যাবে ? ৩৬৫ দিনের মধ্যে মাত্র সাড়ে দিন কাজ দেওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ, অনেক এসেট এই জওহর রোজগার যোজনার মাধ্যমে হয়েছে। সেটা জওহর বাবুরা দেখছেন, আমরাও দেখছি। শ্মশানের মধ্যে সাইনবোর্ড দেখা যায় জওহর রোজগার যোজনার ব্যাপারে। অনাহার মৃত্যুর জন্য এই জওহর রোজগার যোজনা তৈরী করা হয়েছে, সেটাই মানুষ জানবেন। মানুষকে অনাহারে, অর্ধাহারে, কাজ না দিয়ে, সন্তান বিক্রি করে শ্মশানের মাঠে নিয়ে যাওয়া যায়। যারা তাদেরকে এইভাবে শ্মশানের মাঠে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছেন তারা জেনে রাখুন তারাও একদিন সেই জায়গাটিতে যাবেন। যেতেই হবে তাদেরকে।

স্যার, আমি এখানে পিডব্লিউ, ডি, সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। এগুলি কেন ? নির্বাচনের পর

গুণ্ডা পুষবার জন্য। অন্য কিছুই নয়। মন্ত্রীরা তাদেরকে স্লিপ দিচ্ছেন কাজ দেওয়ার জন্য। ডিপার্টমেন্ট থেকে কাজ দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে। কিন্তু একটা কাজও হয় না। আমাদের উদয়পুরে ডিভিসান ট্র-র একটি অফিস আছে। সেখানে ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার পেনডিং বিল আছে। আজকে সেখানে এগ্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনীয়ার এবং সুপারিটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার অফিসে যেতে পারেন না। তাঁদেরকে প্রতিদিন অফিসে গিয়ে হুমকি দেওয়া হয়, যে টাকা না দেওয়া হলে খুন করা হবে। এই সব কাজ করার জন্য এই ডিমাণ্ডকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। আমি আশা করব, রাজ্যের মানুষের কল্যানের জন্য আপনারা কাজ করবেন। এইসব অপকর্মের জন্য আমি ডিমাণ্ডকে সমর্থন করতে পারছি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গতকাল এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে সাবলিমেন্টারী ডিমাণ্ডস ফর গ্র্যান্টস ফর দ্য ইয়ার ১৯৮৯ ইং বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত ১৩ মাসের মধ্যে ৭ জন লোক অনাহারে এবং একজন সন্তান পর্য্যন্ত বিক্রি করেছেন। সেজন্য আমরা এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন করতে পারি না আমি মনে করি সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্টসকে সমর্থন করা মানে আমাদের জুমিয়া, আমাদের খেত মজুর, আমাদের কৃষক ভাইদের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করা। এই তো অবস্থা, আমরা দেখেছি যে এই মন্ত্রীসভার, এই বাজেটের মধ্যে আমরা দেখছি যে তেইশ মাসের রাজত্বকে আড়াল করে তারা আরো ফুলেফেঁপে উঠার রাস্তা ওনারা করেছেন। আমরা তাই দেখছি, এই বাজেটে যা আছে সব কিছুই ওনারা করবেন, এটাই আমরা বুঝি, কোন রাস্তায় ওনারা চলছেন। আমাদের প্রাক্তন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টার রাজপ্রসাদ চৌধুরী, সংক্ষেপে তত্ত্বলাংফা দিলেন। তিনি আগে বক্তব্য রাখতেন যে পাঁচ বছর আমি আমার জন্য করব, এবং পরের পাঁচ বছর জনগনের জন্য করব। সে অবস্থা দেখছি স্যার, পাঁচ বছর লাগেনি, ওনারা যেভাবে কাজ শুরু করেছেন দশ বছরের কাজ ওনারা দুই বছরে করে ফেলেছেন। এই হল অবস্থা। সর্বত্র দুর্নীতি সারা ত্রিপুরা রাজ্য এই অবস্থার মধ্যে মানুষ অনাহারে, অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন ট্রাইবেলদের অবস্থা এখানে যেভাবে দেখানো হয়েছে, সাপ্লিমেন্টারীর মধ্যে এই টাকা নিয়ে কি করবে ? আমি আপনাকে একটা তথ্য সহকারে বলতে চাই, এবং আপনার কাছে আমার একটা অভিযোগ আছে No F. - 245 D. D A, H, W, S.L, P, P, 88-89 Eng, Government of Tripura Office of the Deputy Director of Animal husbendry West.

এস, এল, পি, পি স্কীমে এখানে স্যার, এস, টি ৩৪ জন এবং ৩২ জনের একটা স্কীম আছে, যেটা এস. এল, পি, পি স্কীমের আশি হাজার টাকা। আর একটা স্কীম এখানে আছে ডেকাবিন, যে ডেকাবিনে এখানে আছে ২৯ হাজার ৯ শত ৬৬ টাকা। Dekery scheme 5 no 1 – 11 D. A F D.D.S.H. Tripura West, 68 — Animal Husbuntory Depart- ment Office of the Deputy Directure Animal Husbuntory west dated— 4.5.89 F ng. এখানে সব কিছু আছে স্যার, আমরা দেখছি এইখানে ৩২ জন এবং ১১জন বেনিফিসারী, তারা ডেকারী স্কীমের এবং এস, এল. পি, পি স্কীমের টাকা পেয়েছে। মোট টাকা হলো ১ লক্ষ ৯ হাজার ৯৬৬ টাকা। এই টাকা বেনিফিসারীর কেউ ' পায় নি। মাঝখানে গায়েব হয়েব হয়েছে। অথচ দেখানে হয়েছে যে বেনিফিশারীর টাকা পেয়েছে. কিন্তু কেউ পায় নি। মেলাঘর সোনামুড়া গিয়ে তদন্ত করুন এক লাখের উপর বেনিফিশারীর নাম জানবেন। এইখানে বেনিফিশারীর দরখাস্ত করেছেন, আমার কাছে কপি আছে। বেনিফিশারী তদন্ত করে বলেছেন যে "টাকা পায় নি। এই টাকা মাঝখা থেকে হাফিস হয়ে গেছে, যে ভাবে ওনারা লোকসভা নির্বাচন করেছেন। রাস্তাতে যে ভাবে ভোট শেষ হয়। ঠিক এই ভাবে ১ লাখ ৯ হাজার ৯৬৬ টাকা সোনামুড়ায় গায়েব করে দিয়েছে। আমাদের খুব সম্ভবতঃ হাপ মন্ত্রী বিল্লাল মিয়া অবগত আছেন। বেনিফিশারীর টাকা পাচ্ছে না গায়েব হয়ে যাচ্ছে।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয়সদস্য এখানে যে লিখিত অভিযোগ করছেন, সেগুলিতো তিনি এই হাউসের সামনে প্লেস করতে পারেন, আর তাহলে পরে তিনি যে অভিযোগ করলেন তার মধ্যে প্রাইমা ফেসী আছে কিনা, সেটা দেখা যেতে পারে। কিন্তু তিনি যদি তা না করেই নিজেই পড়ে যান, তাহলে হাউসের কিছু করার নাই, এবং তিনি যে অভিযোগের ফিরিস্তি দিচ্ছেন, সেটা নিজের মনগড়া অভিযোগও হতে পারে, যার মধ্যে সত্যতা নাই।

শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমি যে লিখিত অভিযোগ পড়ে শুনাচ্ছি, সেটার মধ্যে সত্যতা আছে কি. নাই, তাতো আপনিও পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। (ইন্টারেপশন)

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার। মাননীয় সদস্য এর যদি নাম ধাম দিয়ে এই ধরনের কোন অভিযোগ থেকে তাকে, তাহলে আগে কেন তিনি সেটা আমাদের গোচরে জানান নি। সত্যিই যদি উনার কাছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থেকে থাকে, তাহলে উনি সেটা আমাকে দিয়ে দিতে পারেন, আর তাহলে আমি সেটা তদন্ত করে দেখব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার — মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে আপনার কাছে সেই রকম কোন তথ্য থাকলে. সেটা উনাকে দিয়ে দিতে পারেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন – (মন্ত্রী) :—স্যার, মাননীয় সদস্য যে অভিযোগের ফিরিস্তি পড়ে শোনাতে চাইছেন, সেটা তো এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভের ব্যাপার এবং আপনিও রুলিং দিয়েছেন যে সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দিয়ে দেওয়া হউক।

শ্রী দীপক কুমার নাগ — স্যার, সেই দিনও বিরোধী দলের একজন সদস্য একটা লিখিত অভিযোগ পড়তে শুরু করে দিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে তার অভিযোগটা আদৌ সত্য নয়। এখন যে মাননীয় সদস্য একটা মনগড়া অভিযোগ করছেন না, সেটা আমরা কি করে বুঝব, যদি তিনি সেটা হাউসের কাছে প্রডিউস না করেন ?

ককবরক

শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া :— চিনি মন্ত্রীরগ' বরতানি আচুগ ই তং ? তিনি তে, চিনি বাকাং বারা, বারোর সেই তাখুগ' ১৬ তারিখ তাই ১৯ তারিখ কাইসা জাগা বারবার Torture খলাই জাগ' লাচিনা রাংয়া বরগ' অর আচুগাই তাংবাইখ। এই তো অবস্থা নরগনি। ওয়াগ কাফীর গুনদাগ বুড়া রাজর চারিমানি হায়। এই কংগ্রেস রগবাই পাইজাগয় গীনদাগ বুড়া চারিজাগ ই তংখা। নরগবা হাচৌগ' মুবীগনানি বাগাই আচুগাই তংবাইখা। সেই তো অবস্থা। তামা তংখা নরগনি খানি ? থাং শেষ। লাচিনা রাংয়া নরগ'।

বঙ্গানুবাদ

শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমাদের মন্ত্রী মহোদয়রা এখানে কেন বসে আছেন। আজকে যে, আমাদের Tribal সই বোন ১৬ তাং আর ১৯ তাং একই জায়গায় বারবার Torture হয়েছে। এদের লজ্জা নেই, এখানে মাথা নত করে বসে আছে। এই তো অবস্থা এদের। সাদা অস্ট্রেলিয়ান শুকরকে চুকল দিয়ে খাবার দেওয়া মত। এই কংগ্রেস দলের সঙ্গে এরা কিমে এনে চুকল দিয়ে বুঝিয়ে রাখার মতহয়েছে। আপনারাতো পাহাড়ের টিলার [illegible]। পাহাড়ের পাহারা দেওয়ার জন্য এখানে বসে আছেন। এই তো অবস্থা আপনাদের। কি আছে আপনাদের কাছে ? সব শেষ। আপনারা লজ্জা থাকা উচিত।

(ইন্টারাপশান)

আমি মাননীয় কৃষি মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি একবার কাঁকড়াছড়া গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসুন, সেখানকার লোকদের কি অবস্থা। অবশ্য একবার তো গিয়েছিলেন, অনেকগুলি ঘর দেখে এসেছিলেন, এখন আর এক বার গিয়ে নিজে চোখে দেখে আসুন যে সেখানে এখন কয়টা ঘর আছে। স্যার, এই রকম অবস্থা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলগুলিতে চলছে।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— (মন্ত্রী) মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড এখানে পেশ করেছেন এইটা কে আমি পুরোপুরি সমর্থন করি। এখানে যে সমস্ত কারনে এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্ধ চাওয়া হয়েছে তার মধ্যে এগ্রিকালচার। এটা হচ্ছে যারা গত খরায় এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বোরো ফসল এবং আউস ফসল নষ্ট হয়েছে তাদেরকে ইনপুটস সাপ্লাই দেওয়ার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করেছিলাম। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদেরকে ৮৩ লক্ষ টাকা দিয়েছিল। এই টাকাটাই এখানে চাওয়া হয়েছে অনুমোদনের জন্য। বিরোধী পক্ষের সদস্যরাই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের বিরোধীতা করে আসলে ত্রিপুরা কৃষকদের বিরোধিতা করেছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনারা বলছেন যে, এখানে রাজ্যে খাদ্যের ঘাটতি আছে। অমাহারে কেউ মারা যায় নি খাদ্যের ঘাটতি আছে সেটা পূরণ করছি বাহিরের রাজ্য থেকে এনে রেশনের মাধ্যমে বিগত বামফ্রন্টের পরিকল্পনা এবং বর্তমান জোট সরকারের পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য আছে। বিগত সরকার খাদ্যের ঘাটতি মেটানোর জন্য পানজাব ও হরিয়ানা থেকে ট্রাকে ও ট্রেনে করে খাদ্য এনে সেটা পূরন করতো। আমরা সেই নীতিতে বিশ্বাসী নই। আমাদের যে পরিকল্পনা সেটা হল রাজ্যকে খাদ্যে স্বয়ংবর করা। কৃষকদের মধ্যে সার, বীজ ইত্যাদি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে উৎপাদন বাড়ানো। এটাই ওদের সংগে আমাদের বেসিক ডিফারেন্স। প্রান্তিক চাষী এবং ক্ষুদ্র চাষীদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করা। এটাই হচ্ছে আমাদের পরিকল্পনার টার্গেট। এদের মূলধন যোগান দিতে হবে। এককানি জমিতে আলুর চাষ করতে হলে তার আলু বীজের দরকার। প্রতি কে, জি, আলুর দাম ৪ টাকা নীচে নয়। বাজারে ৪ টাকা হবে। ৭মন কিনে এনে এখানে আলু চাষ সম্ভব নয়। তারপর আছে, সারের দাম। হাল চাষের দাম, জল দেবার দাম। এ সব কোথায় পাবে? এই জন্য বলছি, ধান চাষ থেকে শুরু করে সব কিছুর ক্ষেত্রে আমরা মূলধন দেব। এরজন্য ৮৩ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র চাষী, প্রান্তিক চাষী যারা খরায় বন্যায় প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছে। এই যে বুরো ফসল দেখছে, সে ব্যাপারে আমি এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এখানে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মতিলাল সাহা মহোদয়ের এলাকার এবার যে চাষ হয়েছে তা কয়েক বছরের মধ্যে দেখা যায় নি। দ্বিগুণের বেশী ফলেছে। আগে প্রান্তিক চাষীর ক্ষেত্রে চাষ করা সম্ভব হত না অভাবের জন্য। তাকে দৈনন্দিন লেবারী না করলে তার পক্ষে পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব হত না। আমরা যখন সময় মত তার হাতে মূলধন তুলে দিলাম, বীজ তুলে দিলাম তখন তার অনিচ্ছা থাকা সত্বেও সে চাষ করল। এই ভাবেই আজকে চাষ বাড়ছে। মানুষের মনের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। করব না ভেবেও করছে। স্যার, সরকারী কাজের জন্যই এই কর্মসূচী। তা যদি আপনারা বিরোধিতা করেন তবে কী করে হবে? কৃষককেই তার ফল ভোগ করতে হবে। আজ যদি প্রতিটি বিধায়ক কৃষকের বন্ধু না হন, তাহলে কৃষক মরবে। স্যার কৃষকরাই আজকে সবচেয়ে পিছনে পড়ে আছে, ওরাই সবচেয়ে বেশী বঞ্চনার শিকার। মিঃ স্পীকার স্যার, এইবার আমরা একটি স্থায়ী মেলার সুযোগ করে দিয়েছি জাতি উপজাতির মধ্যে। সম্পূর্ণ

সরকারী ব্যবস্থাপনায় দেওয়ানছড়াতে রাজ্য ভিত্তিক কৃষক সম্মেলন হয়ে গেল। বিভিন্ন জায়গা থেকে কালটিভেটরদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অ-উপজাতিরা গিয়ে ট্রাইবেল বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছিলেন সেই সম্মেলনে। তিনি খোয়াই এর এক কৃষককে জিজ্ঞাসা করেছেন, তোমার ট্রাইবেল বাড়ীতে থাকতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না? সে বলেছে, না অসুবিধে কোথায় অসুবিধে হলে তো স্যার, উপজাতিদেরই হচ্ছে। কারণ তারা তাদের স্ত্রী, ছেলে, মেয়েদের সরিয়ে দিয়েছে অন্যত্র আমাদের রাখার জন্য। আমাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে না। আমরা তাদের হৃদয়ে আশ্রয় নিয়েছি। স্যার, এই কৃষক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে জাতি-উপজাতির মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে উঠবে। স্যার, উপজাতি কৃষকটি জানিয়েছে যে, তারা দেখেছে কি ভাবে উন্নত প্রথায় ধান চাষ করতে হয়, কী কীভাবে গম চাষ করতে হয়। আগে তা একচেটিয়া বাঙালী কৃষকদের হাতে ছিল। কেন ট্রাইবেলরা ভাল বীজ পাবে না? কেন ট্রাইবেলরা উন্নত প্রথায় চাষ করতে পারবে না? আমরা টি. পি. এস. করছি। বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিকতম পদ্ধতিতে আলুর নুতন বীজ তৈরী করছি। এই আলুর বীজ শস্যের মত। এতে বড় আলুর দরকার হবে না। ইন্টারন্যাশনেল এম্পস্ সেন্টার থেকে লোক এসেছিলেন। উনি ৭টি দেশের ইনচার্জ ছিলেন। উনি বলেছেন, ৭টি দেশের মধ্যে টি, পি, এসে ত্রিপুরা সবচেয়ে বেশী এগিয়েছে।

এ ব্যাপারে ত্রিপুরা সবচেয়ে বেশী এগিয়েছে। আপনারা ইচ্ছা করলে নাগিছড়াতে গিয়ে দেখে আসতে পারেন, দেবীলালের কারও গিয়েও দেখে আসতে পারেন, দিল্লীতেও আমি দিয়ে এসেছি। স্যার এবার অ নবা যখন প্ল্যানিং কমিশনে বসি তখন রামকৃষ্ণ হেগড়ে মহোদয় আমাকে বলেছেন— মিঃ জমাতিয়া, এটা শুধু ত্রিপুরার জন্য নয়. আপনাকে আমি এই চাষের জন্য সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অভিবাবক করে দিলাম। আপনি সবাইকে এটা সপ্লাই দেবেন। এবাবাদে এক বছরের জন্য উনি আমাদেরকে এক কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন এবং আমরা ইতিমধ্যে এই টাকা পেয়ে গিয়েছি। স্যার. আরেকটা হচ্ছে রিভার বেইসড্ কাল্টিভেশান. যেটা বর্তমান বছরে আমরা করেছি। নদীর বালুচরে আমরা এই আলুর চাষ করেছি। এটা প্রথমে হলাণ্ড থেকে ভারতবর্ষের গুজরাটে আনা হয়। গুজরাট থেকে আমরা. ১০ হাজার টাকা খরচ করে টেকনিসিয়া নদের এখানে নিয়ে এসেছি। ওদেরকে দিয়ে আমরা হাওড়া বালিতে চাষ করিয়ে দেখেছি পার হেকটার ৪০. টনের মত পেয়েছি। আগে আমাদের সবচেয়ে বেশী উৎপাদন মাত্রা ছিল ২০ টন পার হেকটার। এবার হাওড়ার বালিতে আমরা ৪০ টনের মত পেয়েছি এবং আরও একটু যত্ন নিলে হয়তো ৫০ টনের মত হবে। আজকে সম্ভবতঃ প্রশ্নোত্তর পর্বে একটা প্রশ্ন ছিল যে-এবার ট্রাইবেল এরিয়াতে কত পরিমাণ আলুর চাষ হয়েছে। উত্তরে আমি বলেছি এবার ২০০ টনের মতো আলু এসেছে ট্রাইবেল এরিয়া থেকে। উপজাতি এলাকা থেকে ২০০ টনের মতো আলু কৃষি দপ্তর এবার ক্রয় করেছে। এর আগে এত পরিমাম আলু ট্রাইবেলদের কাছ থেকে আসেনি। আগে কিছুই হতো না। আগে আমরা আলু পেতাম প্রথমে বলক তা থেকে আসত আগরতলায়, আগরতলা থেকে মানিকপুর তারপর খেদাছড়ায় তারপর আলু খাওয়া। আর এখন সরাসরি মানিকপুর থেকে আলু আগরতলা কোল্ডস্টোরেজে আসছে। এই সমস্ত কাজের জন্য আমরা এখানে

টাকা বরাদ্দ চেয়েছি। স্যার, আজকে কৃষকদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন জলসেচের। এই জলসেচের জন্য আমরা নূতন নূতন প্রকল্প দিয়েছি ওভারফ্লো, ইরিগেশান, ইত্যাদি। আমরা নূতন ধরনের একটা ইরিগেশান স্কীম চালু করেছি। সেটাতে পানীয় জলের ব্যবস্থাও হবে, আবার ইরিগেশানের কাজও হবে। নাগিছড়াতে এই ইরিগেশান কার্যকর হচ্ছে। স্যার, এখানে সরকারের বিরুদ্ধে একটা স্লোগান দেওয়া হচ্ছে যে, ট্রাইবেলরা নাকি অনাহারে আছে, শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, সমস্ত ধরনের উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই কথাগুলি ১৯৮০ ইং সালের আগে বললে হয়তো তার কিছুটা সত্যতা থাকতো। কারণ, তখন এ. ডি, সি গঠন করা হয়নি। এরপরে এ. ডি, সি গঠন করা হয়েছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলরা যদি এতই বঞ্চিত থাকবে তাহলে এ. ডি সি গঠন করা হলো কার স্বার্থে ? এ. ডি, সি, কেন গঠন করা হয়েছে, কার স্বার্থে মাননীয় সদস্য বলুন যে কার স্বার্থে এ, ডি, সি গঠন করা হয়েছে, কাদের উন্নতির জন্য করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত এ. ডি. সির হাতে ১ কোটি, ৮৮ লক্ষ, ৭৫ হাজার টাকা আছে।

শ্রী সমর চৌধুরী : সব টাকা ব্লকের। ওদের কি কোন ইঞ্জিনীয়ার আছে ? সব কিছু তো আপনাদের হাতে, ওরা খরচ করবে কি করে ? ওদের কি নিজস্ব কোন মাইনর ইরিগেশান ডিপার্টমেন্ট আছে ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— ট্রাইবেলদের শিক্ষা না হলে তাদের উন্নতি হতে পারে না। প্রতিটি সমাজের শিক্ষা হচ্ছে তার অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির জন্য শিক্ষার আলোয় সমাজকে আলোকিত করা। তফসিল গঠিত হবার পর প্রাইমারী শিক্ষা বিকাশের কার দায়িত্ব ছিল ?

শ্রী সমর চৌধুরী :— প্রাইমারী এডুকেশানের ব্যাপারেও আপনাদের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত কিছু করতে হয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, তৈদুতে একটা জুমিয়া গ্রাম আছে, সেখানে একটা বিয়াং গ্রাম আছে এবং সেখানে একটা প্রাইমারী স্কুল রয়েছে। আমি সেই প্রাইমারী স্কুলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম মাষ্টার মহাশয় কোথায় ? স্কুল থেকে আমাকে বলা হলো উনি ফর্ম ইলেকশনের জন্য গিয়েছেন এবং তার সাত দিন পর আমি আবার সেই স্কুলে যাওয়ার পর আমাকে বলা হলো মাষ্টার মহাশয় রাস্তা তৈরী করছেন। এই প্রাইমারী স্কুলে মাষ্টার দিয়ে শুকর, হাঁস, ইত্যাদির কাজ করা হয়। এই সমস্ত করার জন্য কি মাষ্টার নিয়োগ করা হয়েছে ? এই যদি গ্রামের পরিবেশ হয় তাহলে ট্রাইবেলরা অন্ধকার থেকে কিভাবে শিক্ষার আলোতে প্রবেশ করবে ? এটা মাননীয় সদস্য বলতে পারেন কি ? ট্রাইবেলদের কি এই ভাবে শিক্ষার আলোতে নিয়ে যাওয়া য ... মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার জানা মত একজন আছেন নবকিশোর বাবু, উনি ফর্ম ইলিশেনের কাজ করতে রাজী হননি এবং হাঁস, শুকর বিলি করতে অস্বীকার করায় উনাকে আনন্দ বাজারে ট্রান্সফার করা হলো। এভাবেই কি ট্রাইবেলদের জন্য শিক্ষার প্রসার করা হবে ?

তা না হলে ত ট্রান্সফার করা হবে। একজন শিক্ষক কিভাবে চাকুরি করতে পারে? ট্রাইবেল এরিয়াতে কি এভাবে শিক্ষা সম্ভব? আজকে রাস্তার কথা বলা হচ্ছে— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, রাস্তার জন্য এ, ডি, সি, কে টাকা দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোন রাস্তা করা হচ্ছে না। মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার আমার শিক্ষক. অমর সাগরের পশ্চিম পাড়ে তিনি থাকেন। আমি ওনাকে বার বার বলেছি যে কি করে প্রতিদিন অমর সাগর থেকে মাছ চুরি হয়। যারা চুরিকরে তিনি থাকেন। আমি ওনাকে বার বার বলেছি যে, কি করে প্রতিদিন অমর সাগর থেকে মাছ চুরি হয়। যারা চুরি করে তিনি তাদেরকে বলেন যে, কৃষি মন্ত্রী আমার ছাত্র। তোমাদের কিছুই করতে পারবেন না। চিত্তবাবু ওনাকে বার বার সাবধান করেছেন। কাজেই আমি বলছি উনি আমার শিক্ষক হলেও রেহাই পাবেন না। বাদলবাবু আমি বলছি আমরা এসেমব্লি সদস্য দিয়ে তদন্ত করার আপনারা রাজী আছেন কি? আমরা জুমিয়াদের জন্য আরও অর্থ বরাদ্ধ চাইছি। এই জুম চাষের বিকল্প ব্যবস্থা আমাদেরকে করতে হবে। জুমিয়ারা তাদের জীবিকার জন্য এভাবে যাতে আর বন ধ্বংস না করে। জুমিয়ারা যে জুমি চাষ করে তাতে তাদের কুলায়না। আগে এই জুমিয়াদের বলা হত বলদের জন্য টাকা দাও কিন্তু সে টাকা শেষ হয়ে গেলে তারাও চলে যায়। কাজেই আগে তাদের খাদ্যের গ্যারান্টি দিতে হবে, পানীয় জলের গ্যারান্টি দিতে হবে, লিংক রোডের ব্যবস্থা করতে হবে তারপরে তাদেরকে আনতে হবে। তারপরে ট্রাইবেল ছেলেমেয়েদের এডুকেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদেরকে থাকতে বলা হবে অথচ তাদের রোড লিং দেওয়া হবেনা। এটা হতে পারেনা। একজন্য আমরা বলছি উৎপাদন মুখী করতে হবে। অবসর সময়ে সুতা দিয়ে. চড়কা দিয়ে উৎপাদনের কাজে লাগাতে হবে। সেজন্য জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য শুধু গাভী কিনে না দিয়ে তারা যাতে খেতে পারে, চলতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

এবং এই কারনে এই ডিমাণ্ড চাওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনারা বলছেন এইটা ভাল নয়। আপনারাই বলুন যেভাবে আপনারা বন ধংস করছেন- শিকারে গিয়ে শুকর মারছেন সমস্ত শেষ করে ফেলছেন। সেই বিলোনীয়াতে বনের মধ্যে গিয়ে আপনারা সব শুকর মেরে শেষ করে দিয়েছেন। এইটা করবেন না কারন এই বন্য প্রানীদের আমাদের রক্ষা করতে হবে।

কাজেই মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্ধকে পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল্ মিনিষ্টার শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্ধের যে ডিমাণ্ডগুলি পেশ করেছেন আমি সেগুলিকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যাঁরা এখানে রয়েছে তাদের এইটা সমর্থন করার জন্য

অনুরোধ করছি ? কারন তাদের সমর্থনের কোন প্রয়োজন নাই। কারন তাদের এখানে কাজ হচ্ছে শুধু হৈ চৈ করা।

আমি ২ | ১টা বিষয়ে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনার নজরে আনব। একটা হলো মাননীয় সদস্য শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার. প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী, উনি বলেছেন যে, কংগ্রেস আমলে নাকি শুধু গাড়ী হায়ার করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা শেষ করে দেওয়া হচ্ছে যেটা উনাদের আমলে হতো না। তারপর ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪. সেখানে বলেছেন যে, রাস্তাঘাট হয় না. ব্রিজ মেরামত্তি করা হয় না। তারপর ডিমাণ্ড নাম্বার ৩, সেখানে বলেছেন যে, বিচার বিভাগের প্রতি সরকারকে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহন করতে বলা হয়েছে। মোটামুটি ভাবে এই ডিমাণ্ডগুলির উপর তারা আলোচনা করেছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩, এতে আমার যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছি তার কারন হলো আমাদের এখানে হাইকোর্টের একটি পৃথক বেঞ্চ হচ্ছে এবং হাইকোর্টের এই বেঞ্চ করতে গিয়ে আমরা বিল্ডিং এর কাজে হাত দিয়েছি। স্যার. বিগত সরকারের আমলে সুপ্রীম কোর্ট থেকে বার বার তাদের অনুরোধ করেছিলেন যে সাধারণ মানুষ যাতে বিচারের সুযোগ পায় তার জন্য লোক আদালত গঠন করার জন্য। এবং সে সমস্ত চিঠিপত্র ফাইলে আছে। তারপর ফেমিলি কোর্ট করার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছিল. উপজাতি এবং তফশিলী জাতি ভাইদের জন্য স্পেশাল কোর্ট করার জন্য বলা হয়েছিল। এইগুলির কোনটাই তারা করেন নি। আমরা ক্ষমতায় এসে তাদের এই জমানো দশবছরের জঞ্জাল পরিষ্কার করতে হচ্ছে। এরমধ্যে আমরা তফশিলী জাতি এবং উপজাতি ভাইদের জন্য তিনটি জেলায় তিনটি স্পেশাল কোর্ট আমরা স্থাপন করেছি। এবং হাইকোর্টের জন্য আমরা কাজ করছি এবং চাইছি যাতে তাড়াতাড়ি হাইকোর্টের স্পেশাল বেঞ্চ হয়। আগের সরকারের আমলে হাইকোর্টের এইখানকার কোন রেজিস্টার ছিল না। কিন্তু আমরা এখানে হাইকোর্টের পারমানেন্ট বেঞ্চ করব বলে আমরা রেজিষ্ট্রার অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করেছি। এবং তাদের আমলে বিচার করা আদালতে কাজ করতে পারতেন না। ফলে অনেক মামলা জমে রয়েছে। এই জমা মামলাগুলিকে কমিয়ে আনার জন্য আমরা কমলপুরে এবং বিলোনীয়াতে লোক আদালত স্থাপন করেছি এবং আগরতলাতেও স্থাপন করছি। যারফলে এই অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ আমাদের আনতে হয়েছে। তাছাড়া কর্মচারীদের এরমধ্যে ডি, এ, দেওয়া হয়েছে। এইটা মেটাতে গিয়ে এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী আনতে হয়েছে।

তাছাড়া বিরোধী দল নেতা দাবী করেছিলেন যে, এনকোয়ারী কমিশন বসানো হোক। সেই অনুসারে আমরা বীরচন্দ্রমনুর ঘটনা এনকোয়ারী কমিশন গঠন করেছি। এনকোয়ারী কমিশন যখন গঠন করা হয়েছিল তখন বীরচন্দ্রমনুর ঘটনা ঘটে নাই। এইগুলির ব্যয়-বরাদ্দ মেটাতে গিয়ে অতিরিক্ত দাবী আমাদের আনতে হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনারা বলেছেন যে, ১৪ ও ১৬ নং ডিমাণ্ডে যে টাকার কথা আমরা এখানে উল্লেখ করেছি, রাস্তা ব্রীজ ইত্যাদি মাকি হয় নাই। নবম পার্লামেণ্টের নির্বাচনের আগে ইলেকশন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে এক মাসের মধ্যে অনেকগুলি স্কুল মেরামত করতে হয়েছে। যেগুলি ওদের সময়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। আলোর ব্যবস্থা আমাদের করতে হয়েছে। রাস্তা-ঘাট ও ব্রীজের ব্যবস্থা আমাদের করতে হয়। এগুলি আমরা করেছি।

এছাড়া আমরা ৮০ লক্ষ টাকা চেয়েছি, ডিমাণ্ড নং ১৬-এ। সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডে আমরা এটা চেয়েছি। এটা বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনকে দিতে হবে। সেই ৮০ লক্ষ টাকা সহ তাদেরকে মোট তিন কোটি ৪০ লক্ষ টাকা আমাদের দিতে হবে।

আমি এখানে সংক্ষেপে বলছি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওরা বলেছেন যে নির্বাচনে এখানে রিগিং হয়েছে এবং প্রকৃত পন্থা অনুযায়ী আমরা এখানে নির্বাচন করতে পারি নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই। স্যার, আমার বক্তব্যের পর নির্বাচনে রিগিং সংক্রান্ত ওরা যে সমস্ত কথা বলেছে সেই সমস্ত অংশটুকুগুলি এক্সপাঞ্জ করার জন্য আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি। আমি রিপোর্ট পড়ছি। নির্বাচন কমিশনের এই চিঠিটি ত্রিপুরা সরকারকে দেওয়া হয়েছে

D.O. NN. 464/90(1 /8603
ELECTION COMMISSION OF INDIA
NIRVACHAN SADAN
ASHOK ROAD, NEW DELHI-

PRINCIPAL SECRETARY

Dated 8th February, 1990

Dear Shri Das,

The Commission gratified to note that the massive operation connected with the generai election to constitute the nineth lok Sabha was cariied out by and large smoothly and satisfactorily. The objective of free and fair election has been achived to a very large extent.

The accomplishment of the gigantic task assigned to the electoral machinery at different levels was made possible only through the active and fullest cooperation extended by you and the clection machinery under your over all control.

Viewed in the context of misgivings and apprehensions about large scale violance and law and order problemit it was no mean achivement to have gone through the process of election without any major untoward incidents and at the same adhering to the schedule thereby dispelling the earlier fears and gloomy forecasts.

Conduct of election is a cooperative endeavour. In this context, you and the State machinery under your superintendence, direction and control spared no efforts to ensure a peaceful, free and fair election in your State. They extended their active and fullest cooperation to the Commission.

Some of the measures put through by the Commission in furtherance of the object of free and fair election proved successful only as as result of sustained effort on the part of the electoral machinery to carry the out with vigour and vitality.

The Commission would like to share the happiness with out and the election machinery under you.

The part played by you and the state machinery under you in the trying difficult situation is commendable. The Commission conveys its appreciation and commendation to you, your deputies and the other officials and staff working under you. This may be duly taken note at the time of writing their confidential reports.

With kind regards,

Yours sincerely.

(Sd/- K. C. SAHA)

Shri N. C. Das,
Chief Electoral Officer,
Tripura,
Agartala.

তারপর তাদের মুখে আলকাতরা মেখে মাথা ন্যাড় করে চুল কামিয়ে ওদের এই হাউস থেকে বেড়িয়ে নেওয়া উচিত। ওদের লজ্জা থাকা উচিৎ। ইলেকশন কমিশন যেখানে এই কথা বলছে, তারপর ওরা বলছে রিগিং হয়েছে। আবার বলছে রাস্তা হয়নি, ব্রীজ হয়নি ইলেকশনের আগে, ওদের লজ্জা থাকা উচিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

শ্রী সমর চৌধুরী :— কে লিখছে?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— লিখেছেন ননীগোপাল দাস যার বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ। ডিও লেটার, ডিও নং ৪৬৬, আপনাদের মামা ডি. পি, সিংকে জানাবেন যে, ডিও নং ৪৪৪।৯০। ১) ৮৮০৬ ডেটেড ১৮ ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ ইং। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ওনারা বলেছেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার একুশটা গাড়ী নিয়ে ঘুরেন। এই ষ্টেট সরকারে আমলে গাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়, ওনাদের আমলে এই কর্ম করেননি। প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বয়ো বৃদ্ধ উনি মিথ্যা কথা বলবেন বলে আমি মনে করি না। তিনি সেই বৈদ্যনাথবাবু, ওবে ডি, পি, আমাকে জানিয়েছেন যার সঙ্গে নৃপেনবাবুর খুব ফ্রেণ্ড এবং প্রায়ই তিনি দেখা করতেন তিনি চিঠি দিয়ে আমাকে জানিয়েছেন ডি, জি, পি, যে ওনাদের এক পুলিশ ডিপার্টমেন্টে ১৯৮৪-৮৫ সালে ২০১ টা গাড়ী ভাড়া নিয়েছেন, ১৯৮২-৮৩ সালে ১৩৫ টা, ১৮৭-৮৮ সালে আমরা ক্ষমতায় আসার আগে ৩৪৮ টা, তাহলে ১৯৮৮-৮৯ সালে মুখ্যমন্ত্রী ২১ টা গাড়ী নিয়ে ঘুরে কিন্তু তিনি ৩৪৮ টা গাড়ী ভাড়া না করে ২০৪ টার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, থানা মিলিয়ে। কথা বলার আগে নিজেদের ছিদ্রগুলি দেখুন জামা কাপড় খুলে, তা নাহলে ছিদ্র দেখতে পারবেন না। মুখ্যমন্ত্রী ২১ টা গাড়ী লাগে, প্রয়োজন হলে আমরা আরো ২১ টা গাড়ী দেব। আমাদের মিনিষ্টার এম. এল, এদের যদি আরো গাড়ীর প্রয়োজন হয় তাহলে সেটা আমরা দেব। এখানে দাঁড়িয়ে বলছি আমরা দেব, তারজন্য চিৎকার করে লাভ হবে না। আমরা এসেছি ২১টা গাড়ী নিয়ে চলার জন্য, আপনাদের জন্য নয়। তথাপি আমরা আপনাদের দিচ্ছি। আপনাদের যে ড্রাইভার মানিক দে তাকে ও আমরা সিকিউরিটি দিয়ে রেখেছি। যেটা আপনারা দেননি। এমন কি বিরোধী নেতাদের পর্যান্ত দেননি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ওনাদের সততার নির্দশন দিচ্ছি, আমাদের নগেন্দ্রবাবু বলেছিলেন পি. ডাব্লিউ. ডির কথা, তখন পি. ডাব্লিউ, থেকে এ. ডি, সিকে ১৮৪-৮৫ সালে ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৪ ৮৬ সালে ৭০ লক্ষ টাকা, ১৯৮৬-৮৭ সালে ৭০ লক্ষ টাকা, ১৯৮৭-৮৮ সালে ১০ লক্ষ টাকা, ওদের এই কয় বছরে দেওয়া হয়েছে ২ শত ৮০ লক্ষ টাকা। অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার আজ পর্য্যন্ত ষ্টেট গভর্ণমেন্ট এই টাকার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট পায়নি, কিন্তু এই টাকা ষ্টেট গভর্ণমেন্টের কাছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফেরত ও দেয়নি। ওরা টাকা খেয়ে বসে আছে।

ওনারা বলেন এ, ডি, সিতে রাস্তা নেই, ইঞ্জিনীয়ার নেই। আমি পূর্তমন্ত্রী হিসাবে, এখানে দাঁড়িয়ে বলছি আমরা দওরে সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার, এসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার দিয়েছি। সুপারেনটেণ্ড

ইঞ্জিনীয়ার দরকার নেই তবু আমরা কাজল সিনহাকে দিয়েছি। ওদের কোন কাজ নেই বসিয়ে রেখেছে। টাকাগুলি হাতিয়ে নিয়েছে, ১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে ২ শত ৮০ কোটি টাকার কোন হিসাব স্টেট গভর্ণমেন্টের কাছে দেয়নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওদের পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়ার থেকে ১৮১ লক্ষ টাকা এই পর্যান্ত দেওয়া হয়েছে। এটারও ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট নেই। একটি টাকাও এখন পর্যান্ত ফেরত দেয়নি। অথচ যখন পানীয় জলের দরকার, তখন আমরা দিচ্ছি, ট্রেংকার দিয়ে জল দিচ্ছি, সেখানে জল নেই। ১৮১ লক্ষ টাকা সব খেয়ে বসে আছে। চোরের মার বড়গলা। হিসাব দিন ১৮১ লক্ষ টাকার, কোথায় কে নিয়েছে হিসাব দিন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আজকে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী দাওয়া পেশ করেছি তার পেছনে ইতিহাস আছে।

তার সেই ইতিহাসটা হল ১৯৮৭—৮৮ সালে এই হাজোর কর্মচারীদের ২৬ কোটি টাকা যেটা তাদের দেওয়া হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এনেছিল, সেই টাকাটা কর্মচারীদের না দিয়ে চেয়ার ছেড়ে পালিয়ে গেছে। টি. আর. টি. সির জন্য ১৮৯ কোটি টাকা কেন্দ্রের থেকে এনেছে, কিন্তু তার কোন পেমেন্ট দেওয়া হয়নি, অথচ আমরা এসে তাদের যেই সব দায় ভার বহন করছি। স্যার ওদের কাণ্ডকারখানার ফলে, ওদের অপকর্মের ফল আজকে আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে। শুধু কি তাই, আই. আর, ডি, পির লক্ষ টাকা এনে সেই টাকা ওরা দেয়নি, প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে বেশী বেশী টাকা খরচ করে, কোটি কোটি টাকা বাকী রেখে গিয়েছে। স্যার, তাদের ক্ষমতা হয়নি যে ১০ বছরের মধ্যে একটা পূর্নাঙ্গ বাজেট করতে আজকে আমরা যেই জায়গাতে পূর্নাঙ্গ বাজেট এই হাউসের সামনে এনেছি। তার কারন, তাদের প্রতি বছরই চুরি করতে হবে, বাজেট সেই চুরি করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়ে দুই মাস আগেই বিধানসভায় আসতো. অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের জন্য সাপ্লিমেন্টারী হউক আর কমপ্লিমেন্টারী হউক, সব কিছু নিয়ে বিধানসভার অধিবেশন করতেন, সেজন্যই বলছি কেন আজকে আমাদের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী এখানে নিয়ে আসতে হল। স্যার ওদের ক্ষমতা থাকে তো আমাদের একজন বিধায়ক অব একজন মন্ত্রী চুরি করেছে, সেটা প্রমান করুন। অন্য দিকে আমরা সমস্ত কাগজ পত্র দিয়ে ওদের দেখাতে পারব যে ওরা প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের টাকা মেরে বসে আছেন। তাই আপনাদের ক্ষমতা হবে না আমাদের কোন বিধায়ক বা কোন মন্ত্রীর চুলে স্পর্শ করার। যে চুরি আপনারা করেছেন, যে ছিদ্র আপনারা করেছেন, আমাদের সমালোচনা করার আগে সেই আপনারা পীজ দিয়ে বন্ধ করুন, ভীষণ দুর্গন্ধ বের হচ্ছে, আপনাদের গা থেকে. এর জন্য আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত। মাননীয় সম্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য আর না বাড়িয়ে এই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী মাননীয় অর্থ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে পেশ করেছেন। সেটাকে আমি সর্বান্তকরনে সমর্থন করি এবং সেই সংগে বিরোধী দলের সদস্যরা যে প্রবঞ্চনা, এবং অসভ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য তাদের ধিকার জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মাননীয় সম্পীকার স্যার, তখন হাউসে উপাধ্যক্ষ মহোদয় ছিলেন আমি তখন একটা আবেদন রেখেছিলাম in view of the letter written by Election Commission addressed to

the Law Secretary কারণ, তারা এখানে রিগিং এর কথা বলেছেন এবং আরও অনেক কথা বলেছেন। সেই সম্পর্কে ইলেকশন কমিশন কি বলেছেন, তারই একটা জেরকস কপি আমি আপনার কাছে রাখছি—যেখানে যেখানে নির্বাচনে রিগিং হয়েছে এবং প্রশাসন রিগিং করেছে বলে মনে করেছেন, সেগুলি এ্যাকংসপাত্র করার জন্য সেই চিঠিতে বলা হয়েছে কয়েন্ডেবল সার্ভিস অব দি এ্যাডমিনিস-ট্রেশন।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৯ তারিখে এই হাউসে আমি যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট পেশ করেছিলাম সেই সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রেখেছেন আমি তার উপর দুই একটা বক্তব্য রাখব খুব সংক্ষিপ্তভাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার এখানে মোট বাজেটে দেখানো হয়েছে ৪৯ কোটি টাকা। অ্যাকচুয়েলি পরী হচ্ছে নেট ১২ কোটি টাকা। এর কারণ হলো বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টে আমরা ব্যয় সংকুচের নির্দেশ নিয়েছিলাম তাতে সেভিংস হয়েছে ৩৭ কোটি টাকা। আমাদের ওপেনিং ব্যালেন্স ছিল ২২ কোটি টাকা। অ্যাকচুয়েলি ইকনমি করাতে সেটা হয়েছে ১৭.৫০ কোটি টাকা। এখানে নেট সাত কোটি টাকা। কাজেই মূল সাপলিমেণ্টারী হচ্ছে ১২ কোটি টাকার। এই যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে এক নং হচ্ছে কর্মচারীদেরকে ডি এ দিতে হচ্ছে। তাছাড়া দাম বাড়াতে অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। মাননীয় আইন মন্ত্রী এখানে বলেছেন হাইকোর্টের বিল্ডিং ইত্যাদি করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন ইনটারেস্ট এবং হাউস বিল্ডিং লোনের জন্য অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। স্যার এই হাউসে আমরা যখন অপোজিশনে ছিলাম তখন দেখেছি ওরা প্রথমে ভোট অন অ্যাকাউনট, তারপরে বাজেট, তারপরে আবার সাপলিমেনট্রী বাজেট, তারপরে কত সাপলিমেনটারী আস তা তার কোন হিসাব ছিল না। স্যার, এই সরকার গত বছর একটা সাপলিমেনটারী এনেছিল তার ব্যাখ্যাও দিয়েছি। গত দশ বছরে ওরা ত্রিপুরা রাজ্যে কোটি কোটি টাকা খাটিয়ে নিয়েছিল এবং যেভাবে সেই টাকা খরচ করেছে তার ফলশ্রুতি হল এই রাজ্যে হতাশা। বহু জংজাল ছিল। গত দশ বছর ওরা কর্মচারীদেরকে নিয়োগ করেছে সত্য, কিন্তু এই রাজ্যের মানুষের জন্য কিছু করতে দেওয়া হয় নি।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— আগে তাঁরা কি করতেন তা স্যার, আপনিও জানেন। তখন তাদের দিয়ে শুধু মিছিল করান হত। একটাই কাজেই ছিল। তাদের দিয়ে জনগনের কোন কাজ করান হয়নি। কোন পরিকল্পনা ছিল না। আমরা দেখেছি, এই হাউসে জনগনের জন্য যে বাজেট আসত তাতে অদৃশ্য খাতে দেখান হলেও সে সব বহু অদৃশ্য খাতে চলে যেত। সেই অদৃশ্য খাতে কারো গাড়ী হয়েছে, কারো বাড়ী হয়েছে, পার্টি অফিস হয়েছে বিভিন্ন ভাবে তার ফল আমরা দেখেছি। মানুষের চলার জন্য কোন রাস্তা কি করা হয়েছিল ? শুধু মুখেই নতুন নতুন রাস্তা করার কথা বলা হয়েছিল। নিশ্চয়ই অনেকের জানা আছে, আগরতলা থেকে সাব্রুম যেতে মানুষের কি অসহনীয় অবস্থা হত। কত সময় লাগত। স্যার, অধিকাংশ রাস্তাই বর্তমানে আমরা এই দু'বছরে ক্ষমতায় এসে করেছি। উনারা ১০ বৎসরের রাজত্বের গল্প করেন। আমি চেলেঞ্জ করছি সেই ১০ বৎসর থেকে যে কোন ২ বৎসর নিয়ে আমাদের দুই বৎসরের সঙ্গে কমপেয়ার

করুন। যদি তা করেন, তবেই বড় বড় গাল গল্প বেড়িয়ে যাবে। স্যার, উনারা আমার হেলিকপটার ব্যবহারের কথা তুলছেন। এটা কেন ব্যবহার করা হয়েছে? যে খেদাছড়া, দামছড়া প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১০ বছরের তাঁদের শাসনকালে কোন মন্ত্রী মহোদয় কিংবা শাসক শ্রেণীর কোন ব্যক্তির পদক্ষেপ পড়েনি সেখানে হেলিকপ্টার নিয়ে যোগাযোগের জন্যই যাওয়া হয়েছিল। সেখানে ১০ বছরে কোন সভ্যতার আলো গিয়ে পৌঁছায়নি। আজকে সেখানে রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। ফটিকরায়ের রাস্তায় ব্রীজের কাজ শুরু হয়েছে। এই রাজ্যের মানুষ আজ উন্নয়নের মুখ দেখেছে। বস্তু সম্পদ হচ্ছে। এতদিন কোথায় গিয়েছিল এই টাকা তার জবাব দিন। এই সরকারের প্রতি পাইপয়সা জনগনের ব্যয় করা হচ্ছে। আপনারা বলতে পারবেন কোন কাজ আপনারা করেছেন? তাঁদের চিন্তা ধারার সঙ্গে আমাদের চিন্তা ধারার পার্থক্য আছে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। স্যার, আজকে আমরা কর্মচারীদের দিয়ে কাজ করাচ্ছি। এটা তাঁদের সহ্য হচ্ছে না। আজকে মাষ্টার মহাশয়গন স্কুলে যাচ্ছেন ছাত্র পড়াতে। কর্মচারীদের পাঠান হচ্ছে গ্রামে গঞ্জে। যা যতদিন ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আগে হয়েছে এই সমস্ত কাজ? আগে স্কুলে ছাত্র কে দিয়ে ছাত্র খুন করান হয়েছে, কর্মচারীকে দিয়ে কর্মচারী খুন করান হয়েছে। ভুলে গেছেন, সেই সমস্ত চিত্র।

স্যার, আমি আমার বক্তব্যকে আর দীর্ঘায়িত করব না। ত্রিপুরাবাসী বিগত দশ বৎসরের অপশাসনের ফলে তিমিড়ে ছিল আজকে এই জোট সরকারের আমলে তারা আলোর দিকে আসছেন। ত্রিপুরার উন্নয়নের চাকা যে রাজত্বে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, আজকে এই জোট রাজত্বে তার গতি ফিরে এসেছে। এবং এই গতিকে আমরা আরও জোরদার করতে চাই। কাজেই এই বাজেটকে আপনারা বিরোধিতা না করে সমর্থন করুন। আপনারা দুর্নীতির কথা বলেছেন। আমি আগেই বলেছি এখানে আজেবাজে কথা না বলে সেপিসিফিক দুর্নীতির ঘটনা সরকারী দপ্তরে দিন, তদন্ত হবে। তদন্তে যদি প্রমানিত হয় তাহলে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মুলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANT FOR – 1989-90

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহন। আজকের কার্য্য সূচীতে মোট অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহন হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীতে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের ব্যয় এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের মুলতবী প্রস্তাব সমূহ সভার কার্য্যসূচীর সঙ্গে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট দেওয়া হয়েছে। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী গুলো এবং যে সমস্ত অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব

আছে সেগুলো একত্রে সভায় উৎথাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হল। তবে যে সকল সদস্য মহোদয়গণ আজকের সভায় অনুপস্থিত, তাঁদের ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো সভায় উৎথাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে না। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাব গুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব যে, আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাঁদের বক্তব্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাব গুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের অনুরোধ করব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, কিছুক্ষন আগে আমার সহকর্মী এই হাউসে ইলেকশান কমিশনের যে চিঠি দিয়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে এই হাউসে যে সমস্ত বিরোধী দলের সদস্য নির্বাচনে রিগিং সম্পর্কে বলেছেন তা এ্যাকস্পাঞ্জ করা হোক।

মিঃ স্পীকার :— চিঠি এখানে জমা দেওয়া হয়েছে, আই উইল সী দ্য মেটার। পরীক্ষা করে সে সম্পর্কে আমি পরে সিদ্ধান্ত দেব।

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, অসম্ভব, এটা হতে পারে না। হাইকোর্টের সম্পর্কে কেস দাখিল করা আছে। বিধান সভায় এটা বিচারের জায়গা নয়। কোন পার্লামেন্ট বা কোন বিধান সভার এর কোন নজীর নেই।

(ইন্টারপশান)

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— ইলেকশান কমিশন বলেছেন নির্বাচনে কোন রিগিং হয় নি, সম্পূর্ণ গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনে কোন রিগিং হয় নি। সম্পূর্ণ গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়েছে। এই ভাবেই আমরা নির্বাচন করব, এই গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে। আপনাদেরকে আর পাওয়ারে আসতে হবে না।

শ্রী নকুল দাস (রাজনগর) :— এটা অত্যন্ত অগনতান্ত্রিক এবং অসাংবিধানিক। বিধানসভা বিচারের জায়গা নয়।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— সম্পূর্ণ গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ত্রিপুরা রাজ্যে নির্বাচন করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে ত্রিপুরা রাজ্যে এইভাবে নির্বাচন হবে।

(গণ্ডগোল)

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশ্যান ব্যাঞ্চ-এইভাবে হাউস চলতে পারে না. যা খুসি তাই বলা হবে।)

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— কি করবে, পশ্চিমবঙ্গের কি অবস্থা দেখেছেন তো, টি. ভিতেও দেখানো হয়েছে।

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, এই জোট সরকার রিগিং সরকার।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি পার্লামেন্টের প্রাকটিজ এবং প্রসিডিউর-এর বাইরে কিছু করা হবে না।

শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা (রাধাকিশোরপুর) :— মাননীর স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যেসমস্ত কাট মোশান এনেছেন সেই সমস্ত কাট মোশানকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। এই ২৭ মাসের বাজেটে এই সরকারের আমলে সাধারণ মানুষের কি কোন উন্নতি হয়েছে, হয়নি। তার প্রমান গ্রামে গঞ্জে কোন কাজ কর্ম নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ কোথায় বলেছেন, এই সম্পর্কে আমি বলতে চাই। আমরা যা কিছু বলি সাধারন মানুষের জন্য বলি অর্থাৎ গরীব মানুষের জন্য বলি, আর আপনারা বলেন বড়লোক মানুষের জন্য এই হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য। এখানে আমি একটা উদাহরন দিয়ে বলছি আই, আর, ডি, পিতে বামফ্রন্টের আমলে যেসমস্ত স্যাংশান ছিল, এখন উনারা বলেছেন সেগুলি দেওয়া হবে না যদি স্যাংশান করা না হয়।

সাধারন মানুষের কথা ওনাদের কানে যায় না ওনারা সরকারে আসার পর পি, ডবলিও, ডির কাজ দেওয়া হত স্লিপের মাধ্যমে। কতটা দিয়েছে সেটার প্রমান ওনাদের পকেট পকেটে আছে। সেই স্লিপের বহু টাকা এখনও জমা পড়ে আছে। এখন সে টাকা এন. আর, ই, গুলি দেওয়ার জন্য এই অতিরিক্ত বাজেট চাইলেন। এস আর, আর, ই, পি,ও, এন আর, ই, পি, কাজ করালে ভাল হত সেগুলি করাবেন না। একটা হয়েছে লুটের কমিশন, আরেকটা হয়েছে এ, ডি, সি, ভাজার কমিশন এবং আরেকটা হয়েছে মানিক গাঙ্গুলির টাকা বানানোর পজিশন। এগুলির জন্য যে টাকা খরচ হয়েছে সেগুলি কার টাকা ? তাই আমরা বলি ওনারা বড় লোকদের জন্য কাজ করেন। ওনারা সাধারণ মানুষের জন্য কোন কাজ করেন না। তাই আজকে গ্রামে-গঞ্জে মানুষ কাজ-কর্ম পায়না। গত ১৯শে মার্চ অমরপুরের এস, ডি, ও, অফিসের সামনে অনাহারক্লিষ্ট মানুষরা এক ডেপুটেশন দিয়েছেন। জওহরবাবু খবর নিয়ে দেখতে পারেন। গ্রামে-গঞ্জে যদি কাজ থাকত তাহলে মানুষ এসব করত না। আমাদের পিত্রায়, রাজনগরে, রাজারঘাট ও জামজুড়ির কতটা রাস্তাঘাট হয়েছে ? সেখানে কোন রাস্তাঘাট হচ্ছেনা। এই হচ্ছে এই সরকারের অবস্থা। এইজন্য আমরা এই সরকারের সাপ্লিমেন্টারি গ্রান্টস্ সমর্থন করতে পারছিনা। এইজন্য আমরা এই সরকারকে বড় লোকের সরকার বলি। বামফ্রন্টের

আমলে কেউ না খেয়ে মরে নাই। সেটার রকার প্রমাণ আপনার দিতে পারবেন না। এখন ওনাদের আমলে আমরা দেখছি মানুষ না খেয়ে মরছে। এস, আর. ই, পি, ও, এন, আর, ই, পির কোন কাজ এখন নাই। এই হচ্ছে এই সরকারের চেহারা। সে জন্য আমাদের তরফ থেকে যেসব কাটমোশান এসেছে সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

শ্রী নকুল দাসঃ — মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে যে সাপলিমেন্টারী বাজেট পেশ করা হয়েছে তার উপরআমাদের বিরোধীদল থেকে অনেকগুলি কাট মোশান দেওয়া হয়েছে। এই কাট মোশানগুলি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

স্যার, যেকোন সরকারের পক্ষে সাপলিমেন্টারী ডিমাণ্ড নেওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এইটা সব সময় নেওয়া হয়ে থাকে এবং সেটাকে মঞ্জুরীও দিতে হয়। কিন্তু কোন কাজের জন্য এই টাকা তারা খরচ করবে—যে আমরা এই টাকার মঞ্জুরী দেব?

স্যার, আপনি যদি এই সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি একটু লক্ষ্য করেন তাহলে এরমধ্যে একটা জিনিসই দেখবেন কিসের জন্য খরচ-অফিস একস্পেন্স, ট্রেভেলিং একস্পেনস, হায়ারিং অব ভেহিকিলস, পারচেজিং অব স্টেশনারী, এই সমস্ত জিনিসগুলি হচ্ছে তার মূল। কাজেই সেখানের মধ্যে একটা ডিমাণ্ডও নাই যে ডিমাণ্ডের মধ্যে ডেভলাপমেন্টের কাজের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। একটা ডিমাণ্ডও দেখাতে পারবেন না। আমি স্যার, সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি পড়ে দেখেছি, অফিস একস্পেন্সিস, ট্রেভেলিং একস্পেন্স, হায়ারিং অব ভেহিকলস, পারসেজ অব ভেহিকলস এই সমস্ত স্যার, সবচেয়ে বেশী আশ্চার্যজনক যেটা আমরা দেখেছি এই ডিমাণ্ডের মধ্যে—যেমন ডিমাণ্ড নাম্বার—৯, সেখানে মন্ত্রীদের খানাপিনা, গাড়ী চড়া, গাড়ী ভাড়া, গাড়ী কেনা, বিলাস-বাসন, ডাক বাংলা সাজানো এই সমস্ত খাতে রাখা হয়েছে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা। যে রাজ্যের মানুষ না খেয়ে মরছে, যে রাজ্যের মধ্যে রয়েছে খাদ্যের জন্য হাহাকার, চারিদিকে যদি এই ধরনের একসপেনস হয় তাহলে স্যার, কেও কোন অবস্থাতেই এইটাকে বরদাস্ত করবে না। এই থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, এই গভার্ণমেন্ট চলছেদিস গভর্ণমেন্ট ইজ, দেয়ারফোর রানিং অন কার্ডিনাল প্রিন্সিপালস্—। সেই চারটি ভুল নীতি কি—(১) খুন কর, সন্ত্রাস কর, গনতন্ত্রকে ধংস করা, ২) সমস্ত নির্বাচিত সংগঠনগুলিকে বাতিল করা ৩) গ্রামস্তর থেকে-একেবারে উপর থেকে নিচের স্তর পর্য্যন্ত কিছু লুটপাট, দুর্নীতির চূড়ান্ত অবস্থার মধ্যে গিয়ে পৌঁছেছে। এই ডিমাণ্ডের মধ্যে এইটা আজকে প্রতিফলিত হয়েছে যে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা মন্ত্রীদের খানা-পিনা, গাড়ী কেনা, গড়ী ভাড়া, আর এইসবের জন্য আমরা তাদের বরাদ্দ দেব। এইটা কোন মানুষই বরাদ্দ দেবে না। আর যারা দেবে তারা তো চুরির সাক্ষী মাতাল হবার জন্য। আমরা এইটা দিতে পারি না। এবং এইজন্য আমি এইটাকে সমর্থন করতে পারবনা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ৫, এইখানে ৪০ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে অফিস একস্পেন্স-এর ব্যাপারে। কি, কেন এত টাকা খরচ করা হচ্ছে। না, সেটিং আপ, অব্ এ কমিটি অব্ মোডিফিকেশন অব্ ট্রাইবেল কাস্টমারীস। ট্রাইবেল কাস্টমারী ল কোর্ট মোডিফাই

করার জন্য কমিটি গঠন করা হচ্ছে। এ, ডি, সি, এলাকা ডিমার্কেসন হবে কি না সেইজন্য কমিটি গঠন করা হচ্ছে। ভিলেজ কাউন্সিল হবে কি হবে না সেজন্য কমিটি গঠন করা হচ্ছে। তারপর এরা রিপোর্ট দেবে কি দেবে না এইজন্য লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারী ভ্রমণের নামে বিলাসের নামে নয় ছয় করা হচ্ছে। আর এইগুলিকে আমরা সমর্থন করব ?

আর অন্যদিকে হচ্ছে—এই এস. সি, এবং এস. সি.দের অবস্থা দেখুন। সিডিউল কাস্ট ডেভেলাপমেণ্ট করপোরেশন এবং এস, সি, ডেভেলাপমেণ্ট করপোরেশন সেই করপোরেশনগুলির মধ্যমে কোটি কোটি টাকা আমরা গরীব মানুষের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। কিন্তু আজকে সেই এস, সি. করপোরেশনের এবং এস. টি ডেভেলাপমেণ্ট করপোরেশনের কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে আছে। উপরও এস. সি করপোরেশন এবং এস টি. করপোরেশনের যে টাকাটা ফিক্সড্ ডিপোজিটের টাকা সেভিংস্ একাউণ্টের টাকা এই করপোরেশনের কাজে খরচ না করে দেউলিয়া সরকার সেই টাকাটা আজকে তছনচের কাজে লুটপাটের কাজে লাগিয়েছে। কাজেই এইগুলিকে আমরা সমর্থন করতে পারি না।

বামফ্রন্ট সরকার এস, সি, এবং এস, টিদের জন্য তাদের কনস্টিটিউশন্যাল রাইটস্কে গ্যারেনটেড করার জন্য এইভাবে তাদের রাজনৈতিক অধিকারকে শিক্ষার অধিকারকে, চাকুরীর অধিকারকে যেভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সে সমস্ত কনস্টিটিউশন্যাল রাইটস্কে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে দিয়েছে এবং তারজন্য বরাদ্দ চাইছে। এই বরাদ্দ মঞ্জুর করবে এরা তো স্যার, শুধু ট্রাইবেল বা এস. সি, তাদের বিরোধিতা নয়, এরা দেশেরও বিরোধীতা এবং সমাজেরও বিরোধী।

শ্রী মকুল দাস :— মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই তিন লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা এটা বরাদ্দ করা হয়েছে কর্মচারীদের ডি, এ ইত্যাদি দেওয়ার জন্য। ভাল কথা- কিন্তু ডেভলাপমেণ্ট কোথায়? স্যার, এই হাউসে দাঁড়িয়ে অনেক মন্ত্রীই বলেছেন যে, অনেক চাকুরী দিয়েছেন। আমি জিনিষটা ভাল করে দেখলাম। কিন্তু তাতে যা দেখতে পেলাম. তাহল সামান্য কয়েকজন মন্ত্রী চাকুরী কিছু দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এগুলি যে কিসের উপর ভিত্তি করে দিয়েছেন সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। না আছে কোন সিনিয়রিটি, না আছে যোগ্যতা, মন্ত্রীদের কাছে অনেক চাকুরীর দরখাস্ত যাচ্ছে। কোন নিয়ম সেখানে মানা হচ্ছে বলে মনে হয় না। স্যার, আজ পর্য্যন্ত উনারা এস, সি, ও এস, টিদের চাকুরীর কোটা পুরনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পুরণ করতে পারেন নাই। এই সব করছেন উনারা। চাকুরী দেওয়ার ব্যাপারে কোন সঠিক নীতি উনারা নিতে পারছেন না। তার জন্য এই বরাদ্দ দেশের জন্য, রাজ্যের জন্য আমি এটাকে সমর্থন করতে পারছি না।

স্যার, ডিমাণ্ড নং ৬। মেজর হেড ৪০৫৯ | পুর্ত্তমন্ত্রী এখানে আছেন। স্যার. একটি ব্রীজ আছে কমলাসাগরে। এবারে ঠিক নির্বাচনের আগে এই ব্রীজটি নির্মান করা হয়েছিল। কিন্তু স্যার, নির্বাচনের ঠিক পরের দিন ঐ কাঠের ব্রীজটির কাঠগুলি খুলে নেওয়া হয়। স্যার, এখানে আর একটা জিনিষ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাধারনত ব্রীজ তৈরী করা বা মেরামত করা হয় রাতের বেলায়। যাতে করে যাতায়াতের খুব একটা অসুবিধায় না হয়। কিন্তু সেখানে স্যার, রাত্রে না করে দিনের বেলাতে এই ব্রীজ তারাহুড়ো করে তৈরী করা হয়েছিল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়েছে। আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রী নকুল দাস :— স্যার, আমাকে আর দু'মিনিট সময় দিন। স্যার তারপরও কি আমরা এটাকে সমর্থন করতে পারি ?

কাজেই এই অবস্থায় স্যার, এইগুলি সমর্থন করতে পারি না। স্যার, আমাকে আর দুই মিনিট সময় দিন, আমি দুইটি কথা বলে শেষ করছি। সেই কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট সেখানে ১৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। কেন স্যার, এই টাকাটা দিয়ে কি কাজ করেছেন কি ডেভালাপমেন্ট ? বলুন আপনারা লোন দিয়েছেন কোথায়ও ? কোথায়ও দেন নি। কো-অপারেটিভ মোভমেন্ট একটা যেবার মোভমেন্ট যে মোভমেন্টকে বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। টু ফাইট আউট দ্যা মিডেল ম্যান, মিডেল ম্যানকে ফাইট আউট করতে গেলে কো মোভমেন্ট ছাড়া অন্য কোন মডেল মানার রাস্তা নেই। সেই জায়গাতে ওরা সরকারে আসার পর সমস্ত কো-অপারেটিভগুলিকে ভেঙ্গে দিল, ল্যাম্পেস, প্যাকস, ফিসারি কো-অপারেটিভ ভেঙ্গে দিল। লুটপাট কমিটি সেখানে একটা একটা করে প্রতিষ্ঠা করল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

স্যার আমি দুই মিনিট বলি, অন্যেরা কিছু কম বলবে। তাই এই দিক থেকে সমস্ত নাভিশ্বাস করে দিয়েছে। আর এখন টাকা নিচ্ছে, ১৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা কার জন্য ? সমস্ত লুটপাট করার জন্য। একটি ডেভালাপমেন্টের কোন কাজ নেই। সমস্ত কো-অপারেটিভ মোভমেন্ট কে এখন শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। তার পর বাজেটকে সমর্থন ? কাজেই এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। তাই এই বাজেটের বিরোধিতা করে, এখানে যে সমস্ত ডিমান্ড এসেছে, প্রতিটি অর্থের বিরোধিতা করে, প্রতিটি ডিমাণ্ডের বিরোধিতা করে, এই জনস্বার্থ বিরোধী বাজেট স্বার্থ বিরোধী, এই সমস্ত লুটপাট কমিটি যা করেছে তার তীব্র বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী পূর্ণ মোহন ত্রিপুরা।

শ্রী পূর্ণ মোহন ত্রিপুরা (ছামনু):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় স্যার, এই যে সাপ্লিমেন্টারী গ্রাণ্ট, দপ্তর ভিত্তিক যে আলোচনা, এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট আমলে প্রতিটি ব্লক ভিত্তিতে যতগুলি রাস্তা করেছে এবং পি, ডাব্লিউ, ডি, ভিত্তিতে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তা হয়েছে। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি যে, এই দুই বছরে পি, ডাব্লিউ, ডি কোন কাজ নেই। কোনটা হয়েছে বলুন ? যদি আপনারা চশমা লাগিয়ে দেখেন তাহলে দেখতে পারবেন বামফ্রন্ট আমলে কতগুলি রাস্তা পীজ করা হয়েছিল। সেগুলি পীজ করা আগেই ছিল, সেইগুলির উপর আবার পীজ করা হচ্ছে। কিন্তু সেইগুলি গ্রামেই হউক আর শহরে হউক। আপনারা একটা রাস্তা দেখান তো, এখনো নতুন রাস্তা এই দুই বছরে হয় নি। আমি বলি না একটি বছর, আপনারা বলুন কোথায় হয়েছে ?

এই যে গত লোকসভা নির্বাচনের আগে সেখানে ছন, বাঁশ কেটে রাস্তা করতে গিয়ে সেখানে এই ছন, বাঁশের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। এখন মন্ত্রী বলছেন যে রাজ্যের পর্বতে উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু কাদের হচ্ছে? হচ্ছে ঠিকই যাদের উন্নতি হয়েছে, যারা মন্ত্রী, যারা এম, এল, এ তাদের উন্নতি হয়েছে। এটা আমরা অস্বীকার করি না। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের উন্নতি হয় নি। সেই কারণে ওরা এখন আর বিভিন্ন জায়গায় যাইতে পারে না। কাজেই ২৪ লক্ষ মানুষের জন্য সামগ্রিক ভাবে কিছুই করতে পারেন নাই। স্যার, আমাদের পঞ্চায়েত মন্ত্রী বীরজিৎ বাবু, পঞ্চায়েতের জন্য উনি কি করেছেন? যেটা বামফ্রন্ট আমলে পঞ্চায়েতের মাটি কেটে ঘর করেছে, সেই ঘরটাও এখন নেই। স্যার, এই দুই বছরে সব ভেঙ্গে গেছে। এই যে উন্নয়ন কমিটির মেম্বাররা সেখানে ঘরের দরজা জানালা সব ভাগ করে নিয়ে গেছে। কাজেই উন্নতি হয়েছে, সেটাই উন্নতি হতে পারে। আমি আর একটা ঘটনা বলি মাননীয় দিবা চন্দ্র রাংখল সে তার বি, ডি, সি ঠিক করেছে অন্তর রোজগার ঘর কে পাইবে? শ্যামা বাবুর হয়েছে। আবার তার শালকের হল, কিন্তু তার ভাইয়ের হয় নি, কাজেই ভাইয়ের জন্য সেটা করতে হবে। উনি অর্ডার দিয়ে এলেন চেয়ারম্যান কে, চেয়ারমেন বললেন যে আমার কথা শুনতে হবে তা নাহলে আমি সই করব না। কাজেই এই অবস্থায় পূর্ণ মোহন বাবু দিচ্ছে কিনা আপনারা জানেন। এই সিস্টেমটা বলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের উন্নতি আপনারা করতে পারবেন।

সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের কোন উন্নতিই আপনারা করতে পারছেন না। এই রাজ্যের মধ্যে ৪০০ পরিবার আছে যারা নিজেদের খোরাক খেতে পারে, কিন্তু সেই ৪০০ পরিবারের মধ্যে এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে মাত্র ১০ পরিবারের কিছু খোরাকী আছে। গ্রামগুলিতে কোন রকমের কাজ নাই, এমন কি যারা উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান আছেন, তারাও শুকিয়ে একেবারে হেঙ্গলা হয়ে গেছেন, অবশ্য এর মধ্যে কমিউনিষ্ট আর কংগ্রেসের কোন প্রশ্ন নাই। শুধু বামফ্রন্ট আমলের কথা বলে লাভ নাই, তখন তো অনেক রাস্তা হয়েছে, আর এখন আপনারা এসে সেই রাস্তাগুলিরও সর্বনাশ করেছেন, সেই সব রাস্তাগুলিতে এখন জঙ্গলে ভরে গেছে।

শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল :— পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার। মাননীয় সদস্য বলছেন যে এই আমলে কোন রাস্তা হয় নি, এটা সম্পূর্ণ অসত্য। কেন না, উনিও এটা জানেন যে ছামনু টি, ডি ব্লকে যে সমস্ত রাস্তা আছে, সেগুলি এ. ডি, সির আণ্ডারে। একটি রাস্তাও ষ্টেট গভর্ণমেন্টের আণ্ডারে নাই। একমাত্র রাস্তা যেটা আছে মনু থেকে গোবিন্দবাড়ী, সেটার কাজ গ্রীফ কোম্পানী করছে, এছাড়া আছে ফটিকরায় ভায়া ধুমাছড়া রাস্তা। এ, ডি, সির, আণ্ডারে যেসব রাস্তা আছে সেগুলির মধ্যে একটির কাজও ওরা করছে না। তারপর হৈলেংটা থেকে শাখাটাং পাহাড় রাস্তা সেটাও এ. ডি,. সির হাতে। এ, ডি, সি. সেই রাস্তাও করেনি, আমরা অনুরোধ করে ষ্টেট গভর্ণমেন্টের হাতে সেই রাস্তাটা দিয়েছি, তারপর সেটার কাজ হয়েছে। কাজেই, উনি যে কথা বলছেন, সবই অসত্য।

শ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আসলে ট্রেজারী বেঞ্চে যেসব এম, এল, এ. আছেন তারা নিজেরাও ক্ষুব্ধ, কিন্তু দলের চাপে পড়ে আজকে একথা বলতে তিনিও বাধ্য হচ্ছেন, তার এলাকা ধ্যাসাছড়াতে একটা কাজও হয়নি। বামফ্রন্টের আমলে যে রাস্তাগুলি হয়েছে, সেগুলি এখনও আছে, নতুন করে আর সেই এলাকাতে কোন রাস্তা হয়নি। কাজেই এই জিনিষটা ত্রিপুরা রাজ্যের যারা মন্ত্রী, বিধায়ক. যারা ট্রেজারী বেঞ্চে আছেন, তাদেরও চিন্তা করতে হবে। কেননা, তারাও মনে মনে ক্ষুব্ধ, তারা নিজেরাও নিজ নিজ এলাকার জন্য কোন দাবী দাওয়াই আদায় করতে পারছেন না। স্যার, ১৯৬২সালে গোপীনাথ ত্রিপুরা যখন ঐ এলাকার সদস্য ছিলেন, তখন তার এক আত্মীয়কে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট অত্যাচার করেছিল, অথচ সেই দিনও তাকে মুখ খুলতে দেওয়া হয়নি, মুখ বুঝে সবই তাকে সহ্য করতে হয়েছিল। ঠিক আজকেও সেই রকম ট্রেজারী বেঞ্চের এম. এল, এ-দের ক্ষুব্ধ হলেও দলের স্বার্থে সহ্য করতে হচ্ছে।

এই যে কংগ্রেস আপনারা মনে করেন যে, কম্যুউনিস্টরা শুধু সমালোচনা করে। এটা ঠিক নয়।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

শ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরা :— স্যার, আমাকে সময় দিলেন। ঠিক আছে।

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এখানে এনেছেন এটাকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন তার তীব্র বিরোধিতা করছি। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, আমরা ২৫ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থে কাজ করছি, পরিকল্পনা করছি। সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট সধারণতঃ যে এসটিমেট অনুযায়ী কাজ করার কথা, সেই কাজ করতে গিয়ে দেখা যায় জিনিষপত্রের দাম বেড়ে সেগুলির মোকাবিলা করতে গিয়ে অতিরিক্ত খরচ হয়। এই জন্যই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট। এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের উপর বিরোধী দলের সদস্যরা কাট মোশান এনেছেন। আমরা ডিমাণ্ডের উপর যে সমস্ত কাট মোশন এসেছে তার মধ্যে ডিমাণ্ড নং ২৯. মেজর হেড ২২৩৫ সেটা আপনারা জানেন যে সমস্ত চাকমা শরনার্থী ত্রিপুরাতে এসেছেন তাদের সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিয়ে থাকেন। এই বাজেটে এক কোটি টাকা ধরা হয়েছে যে টাকাটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট দিয়েছে। কাজেই এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের বিরোধিতা করার প্রশ্ন উঠেনা। এখানে অবস্থার কথা বলা হয়েছে। আমরা মাঝে মাঝে ভিজিট করি ক্যাম্পে যারা আছে তাদের সঙ্গে আলোচনা করি। এইভাবে তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করি। তাদের সুবিধার জন্য আমরা ১৪ টা পোস্ট ক্রিয়েশন করছি। কাজেই আমি বিদ্যাবাবুকে অনুরোধ করছি এটা উইড্র করে নেওয়ার জন্য। ডিমাণ্ড নং ২২, ২২১০ মেজর হেড, মাননীয় সদস্য মতিবাবু এনেছেন। এই ব্যাপারে আমি এই বিধানসভায় উত্তর দিয়েছি যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ভারতের জাতীয় সংস্থার নীতি অনুযায়ী দুই হাজার সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্যের সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারন। সেই লক্ষ্যে আমরা পৌছবার চেষ্টা করছি।

এই জন্য আমরা বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছি। বিগত দশ বছরে ওরা প্রিভেনটিভ মেজার হিসাবে সারা ত্রিপুরাতে ১২০টি সাব সেন্টার করেছিল। কিন্তু আমরা এই দুই বছরে সাড়ে চারশো সাব সেনটার করেছি। তারা ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকাতে একটিও করতে পারে নি। আমরা সেখানে ৩০০টি করেছি। সেইভাবে কনট্রোল প্রিভেনটিভ অ্যাকটিভলি কাজ করছে। জি. বি এবং ভি. এম হাসপাতালে কিউরিটিভ চিকিৎসা বৃদ্ধি করার জন্য আমরা এক কোটি টাকার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এনেছি এবং আপনারা জানেন স্বনামে ধন্য ডাক্তার এন, বি, দত্তকে এখানে এনেছি। যাতে চিকিৎসার সুফল ত্রিপুরা বাসী পায়। তাছাড়া আমরা ৪০টি পি, এইচ সি করেছি। এর মধ্যে দশটা কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, আর দশটার জন্য ফাইনেন্সিয়েল হেলপ দিচ্ছি।

আপনারা সবাই জানেন, এবং বিধানসভার প্রশ্নোত্তরের সময়ও বলেছি, ত্রিপুরা রাজ্যে ৪০টি পি, এইচ, সি, স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ১০টির কাজ শুরু হয়েছে, ১০টির ফিনানসিয়াল এপ্রোভাল পাওয়া গেছে, আর বাকী ২০টির জন্য স্থান নির্ধারনের কাজ শেষ হয়ে গেলেই ফিনানসিয়াল এলোকেশান দেওয়া হবে। এই ৪০টির মধ্যে ৩০টিই হবে ট্রাইবেল এলাকায়। কাজেই বিরোধী বন্ধুদের এর বিরোধিতা করার কোন যুক্তি নেই। গতকালকে বক্তব্য রাখার সময় মাননীয় সদস্য ফয়জুর রহমান ধর্মনগর হাসপাতালের কথা তুলেছিলেন আমার মনে হয়, তিনি ২ বছরের মধ্যে ধর্মনগর হাসপাতালে যান নি। কাজেই তিনি জানেন না, এই ২ বছরের মধ্যে ধর্মনগরের হাসপাতালে কি কি হয়েছে। এই ধর্মনগর হাসপাতালে আমরা মাতৃমঙ্গল সেন্টার খুলেছি, ব্লাড ব্যাঙ্ক খুলেছি, আরো ২০টি শয্যা বাড়ান হচ্ছে। কয়েক দিনের মধ্যেই তা ষ্টার্ট হয়ে যাবে। কাজেই চিকিৎসার ক্ষেত্রে ত্রিপুরাবাসীকে যাতে সব রকমের সুযোগ দিতে পারি তার জন্য সব রকমের প্রচেষ্টাই নেওয়া হয়েছে। কাজেই এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের বিরোধিতা করা মানেই, স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিরোধিতা করা। কেশব বাবুকে বলব, উনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে যে-সব কথা বলেছেন, তাতে উনাকে বলব, উনি এখন এই ব্যাপারে অন্য লোক রাখতে পারেন। যাতে তথ্য সব সময় উনাকে দিয়ে যেতে পারে। আমাদের ত্রিপুরার ২৫ লাখ মানুষের সি, পি, আই, (এম) এর অন কাইণ্ডস অব ইভিল আইডিয়া সম্পর্কে ধারনা থাকা দরকার। আমি তাই ত্রিপুরাবাসীর কাছে আবেদন রাখব, তাঁরা যেন সি. পি, আই, (এম) এর কার্যাকলাপের প্রতি নজর রাখেন। আজকে সমস্ত বিশ্বে কমিউনিষ্ট পার্টির গণ কবর হচ্ছে। সেদিকে নজর রেখে চলার জন্য আমি আমার সি, পি, আই, (এম) বন্ধুর কছদেরা আবেদন রাখব। আপনারা শিক্ষা নিন। ইভিল আইডিয়া থেকে দূরে থাকুন। এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটকে সমর্থন করুন। তাতে ত্রিপুরাবাসীর মঙ্গল হবে এই আহবান রেখে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :-- অনারেবল রেভিনিউ মিনিষ্টার।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে প্রস্তাব করছি, যতক্ষন পর্য্যন্ত এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা শেষ না হয়, এবং ভোট গ্রহন শেষ না হয় ততক্ষন পর্য্যন্ত হাউস বাড়ান হউক।

শ্রী সমর চৌধুরী :— ৫টা পর্যন্তই আজকের কার্য্য সূচী। কাজেই হাউস আর বাড়ানোর কোন যুক্তি নেই। আগামী কাল এটাকে কন্টিনিউ করা যেতে পারে। এই কারণে হাউস বাড়ানোর আমরা বিরোধিতা করছি।

Maharai Bibhu Kumari Devi (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I support all the demands listed for to-days List of Business and oppose all the Cut Motions of the opposition Members. Sir, we are hearing different points of views which are very interesting. We have heard Hon'ble Members of the opposition and we have heard from our side, our point of views. But I think those who live in glass houses should not throw a stone at those people who are not corrupt.

মিঃ স্পীকার :— হাউস এ্যাকসটেনশানের ব্যাপারে লীডার অব হাউস যে মোশন মুভ করেছেন সেটা এখন আমি ভোটে দিচ্ছি।

(মোশানটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে তা পাশ হয়)

Maharani Bibhu Kumari Devi (Minister) :— Mr. Speaker sir, recently if we are going through the news papers we will see that 2 crores of rupees has been mismanaged by the West Bengal Government. These two crores of rupees has been used for the benifit of ehe Marxist Crdres. This is the central intelligence report.

আপনারা আজকে এখানে যাঁরা বলছেন যে, এখানে চুরি হচ্ছে, আপনাদের সময়ে তা হয়নি। তাহলে এই ২০০ কোটি টাকা কোথায় গেল? এই ২০০ কোটি টাকার হিসাব পশ্চিমবঙ্গে দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরাও ভারতের লোক। আমরা এই দেশকে মহান বলে জানি। সেটা আদর্শ শুধু দেশের জন্য হয়, নিজেদের ব্যক্তির জন্য হয় না। সবাকে মানতে হবে তা যেকোন পার্টির হোক না কেন। আমি যদি অপরাধ করে থাকি তাহলে সে অপরাধের ফল ভোগ করতে হবে। সেটার জন্য শাস্তি আমাকে পেতেই হবে। স্যার, উনারা হলেন টুইস্টিং মাষ্টার। একটা সত্য উনারা যেভাবে ঘুরিয়ে দিতে পারেন সেটা আর কেউ পারে না। এই চামড়ার জিহ্বাটাকে যেভাবে নাড়ানো যায়, সেভাবেই সেটা সত্য। সেটা হচ্ছে আমাদের অধিকার। এখানে যা কিছু কাটমোশান আনা হয়েছে এটা শুধু পাবলিসিটির জন্য আনা হয়েছে। মাননীয় সদস্য নকুলবাবু ট্রাইবেল কাস্টমারী ল-এর বিরুদ্ধে বলেছেন। একটা জাতির অধিকার আছে টু লিভ এ্যাণ্ড টু প্রিজার্ভ দেয়ার কালচার। যেমন একজন খৃষ্টানের অধিকার আছে, একজন মুসলমানের অধিকার আছে, একজন হিন্দুর অধিকার আছে, তেমনি ভাবে ট্রাইবেলদেরও নিজস্ব সংস্কৃতিকে রক্ষা করার অধিকার আছে। আমরা যা কিছু জানি সেগুলি

আপনাদের মঙ্গলের জন্যই আমি। স্যার. ট্রাইবেলরা আজকে তাদের নিজস্ব রাজ্যে মাইনরিটি হয়ে গিয়েছে। For Justice we have under the Chairmanship of the Meron Committee placed some funds for reserch and codification of the Tribal **Law.**

মিঃ স্পীকার স্যার, এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের উপর মাননীয় বিরোধী শ্রী নকুলবাবু যে বিরোধিতা করেছেন সেজন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। আপনারা সবাই আসুন. আমি বলছি, বিরোধি দল হিসাবে আপনাদের মত আমার মতের সঙ্গে মিলতে না পারে তবে আপনাদের সঙ্গে আমাদের যে আন্তরিকতার সম্পর্কে সেটা থাকতে তো বাধা নেই? আপনারা যদি আমাকে শত্রু মনে করেন, আমি কিন্তু আপনাদের শত্রু মনে করি না। আপনারা আমার বন্ধু, আপনারা আমার দেশের মানুষ এবং আপনারা এখানকার বাসিন্দা। মিঃ স্পীকার স্যার, আমাকে বাধ্য হয়ে এইসব বলতে হচ্ছে, আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি—আমার স্বামীর সঙ্গে আমি যখন দিল্লীতে ছিলাম তখন আমাদের বাড়ীতে আমার বন্ধুরা আসতেন। উনারা সবই সি, পি. এম ছিলেন জ্যোতির্ময়বাবু, জ্যোতিবাবু, হিরণ মুখার্জী উনারা সবাই আমাদের বাড়ীতে আসতেন, কথা বলতেন, আলাপ করতেন এমন কি আমাদের বাড়ীতে রাত্রে নিমন্ত্রণ খেয়েছেন। আমি কিন্তু উনাদের শত্রু মনে করিনি এবং উনাদের সঙ্গে কথাও বলেছি। আমার মনে হয় এখানে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যারা আছেন উনাদের যদি আমি নিমন্ত্রণ করি তাহলেও উনারা ভয়ে আসবেন না। কোথায় এই পোলারাইজেশ্যান? আমরা ব্যক্তিগত কথা বললাম, তাতে মনে কিছু নেবেন না। মিঃ স্পিকার স্যার. মাননীয় সদস্য শ্রী ফয়জুর রহমান কাটমোশান এনেছেন under the Head of suo Head 094. Major Head-2053. This sub Head is main for the Sub-Divisional Establishment under the South Tripura District. Original Budget Estimates under sub Head was 31 lakhs, 93 lakhs for the Four sub Division. তাহলে কোথায় আমাদের ভুল হয়েছে? মাননীয় বিরোধী সদস্যরা তো গরীব মানুষের জন্য কান্নাকাটি করছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, ৪টা

Origmnal Grant on Demand No. 4, in respect of Tahashil Staff Rs. 10.55 lakhs is required for to meet the expenditure in respect of salary of Tahashil staff Rs. 3.69 for the staff of the Directorate of Settlement and Land Reoords. Rs. 2.77 for the staff of Sale Tax Organisation. This demand also includes Rs. 2.05 lakhs to be paid as Grants to the Deed Writers Association for construction of their buildings and the stamps paper amounting to Rs. 0.75 lakhs. Incroasing of salary mainly due to non-payment of arrear during the last financial year is one of the reason. That's why we are to face sulemontary demands. Demand No. 5, the original estimate

here is Rs. 4.22 lakhs. supplementary demand is only Rs. 1.75 lakhs. the ontire supplementary demand is under land Road and it is sought to meet the expenditure in connection with Committee for fortification of Customary law. Domand No. 6. original grant is 3 erores, 20 lakhs and 46 thousands. This is for 3 Districts Administration due to the increase of wages. Here somebody says that why we did not frame labour policy. I think, they misload the people of Tripura. We have framed labour policy. After coming into the power we have increased the wages for the labour. Mr Speaker sir, for this reason we need supplementary demand of 26 lakhs, 58 thousands. During Left Front regime we heard that they used to lit fire to the documents of Lamps & Pacs Therefore, they would be no records available. T.N.V. activities and anti-social social activities would not be dealt with by the Govt Mr Speaker sir, my opposition friends said that under Head No. 2039 we have taken 40 thousands rupees for the stone.

Presently every stone gets about Rs. 3 to 4 thousand per month and in comparison with this, I think there 40 thousands rupees is not too much. Do my Opposition friends want to give the stone a sum of Rs. 40/- only. For expansion of the Sale Tax Organisation we need only 2 crores 77 lakhs. This is the only execss, we have asked. An account No. 022 Taxes on ineome expenditure somebody will be understood that in 1989-90 we asked for 8 lakhs rupees but we get actually Rs. 5 lakes. because it does not tally with the assessed income tax and under Head No. 0028.

এণ্ড আণ্ডার মেজর হেড নাম্বার ০০১৮ উযি হেভ্ বিন্ কালেকটিং মোর দেন দ্যা বাজেট এষ্টিমেট- সেটার কথা তো আপনারা কেউ বলেননি। আমাদের এই ডিপার্টমেন্ট স্টেটের জন্য প্রোফেশন্যাল টেক্স্ এক্সপেনডিচার টেক্সের মধ্যে ১০০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল, আর আমরা কালেকট্ করেছি ২০০ লক্ষ টাকা। তারপর আণ্ডার হেড নং—০০৯- ষ্টেট একসাইজ সে সময়ে ছিল ১৬৩ লক্ষ টাকা। আর আমরা এখন এইটাকে করে দিয়েছি ৫০০ লক্ষ টাকা। সেলস্ টেক্স্ ছিল ১১৬৮ লক্ষ টাকা। আর আমরা সেটাকে বাড়িয়ে করেছি ১২০০ লক্ষ টাকা। আপনারা তো এই সব অপ্রিয় সত্যকথা শুনতে চাবনা। কাজেই বিরোধী ভাইদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা সত্যকে মেনে চলুন. এইটাকে লিড করবেন না। সত্যকে লিড করাই আপনাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। আমরা আপনাদের কাছে

অনুরোধ রাখছি এই যে, ল্যাপ্সেস্‌ এবং প্যাক্‌সকে পুড়িয়ে দিচ্ছেন সেটা আপনারা করবেন না। আপনারা শুধু নিজেদের রাজনৈতিক লাভের জন্য এইসব করতে যাচ্ছেন। এবং এখানে হৈচৈ করছেন যাতে আপনাদের নাম পত্রপত্রিকায় উঠে। এতে আপনারা ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের অর্থ নয়ছয় করছেন। আমরা এই হাউসে এসেছি কথা বলতে এবং কথা শুনতে। এখানে এই অ্যাসেম্‌ব্লি অভিনয় করতে নাটক করতে আমরা আসিনি। আপনারা যদি নাটক করতে চান তাহলে এই হাউসের বাইরে গিয়ে সেটা করতে পারেন। কাজেই মিঃ স্পীকার স্যার, I have nothing more to say I have only request to my friends in the opposition bench that they will behave in such a manner respecting position of other Members. They are elderly, they are responsible, they have responsibility for the State which I have stated earlier. All of us who are the Members of this House. is responsible.

So, thank you very much Mr. Speaker.

শ্রী সমর চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি একটু আগে সময় বাড়ানোর জন্য যে এক তরফা সিদ্ধান্ত নিলেন এইটা হতে পারে না। এইটা অ্যাসেম্‌ব্লি, এইটা কনভেনশন নয়। সো আই ডো প্রোটেস্ট ইট। কারণ আমাদের মতামত না নিয়েই এটা করা হয়েছে। আই ডো প্রোটেস্ট ইট। এবং সেজন্য আমরা হাউস থেকে ওয়াক-আউট করছি।

(The opposition of Members staged a walk-out)

মিঃ স্পীকার :—এইখানে মেজরিটি যেটা পাশ করেছে সেইটই বিধান সেইটাই 'ল'।

অনারেবল চিফ মিনিষ্টার।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাউসে আজকে যেসমস্ত ডিমাণ্ড আমার সহকর্মীরা এনেছেন সে সমস্তগুলিকে সর্বসম্মতিভাবে গ্রহণ করার জন্য এবং বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যেসমস্ত কাট মোশান এনেছেন সেই সমস্ত কাটমোশানের বিরোধিতা করে এই সমস্ত ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

VOTING ON THE DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS FOR THE YEAR 1989-90.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর ও ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশান) উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি আলোচিত ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্রে প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল বরাদ্দের দাবীগুলো একটি করে ভোটে দেব।

Mr Speaker :— Now I am putting the Demand No. 7 to vote. The question before the House is the Demand No. 7 movod by the Honourable Chief Minister-in-charge of the Administrative Services Department-that a further sum not exceeding Rs. 11,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st. March 1990 in respect of Demsnd No. 7 under the following Major Head : 2070-Other Administrative Services ...... Rs. 11,000/

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the CUT MOTION on the Demand No 9 moved by—Shri Matilal Sarker,

Demand No. 9—2052. 'That the amout of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievence that- Failure to control extr-avacancy."

(The cut Motian was put to voice vote and lost.)

Mr Speaker :— Now I am putting the Demand No. 9 to vote. The question before the House is the Demand No. 9 moved by the Honourable Chief Minister-in-charge of the Administrative Services Department-that a further sum not exceeding Rs. 100,20,000/- be granted to defray the charges which will oome in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990, in respect of Demand No. 9 under the following Major Heads :-

2050—Secretariat General Services	Rs. 95,25,000/-
2070—Other Administrative Services	Rs. 4,95,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :—There is no cut motion on Demand for Grant No. 13. So, I am putting the main motion to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that" a further sum not exceeding Rs. 17,85,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Damand No. 13 under the

following Major head :— 2425- Co-operation............ Rs. 17, 85,000/,

(The Demand was put to voice vote and passed)

Next, Demand for Grant No. 2 There is one cut motion on this demand. I am putting the cut motion to vote first, and then the main, motion.

Now. the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Keshab Majumdar that 'the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that- Failure to reduce wasteful expenditure, was .

(The cut motion was put to voice vote and lost.)

Next, question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that 'a further sum not exceeding Rs, 57. 40,000/- <exclusive of charged expenditure of Rs. 24, 11, 000 -. be granted to defray the charges which come in course of payment during the year ending on 31st March, 1990. in respect of Demand No. 2 under the following Major head :—

2013 -Council of Ministers .... Rs. 57, 40, 000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Next Demand for Grant No. 25, There is no cut motion on this demand, So, I am putting the main motion to vate.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that 'a further sum not exceeding Rs, 5.000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on.31st March. 1990 in respect of Demand No. 25 under the following Major Head :— 2235- Social Security & Welfare .... ..

Rs.5.000/—

(The Demand was put to voice vote and passed)

Next, Demand for Grant No. 32. There is no cut motion .on this demand. So. I am putting the main motion to vote. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that 'a further sum not exceeding Rs. 11, 94, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March 1990 in respect of Demand No. 32 under the following Major head .—

2851 - Village & Small Industries .... Rs. 10. 82, 000/:

25 - 52- North Eastern Areas .. .. Rs 1. 12. 000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed.)

Next Demand for Grant No, 33. There is no cut motion on this demand. So I am putting thd main motion to vote. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that a further sum not exceeding Rs. 65 06, 000/- be granted to defraa the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March 1990 in respect of Demand No. 33 under the following Major heads:-

4216- Capital Outlay on Housing ... Rs. 1, 66 000/-

4425- Capital Outlap on Cooperation ?Rs 7, 92, 000/-

5465- Investment in Gnneral Finaneial & Trading Institution ...... Rs. 55,40,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Next Demand for Grant No. 34. There is no qut motion on this demand. So, I am putting the main motion to vote. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that 'a further sum not exceeding Rs. 19.50,000/- be granted to defray the charges which will come in course of paymant during the year ending on 31st March, 1990, in respect of Demand No 34 under the following Major head :—

6851 -Loans to Village & Small Industries .... Rs. 19,50.000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Next Demand for Grant No. 46. There is no cut motion on this demand. So, I am putting the main motion to vote The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that 'a further sum not exceeding Rs, 5, 00, 000/- be granted to defray the charges which will come incourse of payment during the year ending on 31st March, 1990 in respect of Demand No 46 under the following Major head :—

7610- Leans to Government servants . Rs, 5, 00, 000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Next Demand for Grant No. 18. There is one cut motion on this demand. First, I am putting the cut motion to vote and then the main demnd.

Now, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shir Matilal Sarkar "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/ –to ventilate speci fic grievance the that বিশালগড় ব্লকের সিপাহি নদীতে বাঁধের মুড়া এবং মুছিতলা বাঁধের অসম্পূর্ণ স্কীমটি দুই বৎসরের মধ্যেও সম্পূর্ণ করবার কোনরূপ উদ্যোগ গ্রহণ না করা সম্পর্কে" The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next. The cut motion quastion before the House is the motion movedy Hou'ble Minister in-charge of the Agriculture Department that "a further sum net exceeding Rs. 8, 64, 000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March. 1990 in respect of demand No. 18 under the following Major heads :—
2702 Minor Irrigation ....Rs.1, 64, 000/"

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Next Demand for Grant No. 35. There is no cut motion on this Peman. So, I am putting the main motion to vote. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in-charge of the Agricultuecr Department that "a further sum not exceeding Rs 1, 46, 06, 000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1990 in respeet of Demend No, 35 under the following Major head : —

2245-Reliep on Account of National Calamities Rs. 83, 00, 000/-

2401-Crop Husbandry ... ...Rs. 53, 06, 000/-

2415-Agricultural Research & Education.......Rs, 10; 00, 000/"

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Next Demand for Grant No. 49. There is one cut motion on this demand, I am putting the cut motion to vote, first and then the main demand.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Tarani Deb Barma that "the amount of the demand be reduced by Rs 100/-to ventilate that specific grievanse that—Failure to take effective

schemes of soil and water conservation under Jampuijala-Takarjala Sub block."

(The cut motion was put to voice vote and lost.)

Now. the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department that a further sum not exceeding Rs 98, 60, 000/ be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1990 in respect of Demand No.49 under the following Major heads :—

2402-Soil & water Conservation Rs-97. 50, 000/-

2552-North Eastern Areas NEC) Rs. 1. 10, 000/

(The Motion was put to voice vote and passed)

Next, Demand for Grant No. 18, There is no cut motion on this demand. So I am putting the main motion to vote The question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister-in-charge of the Public works Department that "a further sum not exceeding Rs. 36 95 000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1990 in respect of Demand No. 18 under the following Major heads : –

22- 15 Water Supply & Sanitation ·· ··························Rs 16, 96 000/-

2245-Relief on Accounts of Natural calamities······ ..Rs-20, 00, 000/-

(The Motion was put to voice vote and passed.)

Next. Demand for Grant No 19 There is also no cut motion on this demand. So, I am putting the main motion to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department that "a further sum not exceeding Rs. 5000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1990 in respect of demand No. 19 under the following Major head :—

4215-Capital outlay on Water Supply &

Sanitation ······· Rs. 5, 000/- "

(The Motion was put to voice vote and passed)

Next, Demand for Grant No. 14. There are as many as 10 ten) cut

motions on this demand, So I am putting the cut motions to vote one after another. first, and then the main motion.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Tarani Deb Barma that "the amount of the demand be reduced by Rs. 2. 00, 000/-to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. আগরতলা জম্পুইজলা ভায়া গান্ধি রাস্তাটি মেরামত করতে সরকারী ব্যর্থতার দরুন।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next, question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Matilal Sarkar that 'the amount of the demand be reduced by Rs 2 00 000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. আগরতলা-বিশালগড় রাস্তা হতে কলতলী বাজার পর্যন্ত রাস্তাটি মেরামত না করার দরুন,"

(The Cut Motion was Put to Voice Vote and lost.)

Next, question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Matilal Sarkar that 'the demand be reduced by Rs, 1. 00 000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. 'ঈশান চন্দ্রনগর হতে মধুপুর রাস্তার সংস্কার ও ব্রীজ মেরামত না করা সম্পর্কে,"

(The Cut Motion was Put to Voice Vote and lost.)

Next. question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Keshab Majumdar that 'the demand be reduced by Rs, 1 00,000/ to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. 'কাকড়াবন-তুলামুড়া রাস্তাটি মেরামত না করা সম্পর্কে."

(The Cut Motion was Put to Voice Vote and lost.)

Next, question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Sunil Kr. Chowdhury that 'the demand be reduced by Rs. 1, 000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. 'জলেফা হতে মে নাইহতি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার এবং ব্রীজ মেরামত না করা সম্পর্কে.'

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next' question before the house is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Jitendra Sarkar that 'the demand be reduced by Rs. 50' 000 - to present the economy that can be effected on the particular matter viz.

"তেলিয়ামুড়া-মহারানী রোড হতে ছিলাছড়ী বাজার উন্নয়নের ব্যর্থতা সম্পর্কে"

(The Cut Motion was Put to Voice Vote and lost.)

Next, question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Matilal Sarker that 'the demand be reduced by Rs, 50. 000/- to represent the economy that can be effectep on the particular matter viz. মধুপুর বাজার হতে কামথানা পর্যন্ত রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য করে রাখা সম্পর্কে,"

(The Cut Motion was Put to Voiee Vote and lost.)

Next, question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Mamber Shri Gopal Ch- Das that "the demand be reduced by Rs 1, 00, 000/- to represent the economy that can be dffected on the particular matter viz.

"উদয়পুর-আগরতলা প্রধান সড়ক রেপাংমিয়া পেসেঞ্জার শেড থেকে কিশোরগঞ্জ পর্যন্ত ভায়া শালগড়া-গর্জনমুড়া রাস্তা আরও প্রশস্ত করে গাড়ী যাতায়াতের উপযোগী করার ব্যর্থতা সম্পর্কে"

(The cut motion was put to voice vote and lost,)

Next, question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Makhan Lal Chakraborty that "the demand be reduced by Rs. 1. 00. 000/-to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. "খোয়াই হতে চম্পা হাওরার পর্যন্ত ভায়া জাম্বুরা রাস্তাটির সংস্কার না করা সম্পর্কে" ।

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Now. the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the public Works Deptt., that "a further sum not exceeding Rs-1. 21, 24, 000/-exclusive of charged expenditure of Rs. 30, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1990 in respect of Demand No. 14 under the following Major heads :—

3054-Roads & Brdiges	........Rs. 1,12,30.000/-
2095-Public Works	.. ...Rs. 1,54,000/-
2202-General Education	.. Rs. 3,05, 000/-

2235-Social Security & Welfare .... Rs, 2.75,000/-
2433-Animal Husbandry Rs.1. 00. 000/-
2851 Village & Small Industries .... Rs. 60 000/-"

(The Motion was put to voice vote and passed.)

Next. Demand for Grant No. 3. There is no cut motion on this demand So I am putting the main motion to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department that "a further sum not exceeding Rs 22, 4', 000 exclusive of charged expenditure of Rs. 6. 28. 000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1990 in respect of Demand No. 3 under the following Major heads :—

2014-Administration of Justice .. ... Rs 19.04,000/-
2070-Other Admn. Services ....Rs. 3 40,0 0/-"

(The Motion was put to voice vote and passed)

Next Demand for Grant No. 10. There is one cut motion on this demand. So ,I am putting the main motion to vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister - in- charge of the Public Works and Law etc Deptts. that "a further sum not exceeding Rs, 3,00, 000-/ be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March. 1990 in respect of Demand No. 10 under the following Major head :-

3454 —Census Tabulation Unit .. ... Rs. 3, 00.000/-,

(The Motion was Put to Voice Vote and passed.)

Next. Demand for Grant No. 12. There is no cut motion on this demand. So. I am putting the main motion to vote. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in-charge of the Public Works & Law etc. Deptts. . that 'a further sum not excedding Rs, 45,18,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March 1990 in respect of Demand No. 12 under the following Major heads :—

2041— Taxes on Vehicles :— Rs. 19, 000/-
3075 – Other Transport Services .. .. Rs. 4. 99. 000/-
5055— Capital Outlay on Road Transport ... ... Rs 40 00. 000/-

(The Motion was put to voice vote and passed.)

Next Demand for Grant No, 16. There is also no cut motion on this demand So, I am putting the main motion to vote. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works & Law etc. Deptts, that "a further sum not exceeding Rs 80. 00, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March 1990 in respect of Demand No. 16 under the following Major head :—

4552 – Capital Outlay on North Eastern Areas .. Rs 80, 00. 000/-

(The Motion was put to voice vote and passed.)

Next Demand for Grant No. 4. There is no cut motion on this demand. So, I am putting the main motion to vote. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department that 'a further sum not exceeding Rs. 21 78,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March' 1990 in respect of Demand No 4 under the following Major heads :—

2029— Land Revenue .. ....Rs. 15. 16, .000/-
2030— Stamps & Registration ... . Rs, 3 85. 000/-
2040— Sales Tax ... . Rs. 2, 77. 000/-

(The Motion was put voice vote and passed.)

Next, Demand for Grant No. 5. There is no cut motion on this demand. So I am putting the main motion to vote. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Deparment that "a further sum not exceeding Rs. 1 75,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March. 1990 in respect of Demand No. 5 under the following Major heads :—

2225-Welfare for Sch. Castes, Sch Tribes & Other Backward classes ·· ··Rs. 1,00,000/-

3475-Other General Economic Services ....·· Rs. 75,000/-"

(The Motion was put to voice vote and passed.)

Next Demand No. 6 There are as many as 6 (six) cut motions on this demand. I am putting the cut motions to vote one after another first, and then the main motion.

i The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Members Sarvasree Matilal Sarker & Chitta Ranjan Saha that "the amount of the demand be reduced by Rs, 100/-to ventilate the specific grievance that failure to control wasteful expenditure.

(The Motion was put to voice vote and lost)

ii Next question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Makhan Lal Chakraborty that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/-to ventilate the specific grievance that "অফিস সাজানোর নামে অপব্যয় করা সম্পর্কে"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

iii) Next question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri.Fayzur Rahaman that the amount of the demand be reduced by Rs. 100 -to ventilate the specific grievance that "বিলাসবহুল সাজ সরঞ্জাম ক্রয় করে অর্থের অপচয় করা সম্পর্কে"

(The Cut Motion was Put to voice Vote and lost.)

iv) Next question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Gopal Ch- Das that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/-to ventilate the specific grievance that "failure to stop-misuse of government money"

(The cut motion was put to voice vote and lost.)

v) Next question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Keshab Majumdar that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/-to ventilate the specific grievance that "failure to control wastefull expenditure"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

vi Next question before the House is the cut motion moved by Hou'ble Member Shri Makhan Lal Chakraborty that the amount of the demnd be reduced cy Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that- "স্বর্ণ নব ছয় করা সম্পর্কে"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Now the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue etc. Deptts, that "a further sum not exceeding Rs. 26, 58, 100/-be granted to defray the charges which will come in courseof payment during the year ending on 31st March, 1990 in respcet of Demand No.6 under the following Major heads :—

2053-District Administration ...... Rs 20,53,000/

2054-Treasury & Accounts Administration ..... Rs. 6 02,000/

4059-Capital Outlay on Public Works (Plan) ......Rs. 2,000/

(The Motion was put to voice vote and passed)

Next Demand for Grant No. 41. There is no cut motion on this demand. So, I am putting the main motion to vote. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenoe etc. Deparments that "a further sum not exceeding Rs. 11 19 000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 41 under the following Major heads : —

2059-Public Works .... Rs. 8,000/-

2217-Urban Development State Plan .... ..Rs. 11,11,000/-"

(The Motion was put to voice vote and passed.)

Next, Demand for Grant No. I. There is no cut motion on this demand. I am putting the main motion to vote The question befoer the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the public Works & Law etc, Departments that "a further sum not exceeding Rs. 3,02, 000/- exclusive of charged expenditure of Rs-82, 000/-be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending

on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 1 under the following Major head :—

2071-Pension & other retirement benefits ... Rs. 3,02,000/,"

(The Motion was Put to Voice Vote and passed)

Next Demand for Grant No. 18. There is no cut motion on this demand I am putting the main motion to vote. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Education etc. Department that " a further sum not exceeding Rs 21. 000/ be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March 1990 in respect of Demand No. 18 under the following Major head ; 2711- Flood Control .... Rs. 21 000/-,

(The Motion was put to voice vote and Passed.)

Next Demand for Grant No. 20 There is also no cut motion on this demand. I am putting the main motion to vote, The question before the house is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department that 'a further sum not exceeding Rs. 1.82. 22 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March. 1990 in respect Demand No. 20 under the following Major head :—2202- General Education .. Rs. 1.82.000/-

(The Motion was put to voice vote and passed)

Next, Demand for Grant No. 43 There is no cut motion on this demand. So I am putting the main motion to vote. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister-in-charge of the Labour & Employment etc. Department that "a further sum not exceeding Rs. 3, 54, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1990 in respect of Demand No 43 under the following Major head :—

223 - Labour & Employment .... Rs, 3, 54 000 /-, The Motion was put to voice vote and passed.

Next Demand for Grant No, 22 There is one cut motion on this demand. So, I am putting the cut motion to vote. first, and then the main motion.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Matilal Sarkar that "the amount of the demand be reduced by Rs, 100/- to ventilate the specific grievance that "রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে জীবনদায়ী ঔষধ পত্র সরবরাহ করার সরকারের চরম ব্যর্থতা সম্পর্কে" The Motion was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Health Family Welfare etc. Departments that "a further sum not exceeding Rs. 1, 92, 53 000 - be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1990 in respect of Demand No, 22 under the following Major heads :—

2210 —	Medical & Public Health (Plan)	·· ·· Rs. 3.00,000/-
2245—	Relief on Account of Natural Calamities	··· ··· Rs, 5.00 000/-
2552—	North Eastern Areas	····· Rs. 3.42,000/
2210	Medical & Public Health	··· Rs 1,79 95,000/-
3454	Census Surveys & Statistics	·· Rs. 1,16.000/

(The Motion was put to voice vote and passed.)

Next Demand for Grant No. 29, There is one cut motion on this demand. So, I am putting the cut motion to vote first, and then the main motion

Now, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Bidya Ch. Deb Barma that "the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that "চাকমা শরনার্থী শিবিরে চরম অব্যবস্থা সম্পর্কে," ।

(The cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next, question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare etc. Departments that "a further sum not exceeding Rs. 6, 58. 53, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1990 in respect of Demand No 29 under the following Major head : –

5322 – Social Security & Welfare Rs, 6. 58, 53, 000/-

(The Motion was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :– The House is adjourned till 11 A. M, of to-morrow, Friday the 23rd March 1990

ANNEXURE–' A"

ADMITTED STARRED QUESTION. 4

Name of the Member :— Shri Badal Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

১) ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ ইং থেকে ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ ইং পর্যন্ত বিলোনীয়া মহকুমার চারটি থানা এলাকায় কতটি খুন হয়েছে,

২) উক্ত সময়ের মধ্যে বিলোনীয়া মহকুমার কতটি নারী ধর্ষন, নারী নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, ছিনতাই ও ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Sudhir Ranjan Majumder, Chief Minister Tripura.

১) ৩৯টি।

২) ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ ইং থেকে ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ ইং পর্যান্ত বিলোনীয়া মহকুমায় সংঘটিত নারীধর্ষন, নারী নির্য্যাতন, অগ্নিসংযোগ, ছিনতাই ও ডাকাতির ঘটনার সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল :—

ঘটনার বিবরণ	ঘটনার সংখ্যা
১) নারীধর্ষন	৯টি।
২) নারী নির্য্যাতন	২১টি।
৩) অগ্নিসংযোগ	৫০টি।
৪) ছিনতাই	২৪টি।
৫) ডাকাতি	২৬টি।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 23

Name of the M.L.A.—Shri Amal Mallik.

Will the Minister-in-charge of Animal Husbandry Department be pleased to state

QUESTION :

১। ১৯৮৯ সনের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯০ সনের জানুয়ারী মাস পর্যান্ত দক্ষিণ ত্রিপুরায় মুরগী পালন শূকর পালন প্রকল্পে কতজনকে ঋণ মঞ্জুরীর আদেশ দেওয়া হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক মুরগী ও শূকর পালন প্রকল্প অনুযায়ী পৃথক পৃথক হিসাব)

২) যাদের জন্য ঋণ মঞ্জুর করা তাদের সবাই ঋণের টাকা পেয়েছে কিনা

এবং

৩) না পেয়ে থাকিলে অতি সত্বর দেওয়ার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না !

ANSWER : MINISTER OF STATE SRI BILLAL MIA.

সংগ্রহাধীন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 38.

Name of Mamber :— Shri Gouri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge os the Agriculture Departmeut be pleased to state—

১। আগামী আর্থিক বছরে (১৯৯০-৯১) রাজনগর ব্লকের অন্তর্গত Mansari R. F. গাঁওপঞ্চায়েতে V. L. W. Store স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। যদি থাকে তা কবে নাগাদ স্থাপিত হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF AGRICULTURE (SRI NAGENDRA JAMATIA

ANSWER

১। বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 40

Name of the Mamber:— Shri Smamar Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে গত ৬ই জানুয়ারী সোনামুড়া মহকুমার নির্ভয়পুর ফরেষ্ট পেট্রোল অফিসে

দ্বিপ্রহর বেলায় কিছুসংখ্যক সশস্ত্র দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে একজন ফরেষ্ট গার্ড ও একটি ৩০৩ রাইফেল অপহরণ করে নিয়েছিল ;

২। সত্য হলে দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Sudhir Ranjan Majumder , Chief Minister, Tripura.

১। হ্যাঁ।

২। দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তারের জোর প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

Admitted Starred question NO. 77.

Name of the Member :— Sri Bidhu Bhusan Malakar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :

১। ইহা কি সত্য যে গত ৭ই নবেম্বর ৮৯ইং সন্ধ্যার পর কতিপয় সমাজ বিরোধী দ্বারা কুমারঘাট টি, আর, টি, সি. ষ্টেণ্ডে শ্রী অখিল দাসগুপ্ত, শ্রী প্রনব ঘোষ, শ্রী দিলীপ সাহা. শ্রী মহেশ ঘোষ এই চার জন ব্যক্তির দোকান লুট-পাট করা হয় ?

ANSWER

Name of the Minister : - Sri Sudhir Ranjan Majumder,
Chief Minister. Tripura

১ গত ৭-১১-৮৯ইং সন্ধ্যা অনুমান ৭টা হইতে ৮টার মধ্যে কিছু দুস্কৃতকারী কুমারঘাট স্থিত শ্রী অখিল দাসগুপ্ত, শ্রী প্রনব ঘোষ, এবং শ্রী মহিমচন্দ্র ঘোষের দোকান লুট-পাট করে। তবে শ্রী দিলীপ সাহার দোকান লুট-পাটের কোন ঘটনার কথা পুলিশের গোচরে নাই।

Admitted Starred Qutestion NO. 81.

Name of the Member :— Shri Bidhu Bhusan Malakar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleasd to state :—

প্রশ্ন ১। কৈলাশহর মহকুমায় মাছের রোগের জন্য ক্ষতি গ্রস্ত কতজন মৎস্যজীবিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে ;

প্রশ্ন ২। মাছের রোগ নিরাময়ের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে ?

উত্তর

উত্তর ১। কৈলাশহর মহকুমার ৪০০ জন মৎস্য রোগাক্রান্ত মৎস্যজীবির প্রত্যেককে ২০০ টাকা করে সাহায্য বাবত দেওয়া হয়েছে ১৯৮৮-৮৯ ইং সনে।

উত্তর ২। মাছের রোগ নিরাময়ের জন্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করিয়াছেন।

ক) বিভিন্ন গ্রুপ মিটিং এবং আলোচনার মাধ্যমে মৎস্যজীবিদের মৎস্যরোগ সম্বন্ধে সতর্ক করা হয়েছে এবং ৩১১টী আলোচনা সভা করা হয়েছে।

খ) এই সমস্ত আলোচনা সভার মধ্যে মৎস্যজীবিদের মৎস্যরোগ নিরাময়ের জন্য সাধারণ ঔষধ পত্রের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 82

Name of the Member :— Shri Bidhu Bhusan Malakar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

১) ইহা কি সত্য যে গত ৪ঠা জানুয়ারী ৯০ ইং কুমারঘাটে রেল ষ্টেশন উদ্বোধন হবার পর রাত্রে কতিপয় সমাজ বিরোধী উদ্বোধনী ফলকটি ভেঙ্গে দেয় ;

২) সত্য হলে এ বিষয়ে থানায় কোন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে কিনা, এবং

৩) এ ব্যাপারে দোষীদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Sudhir Ranjan Majumder, Chief Minister, Tripura.

১। ইহা সত্য নহে।

২ নং ও ৩ নং প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্নের উত্তর

Admitted Starred Question No, 91.

Name of the Member— Shri Gopal Ch. Das·

Will the Minister In-charge of Animal Husbandry Department be pleased to State,

QUESTION

১। ইহা কি সত্য দঃ ত্রিঃ জেলা সদর উদয়পুরে একটি Food Mixing Plant গড়ার পরিকল্পনা ছিল,

২। সত্য হলে তা এখনও উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হবার কারন কি ?

ANSWER: Name of the Minister —Shri Billal Mia.

১। এখন কোন পরিকল্পনা ছিল না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 92

Name of the :— Shri Gopal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

১। বাইখোরার নির্মিয়মান Cold Storage টি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে।

২। ইহা কি সত্য আগরতলা বঁধারঘাটে, Agriculture Dept. যে Cold Storage টি (খুরটর) নির্মান করেছিল তা তুলনা মূলক ভাবে খুব কম সময়ে এবং দক্ষতার সঙ্গে নির্মান করেছিল।

৩। কাজেই সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর জন্য বাইখোরার হিম-ঘরটির নির্মান সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব P, W, D. এর বদলে Agriculture Deptt. কে দেয়া হবে কি না,

৪। দক্ষিন ত্রিপুরার জেলা সদর উদয়পুরে একটি হিমঘর স্থাপন করার উদ্যোগ সরকার নেবেন কি,

৫। না নিলে তার কারণ কি ?

ANSWER

Minister - in charge of Agriculture :— Sri Nagendra Jamatia

১। বাইখোরা কোল্ড ষ্টোরেজটি নির্মানের কাজ শেষ হয়েছে। এখন পরীক্ষামূলক চালানোর বন্দোবস্ত নেয়া হচ্ছে।

২। হ্যাঁ।

৩। পূর্ত দপ্তর ইতি মধ্যেই হিমঘরের নির্মাণ কার্য্য শেষ করে ফেলেছেন এবং বর্তমানে পরীক্ষামূলক চালানোর অপেক্ষায় আছে। পরিস্থিতিতে কৃষিবিভাগের নিকট নির্মাণ কার্য্যের দায়িত্ব দেওয়ার প্রশ্ন আসেনা।

৪। আপাততঃ কোন প্রস্তাব নেই।

৫। যেহেতু দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বাইখোরায় ইতি মধ্যে একটি হিমঘর চালু হওয়ার মুখে সেহেতু এক্ষণি ঐ জেলার আরো হিমঘর স্থাপনের প্রস্তাব আপাততঃ নেই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO, 97.

Name of Member :— Shri Gouri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Printing and Stationary

Department be pleased to state ;—

১) সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ডায়েরি (Diary) কাহারা ব্যবহার করতে পারবেন, এরকম কোন নিয়মনীতি নির্দ্ধারিত আছে কি না।

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Jahar Saha, Minister of State, Printing & Stationary Department.

১) ব্যবহারের নির্দ্ধারিত কোন নিয়মনীতি নেই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 112

Name Of Member :— Shri Dhirendra Ch. Debnath,

Will the Hon'ble Minister - in-Charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

১। মোহনপুর ব্লকের কৃষি বিভাগের গোডাউনের নির্মানের কাজ বর্তমানে কি অবস্থায় আছে।

২। বর্তমানে গোডাউনের কাজ বন্ধ হওয়ার কারণ কি,

৩। বর্তমান আর্থিক বর্ষে উক্ত গোডাউনের কাজ সম্পন্ন করার জন্য কি কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহন করেছেন ?

ANSWER

Minister in-charge of Agriculture :— Sri Nagendra Jamata.

উত্তর

১। বর্তমানে কাজ বন্ধ আছে।

২। গোডাউনের কাজ লিনটেল লেভেল পর্যান্ত হওয়ার পর কতিপয় দুস্কৃতকারী কন্টাকটারের শ্রমিকদের উপর হামলা চালায় এবং দেওয়ালের বেশ কিছু অংশ ভাঙিয়া ফেলে। দরজার চৌকাঠগুলিও তাহারা চুরি করিয়া নিয়া যায়। দ্বিতীয় বার হামলার পর কন্টাকটর কাজ বন্ধ করিয়া দেয়।

৩। গোডাউনের নির্মানের কাজ সম্পন্ন করার জন্য সরকারের তরফ হইতে আইনানুগ ব্যবস্থা হইয়াছে।

ADMTTED STARRED QUESTION NO, 120

NAME OF THE MEMBER : SRI DIBA CHARAN HRANGKHAWL.

১ নং প্রশ্ন — সরকার কি অবগত আছেন যে উত্তর ত্রিপুরার নালকাটায় NERAMAC (ফল সংরক্ষন) কেন্দ্রে শ্রমিকরা প্রায় সময় রীতিমত বেতন পান না। এবং যদি অবগত থাকেন তাহলে NERAMAC কর্তৃপক্ষের থেকে সরকার এব্যাপারে কোন যোগাযোগ করেছেন কি ?

২ নং প্রশ্ন :— যদি যোগাযোগ করে থাকে, তাহা হইলে তার ফলাফল কি ?

৩ নং প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য যে NERAMAC কর্তৃপক্ষ ঐ কেন্দ্রটিকে বন্ধ করার চক্রান্ত করেছেন।

৪ নং প্রশ্ন :— যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের মতামত কি ?

ANSWER

১ ও ২নং প্রশ্নের উত্তর :— অনিয়মিত বেতন পাওয়ার সংবাদ পেয়ে M/S NERAMAC এর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায় যে আর্থিক সমস্যার জন্য ১৯৮৯ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যান্ত ষ্টাফদের বেতন দিতে NERAMAC এর কিছুটা দেরী হয়েছে।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর : —

না।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর :— প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 141.

Name of the Member :— Shri Diba Chandra Hrangkhawl.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, টি, এস, আর, এর 2nd Battalion খোলা হচ্ছে ;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে মোট কতজনকে 2nd Battalion এ নিয়োগ করা হবে তারমধ্যে রাজ্য থেকে কতজনকে এবং বহিরাজ্য থেকেই বা কতজনকে নিয়োগ করা হবে ;

৩। টি, এস, আর এ ভর্ত্তির জন্য কি কি নিয়ম রয়েছে এবং উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে এস, টি/এস, সি-দের Reservation নিয়মানুযায়ী করা হবে কিনা ;

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Sudhir Ranjan Majumder,
Chief Minister, Tripura

১। হ্যাঁ।

২। টি. এস. আর-এর ২য় ব্যাটেলিয়ন পর্যায়ক্রমে খোলা হচ্ছে। বর্তমানে ৩০০ জন রাইফেল ম্যান ও ৩০ হইতে ৪০ জন ফলোয়ারস্ক নিয়োগ করা হবে এবং তাদের সকলকেই ত্রিপুরা রাজ্যের ভিতর থেকেই নিয়োগ করা হবে।

৩। টি. এস. আর এ ভর্ত্তির জন্য একটি নিয়োগ বিধি রয়েছে এবং উক্ত নিয়োগবিধি অনুযায়ী টি. এস, আর-এ নিয়োগ করা হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রথা প্রযোজ্য হইবে।

Admitted Starred question No 177.

Name of the Member :— Sri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে গত ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৮৯ইং থেকে বিলোনীয়া মহকুমার নলুয়ার অভয়-নগর গ্রামের বাসিন্দা সি, পি. আই, (এম) কর্মী সুনীল মহাজনকে পাওয়া যাচ্ছে না ;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এখনও তাঁকে খুঁজে না পাওয়ার কারণ কি ?

ANSWER

Name of the Minister :— Sri Sudhir Ranjan Majumder.
Chief Minister, Tripura.

১। হ্যাঁ।

২। স্থানীয় পুলিশ শ্রী সুনীল মহাজনকে খুঁজে বের করার জন্য সম্ভাব্য সকল স্থানে তল্লাসী চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখনও তাহাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।

Admitted Starred Question No 191.

Name of the Member :— Shri Anil Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৮-৮৯ইং এবং ১৯৮৯-৯০ইং অর্থবর্ষে রাজ্যের পুলিশ বরাদ্দ কত ছিল এবং কত খরচ হয়েছে ;

২। এই খরচ রাজ্যের মোট বাজেট বরাদ্দের শতকরা কত ভাগ ;

৩। পুলিশ দপ্তরে মোট কত অনিয়মিত পুলিশকর্মী জোট সরকার নিয়োগ করেছেন ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Sudhir Ranjan Majumder,
Chief Minister, Tripura.

১। ১৯৮৮-৮৯ইং এবং ১৯৮৯-৯০ইং অর্থবর্ষে রাজ্যের পুলিশ বাজেটে বরাদ্দের হিসাব এবং খরচের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

বৎসর	বাজেট বরাদ্দ	মোট খরচ
১৯৮৮-৮৯ ইং	৩৭,৮০,৪২,০০০	৫৪.৪০,১৭,৫১৮
১৯৮৯-৯০ ইং (জানুয়ারী ১৯৯০ ইং পর্যন্ত)	৩৯,৩৬,৯০,০০০	২৭.৫৮,৫৬,৯১২

২। ১৯৮৮-৮৯ ইং আর্থিক বৎসরের খরচ রাজ্যের মোট বাজেট বরাদ্দের ৬'৩৩ শতাংশ।

১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বৎসরের খরচ রাজ্যের মোট বাজেট বরাদ্দের ৪'৪০ শতাংশ (জানুয়ারী ১৯৯০ ইং পর্যান্ত)

৩। এ পর্যন্ত মোট ৩ (তিন) জন অনিয়মিত কর্মী (Contingent worker) পুলিশ দপ্তরে নিয়োগ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 195

Name of the Member :— Shri Nakul Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fishery Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) রাজ্যে ব্যাপকভাবে মাছের রোগ দেখা দেওয়ায় কতজন মৎস্যচাষী ও মৎস্যজীবি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এবং ক্ষতিগ্রস্থ মৎস্যচাষী ও মৎস্যজীবিদের কতজনকে এ পর্যন্ত কি কি পরিমান সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) রোগ এখনও ব্যাপকভাবে দেখা যায় নাই। যাহা আমাদের গোচরে আসিয়াছে তাহা প্রতিষেধক ও রোগ নিরাময়ের জন্য আলোচনার মাধ্যমে সাহায্য করা হয়।

Admitted Starred Question NO. 232

Name of the Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to State.

১) সরকার নির্ধারিত মুল্যে এখন পর্য্যান্ত আলু চাষীদের কাছ থেকে কত আলু খরিদ করেছেন,

২) উপজাতি ও অউপজাতি কৃষকদের আলাদা হিসাব।

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture :— Shri Nagendra Jamatia.

উত্তর

১) ১২ই মার্চ ১৯৯০ ইং পর্য্যন্ত বর্তমান খন্দে আলু চাষীদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত মুল্যে মোট ৪৭৭৩.২৪ কুইন্টাল আলু ক্রয় করা হইয়াছে।

২) উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা থেকে ২০৮৮,২৯ কুইন্টাল এবং অউপজাতি অধ্যুষিত এলাকা থেকে ২৬৮৪,৯৫ কুইন্টাল আলু ক্রয় করা হইয়াছে।

Admitted Starred question NO. 233.

Name of the Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :

১) রাজ্যের কোন কোন রেগুলেইটেড্ বাজারে কৃষকের উৎপাদিত ফসল কেনার ব্যবস্থা হয়েছে এবং তার জন্য কত কৃষি গুদাম চালু হয়েছে.

২) ইহা কি সত্য যে কল্যানপুর রেগুলেইটেড বাজারে সরকারের প্রস্তাব থাকা সত্বেও এখন পর্যন্ত বাজার শেড্ বা ষ্টল নির্মানের কাজ আরম্ভ হয় নাই,

৩) সত্য হইলে কবে পর্যন্ত এই নির্মান কাজ আরম্ভ হবে ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture :— Shri Nagendra Jamatia.

উত্তর

১) রাজ্যের মোট ২১টি রেগুলেইটেড বাজারেই কৃষকের উৎপাদিত ফসল কেনাবেচার বন্দোবস্থ রয়েছে। ইতিমধ্যেই গণ্ডাছড়া বাজার ছাড়া বাকী ২০টি বাজারে ১টি করে গুদাম ঘর নির্মানের জন্য মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে।

২) ইহা সত্য নহে।

৩) প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 234.

Name of the Member :— Sri Sukumar Barman,

Will the Hon'ble Minister - in- charge of the Home Department be pleased to state :—

১। আগামী আর্থিক বৎসরে (১৯৯০-৯১ইং) মেলাঘরএ কাস্নার সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

ANSWER

Name of the Minister :— Sri Sudhir Ranjan Majumder,

CHIEF MINISTER : TRIPURA

১। এমন কোন পরিকল্পনা সরকারের নিকট নাই।

ANNEXURE—"B"

Admitted Unstarred Question No.—2
Name of the Member :— Shri Badal Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Information Cultural, Affairs and Tourism Department be pleased to state :-

প্রশ্ন	উত্তর
১) গত ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ ইং থেকে ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ ইং পর্যন্ত রাজ্যের কোন্ পত্রিকাকে কত টাকার সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।	১) উক্ত সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রদত্ত ও সরকারী বিজ্ঞাপন এর হিসাব টাকার অংক নিম্নে দেওয়া হল— ১) দৈনিক সংবাদ—৬৯১,২২০০০ টাঃ ২) ত্রিপুরা দর্পণ—৪৩৪,৬০১.৮০ টাঃ ৩) স্যন্দন—৪৫০,৩৭৮.৯০ ৪) গণদূত—৪৫১,৮৮৯.৪৫ ৫) গণসংবাদ—৩৮৫,৮৩৮.৭০ ৬) ডেইলী দেশের কথা ২০৫১.০০ (৫-২-৮৮ তাং পর্যন্ত) ৭) জাগরণ—২২৩,৬৭৩ ৪০ ৮) মানুষ—২১১.৪৬৯.২০ ৯) স্বাধিকার দর্পন—৩১,৩১৫·২৫ ১০) জনপদ—৯৩,৮৬০.০০ টাঃ ১১) বিবেক—১২,৪৮৮.০৫ টাঃ ১২) প্রমোদবার্তা—৭৭০৮০.৯৫ ১৩) ভাবীভারত—৭২.১০৩.০০ টাঃ ১৪) পদাতিক—৩৫২৩, ১৫ টাঃ ১৫) বর্তমান ত্রিপুরা—৩৪,৫১৮.৫০ টাকা। ১৬) ত্রিপুরা সময়—৩১,১১২.০০ টাঃ ১৭) মরূপ ৩৩,৮০০.৫০ টাঃ ১৮) জনতার আদালত—৩০,৮৪৫,০০ টাঃ ১৯) প্রত্যুষ সংবাদ—২৭.০৬১.৮০ টাঃ ২০) ইয়াশ্রী—৩৩,৮০০ ৫০ টাঃ ২১) বজ্রকণ্ঠ—২৮,৯০৫.৩০ টাঃ ২২) ত্রিপুরা টাইমস্—৩২, ৪৯৬.৩৫ ২৩) কীর্তিমান—৩২,৩৬৯.৩০ টাঃ ২৪) ত্রিপুরা বানী—৩০,৩৬৪,২৫ ২৫) সমাচার—২৮,২৯২.০০ টাঃ ২৬) চিনিকক—৩৫,৪৫৫,৩০ টাঃ ২৭) বির্তিন—২৫,৯০০,৫০ টাঃ ২৮) ত্রিপুরা—২৬.৯০৫,৬৫ টাঃ ২৯) আঞ্চলিক খবর—২৩,০৭১,৫৫ টাঃ ৩০) সাপ্তাহিক বার্তা—৩১,৪২৩.৭৫ টাঃ ৩১) আজকের ত্রিপুরা—১৭,৩১৪.৭৫ টাঃ ৩২) বিবেচক—২৪,৬৮৯.৮০ টাঃ ৩৩) ন্যায়দণ্ড—১৬,৫৪২,১০ টাঃ ৩৪) মানবতাবাদ—২৫,৫৭৭.৬৫ টাঃ ৩৫) কাণ্ডারী—২৪, ৬৮৭,৩০ টাঃ ৩৬) প্রগতি সংবাদ—২৬,৭৯২ ৫০ টাঃ

প্রশ্ন	উত্তর
	৩৭) দেশের কথা—(সাপ্তাহিক) ৬৩৬,০০ টা: ৩৮) আমাদের কথা—৩০৬,০০ টা:
২) কোন নীতির ভিত্তিতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে ? এবং	২) সরকারী বিজ্ঞাপন নীতির ভিত্তিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে।
৩) "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকাকে এই সময়ের মধ্যে কত টাকার সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে ?	৩) ২-২ ৮৮ইং থেকে ৫-২-৮৮ইংপর্যন্ত ডেইলী দেশের কথায় মোট ২০৫১ টাকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

Admitted Un- starred Question No.3

Name of the Member :— Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister - In - Charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

১। রাজনগর ব্লকাধীন এলাকায় বিভিন্ন বাজার গুলিতে কয়টি বাজার শেড্ অসমাপ্ত অবস্থায় আছে এবং

২। সেইগুলি সংস্কার বা পুনরায় আরম্ভ করার পরিকল্পনা সরকার নিয়েছে কি না ?

ANSWER

Minister - in - charge of Agriculture Shri Nagendra Jamatia)

উত্তর

১। ১২টি

২। হ্যাঁ আছে।

Admitted Un-starred Question No. 11

Name of the Member :— Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to State :—

QUESTION

১। রাজ্যের কোন আদালতে কত সংখ্যক মামলা গত ১৯৯০ইং জানুয়ারীর শেষে বিচারাধীন রয়েছে (মহকুমা ও জেলা ভিত্তিক এবং শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব)।

২। ফৌজদারী মামলার কোন কোন প্রধান অপরাধের অভিযোগে কত সংখ্যক অভিযুক্ত ব্যক্তি এই সময়ে বিচারাধীন রয়েছেন;

৩। ১৯৮৮ইং জানুয়ারীর শেষে এই সংখ্যা কত ছিল,

৪। দ্রুত বিচার নিষ্পত্তির জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman.

১নং, ২নং, ৩নং এবং ৪নং তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un starred Question No, 12

Name of the Member :— Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Law Department be pleased to state :—

QUESTION

১। রাজ্যের বিভিন্ন কোর্টে কত সংখ্যক খুনের অভিযোগের মামলা ১৯৮৮ইং জানুয়ারীতে বিচারাধীন ছিল, এবং ১৯৯০ইং জানুয়ারী শেষে বিচারাধীন খুনের মামলার সংখ্যা কত রয়েছে।

২। উল্লিখিত দুই বৎসর সময়ে কোন কোর্টে কত সংখ্যক খুনের মামলা রাজ্য সরকার প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এবং এই সকল মামলায় কতজন অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছেন।

৩। উল্লিখিত সময়ে কত সংখ্যক নূতন খুনের অভিযোগ মামলা বিচারের জন্য বিভিন্ন কোর্ট প্রাপ্ত হয়েছেন ?

ANSWER

১নং, ২নং এবং ৩নং তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un Starred Question No :—19

Name of the Member : - Shri Dipak Nag.

Will the Hon'ble Minister - in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

১। ১৯৮৮ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৯ইং সনের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা সমূহ থেকে কোন বছর কত সংখ্যক ডাকাতি, গরুচুরি ও পাচার এবং অন্যান্য অপরাধ মূলক কাজ সংঘটিত হয়েছে।

২। গরু চুরির ঘটনা প্রতিরোধ কল্পে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

A N S W E R

Name of the Minister :—Shri Sudhir Ranjan Majumder,
Chief Minister, Tripura.

১ ১৯৮৮ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৯ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রাজ্যের

আন্তর্জাতিক সীমান্ত, সংলগ্ন এলাকা সমূহে যে সমস্ত ডাকাতি, গরুচুরি ও পাচার এবং অন্যান্য অপরাধ মুলক কাজ সংঘটিত হয়েছে তাহার বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল : –

বছর	ডাকাতি	গরুচুরি ও পাচার	অন্যান্য অপরাধ মুলক কাজ
১৯৮৮	১৩	৫৮	১০১
১৯৮৯	২৫	৪৪	১৯২

২। গরুচুরি এবং অন্যান্য সীমান্ত অপরাধের ঘটনার প্রতিরোধ কল্পে সীমান্ত এলাকা সমূহের ১ কিঃ মিঃ এর মধ্যে রাত ৯ ঘটিকা হইতে ভোর ৫ ঘটিকা পর্যান্ত সান্ধ্য আইন বলবৎ করা হইয়াছে। যদিও সীমান্ত নিরাপত্তার দায়ীত্ব সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর তা সত্ত্বেও পুলিশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সহিত যৌথ ভাবে এই সমস্ত চুরির ঘটনার প্রতিরোধ কল্পে সীমান্ত এলাকা সমূহে টহলের ব্যবস্থার মাধ্যমে সজাগ দৃষ্টি রাখিতেছে। তাছাড়া ভারত সরকারের গৃহ মন্ত্রনালয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৯০-৯১ অর্থ বর্ষে আরও এক ব্যাটেলিয়ন ফোর্জ নিয়োগ করে স্পর্শকাতর এলাকা সমূহের B, O, P গুলির শক্তি বৃদ্ধি করা হবে।

Admitted Un-starred Question NO. 20.

Name of the M, L, A, :— Shri Dipak Nag

Will the Minister-in-charge of Animal Husbandry Department be pleasd to state :—

QUESTION

১। ত্রিপুরাতে বর্ত্তমানে কয়টি সরকারী দুগ্ধ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিক্রয় কেন্দ্র আছে, (কেন্দ্রের নাম সহ হিসাব)

২। কোন্ কোন্ কেন্দ্রে গড়ে কত লিটার দুগ্ধ প্রতি মাসে বিক্রি করা হইয়া থাকে,

৩। আগামী অর্থ বছরে সরকারী ভাবে আরো দুগ্ধ উৎপাদন সংরক্ষণ এবং বিক্রির কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে কি না,

৪। থাকিলে কোথায় ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER : Minister of State :— Shri Billal Mia

১। ত্রিপুরায় সরকারীভাবে কোনও দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র নাই। দুগ্ধ সংরক্ষণ কেন্দ্র (পাস্তুরী করণ ব্যবস্থা।) কেবলমাত্র আগরতলা ডেয়ারীতে আছে। এই কেন্দ্রটি পরিচালনার দায়িত্ব 'ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়নের" উপর অর্পিত আছে—যদিও আগরতলা ডেয়ারীর মালিকানা এখনও রাজ্য সরকারের নাই। আগরতলা ডেয়ারী হইতে দুগ্ধ মোট ৫৭টি বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। বিক্রয় কেন্দ্রের নাম এই সাথে সংযোজিত করা হয়।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের যে সমস্ত দুগ্ধ বিক্রয় কেন্দ্রের নাম দেওয়া হইয়াছে সেই সমস্ত কেন্দ্রে

গড়ে প্রতি মাসে ৪৫০ লিঃ হইতে ৬০০০ লিঃ দুগ্ধ বিক্রয় (অগ্রিম টাকা জমা দেওয়ার ভিত্তিতে) হইয়া থাকে।

৩। না নাই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

সংযোজন

১। ইন্দ্রনগর।
২। জি বি।
৩। জগৎপুর।
৪। অভয়নগর।
৫। নবীন ইলেকট্রিকেল।
৬। বৃদ্ধমন্দির।
৭। আস্তাবল।
৮। বনমালীপুর।
৯। পাওয়ার হাউস।
১০। নিউ বোধজং।
১১। আশ্রম চৌমুহনী।
১২। নূতনপল্লী।
১৩। জেইল রোড।
১৪। আজাদ-হিন্দ।
১৫। মঠ চৌমুহনী।
১৬। কল্যানী।
১৭। কলেজটিলা।
১৮। বিদ্যাসাগর।
১৯। নিয়ার ষ্টাব সোপ।
২০। বনিক ষ্টোর।
২১। প্রদীপ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার।
২২। প্যারাডাইস চৌমুহনী।
২৩। মেলার মাঠ।
২৪। পাল।
২৫। কামান চৌমুহনী।
২৬। কর্ণেল চৌমুহনী।
৩০। সার্কিট হাউস।
৩১। উষাবাজার।
৩২। ক্যান্টনমেন্ট।
৩৩ প্রগতি
৩৪। দুর্গাচৌমুহনী
৩৫। শঙ্করচৌমুহনী।
৩৬। চৌরঙ্গী
৩৭। এ ষ্টোর্স।
৩৮। বিজয়কুমার চৌমুহনী
৩৯। এডভাইজার চৌমুহনী
৪০। কৃষ্ণনগর
৪১। ঠাকুরপল্লী (পশ্চিম)
৪২। কেরচৌমুহনী
৪৩। ফায়ার ব্রিগেড
৪৪। আখাউরা রোড (পশ্চিম)
৪৫। দশমীঘাট
৪৬। রামঠাকুর
৪৭। বটতলা
৪৮। বড়দোয়ালী নর্থ
৪৯। বড়দোয়ালী স্কুল
৫০। বড়দোয়ালী সাউথ
৫১। শ্রীনগর
৫২। সিদ্ধি আশ্রম
৫৩। বস্তি
৫৪। অরুন্ধতী নগর

২৭। ঠাকুর পল্লী (পূর্ব)
২৮। কলেজ কো-অপারেটিব।
২৯। কাংকরিয়া টিলা।
৫৫। জনতা পার্কস
৫৬। ও, এন. জি, সি
৫৭। ভট্টপুকুর

Admitted Un-Starred Question No. 22.

Name of the Member— Shri Dipak Nag

১ নং অংশ :— ত্রিপুরার কোন ব্লকে কতটি সরকারী ফলের বাগান আছে।

২ নং অংশ :— ঐ সব ফলের বাগানে কতজন নিয়মিত ও কতজন অনিয়মিত কর্মচারী নিযুক্ত (ব্লক ভিত্তিক হিসাবে) এবং

৩ নং অংশ :— এর মধ্য কতজন তপশীল উপজাতি ও তপশীল জাতি ভুক্ত কর্মচারী আছেন (নিয়মিত ও অনিয়মিত কর্মচারী পৃথক পৃথক হিসাব)

ANSWER

১ নং অংশের উত্তর :—

ত্রিপুরার বিভিন্ন ব্লকে অবস্থিত ফলের বাগানের সংখ্যা হল ৫৭ ব্লক ভিত্তিক হিসাব হল এইরূপ :—

১। পানিসাগর ব্লক— ২টি
২। কাঞ্চনপুর ,, —৬টি
৩। কুমার ঘাট ,,—৩টি
৪। ছাউমান্নু ,, —৫টি
৫। সালেমা ,,—৪টি
৬। তেলিয়ামুড়া ,,—২টি
৭। খোয়াই ,,—১টি
৮। জিরানিয়া ,, ২টি
৯। মোহনপুর ,,—২টি
১০। বিশালগড় ব্লক—২টি
১১। মেলাঘর ,,—৪টি
১২। মতাবাড়ী ,, ২টি
১৩। রাজনগর ,, ৭টি
১৪। সাতচাদ ,, ৪টি
১৫। রগাফা ,, ৩টি
১৬। অমরপুর ,, ৫টি
১৭। গণ্ডাছড়া ,, ৫টি

মোট — ৫৭টি

২ নং অংশের উত্তর :—

ঐ সব ফলের বাগানে নিযুক্ত নিয়মিত ও অনিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা এইরূপ :—

ব্লকের নাম	নিযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা	
	নিয়মিত	অনিয়মিত
১। পানিসাগর ব্লক	৭ জন	২৬ জন
২। কাঞ্চনপুর ব্লক	১৫ ,,	৮৯ ,,
৩। কুমার ঘাট ব্লক	১৪ ,,	১১৫ ,,

৪। ছাউমানু ব্লক	১১ ,,	৬৬ ,,
৫। সালেমা ব্লক	৯ ,,	৭৬ ,,
৬। তেলিয়ামুড়া ব্লক	২ ,,	১৫ ,,
৭। খোয়াই ব্লক	৭ ,,	৩২ ,,
৮। জিরানিয়া ব্লক	৭ ,,	৭৯ ,,
৯। মোহনপুর ব্লক	৮ ,,	৭১ ,,
১০। বিশালগড় ব্লক	১৭ ,,	২২৬ ,,
১১। মেলাঘর ব্লক	১০ ,,	৩৯ ,,
১২। মাতাবাড়ী ব্লক	১৬ ,,	২৪০ ,,
১৩। রাজনগর ব্লক	১৮ ,,	১৩১ ,,
১৪। সাতচাঁদ ব্লক	১৪ ,,	২১৭ ,,
১৫। বগাফা ব্লক	১৬ ,,	১২৫ ,,
১৬। অমরপুর ব্লক	১২ ,,	৬৪ ,,
১৭। গণ্ডচড়া ব্লক	—	—
	১৮৩ ,,	১৭১০ ,,

তৃতীয় অংশের উত্তর :— তপশীল উপজাতি ও তপশীল জাতিভুক্ত কর্মচারী সংখ্যা এইরূপ (নিয়মিত ও অনিয়মিত কর্মচারীর পৃথক পৃথক হিসাব)

ব্লকের নাম	কর্মচারীর সংখ্যা			
	নিয়মিত		অনিয়মিত	
	তপশীল উপজাতি	তপশীল জাতি	তপশীল উপজাতি	তপশীল জাতি
১। পনিসাগর	—	১	৯	১
২। কাঞ্চনপুর	—	—	৪০	৮
৩। কুমারঘাট	১	১	২৪	১৬
৪। ছামনু	২	২	৪৮	—
৫। সালেমা	৩	—	৪০	১২
৬। তেলিয়ামুড়া	৩	৩	৪৪	৪
৭। খোয়াই	—	২	১২	—
৮। জিরানীয়া	৪	১	৩০	—
৯। মোহনপুর	—	৩	২৫	২৯
১০। বিশালগড়	১	১	৩১	১৪

১১।	মেলাঘর	৬	১	১০৪	৫৭
১২।	মতাবাড়ী	১	—	১০	১০
১৩।	রাজনগর	—	৩	৫৩	৫৫
১৪।	সাতচাঁদ	৭	—	৮৯	৯
১৫।	বগাফা	৩	২	১১৫	৪২
১৬।	অমরপুর	৬	২	৯৫	৫০
১৭।	গণ্ডাছড়া	৬	২	৪১	১১
		৪৫	২৪	৮৪৬	২৯৮

মোট ১২১৩ জন।

Admitted Un-Starred Question No, 26.

Name of the Member :— Shri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১) ১৯৮৯, ১৯৯০ ইং সনে ত্রিপুরা রাজ্যে খুন ডাকাতি, চুরি, ধর্ষনের সংখ্যা কত,

২) এই সমস্ত অপরাধ দমন করার জন্য রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

৩) ইহা কি সত্য যে এই সমস্ত অপরাধ দমন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আরও B.S.F. C R.P. ও R-A.C. চাওয়া হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Sudhir Ranjan Majumder,
Chief Minister, Tripura

১) ১৯৮৯ ইং সন হইতে ১৯৯০ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যান্ত রাজ্যে খুন, ডাকাতি, চুরি ও ধর্ষনের ঘটনার সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল :—

ঘটনার বিবরন	১৯৮৯ ইং সংঘটিত ঘটনার সংখ্যা।	১৯৯০ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যান্ত সংঘটিত ঘটনার সংখ্যা
ডাকাতি	৯৫	১৬
খুন	১৫৪	১৯
চুরি	৯৯৬	১৮৪
ধর্ষন	৬৬	১৬

২) পুলিশ এই সমস্ত অপরাধ যাহাতে দক্ষতার সহিত দমন করিতে পারেন সেইজন্য সরকার থানাগুলির শক্তি বৃদ্ধি এবং প্রত্যেক থানাতে বেতার যোগাযোগ ও গাড়ী দিয়ে আধুনিকিকরনের কথা চিন্তা করিতেছে। তাহা ছাড়া টি এস আর এর দ্বিতীয় বাহিনী অতি শীঘ্রই খোলা হইতেছে।

৩) কেন্দ্রীয় বাহিনীর স্বল্পতা হেতু আমাদের অসুবিধার কথা আমরা সময়ে সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে নিয়েছি।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Friday, the 23rd March, 1990 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Jyotirmoy Nath, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Speaker, Six Ministers, Nine Ministers of State and 40 Members

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্যসূচিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলোর সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী।

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং৮।

শ্রী অরুণকুমার কর (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৮।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ন্যুনতম মজুরী উপদেষ্টা পরিষদ চা বাগান শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছে কোন সুপারিশ করছেন কিনা, এবং	১) চা বাগান শ্রমিকদের ন্যুনতম মজুরী বৃদ্ধির ব্যাপারে ন্যুনতম মজুরী উপদেষ্টা পর্ষদের জন্য নিম্নতম মজুরী বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করেছিলেন।
২) চা বাগান শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?	২) উক্ত সুপারিশ বিবেচনাক্রমে রাজ্য সরকার গত ১০/ ৫/ ৮৯ ইং হইতে বর্ধিত হারে চা শ্রমিকেদের নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ করিয়াছেন।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি যে, ন্যুনতম মজুরী উপদেষ্টা পরিষদ চা বাগানের শ্রমিকদের কত টাকা মজুরী নির্ধারিত করেছেন এবং প্রাইস ইনডেকস নাম্বার কত ছিল ?

শ্রী অরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, উপদেষ্টা পরিষদ সর্বশেষ ৭৩২ ভূক্তা মুল্যসূচকে নির্দিষ্ট করিয়া চা শ্রমিকদের বর্ধিত মজুরী বৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকারের নিকট প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলাদের ১০ টাকা এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ৫ টাকা মজুরী সুপারিশ করেছিলেন। রাজ্য সরকার বিবেচনা করে নিম্নলিখিত হারে মজুরী নির্ধারিত করেছেন। মহিলা চা শ্রমিকদের প্রতিদিন ৯ টাকা ৪০ পয়সা এবং চা শ্রমিকদের ৪টাকা ৮০ পয়সা প্রতিদিন।

শ্রী বিমল সিন্‌হা (কমলপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ৭৩২ ইনডেকস নাম্বারে ৯ টাকা ৮০ পয়সা মজুরী নির্ধারিত হয়েছে। সেইটা লাস্ট সিদ্ধান্ত হয়েছে ১৯৮০ তে। এর পরে আজকে সেখানে প্রাইস ইনডেকস বেড়ে ৮-১২ পয়েন্ট হয়েছে। প্রতি ৫০ পয়েন্ট মজুরী বাড়ানো হয়। যেখানে ৮০০ ইনডেকস নাম্বার ক্রস করে গেছে, কেন এখন পর্যন্ত নূতন কোন মজুরী রাজ্য সরকার নির্ধারিত করেননি। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য কি ?

শ্রী অরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরী তখনই বৃদ্ধি হয় যখন ভূক্তা মুল্য সূচী ৫০ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় অথবা দুই বৎসর কাল সময় অতিবাহিত হয় যেটা আগে হয় তার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়। বর্তমানে যেটা মাননীয় সদস্য ৮০০ পয়েন্টের কথা বলছেন, এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার অবগত আছেন এবং সেই অনুসারেই মজুরী বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

শ্রী বিমল সিন্‌হা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে, মজুরী যেটা ধরা হচ্ছে সেই সম্পর্কে এখন পর্যন্ত আপনারা কোন রিকমেনডেশন করেননি বা পর্ষদের মিটিং ডাকেননি। ত্রিপুরা রাজ্যের চা এই বৎসর দেখা যাচ্ছে গত ১৯৮৯ইং তে ৩৫ লক্ষ টাকার চা অলরেডি অকশন হয়েছে এবং তখন যে দাম ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী এই বার। আমি এখানে একটি রিপোর্ট দিচ্ছি লাস্ট বুলেটিং, সেটাতে আপনারা জানাবেন কিসের ভিত্তিতে

কত আপনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যেমন লাস্ট আমি এই সভায় বলেছিলাম যে, ১৯৯০ইং সালের জানুয়ারী মাসেরটা ৩০/৩১ জানুয়ারী তে সিটিসি এর ৩৭ টাকা ১৪ পয়সা হয়েছে কে, জি, অকশন মার্কেটে গৌহাটি এবং কলকাতাতে। অর্থ ডকসের দাম ৩৫ টাকা ১৮ পয়সা হয়েছে। সাধারণ চা গুঁড়া চা যেটা সেইটা ৪৫ টাকা ১৬ পয়সা এই ভাবে বাড়ছে। এরপরে আবার কয়েকটা চালান গেছে সেটার কথা বলছি না। এর পরিপেক্ষিতে আপনারা কত মজুরী হার সুপারিশ করেছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রী অরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মজুরী বৃদ্ধির জন্য যেটা বর্তমান আছে, সেটা হচ্ছে বাইফার বা ট্রাইফার এগ্রিমেন্টে পারস্পরিক বারগেইনইংয়ের ভিত্তিতে মজুরী বৃদ্ধি হতে পারে। আর একটি হচ্ছে, সরকারী ব্যবস্থাপনায় মূল্য সূচকের বৃদ্ধি অনুযায়ী আনুপাতিক বৃদ্ধি ঘটিয়ে মজুরী বৃদ্ধি হতে পারে। কাজেই বাইফার বা ট্রাইফার করে এগ্রিমেন্ট না হলে পরে মূল্য সূচক বৃদ্ধি অনুযায়ীই বৃদ্ধি হয়।

শ্রী বিমল সিনহা :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আরো কিছু এখানে জানতে চাই। বাইফার ট্রাইফারের কথা উনি এখানে যা বলেছেন, তা সবই সত্যি। আই, এন, টি, ইউ, সি, সহ সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলি বার বার লেবার দপ্তরে করসপণ্ডেস করা সত্বেও, সমস্ত প্রাইস ইনডেকস্ জানান সত্ত্বেও প্রাইস রাইজের কথা জানান সত্বেও, বাগানের পরিবর্তিত ইণ্টার-ন্যাশন্যাল মার্কেট, নেশন্যাল মার্কেট, অকশন মার্কেট সব কিছু দিয়ে জানানোর পরেও বাইফার-ট্রাইফারের কেন মিটিং ডাকা হচ্ছে না, তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন ? আর কেনই বা মজুরী পর্ষদকে বসান হচ্ছে না, তাও কি মন্ত্রী মাননীয় মহোদয় জানাবেন ?

শ্রী অরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিগত দিনে আমরা দেখেছি, সস্তা রাজনীতির স্বার্থে তাঁরা লেবারদের নিয়ে বড় বড় কথা অনেক বলেছেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কোন কিছুই হয়নি। কিন্তু সরকার ক্ষমতায় আসার পর লেবার স্বার্থ শ্রমিকের স্বার্থে সচেতন হয়েছেন বলেই লেবারদের জন্য যথাযথ ভাবে কিছু করার উদ্যোগ গ্রহন করেছেন।

শ্রী বিমল সিনহা :— স্যার, উনি নিজে বলেছেন, ৫০ পারসেন্ট পার হলেই মজুরী পর্ষদ ডাকতে হয়। আজকে যখন মুল্য সূচক ৭৩২ থেকে ক্রস করে ৮৩৫ হয়ে গেছে, তখন কেন এখনও মজুরী পর্ষদকে ডাকা হলনা তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলতে পার-

বেন ? এটা কি লেবার দরদের নমুনা ? এর ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের ১১ থেকে ১২ হাজার শ্রমিক— বিশেষ করে কংগ্রেস কমিউনিষ্ট প্রশ্ন নয় এখানে টি, ইউ, জে, এস, ও আছেন। কাজেই আমি জানতে চাই, এটার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে মজুরী পর্ষদ ডাকা হবে কিনা ? তার কোন সঠিক তারিখ এখানে দেবেন কিনা ?

শ্রী অরুন কুমার কর :— (মন্ত্রী) মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে মূল্য সুচকের সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বললেন সেটা অতি সম্প্রতি রাজ্য সরকারের হস্তগত হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই উদ্যোগ গ্রহন করেছেন। আমরা আশা করছি, স্বাভাবিক ভাবে অতি শীঘ্র সেটার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী, শ্রী অমল মল্লিক, শ্রী গোপাল দাস।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ৭।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ৭।

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং — ৭।

প্রশ্ন

১। তৃষ্ণা বাইসন প্রকল্পের উন্নয়নের জন্য কি কি পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছেন ?

উত্তর

১। তৃষ্ণা বাইসন প্রকল্প বলতে কিছু নেই। বিলোনীয়া, উদয়পুর ও সোনামুড়া মহকুমার বনাঞ্চলের কিয়দংশ সংগঠিত করা হয়েছে। এই অভয়ারন্যের সমস্ত প্রানী ও পক্ষীদের সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা হয়েছে। বাইসন এইসব বন্য প্রানীর অন্যতম।

তৃষ্ণা বন্যপ্রানী অভয়ারন্যের বহুবিধ উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে যেসব কাজ চলতি আর্থিক বৎসরে হাতে নেওয়া হয়েছে তা এরূপ :—

অভয়ারণ্যের জমি জরীপ এবং সীমানা চিহ্নিত ও সুসংহত করন, জমি অধিগ্রহণ, বন্যপ্রানী গুপ্তহত্যারোধে বে-আইনী গাছকাঠা বন্ধ করার বিভিন্ন ব্যবস্থা, গবয় জাতীয় পশুরা যাতে অভয়ারন্যের বাইরে না যেতে পারে তার জন্য বনের সীমা রেখায় খাদ কাটা পাহারা চৌকি

ও গার্ডদের বাসস্থান নির্মাণ, বেতার যন্ত্র স্থাপনের উদ্যোগ, অভয়ারণ্যের ভেতর জলাধার নির্মাণ অভয়ারণ্যের ভেতর পশুদের খাদ্য ঘাসের বাগান সৃষ্টি করা, অভয়ারণ্যের ভেতর রাস্তা নির্মাণ ও রাস্তা মেরামত করা ইত্যাদি। ইহাছাড়া ঐ অঞ্চলকে একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় একটি ২৫ শয্যা বিশিষ্ট বন বিশ্রাম ভবন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

২) উক্ত প্রকল্প গড়ে তোলার জন্য কত পরিবারকে উচ্ছেদ করতে হবে এবং এখন পর্য্যন্ত কত পরিবারকে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

২) কোন পরিবারকে উচ্ছেদ করে তৃষ্ণা অভয়ারন গঠন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই। এখন পর্য্যন্ত কোন উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়নি।

৩) ঐ এলাকার খাস জমিতে যারা বাড়ী ঘর করে আছেন ও জমি আবাদ করেছেন, তাদের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করবেন এবং এ ধরনের পরিবারের সংখ্যা কত।

৩) এরূপ কোন খাস তৃষ্ণা বন্যপ্রাণী অভয়ারনের মধ্যে নেওয়া হয়নি এবং এমন কোন পরিবার নেই। সুতরাং তাদের সম্পর্কে সরকারের তরফ থেকে এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা করার প্রশ্নই আসেনা।

৪) তৃষ্ণা অভয়ারনের (গব প্রকল্প) জন্য এ পর্য্যন্ত কত পরিমান ভূমি সরকার অধিগ্রহন করেছেন এবং আরও কত জমি অধিগ্রহনের পরিকল্পনা সরকারের আছে।

৪) তৃষ্ণা বনপ্রানী অভয়ারনের জন্য ১৯৮৭-৮৮ইং সনে ১৩,৫ একর ১৯৮৮-৮৯ ইং সনে ১৭,,৩২ একর জমি ক্রয় করা হয়েছে। ইহা ছাড়া ১৯৮৮-৮৯ ইং সনে ৩৪,৪০ একর এবং ১৯৮৯ ৯০ ইং সনে ৩৭,৮৫ একর জমি ভূমি অধিগ্রহন আইন অনুসারে অধিগ্রহন করার ব্যবস্থা হয়েছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টরী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যেতথ্য দিয়েছেন, বাস্তবে কিন্তু তা নয়। সেখানে আজ থেকে ৩০-৩৫ বছর আগে কিছু লোক পূর্ব বাংলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে এবং তৎকালীন সরকার তাদেরকে এই অঞ্চলে পুনর্বাসন দিয়েছিলেন এবং কিছু উপজাতি অংশের মানুষকেও এই অঞ্চলে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। ফরেষ্টার জমি সংক্রান্ত ব্যপারে বা নানা বাধা বিপত্তির জন্য তাদেরকে তখন এলটমেন্ট দেওয়া হয়নি। তাদের সবাইকে এখন উচ্ছেদ করার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং কিছু মানুষকে ইতিমধ্যে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় বিধায়ক অমল বাবুও ব্যপারটা জানেন এবং তিনিও

ঐ অঞ্চলের লোকদের সঙ্গে মিটিংও করেছেন। ঐ অঞ্চলের লোকগুলি দুঃস্থ, তাদের জন্য কোন জায়গা নেই। সুতরাং বিকল্প ব্যবস্থা না করে সেখান থেকে যদি তাদের উচ্ছেদ করা হয় তাহলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রাজ্য সরকারের লাইড্ প্রিজারভেশন কমিটি এই সমস্ত ব্যাপারগুলি দেখে। এখন তারা যে জায়গায় আছে, সে জায়গা খাস হোক বা জোত হোক, তাদেরকে সেখানেই পুনর্বাসন দেওয়া হোক। বাইসন রিজার্ভেশন প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকা-কারের সহায়তায় সেখানে করা হচ্ছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই প্রতিশ্রুতি দেবেন কিনা যে বিকল্প পূনর্বাসন ব্যবস্থা না করে তাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হবে না।

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, এই সরকারের কোন চিন্তা ভাবনা নেই যে, তাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করে উন্নয়নমুলক কাজ করা হবে। তবে যে সব জমি ভারতীয় বন আইনের ৪ নং ধারা, ১৯৮০ বিজ্ঞপ্তি জারীর পর বে-আইনীভাবে দখল করা হয়েছে, সেইসব ক্ষেত্রে ক্ষতিপুরন আইনতঃ দেয়া যায়না। তবে এর মধ্যে যদি পড়ে থাকে, তাহলে সহানুভুতির সঙ্গে সরকার চিন্তা করবে। যদি কেউ জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে থাকে বা কেউ যদি জমি বিক্রি করতে চায়, সে জমি আমরা কিনে নেবার জনা রাজী আছি এবং অনেক ভুমিও আমরা কিনেছি। এখানে উপজাতির কোন প্রশ্ন নেই। বরং তারা যাতে সুষ্ঠভাবে বাঁচতে পারে তার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শ্রী অমল মল্লিক :— (বিলোনীয়া) সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা যে, যে বিস্তৃর্ণ অঞ্চল নিয়ে তৃষ্ণা বাইসন প্রকল্প করা হয়েছে এবং যেটা রাস্তার পাশে অনেকটা ঘন জঙ্গলের বাইরে এবং রাস্তার উপরে মেইন সড়কে চলে এসেছে। এই রাস্তার পাশে অনেকে বসবাস শুরু করেন। তারা সরকারের পুনর্বাসন পায়নি কিন্তু উদ্বাস্তু হয়ে গরীব মানুষ খাস জমি ছিল, বাঘ ভাল্লুকের সঙ্গে যুদ্ধ করে অনেক দিন আগে থেকেই যারা নিরন্ন বুভুক্ষু মানুষ তারা অন্ন সংস্থানের জন্য লুঙ্গা জমি আবাদ করে, ছন ক্ষেত করে বিভিন্ন ভাবে বাচার সংস্থান করেছিল কিন্তু তাদের কাছে সরকারের কোন কাগজ নেই। মানবিক কারনে এবং তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে মজবুত করার জন্য এবং সেখানে শত শত পরিবার আছে এই সমস্ত পরিবারের জন্য একটা সার্ভে করে কিভবে তাদের আর্থিক সাহায্য করা যায়, সেটা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে এই প্রশ্নের

জবাব আমি দিচ্ছি। স্যার, বন সম্পর্কে এখন আমাদের মানসিকতা পাল্টাতে হবে। কেননা এই বনের উপর সমস্ত পরিবেশ নির্ভর করছে। আজকে সারা বিশ্ব জুড়ে বনকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সুতরাং পরিবেশকে রক্ষা করতে গিয়ে বনকে যেটুকু রক্ষা করার দরকার তার জন্য এই সরকার নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবেন।

শ্রী নকুল দাস (রাজনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক যা বলেছেন উনার সঙ্গে আমিও একমত। কিন্তু ট্রাইবেল পপুলেশ্যান সেখানে বেশী তাই এর ভিতর তাদেয় বসবাস করতে হয় সেদিক থেকেই বলছি স্যার, তৃষ্ণা বাইসন রিজার্ভ ফরেষ্টের ভারসাম্য যাতে করা হয় এটা আমরা সবাই চাই এবং যে মানুষগুলি উচ্ছেদ হচ্ছে তাদের জন্য সরকার পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করবেন কিনা এটা আমি পরিষ্কার হতে চাই।

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই অভয়ারণ্য তো তাদের আমলে সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের উচ্ছেদ করা হবে কি হবে না এবং তাদের পুনর্ব্বাসনের প্রয়োজন আছে কিনা সেটা ওনারাই করতে পারতেন। তবে মাননীয় সদস্য জেনে রাখতে পারেন, তৃষ্ণা বাইসন বিলোনীয়া, উদয়পুর ও সোনামুড়া মহকুমার ১৭,০৫৫.৭৭ হেক্টর বনাঞ্চল নিয়ে ১৯৮৭ ইং সনে তৃষ্ণা বন্য প্রানী অভয়ারন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। উল্লেখিত অভয়ারন্য গঠনকালে সমস্ত জোত জমি, এলটেড জমি অভয়ারন্য এলাকার বাইরে রাখা হয়েছে। তবে এর মধ্যে বে-আইনী দখলকৃত কোন বনভূমি বা খাস জমি আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। রিজার্ভ ভূমি প্রস্তাবিত রিজার্ভ ভূমিতে কেহ অনধিকার প্রবেশ পুর্ব্বক বে-আইনী ভাবে জমি দখল করলে তাহা ফৌজদারী দণ্ডবিধির আওতায় পড়ে। তবে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্ষতিপুরণ দিয়ে জমি অধিগ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জোত জমিও মালিকের সম্মতিক্রমে দর সাব্যস্ত হওয়ার পর কিনে নেওয়া যায়। মাননীয় সদস্য বলেছেন, এখানে অনেক ট্রাইবেল পরিবার আছে, সেই তথ্য আমার কাছেও আছে। তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এর ভিতর যদি কার ও জমি পড়ে থাকে অথবা খাস দখল যদি পড়ে থাকে, খাসের জমির ক্ষতিপুরণ দেওয়ার কোন নিয়ম নেই। কিন্তু মানবিকতার খাতিরে আমরা ক্ষতিপুরণ দিয়ে পুনর্বাসন দেওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।

শ্রী অমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা যে, এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে প্রায় তিন বছরের উপর হতে চলেছে। বন্য প্রাণী সংরক্ষণ

যাদের জন্য, বনায়ন যাদের জন্য এবং প্রাণীর হাত থেকে বাচার যদি আমরা গ্যারান্টি না দিতে পারি তাহলে এই তিন বছরে কি কি স্কীম নেওয়া হয়েছে এবং উদ্বাস্তু যারা উচ্ছেদ হচ্ছে তাদের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ?

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরা সরকারে এসেছি দু বছর হলো, তাই কার কি রকম অসুবিধা কার জমি এর ভিতর পড়েছে সেটা আমরা সার্ভে করেছি। সার্ভে রিপোর্ট আসার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে আমি এটা বলতে পারি যে ৪০/৫০ হাজার স্কীম নিয়ে তাদেরকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবো।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক রায়।

শ্রী দীপককুমার রায় :— (বড়জলা) মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২।

শ্রী অরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার.এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২।

প্রশ্ন

১। চলতি শিক্ষাবর্ষে চন্দ্রপুর সিনিয়ার বেসিক কে হাইস্কুলে এবং শালমুড়া জুনিয়ার বেসিক স্কুলকে সিনিয়ার বেসিক স্কুলে উন্নতি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

২। থাকলে এই সম্পর্কে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। প্রস্তাবগুলি অন্যান্য অনুরূপ প্রস্তাবগুলির সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

২। এই ব্যাপারে যথাসময় সিদ্ধান্তের পর বিধিমত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫।

শ্রী অরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে দক্ষিণ ত্রিপুরার কোন্ কোন্ কলেজে পিওর সাইন্স কোর্স চালু আছে এবং

২। যদি কোন কলেজে পিওর সাইন্স কোর্স চালু না থাকে, তবে তা চালু করার জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কিনা ?

উত্তর

১। দক্ষিণ ত্রিপুরার কোন ডিগ্রী কলেজে পিওর সাইন্স কোর্স বর্ত্তমানে চালু নাই।

২। বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রী অমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, শিক্ষার অগ্রগতির কারণে বিভিন্ন জায়গাতে যে কলেজগুলি আপগ্রেড করা হচ্ছে কিন্তু আপগ্রেড করার পর দেখা যাচ্ছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিজ্ঞান শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। কেননা, সারা দক্ষিণ ত্রিপুরার অনেক ছেলেই আগরতলার একটি মাত্র কলেজে এসে ভর্ত্তি হওয়ার সুযোগ থাকেনা বা ভর্ত্তি হওয়ার ক্ষমতা নেই সেই সমস্ত ছাত্রদের পড়াশুনা করার জন্য দক্ষিণ ত্রিপুরার সবচেয়ে পুরানো কলেজ সেই কলেজে পিওর সাইন্স খোলার অতিসত্বর উদ্যোগ নেবেন কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা ?

অরুনকুমার কর :— মিঃ স্পীকার স্যার, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বর্ত্তমানে ৪টি ডিগ্রী কলেজ আছে। সেগুলি হলো বিলোনীয়া কলেজ, সাব্রুম কলেজ, অমরপুর কলেজ, ও উদয়পুর কলেজ। এই ৪টি কলেজের মধ্যে অমরপুর ও সাব্রুম কলেজ স্থাপিত হয়েছে মাত্র দুবছর আগে। উদয়পুর ও বিলোনীয়া কলেজের নিজস্ব বাড়ী ঘর তৈরী হয়েছে। অন্য দুটি ক্ষেত্রে এখনও বাড়ী ঘর তৈরী করা সম্ভব হয়নি। বিলোনীয়া কলেজে বায়োসাইন্স পড়ার সুযোগ সম্প্রসারিত করা হয়েছে। পিওরসাইন্স খোলার জন্য প্রযোজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষা সরঞ্জাম, লেবরেটরী সরঞ্জাম জরুরী এবং তৎসঙ্গে উপযুক্ত স্থানেরও প্রয়োজন। এ সব স্থাপন যেহেতু উপযুক্ত পরিমান অর্থ বরাদ্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং যেহেতু বর্ত্তমান যোজনা বরাদ্দে উচ্চ-শিক্ষা খাতে বরাদ্দ অপ্রতুল। তাই কবে নাগাদ পিওর সাইন্স চালু করা হবে, এ সম্পর্কে এখনই সঠিক বলা সম্ভব নয়। উপযুক্ত সময়ে পিওর সাইন্স খোলার ব্যাপারে সরকার উদ্যোগী হবেন, একথা বলতে পারি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর) :— মিস্টার স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার - ৩৫।

শ্রী অরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৫

প্রশ্ন নং (১): রাজ্য সরকার ত্রিপুরা মোটর ইউনিয়ন থেকে রাজ্যের সকল শ্রেণীর মোটর শ্রমিক কর্মচারীদের (বেসরকারী) ন্যুনতম মজুরী ১,০৫০ টাকা করা এবং অন্যান্য দাবী সম্বলিত কোন স্মারকলিপি পেয়েছেন কিনা ?

প্রশ্ন (২) পেয়ে থাকলে সরকার এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন কিনা ?

উত্তর

১। বিগত ৬-২-৯০ ইং তারিখে ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শ্রম কমিশনারের নিকট বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে একখানি স্মারকলিপি পেশ করেছেন। তন্মধ্যে সকল শ্রেনীর মোটর কর্মীদের জন্য ১,০৫০ টাকা ন্যুনতম মজুরী করা সংক্রান্ত কোন দাবী নাই।

২। দাবীগুলির মধ্যে যেগুলি শ্রম দপ্তর সম্পর্কিত সেগুলি শ্রম দপ্তর বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন এবং যে দাবীগুলি শ্রম দপ্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত নহে সেইগুলি সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিতে প্রেরণ করা হইয়াছে।

শ্রী সমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বেসরকারী মোটর শ্রমিকদের ন্যুনতম মজুরীর হার সর্বশেষ কবে ঠিক করা হয়েছিল এবং বর্তমানে তার রেইট কত তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, এইটা ন্যুনতম মজুরী সম্পেকে স্পেসিফিক উঠে প্রশ্ন যাচ্ছে। স্যার, এখন বর্তমানে যে মজুরীর হার সেই মজুরীর হার এত নীচে যে এইগুলি দিয়ে তাদের কাজ করতে হচ্ছে। তাছাড়া, সরকারী আইন অনুযায়ী তারা যে সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা (যেমন-এপয়ন্টমেন্ট লেটার, ইত্যাদি,) সেগুলি তারা পাচ্ছে না। ঠিক সেই পরিস্থিতিতে আজকে একেবারে অল্প মজুরী যেমন-৫০০-৭০০ টাকা এই রকম মজুরী নিয়ে তাদের কাজ করতে হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে বেসরকারী মোটর শ্রমিক ন্যুনতম মজুরী নির্ধারনের জন্য সম্পূর্ণ সুনির্দিষ্টভাবে একটি মজুরী বোর্ড গঠন করে তাদের সমস্ত মজুরী মুল্যায়ন করে তাদের মজুরী কত হবে এবং ১,০৫০ টাকা ন্যুনতম মজুরী করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার বেসরকারী মোটর শ্রমিকদের স্বার্থ সম্পর্কে এই সরকার খুবই সচেতন। বিগত সরকারের আমলে মাননীয় সদস্য যিনি বলেছেন, তিনিই দীর্ঘদিন শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু আমরা ক্ষমতায় আসার পর, এই রকম কোন বিধি নিয়ম তারা যেটা করেছেন, সেটা দেখতে পাইনি।

তবে আমাদের মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড যারমধ্যে শ্রমিক ইউনিয়নই হোক বা কর্মী সমিতিই হোক তাদের প্রতিনিধিরা সেখানে আছেন এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে মত বিনিময় করে, আমরা বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহন করেছি।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে মজুরী বোর্ডের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, সেটা সুনির্দিষ্ট মোটর শ্রমিকদের জন্য নয়। সাধারনভাবে রাজ্যের সকলের জন্য সকল শ্রমিক শ্রেনীর জন্যই একটা বোর্ড আছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে শুধুমাত্র; সুনির্দিষ্ট-ভাবে মোটর শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী নির্ধারনের জন্য একটা বোর্ড গঠন করা হবে কিনা? কারন সেটা মিনিমাম ওয়েজ এ্যাক্টের মধ্যে এই ব্যবস্থা রয়েছে এবং সেই এ্যাক্ট অনুযায়ী বামফ্রন্ট সরকার শেষ দিকে ১৯৮৭ইং এর শেষ দিকে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হিসেবে উপস্থিত করেছিলেন যে, একটা বোর্ড গঠন করা হবে। কিন্তু এইটাকে গত দুই বছরে হেল্ডআপ করে রেখে দেওয়া হয়েছে। কাজেই অবিলম্বে এই বোর্ড গঠনকরে বেসরকারী মোটর শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী নির্ধারন ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কিনা?

শ্রী অরুনকুমার কর (মন্ত্রী) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, সার্বিকভাবে যে মিনিমাম মজুরী বোর্ড রয়েছে, সেটা মোটর শ্রমিকদের স্বার্থের কথা বিচার বিবেচনা করছে এবং মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন, আমরা ক্ষমতায় আসার পরে এই ধরনের কোন বিধি ব্যবস্থা তারা কোন সময় গ্রহন করেছিলেন কিনা, তার কোন সাক্ষর আমরা পাইনি। তবে মোটর শ্রমিকদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে, যেটা সাধারন মজুরী বোর্ড রয়েছে, সেটা ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারছেনা। এই রকম কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তবে সরকার উপযুক্ত সময়েই যথোপযুক্তভাবে সেটা বিবেচনা করবেন।

শ্রী দীপককুমার রায় ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী বেসরকারী মোটর শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী নির্ধারন সম্পর্কে এবং তাদের নিয়োগ পত্র দেবার সম্পর্কে যে দাবী রেখেছেন, এইটা অত্যন্ত বাস্তব এবং উপযুক্ত সংগত। মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী শ্রমমন্ত্রী থাকাকালীন আমি কয়েকবার উনার কাছে রিপ্রেজনটেশন দিয়েছিলাম মোটর কর্মী সমিতি, আই এন, টি, ইউ, সি. এর পক্ষ থেকে, যে মোটর শ্রমিক-

দের নিয়োগ পত্র দেবার জন্য। কিন্তু দশটা বৎসর ক্ষমতায় ছিলেন উনারা—কোন মোটর শ্রমিককে আজ পর্যন্ত নিয়োগ পত্র দেননি।

(নেপথ্যে শ্রী সমর চৌধুরী : দেওয়া হয়েছে বিধান সভার রেকর্ডে আছে।)

একটা প্রমাণ আপনারা দেখতে পাবেন না। কোথাও আপনাদের কাগজ পত্র আছে ? এব্যাপারে আমি এই বিধানসভাতে মোটর শ্রমিকদের নিয়োগপত্র দেওয়ার ব্যাপারে আগেও প্রশ্ন এনেছিলাম। পরে পর্যালোচনা করে দেখা হবে বলা হয়েছিল। সমস্ত মালিকদের কাছে চিঠি দিয়ে উত্তর চাওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, এগুলিকে নিয়ে বসে কিভাবে কি করা যায় দেখা হবে। আজ পর্যন্ত এই ব্যাপারে কিছু হয়েছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? পাশাপাশি পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে। আপনাদের বন্ধু কেন্দ্রীয় সরকার, যাদের লেজুর ধরে আপনারা আছেন। সুতরাং কিছুদিন আগে এই বৃদ্ধির ফলে সংগতি রেখে সমস্ত জিনিস পত্রের দাম বেড়ে চলছে। তাই মোটর শ্রমিকদের ন্যুনতম মজুরী বৃদ্ধি করা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ?

শ্রী অরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য নিয়োগের ব্যাপারে যে কথা বললেন, সেটা যথাযথ নয় বলেই আমার ধারনা। সঠিক তথ্য ভিত্তিক উত্তর এখানে আমি দিতে পারছি না। তবে এটা ঠিক যে, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই জাতীয় মোটর শ্রমিকদের একটা গোটা অংশকে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়েছে।

আর, মোটর শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি করার ব্যাপারে মূল্যসূচক বৃদ্ধি যেটা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শ্রী সমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটাই আমার লাস্ট সাপ্লিমেন্টারী। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই ব্যাপারে যে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল সেই ব্যাপারে জোট সরকার এখন কিছুই করছেন না। স্যার, অসংখ্য শ্রমিককে ছাটাই করা হচ্ছে। নিয়ামত মোটর শ্রমিকদের মজুরী দেওয়া হয় না শুধু তাই নয়। ন্যুনতম মজুরী পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না। বামফ্রন্ট আমলে ন্যুনতম মজুরীর হার করে গিয়েছিলেন। বর্তমান সময়ে সেটা হচ্ছে না বরং উল্টো ছাটাই হচ্ছে। এই ব্যাপারে আমি অবিলম্বে মজুরী বোর্ড

গঠনের দাবী জানাচ্ছি। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, কতদিনের মধ্যে এই মজুরী বোর্ড গঠন করে সমস্ত মোটর শ্রমিকদের উন্নতির কথা বিবেচনা করে, ন্যুনতম মজুরী কত হবে, সেই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন কিনা ?

শ্রী অরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন, মোটর শ্রমিকেরা ন্যুনতম মজুরী পাচ্ছে না, ছাটাই করা হচ্ছে। যদি তা সত্যি হয় তবে এটা সত্যি উৎকণ্ঠার কারণ হবে। তবে আমার মনে হয়, বিগত দিনে যেভাবে সস্তা রাজনীতি করার জন্য এ সমস্ত কথা বলেছিলেন, আজ এখানে মাননীয় সদস্য সস্তা রাজনীতির জন্যই এখানে এই প্রশ্ন তুলেছেন। শ্রমদপ্তরের কাছে এই ধরণের একটিও অভিযোগ নেই, যার ভিত্তিতে শ্রমদপ্তর ব্যবস্থা নিতে পারে। আর, মজুরীর ব্যাপারে শ্রম দপ্তর মূল্য সুচ'কর উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা নিচ্ছে, এবং এটা যদি উপযুক্ত না হয়, তাহলে সরকার মজুরী বোর্ড গঠন করার ব্যাপারে বিবেচনা করবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং

শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং (শান্তিরবাজার) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬।

মিঃ স্পীকার :— এড্‌মিটেড্‌ কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬।

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্‌ কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬।

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যে এ পর্য্যন্ত মোট কত হেক্টর/একর/বর্গ কিঃ মিঃ এলাকায় বনায়ন করা হয়েছে,

২) আগামী আর্থিক বছরে (১৯৯০-৯১) আর কত হেক্টর/একর/বর্গ কিঃ মিঃ এলাকায় নতুন বনায়ন করার পরিকল্পনা আছে ?

উত্তর

১) বর্তমান-আর্থিক বছরে এ রাজ্যের প্রায় ১৫, ০০০ হেক্টর ভূমিতে বনায়ন করা হয়েছে।

২) ১৯৯০-৯১ ইং সনের বাগানের লক্ষমাত্রা ধরা হয়েছে ১০,০০০ হেক্টর ।

শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ত্রিপুরা রাজ্যে যে বন সৃজন করা হয়েছে বা বন দপ্তরের এক্তিয়ার ভুক্ত টি, আর,, এফ, বা আর, এফ, করে রাখা হয়েছে এটা ঠিক কিনা ? যেখানে সর্বভারতীয় পেটানে ২৪ পারসেন্ট বন আর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বনদপ্তরের মাধ্যমে ৩৬ পারসেন্ট বনায়ন হয়ে গেছে । এবং আরও বন করার জন্য কতগুলি এলাকায় এফ, আর অান্তর্ভুক্ত করে রাখা হয়েছে, যার ফলে সরকার উন্নয়ন মুলক যেমন প্রাইমারী হেলথ সেন্টার কিংবা অন্যান্য সরকারী অফিস কিংবা পুর্ণবাসন দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন কাজেই করতে পারছেন না । কাজেই টি, আর, এফ, গুলি থেকে অতিরিক্ত জমি রিলিজ করে উন্নয়ন মূলক কাজে সহায়তা করার চিন্তাধারা গ্রহন করবেন কিনা ? আইনে আছে সরকার জনসাধরনের প্রয়োজনে যদি কোন হাস-পাতাল, স্কুল ঘর করার জন্য জমি চান তাহলে তাকে প্রথমেই তার নকসা কত জমি নেওয়া হবে ইত্যাদি বিবরণ দিয়ে একটি এপলিকেশন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে করতে হয় । যাতে কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্ব অনুযায়ী সেই জমি রিলিজ করতে পারেন, মন্ত্রী মহোদয় ও এটা স্বীকার করেছেন ! কাজেই কোন ডিপার্টমেন্ট যদি এইভাবে চেষ্টা করেন তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে জমির রিলিজ পাওয়া সহজ হতে পারে, আমাদের সরকারও এই রকম ব্যবস্থাই গ্রহণ করার চেষ্টা করছে ।

শ্রী অমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, নতুন ১৯৯০-৯১ সালে যে ১০ হাজার হেক্টর জমিতে বনায়ন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেটা কি বিগত দশ বছরে যে সমস্ত বাগানগুলো একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, সেগুলিতে নাকি নতুন কোন এলাকার মধ্যে বনায়ন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ?

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— এই সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে ভালো হত, তবে আমরা ১৯৯০ সালকে একটি বৃক্ষ রোপন বর্ষ হিসাবে পালন করার জন্য চেষ্টা করছি । আমাদের বিশেষ চেষ্টা থাকবে, যে বাগানগুলি নষ্ট হয়ে গেছে বা খালি জায়গা পড়ে আছে, সেগুলিতে গাছ লাগানো । আর কোন ব্যক্তি কোন পরিবার যদি তার এলাকায় বা তার জমিতে (জোত জমিতে) গাছ লাগানোর জন্য এপলিকেশন করেন তাহলে আমরা এই বছরে বিনা পয়সায় তার জমিতে গাছ লাগিয়ে দেব ।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— আমি দুঃখিত এই মাইকের লাইনটি সব সময় এই ভাবে থাকে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকারকে অনুরোধ করছি, এটা যাতে দেখেন।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের বন আইন অনুযায়ী আমাদের রাজ্যে বনায়নের পারসেণ্টটা বেশী হয়ে গেছে। তারপরে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আগামী আর্থিক বছরে নতুন করে আরও দশ হাজার হেক্টর জমিতে বনায়ন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেটা কি নষ্ট হয়ে যাওয়া পুরাতন বনাঞ্চলে নতুন করে বনায়ন করা হবে ?— এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, বনায়ন করা জনস্বার্থে যদি সেই জায়গাতে সরকারী অফিস বা প্রতিষ্ঠান তৈরী করতে হয়, তাহলে অনুমতি চাইতে হয়। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বন আইনে অনুমতি প্রদান করার একটা সংস্থান রয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি যে,, আমাদের উত্তর ত্রিপুরার আমবাসাতে একটি ফরেস্ট বাগান আছে যে বাগানে বহু বছর আগে প্রায় ৩০ থেকে ৪০টি পরিবারকে সেটেলমেণ্ট দেওয়া হয়েছে। সেখানে রাস্তার ধারে মাত্র কয়েকটি গাছ আছে ঐখানে এলাকার স্বার্থে আমরা একটি রুরাল হাসপাতাল করতে চাই। যাতে করে আমবাসা, গঙ্গানগর, শিকারী বাড়ী, ভিয়ল ছড়ার মত একটা বিরাট এলাকার পপুলেশন উপকৃত হতে পারে।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখমন্ত্রী) :— স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। কেননা, এটা আমাদের রাজ্যের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা নিয়ে আলোচনা হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বনের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত সিদ্ধান্ত,, সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে বনকে কোন অবস্থায় ধ্বংস না করা হয়,, সেই ব্যাপারে সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হবে

সরকারী তরফে সেই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কেন না, মানুষের প্রয়োজনেই এই বন আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এই ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে শতকরা ৩০ ভাগ বনাঞ্চল থাকে, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং এই বনকে রক্ষা করার জন্য আমরা রাজ্যের সকল অংশের মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। এতে দিন ধরে এই রাজ্যে যে ভাবে বন কাটা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে আর কোন রকম বন সৃষ্টি করা হয় নি বা গাছ লাগানো হয় নি। কিন্তু আজকে হর্টিকালচারের মত ক্রপও যাতে বনের মধ্যে লাগানো যায়, তার একটা বিশেষ ব্যবস্থা

নেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে এই রাজ্যের গরীব মানুষের আর্থিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করা যায়, এমন কি প্রয়োজনে আমরা বনের মধ্যে নতুন নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা যাতে বাস্তবায়িত করা যায়, তারও চেষ্টা করছি।

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, আজকে ট্রেজারী বেন্চের মধ্যে মন্ত্রীরাও স্বীকার করছেন যে বনকে রক্ষা করার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত ক্ষমতাই তার হাতে নিয়ে গেছেন। ১৯৮০ সালের ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট প্রটেক্শন এ্যাক্ট চালু করেই, তারা এটা করেছেন। এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারই প্রথম বনকে রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু আজকে এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই রাজ্যের বনকে একেবারে সাফ করে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা নিয়েছে এবং এই কাজে মন্ত্রীদের সাঙ্গপাঙ্গদেরও নিযুক্ত করা হয়েছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রীরা যে ভাবে বন কাটায় মত্ত হয়েছেন, সেটা বন্ধ করে অবিলম্বে বনকে রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি সমর বাবুদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, আজকে তারাও বন রক্ষা করতে চান। কিন্তু প্রাক্তণ উপ মুখ্যমন্ত্রী দশরথ বাবুর কন্স্টিটিউন্সীর বাইজলবাড়ীতে গিয়ে উনারা দেখে আসতে পারেন যে কি ভাবে তাদের আমলেই সেখানকার বনকে সাফ করে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া, সমরবাবুর কন্সিস্টটিউন্সী ধনপুর থেকে সব চাইতে বেশী পরিমাণ কাঠ বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে বলে আমাদের সরকারের কাছে প্রমাণ আছে। কাজেই, এর থেকে কারও অসুবিধা হয় না যে আপনাদের বামফ্রন্টের আমলেই সব চাইতে বেশী পরিমানে এই রাজ্যের বন ধ্বংশ করা হয়েছে।

শ্রী রতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা স্বীকার করবেন কি যে বিগত ১০ বছরে বামফ্রন্টের আমলে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় এক সংগে ১০০ থেকে ১৫০ হেক্টর এলাকার গাছ কেটে সাফ করে দেওয়া হয়েছে এবং এই কাজে তৎকালীন সরকার তাদের ক্যাডারদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা যত তাড়াতাড়ি পার, বনের গাছ কেটে সাফ করে দাও। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই রাজ্যের যে সমস্ত এলাকাতে বামফ্রন্টের আমলে বন কেটে সাফ করে দেওয়া হয়েছে, সেই সব এলাকায় আবার নতুন করে প্লেন্টেশান করা হবে কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্যার, উনি বলেছেন যে, আমরা বাহিরে কাঠ পাচার করার জন্য অনুমতি দিয়েছি। উনাদের আমলে জম্পুই হিলের কাঠ বাহিরে পাচার করার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। আমরা এসে সেটা বন্ধ করেছি। বামফ্রন্টের আমলে যে যে জায়গায় কাঠ কাটা হয়েছিল সেই জায়গাগুলিতে আমরা ১৯৯০ সালে গাছ লাগানোর জন্য চেষ্টা করব।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার.প্রাক্তন যিনি মন্ত্রী ছিলেন তার নিজের বাড়ী থেকে কাঠ পাচার হয়েছিল।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রী দীপক নাগ।

শ্রী দীপক নাগ (মজলিশপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৫৫।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি একটি ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, মাননীয় সদস্যরা যে সাপ্লিমেন্টারী করেন তার উত্তর মন্ত্রীরা দেওয়ার সুযোগ পান না। জবাব দেওয়ার আগেই চিৎকার শুরু করেন। এটা আপনি বন্ধ করবেন কি না? যদি ওরা চিৎকার বন্ধ না করেন তাহলে মন্ত্রীরা উত্তর দেবেন না।

মিঃ স্পীকার ঃ— এটা আমি দেখব।

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড, কোয়েশ্চান নং ৫৫।

প্রশ্ন

১। সৌরশক্তির সাহায্যে ত্রিপুরার কতটি গ্রামে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে ?
২। এর মধ্যে প্রিমিটিভ গ্রুপ অধ্যুষিত কোন্ কোন্ গ্রামে তা চালু করা সম্ভব হয়েছে, এবং
৩। চলতি আর্থিক বছরে কোন্ গ্রামে তা চালু করার সম্ভাবনা আছে কিনা ?

উত্তর

১। সৌর শক্তির সাহায্যে ত্রিপুরার ৫৬টি গ্রামে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

২। এর মধ্যে প্রিমিটিভ গ্রুপ অধ্যুষিত লংটরাই কাকড়াছড়া (রিয়াংপাড়া), বিদ্যানগর উহমশো, ভাণ্ডারীমা, হেলেনপুর, সাউথ কাংড়াই, নর্থ কাংড়াই, প্রভারাম পাড়া, গোবিন্দ বাড়ী, থালছড়া এই এগারটি গ্রামে তা চালু করা সম্ভব হয়েছে।
৩। চলতি আর্থিক বছরে তুকরাইম. কণ্যারামপাড়া, কাকড়াছড়া এবং কনপুই-২ এই ৪টি গ্রামে তা চালু করার সম্ভাবনা আছে।

শ্রী দীপক নাগ :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি, বিগত বামফ্রন্টের আমলে কতটা গ্রামে এই সৌর শক্তির সাহায্যে বৈদ্যুতিকরণ চালু ছিল ? এবং এই ২ বছরে কত গ্রামে বৈদ্যুতিকরন করা হয়েছে ?

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন হলে উত্তর দেওয়ার সুবিধে হত তবে আমার মনে হয়, এটা দু বছরে আমরা করেছি। তাঁরা যদি করেই থাকতেন, তাহলে এত গ্রাম ইনক্লুড করার প্রশ্ন থাকত না।

শ্রী দীপক নাগ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বামফ্রন্টের আমলে সেই দাঙ্গার পরবর্ত্তী সময়ে মান্দাইকে উপনগরী করে সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছিল। কিন্তু তার সংলগ্ন গ্রামগুলি যেখানে যাতায়াতের কোন সুবিধে নেই সেই গ্রামগুলিকে এই সৌর শক্তির সাহায্যে বৈদ্যুতিকরন করা হয় নি। কাজেই, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এই গ্রামগুলিকে বৈদ্যুতিকরণের আওতায় আনা হবে কিনা ? যদি এই রকম কোন প্রস্তাব সরকারের থাকে, তাহলে আগামী আর্থিক বছরে গ্রামগুলিকে সৌর শক্তির সাহায্যে বৈদ্যুতিকরণ করা হবে কিনা ?

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি অনুরোধ রক্ষা করার চেষ্টা করব। তবে এর একটি আইন আছে। যেসব গ্রামের মধ্যে ৫ বছর বা তিন বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ যাবার সম্ভাবনা নেই সেই সব গ্রামগুলিতে সৌর শক্তির সাহায্যে বৈদ্যুতিকরণ করার প্রোগ্রাম নেওয়া হয়। তাছাড়া দুর্গম এলাকায় লাইট দেওয়ার ব্যবস্থাই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল:— স্যার, আমি বামফ্রন্টের আমলে বিরোধী এম, এল, এ, ছিলাম। তখন আমার এলাকার জন্য আমি অনুরোধ করেও পাই নি। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর লংতরাই পাহাড়ের মনিরাম পাড়াও এই রকম আরও কিছু এলাকায় সৌর শক্তির সাহায্যে বৈদ্যুতিকরণ করার কথা বলেছিলাম। কিন্তু কোন কাজ হয় নি। আমি তাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাইছি, এই আর্থিক বৎসরে এই কয়টি এলাকায় বৈদ্যুতিকরন করা হবে কিনা ?

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, উনার অনুরোধ আমি রক্ষা করব। তবে আমাদের ষ্টাফ কিছু কম আছে এ জন্য দেরী হচ্ছে। আর এ কারনেই দাবী মোতাবেক আমরা পুরণ করতে পারছি না। এত চাহিদা জম্পুই, শাখাংবাড়ী গোবিন্দ বাড়ীতে যে সে চাহিদা মত আমাদের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হয়নি। এই ফিন্যান্সিয়াল ইয়ারে কিছু লোক নিয়োগ করে আমরা ১৮ মুড়া থেকে লংতরাইমুড়া পর্যন্ত দেওয়ার চেষ্টা করব।

শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই সৌর শক্তির সাহায্যে যেখানে বিদ্যুৎ নেই সেখানে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা কোন ভিত্তিতে দিয়ে থাকেন আমি জানিনা। তবে এটা ঠিক কিনা যে, লেম্বুছড়া বেসিক ট্রেনিং কলেজের এখানে মাননীয় মন্ত্রী প্রকাশ দাসের এলাকা সেখানে সৌর শক্তি আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, বিশেষ কারনে কিছু এদিক সেদিক হয়ে থাকে। আমরা তেলিয়ামূড়াতে কাকড়া ছড়াতে দিয়েছি। দুর্গম এলাকাগুলিতে আমাদের সৌর শক্তির ব্যবস্থা নেই। তবে রাস্তাঘাট পরিবহণ ব্যবস্থা না থাকায় দ্রুত গতিতে সেটা করা সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা সত্য নয়, লেম্বুছড়ার কাছাকাছি কোন সৌর শক্তি চালিত বিদ্যুৎ সেই এবং সেখানে এই প্রকল্পটি হয়নি। মাননীয় সদস্য এই হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য এবং এই সরকারের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করার জন্য এই অসত্য কথা এখানে বলেছেন।

শ্রী দীপক নাগ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সাইন্স এ্যাণ্ড টেকনলজি মিনিষ্টার মাননীয় সদস্য বাদল বাবু উনার বিধানসভা কেন্দ্র ঋষ্যমুখ এবং শিবপুর গ্রামে নির্বাচনে ভোট পাওয়ার জন্য সৌর শক্তি চালিত বিদ্যুতের জন্য উনি সেখানে মেশিন বসিয়েছিলেন। এবং উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এই অঞ্চলের সমস্ত গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ পেঁৗছে দেওয়া হবে। জনসাধারণ এই প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে উনাকে ভোট দিয়েছিলেন, কিন্তু এখনও পর্যান্ত সেখানে বিদ্যুৎ পেঁৗছে দেওয়া হয়নি এবং সেই মেশিনগুলি এখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সাইন্স এ্যাণ্ড টেকনলজি ডিপার্টমেন্ট ছিল কিনা সেটা জনসাধারন জানতো না। সেই সময়ে উনি সাইন্স এ্যাণ্ড টেকনলজির জন্য খরচ করেছেন, প্রকৃত পক্ষে সেই টাকা জন কল্যাণে ব্যয়িত হয়েছিল কিনা, বাকি টাকা মারিং হয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী :— স্যার, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন অভিযোগ, আমরা খতিয়ে দেখব এবং এর পেছনে যদি বাদল বাবুর হাত থাকে তাহলে বাদলবাবুকেও আমরা রেহাই দেব না। এটা ঠিক যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গরু দেখিয়ে ভোট নেওয়া হত, বিদ্যুৎ দেখিয়ে হত, জল দেখিয়ে ভোট নেওয়া হত। এটা উনাদের কালচার। মাননীয় সদস্য মহোদয় এখানে যে অভিযোগ করেছেন সেটা আমরা খোঁজ খবর নিয়ে দেখব।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURES—'A' & B'

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, এই জিরো আওয়ারে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমি আপনার কাছে উপস্থিত করছি। শ্রীমতি শিল্পী সাহা, সে আজকে এফ, আই, আর করছে ... ... ।

মিঃ— স্পীকার :— নো, উইদাউট নোটিশ আমি এটা এলাউ করবো না। প্লিজ গিভ নোটিশ।

শ্রী সমর চৌধুরী :— মেডিক্যাল ওয়ার্ড নং-১ এর এক্সট্রা বেড নং— ১৩, আমার—

মিঃ স্পীকার— নো, নো, নটএলাউড ২৭।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড্। আমি একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। সেই নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষানিরীক্ষার পর উহা উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলোঃ— " গত ২২শে ফেব্রুয়ারী ' দি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারী " ডেইলী দেশের কথা " পত্রিকায় বংকুল ঘোড়াকাপ্পা রাস্তা, আরো দুর্নীতির তথ্য — — -- নামে দেড় কোটি টাকা লুটের ব্যবস্থা " এই শিরোনামে দুইটি প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয়কে দাঁড়িয়ে উনার নোটিশটি পড়ার জন্য আহবান করিতেছি।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো— গত ২২শে ফেব্রুয়ারী দি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারী 'ডেইলী দেশের কথা' পত্রিকায় বংকুল — — ঘোড়াকাপ্পা রাস্তা, আরো দুর্নীতির তথ্য — নামে দেড় কোটি টাকা লুটের ব্যবস্থা " এই শিরোনামে দুইটি প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করিতেছি। যদি এখুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং তাহা কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আগামী ২৬, ৩, ৯০ ইং তারিখ আমি এই নোটিশটির উপরে একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :-- আমি আজ আরো একটি রেফারেন্স নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য

শ্রী সুশীলকুমার চাকমা মহোদয়ের নিকট হইতে। নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্ন উল্লিখিত বিষয়গুলি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "ধর্মনগর মহকুমায় কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকায় মাছ মারা বাজারের নিকট যে ব্রীজটি আছে সেটাকে দীর্ঘদিন যাবৎ মেরামত না করা সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী সুশীল কুমার চাকমা মহোদয়কে দাঁড়িয়ে উনার নোটিশটি পড়ার জন্য আহ্বান করিতেছি।

শ্রী সুশীলকুমার চাকমা (পেচারথল):— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে ধর্মনগর মহকুমায় কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকায় মাছমারা বাজারের নিকট যে ব্রিজটি আছে সেটা দীর্ঘদিন যাবৎ মেরামত না করা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাহার বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করিতেছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তার বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বিষয়ের উপর আগামী ২৬-৩-৯০ ইং তারিখে রিপলাই দিতে পারিব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আরেকটা নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উহার গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি এবং নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "মন্ত্রীর আশ্রয়ে অমরপুরের ভাগ্যবান বাংলাদেশী বিদেশী" শিরোনামায় দৈনিক' দেশের কথায় ১৯শে মার্চ, ১৯৯০ইং সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয়কে উনার নোটিশটি দাঁড়িয়ে পড়ার জন্য আহবান করিতেছি।

শ্রী সমর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে 'মন্ত্রীর আশ্রয়ে অমরপুরের ভাগ্যবান বাংলাদেশী বিদেশী' শিরোনামায় দৈনিক দেশের কথায়

১৯শে মার্চ, ১৯৯০ইং সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে ।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপরে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করিতেছি । যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান ।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২৮, ৩, ৯০ ইং তারিখে এই বিষয়ের উপরে আমার বিবৃতি দেব ।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ্য বিষয়টি (রেফারেন্স পিরিয়ড) ' গত ২০, ৩, ৯০ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী সুশীলকুমার চাকমা মহোদয় উৎথাপন করেছিলেন এবং উৎথাপিত উল্লেখ্য বিষয়টির উপর স্বয়ং দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আজ একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন ।

এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য ।

বিষয়বস্তুটি হলো ধর্মনগর মহকুমার পেঁচারথল ব্লকাধীন ৪ঠা মার্চ, ১৯৯০ ইং সিদং-ছড়ার নিকটে বি, এস, এফ, এর গুলিতে মদন চাকমা ও তার সঙ্গী নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে ।

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্যসূচীতে একটি উল্লেখ্য বিষয় আছে । উল্লেখ্য বিষয়টি গত ২০, ৩, ৯০ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী সুশীলকুমার চাকমা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়-বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য ।

বিষয়বস্তুটি হল ঃ— " ধর্মনগর মহকুমার পেঁচারথল ব্লকাধীন, ৪ঠা মার্চ ১৯৯০ইং সিদংছড়ার নিকটে বি, এস, এফের গুলিতে মদন চাকমা ও তার সঙ্গী নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে । "

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, আমি ৯-১৫ মিনিটে এখানে এসেছি, বিধানসভা সচিবালয়ের শিশু বাবুর কাছে আমি এটা দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— যেহেতু আপনি একটা অভিযোগ এনেছেন, আমি এই হাউসে ক্লিয়ারের জন্য বলছি, আজকে এখানে তিনটি রেফারেন্স তোলা হয়েছে। তারমধ্যে প্রথমটা বাদল চৌধুরী মহোদয়ের, দ্বিতীয়টা রুলিং পার্টির এবং তৃতীয়টা বিরোধী দলের। তারপরও কি বলা যায় যে, নিরপেক্ষভাবে হাউস চালানো হচ্ছে না। তারা যা চেয়েছেন, ঠিক্ সেই ভাবেই এখানে আনা হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— ঠিক্ আছে। তবুও আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে, আমি এই ব্যাপারটি খোঁজ করে দেখব।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় "ধর্মনগর মহকুমার পেঁচারথল ব্লকাধীন, ৪ঠা মার্চ, ১৯৯০ইং সিদংছড়ার নিকটে বি, এস, এফের গুলিতে মদন চাকমা ও তার সঙ্গীনিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

গত ৪, ৩, ৯০ইং তারিখে এমন কোন ঘটনার কথা জানা নেই। তবে গত ৩,৩,৯০ইং তারিখে সন্ধ্যা অনুমান ৫টার সময় নাইট সুপার বাস নং Z.R.M 9959 যাত্রী সহ আগরতলা হইতে শিলচরের অভিমুখে রওয়ানা হয়।

এবং রাত অনুমান ১১টার সময় বাসটি পেঁচারথল থানাধীন সিদংছড়ার নিকট পৌছিলে ৬ /৭ জনের একটি অজ্ঞাতনামা দুস্কৃতকারী দল দেশী বন্দুক সহকারে বাসটিকে আসাম-আগরতলা রোডের উপর থামায় এবং তাদের মধ্যে ২ জন দুস্কৃতকারী বাসের ভিতর প্রবেশ করে যাত্রীদের উপর চড়াও হয়ে তাদের সব জিনিষ পত্র লুট করে নেয়। দুস্কৃতকারীরা লুণ্ঠিত জিনিষ-পত্র নিয়ে বাসের সামনের দরজা দিয়ে নেমে যাওয়ার পথে বাসের চালক তাহাদের মধ্যে একজনকে ঝাপিয়ে ধরে রাখে। তখন অন্যান্য দুস্কৃতকারীরা দেশী বন্দুক সহ তাহাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসতে থাকে। বাসে ভ্রমনকারী যাত্রীদের মধ্যে বি, এস, এফে ইন্সপেক্টর লক্ষীকান্ত সিন্‌হা ও অপর একজন যাত্রী ছিলেন। শ্রী সিন্‌হার সংগে একটি বন্দুক (এস,, এল, আর,) ছিল। দুস্কৃতকারীদের এগিয়ে

আসতে দেখে শ্রী সিন্‌হা বাসের যাত্রীদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার্থে তাহার বন্দুক থেকে দুস্কৃতকারীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে, ফলে দুইজন দুস্কৃতকারী মারা যায়।
উপরোক্ত ঘটনাটি পেঁচারথল থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ / ৩৯৭ / ৪২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং (৩) ৯০ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

তদন্তকালে পুলিশ মৃত ব্যক্তিদের নাম জানতে পারেন। তাদের নাম যথা :— (১) শুদ্ধোধন চাকমা ও (২) মদন চাকমা। তাহারা উভয়েই কড়াইছড়া নিবাসী। তাহাছাড়া ঘটনার জড়িত সংশ্রবে পুলিশ গত ১৬, ৩, ৯০ইং তারিখে শ্রী অনিল চাকমাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ হেপাজতে নেয়। তখন পর্যন্ত ১টি হাতঘড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত অন্যান্য দুস্কৃতকারীদের ও লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধারের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালানো হইতেছে।

তদন্তে ইহাও প্রকাশ যে, লুট করার উদ্দেশ্যেই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রী সুশীলকুমার চাকমা :— পয়েন্ট অব্‌ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে, ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত পেঁচারথল এবং মাছমারায় ডাকাতি, চুরি ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছে তাতে এগুলির নেতৃত্ব দিচ্ছেন যিনি; তিনি হচ্ছেন সি, পি, আই, (এম)-এর আঞ্চলিক সভাপতি এবং তিনি প্রাক্তন গাঁও সভার উপ-প্রধান। উনার নাম শান্তিমনি চাকমা। উনার নেতৃত্বে এই ঘটনাগুলি সেখানে ঘটছে।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য এখানে যে সমস্ত তথ্য দিয়েছেন সেটা আমি জানি এইজন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছি যাতে চুরি; ডাকাতি ইত্যাদি দমন করা যায়।

শ্রী সুবোধ দাস :— স্যার, এই যে ৪ঠা মার্চ সিধং ছড়ায় নাইট সুপার বাসে ডাকাতি হল, তাতে যে মদন চাকমা এবং শুদ্ধোধন চাকমা দুইজন মারা গেল। কারণ যাত্রীদের জীবন সম্পত্তি রক্ষার জন্য সেখানে বি, এস,, এফকে গুলি করতে হয়েছিল। এরা উভয়েই কংগ্রেস দলের লোক, এরা আসাম আগরতলা রোড, লালজুরী রোড, মাছমারা, কাঞ্চন বাড়ী রোড ধামছড়া রোড এই সব এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ডাকাতি করছে। এরা

দুইজনই মাননীয় বিধায়ক সুশীল বাবুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অথচ এই ব্যাপারে সি, পি, আই, এমকে জড়িত করার কি কারণ ঘটলো, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই সব তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী দীপক নাগ :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে বিধানসভার মাননীয় সদস্য যে গুরুতর অভিযোগ করেছেন, শান্তমনি চাকমা সি, পি, এম এর উপপ্রধান, নন্দ লাল চাকমা প্রাক্তন উপপ্রধান ওদের বিশিষ্ট লিডার, তাদের নেতৃত্ব এই উত্তর ত্রিপুরার বিস্তৃর্ণ এলাকায় যে চুরি ডাকাতি হচ্ছে সেই চুরি ডাকাতি সম্পত্তির অর্ধেক সি, পি, (এম) এর পার্টি অফিসে জমা হচ্ছে কিনা, এই ধরণের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর কাছে আছে কিনা ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, কোথায় জমা হচ্ছে, সেটা আমাদের জানা নেই. তবে ডাকাতি হচ্ছে এবং ডাকাতির সংগে ওদের লোকেরা জড়িত, এটা আমার কাছে আছে।

শ্রী সুশীল কুমার চাকমা :— স্যার, এই সি, পি, এমের প্রাক্তন উপ-প্রধান শান্তিমনি চাকমাকে গত ১৫/৩ রাত্রিতে বন্দুক সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, অনেকে ধরা পড়েছে তবে কে ধরা পড়েছে আমি জানি না, আমি খবর নিয়ে হাউসে জানাব।

শ্রী সমর চৌধুরী :— ঐ শুদ্ধোধন চাকমার বাবার নাম কি এবং তারা কি করেন, কোন পরিবারের ছেলে এসব বলে মাননীয় সদস্য সুশীল চাকমা সমস্ত ব্যাপারটাকে ঘোরানোর চেষ্টা করছেন এবং সত্য কিনা ? যে মিথ্যা কেইস দিয়ে সি, পি, এমের লোকদের এরেস্ট করার চেষ্টা হচ্ছে।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমার কাছে যে তথ্য ছিল সব আমি দিয়ে দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— আজকে আমি একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী সুকুমার বর্মণ মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশের গুরুত্ব বিবেচনা করে সেটি উথ্থাপনের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল, গত ১৩ মার্চ ১৯৯০ইং, বিধায়ক সমর চৌধুরী তার নিজ বিধানসভা কেন্দ্রের গ্যাস লিংকের স্থল হইতে উচ্ছেদকৃত কাঠালিয়া শরণার্থী শিবির পরিদর্শন কালে একদল দুস্কৃতকারী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।" আমি এখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি, তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি আগামী ২৮-৩-১৯৯০,ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আগামী ২৮-৩-৯০ইং তারিখে তাঁর বিবৃতি দেবেন।

আজকে, আমি আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী বিমল সিন্হার নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির গুরুত্ব বিবেচনা করে সেটি উৎথাপনের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "ত্রিপুরার বাইরে থেকে সংগৃহীত চাল পরিবহনের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ট্রাক অপেরেটারস এসোসিয়েশন, মহাবীর ট্রান্সপোর্ট এজেন্সীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার ফলে ত্রিপুরা ট্রাক অপেরেটারস এসোসিয়েশনের গাড়ী নিয়োগ না করায় ত্রিপুরায় ভয়াবহ খাদ্য সংকট সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে"। আমি এখন খাদ্য দপ্তরের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, এই সম্পর্কে আমি আগামী ২৯,৩,৯০ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় ভারপ্রাপ্ত খাদ্য মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৯,৩,৯০ইং তারিখে বিবৃতি দেবেন।

আজকে, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ মহোদয়ের নিকট হতে একটি দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবের নোটিশ পেয়েছি। তাঁর নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রাত আনুমানিক ১—৪৫ মিঃ নাগাদ জিরানিয়া থানাধীন দুর্গানগর গাঁও পঞ্চায়েতের উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী তুষার রক্ষিত মহোদয়ের বাড়ীতে ঢুকে সি, পি, এম দুষ্কৃতিকারীগণ কর্তৃক শ্রী রক্ষিত ও উনার স্ত্রীকে গুরুতর ভাবে আহত করার ঘটনা সম্পর্কে।"
আমি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল ঘোষ মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি।

এখন আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজকে বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর তাঁর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী :— স্যার, আমি আগামী ২৮/৩/৯০ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশের উপর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু ছিল—"সদর উত্তরাঞ্চলে সিমনা এলাকায় ব্যবসায়ীদের উপর বি, এস, এফের জুলুম সম্পর্কে।"

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— গত ১৫/৩/৯০ইং তারিখ সিধাই থানাধীন কাতলামারা নিবাসী শ্রী নারায়নচন্দ্র পাল সিধাই থানায় উপস্থিত হয়ে এই মর্মে একটি অভিযোগ দায়ের করেন যে, সে নিজে এবং তার সঙ্গীয় নিম্ন বর্নিত ব্যক্তিগণ যারা কাতলামারা ব্রহ্মকুণ্ড. মতাই, পঞ্চবটী এলাকার বৈধ লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যবসায়ী আগরতলা হতে বাজে মাল নিয়ে যার যার বাড়ীর উদ্দেশ্যে একটি জীপ গাড়ী করে যাওয়ার সময় সিধাই বি. ও, পির নিকট পৌছলে বি, এস. এফের এস, আই, এল কে, ছেত্রী তাদের গাড়ীটি আটক করে মাল পত্র কাগজ-পত্র ইত্যাদি চেক করতে থাকে এবং তারপর তাদের নিকট হতে ৩০/৩৫ কে,, জি, করে শুকনা মরিচ সীজ করে নেয়।

তারা সীজার লিষ্ট দাবী করলে পর তাদেরকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখানো হয়।

শ্রী নারায়ণ পালের অভিযোগটি সিধাই থানায় জি, ডি নং ৪৩৩ গত ১৫/৩/৯০ইং তারিখ নথিভুক্ত করে থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক নিজে তদন্ত করেন। তদন্তকালে জানা যায়, বি, এস, এফের এস, আই, শ্রীছেত্রী ব্যবসায়ীদিগকে কোন প্রকার সীজার লিষ্ট না দিয়ে তাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে ৩০/৩৫ কে,, জি শুক্‌নো মরিচ সীজ করে নেন। (যার কোন প্রকার ক্যাশ মেমো নেই)। ব্যবসায়ীগণ সীজার লিষ্ট দাবী করলে পর তাদেরকে ধম্‌কিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্ত্তী সময়ে উক্ত সীজ করা মরিচ মোহনপুর কাস্টম অফিসে না দাবী মাল হিসাবে জমা দেওয়া হয়। ব্যবসায়ীদের নাম :—

১) শ্রী নারায়নচন্দ্র পাল, সাং— কাঙলামারা।
২) ,, চুনীলাল বিশ্বাস, ঐ
৩) ,, গোপালচন্দ্র রায়, ঐ
৪) ,, মোহনলাল শীল, ব্রহ্মকুণ্ড
৫) ,, সুবোধচন্দ্র রায় মতাই
৬) ,, সুভাষচন্দ্র সাহা, পঞ্চবটী
৭) ,, অনিমেষ দেব, সোনামুড়া
৮) ,, বেনুভূষণ দেব, বৈরাগীবাজার।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (সিমনা) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সিম্‌না এলাকায় যেসব লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যবসায়ী ব্যবসা করেন, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে স্থানীয় বি, এস, এফকে নিয়ন্ত্রন করার কোন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কিনা ? এবং যদি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সেই নিয়ন্ত্রন করার পদ্ধতিটা কি দয়া করে জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বি, এস, এফ জোয়ানদের বর্ডার এলাকায় তাদের নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে। এর মধ্যে সীমান্তে বাহিনী পাচার করা মাল ধরা এর মধ্যে পড়ে। স্যার,, আমরা বি, এস, এফের সংগে আলোচনা করেছি এবং বলেছি যে, সীমান্তে যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা আছেন তাদের যে নরম্যাল ট্রেড সেটা যেন বিঘ্ন না করে। সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলেছি। তারপরে এই ধরণের কিছু কিছু করে খবর আমাদের কাছে আসছে, আমি এই হাউসে বলছি যে বি, এস, এফ যাতে সীমান্তের নরম্যাল ট্রেড কে বিঘ্ন না করে তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে, সীমান্তে কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেওয়াতে সীমান্তে যে সমস্ত ব্যবসায়ী ব্যবসা করছেন তারা তিন হাজার টাকার বেশী বাজে মাল নিতে পারছেন না। এটা না কি রাজ্য সরকারের রুল। বি, এস, এফ এই বাজে মালই ধরে। কিন্তু সীমান্তে যে চুরি ডাকাতি, খুন হচ্ছে, ইণ্ডিয়ার লোক ধরে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যে তার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এটা রাজ্য সরকার দেখবেন কি না ?।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— সীমান্তে যে সমস্ত অবৈধ ব্যবসা চলে সেগুলির ব্যাপারে বি, এস, এফ ব্যবস্থা নেবে কিন্তু বৈধ ব্যবসা, যেগুলি চলছে সেই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না। এটা ঠিক যে সীমান্তে যাদেরকে ব্যবসার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে তাদেরকে নির্দিষ্ট মালের বেশী নিতে দেওয়া হয় না।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জানেন কি না যে, বি, এস, এফ বলে বেড়াচ্ছে যে তারা ভি, পি, সিংহের কথায় চলে। এই ব্যাপারে স্থানীয় কিছু সি. পি. আই (এম) এর লোক জুনু নন্দী সীমনার এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষ মদত দিচ্ছে এবং বাহির থেকে যে সমস্ত লোক অবৈধভাবে আসছে তাদেরকে আশ্রয় দিচ্ছে।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বি, এস, এফ, অফিসার এবং জোয়ানরা এই রকম কথা বলার কথা নয়। তাদের যে দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্ব তারা পালন করবেন। আমি এখানে পরিস্কার ভাবে বলছি যে, যদি কোন এক্সেস বে-আইনী কার্যাকলাপ হয় নিশ্চয়ই আমরা সেটা চেক আপ করব এবং অন্যায় কাজে যারা লিপ্ত হবে তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রী ধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, শুধু মাত্র সীমান্তেই নয় এই বি, এস, এফ,রা শালবাগান থেকে যারা মাল আনছেন তা তিন হাজার কেন অনেক ছোট ছোট ব্যবসায়ী কাপড়, গামছা নিয়ে আসে হাজার, দুহাজার টাকার, মাল তাদের থেকেও নিয়ে যায়। এছাড়া দেখা গেছে, মোহনপুর বাজারে হয়ত ২/১টি মুরগী নিয়ে আসে, কেহ কলকলিয়া কিংবা সংলগ্ন গ্রাম থেকে। তাদের কাছ থেকেও

মুরগী কেড়ে নেয়। আমি নিজে বি, এস, এফ, এর ক্যাম্পে গেছি। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। তাদের যা ডিউটি সেটা তারা নাদিয়ে অন্য কাজে লিপ্ত আছেন এটা জানেন কি ? যদি জানা থাকে, তবে তা মীমাংসা করার কথা চিন্তা করে দেখছেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলছি, বি, এস, এফ, কোন অন্যায় কার্যো লিপ্ত হয়নি। যদি তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয় যে, এই অফিসার অন্যায় করেছেন তবে আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখব এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাব। সামগ্রিক ভাবে বি, এস এফ, খারাপ এরকম বলাটা ঠিক হবে না। যেখানে বি, এস, এফ, রা প্রহরীর ন্যায় সীমানা রক্ষা করছে, পাচার বন্ধ করেছে, বিদেশী অনুপ্রবেশও বন্ধ করেছে। আমরা জানি, এই অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে কত লোককে তারা ধরছে। তবে এটা হতে পারে কোন বি, এস, এফ, নিজস্ব উদ্যোগে খারাপ কাজ করে থাকতে পারে। এটা অস্বীকার করছি না। এটা নিন্দনীয় কাজ তবে সামগ্রিক ভাবে তাদের কাজের প্রশংসাই করতে হয়।

শ্রী সমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, সীমান্তে কী সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বি, এস, এফ, এবং পুলিশের একাংশের যোগ সাজসে ডাকাতি, খুন, সন্ত্রাস করে পালিয়ে যাচ্ছে। আবার আমরা এও দেখছি, আগরতলা শহর থেকে গাড়ী গাড়ী মাল পাচার হচ্ছে। ট্রাক বোঝাই করে, গাড়ী করে, জীপে করে মাল পাচার হয়ে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উপর অক্রমন হচ্ছে। সোনামূড়া সহ সদরের প্রতিটি সীমান্তে একই অবস্থা কৃষকেরা গরু রাখতে পারছেনা, পাচার হয়ে যাচ্ছে। কৃষি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফসল চাষ করতে পারছে না। সেখানে পুলিশ এবং বি, এস, এফ, এর একাংশের কারসাজিতেই এটা হচ্ছে। রাজ্য সরকার শুধু মাত্র চুপ করে কিছু মাত্র বি, এস, এফ করেছে বললেতো চলবে না। এইত কিছু দিন আগে গোপাল সাহা তাকে নিজের ঘরে কুপিয়ে খুন করা হল। ধরতে পারলেন না কাউকে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, অবিলম্বে মানুষের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা করবেন কিনা তার জবাব দেবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, বি, এস, এফ, সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেবার অধিকারী কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার নন। যদি বি, এস, এফ,

দোষ করে থাকে, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাব : তবে বি, এস, এফ সম্পর্কে আর একটা কলিং এটেনশন আমি ১টার পর বলব ।
বিশেষ করে সীমান্তে পাচারের কথা যেটা বলা হয়েছে, সেটা উনাদের সময়ে হত, ট্রাকে ট্রাকে মাল সীমান্তের ওপারে চলে যেত । এই ধরনের বহু তথ্য আমাদের কাছে আছে । এই জোট সরকারের রাজত্বে এখন সেটা হয় না ।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন । আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন । নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

"গত ১৫ই মার্চ, ১৯৯০ইং বিলোনীয়া বিভাগের রাজনগর বাইসন রিজার্ভের রেঞ্জার অশোক ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে সি, আর, পি, বি, এস, এফ, সহ সোনামুড়া বিভাগের যাত্রাপুর থানাধীন মনাইপাথর গ্রামে রঙিমালা নোয়াতিয়া ও তার শিশুকন্যা নমিতা নোয়াতিয়াকে আক্রমন করে গুরুতর আহত করা এবং পরে আহত নমিতা নোয়াতিয়ার মৃত্যু হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি অকর্ষণী নোটিশটির উপর এখন বিবৃতি দিচ্ছি—

গত ১৭-৩-৯০ইং তারিখ শ্রী মতি রঙ্গিমালা নোয়াতিয়া যাত্রাপুর থানায় অভিযোগ করেন যে গত ১৩-৩-৯০ইং মঙ্গলবার বেলা অনুমান ১ ঘটিকার সময় জয়গানপুর বাইসন এলাকার ৮/৯ জন সাইকেলধারী ফরেষ্টের লোক দুজন অফিসারের নেতৃত্বে তাহার স্বামী গোপালনন্দ নোয়াতিয়া সাং- ভারতসিং পাড়া, মনাইপাথর কোথায় আছে তাহাকে জিজ্ঞাসা করে । উত্তরে সে বাইখোলা গিয়াছে বলায় তাহারা তাহার ঘরে প্রবেশ করে জিনিষপত্র তছনছ করে এবং তাহাকে আহত করে । সেই সময় তাহার চার বৎসারের শিশু কন্যা শ্রী মতি নমিতা নোয়াতিয়া উপুর হইয়া একটা পিড়িতে পড়িয়া জিহ্বায় আঘাত পায় । ইহার ফলে গত ১৫-৩-৯০ইং তারিখ বেলা প্রায় আড়াই ঘটিকার সময় নমিতা মারা যায় । শ্রীমতি নোয়াতিয়া ইহাও অভিযোগ করে যে ঘটনার সময় একজন ফরেষ্টের লোক তাহার শ্লীলতা হানির চেষ্টা করে । কিন্তু একজন অফিসার তাহাকে ডাক দেওয়ায় সে শ্রীমতি নোয়াতিয়াকে ছাড়িয়া চলিয়া যায় ।

উক্ত ঘটনা যাত্রাপুর থানায় ভারতীয় দন্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৪১৮/৩২৩/৩৫৪/৫০৯ ধারায় মোকদ্দমা নং ২(৩) ৯০ নথিভুক্ত করিয়া পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন। ফরেষ্টের কর্ত্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ডি, এফ, ও শ্রী পি বিশ্বাস (বাইসন) এবং রেঞ্জার শ্রী আশোক ভট্টাচার্য্য ও অনান্য পেট্রোল পার্টির লোক যাহারা ঐ দিন পেট্রোলে যায় তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যাত্রাপুর থানায় হাজির করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্তাধীন আছে।

শ্রী সমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, দেখা যাচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী যে উত্তর দিয়েছেন তাতে দুটি গুরুত্বর পয়েন্ট আছে। একটা হচ্ছে রঙিমালা নোয়াতিয়া এটেম্পট্ টু রেপ আর একটা হচ্ছে নমিতা নোয়াতিয়া এই যে ছোট শিশুটি সে খুন হয়ে গেছে, যখন নাকি তাদের উপর আক্রমন করা হয় সেই আক্রমনের ফলেই নমিতার মৃত্যু হয়। তার মা যখন তাকে কোলে করে থানায় নিয়ে আসে পোষ্টমর্টেম করার জন্য এফ-আই, আর করে দায়ের করার জন্য কিন্তু থানায় কিছুই করা হলো না। দ্বিতীয়তঃ এই সমস্ত ঘটনা যে ঘটল তার জন্য তো পুলিশকে প্রথম গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল। কোন লোককে কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, এখানে আমি বলছি শ্রীমতি রঙিমালা নোয়াতিয়া তার অভিযোগ ১৭ তারিখ করেছেন এবং তার যে কন্যা ১৫ তারিখ মারা গেছে সেখানে এই ঘটনাটি জানানো হয় নি।

শ্রী সমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কিনা যে, উনার কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে ১৫ তারিখের মৃত্যুর পরেই নমিতা নোয়াতিয়াকে নিয়ে থানায় আসার পর এজাহার রাখে নি। তখন যাত্রাপুর থানায় গ্রামবাসীগণ চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন তারপর শেষ পর্য্যন্ত ১৭ তারিখে পুলিশকে বাধ্য করা হয়। ১৫ তারিখ মৃত শিশুকে কোলে নিয়ে মা থানায় এসেছিল এজাহার দেওয়ার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন ইনফর্ম করা হয় নি।

শ্রী সমর চৌধুরী :— তারপর বাধ্য হয়ে সেই পরিবার শব দাহ করেছে। গোপাল

নোয়াতিয়া বাড়ীতে ছিল না। জোর করে তার গৃহে প্রবেশ করে কোন ওয়ারেন্ট, কোন সাচ ওয়ারেন্ট ছাড়াই জোর করে রঞ্জিমালা নোয়াতিয়াকে রেপ করার চেষ্টা করা হয়। জনসাধারনের চাপে পড়ে একটা ডেইট বার করে যাতে নিজেদের এই অপরাধ আড়াল করার জন্য। এই সমস্ত ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করবেন কিনা ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে আমার কাছে যে তথ্য আছে ১৭ তারিখ অভিযোগ এসেছে। আর মৃত্যুর ঘটনা ১৫ তারিখ আর অরিজিন্যাল ঘটনা ঘটেছে ১৩ই মার্চ,। অভিযোগ ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের, সুতরাং থানা ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টকে রিকোয়েষ্ট করেছে।

(গণ্ডগোল)

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশ্যান ব্যাঞ্চ- এটা কি রকম আইন, কেন রিকোয়েষ্ট করা হবে ? কেন এ্যাকশ্যান নেওয়া হলো না।
ইনফরম করার জন্য, সেটাই নিয়ম কোন গেজেটেড অফিসারের বিরুদ্ধে গভর্ণমেন্টের পারমিশ্যান না নিয়ে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায় না।

শ্রী সমর চৌধুরী :— অভিযোগ আসার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল।

শ্রী অমল মল্লিক :— এই বাইসন প্রোজেক্টের বিস্তীর্ণ এলাকায় যে নেচারেল ফরেস্ট রয়েছে সেই ফরেষ্টে অনেক মূল্যবান গাছ রয়েছে। সেই গাছগুলিকে কেটে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই গাছগুলি যারা কাটে তাদের কাছে বানানো বন্দুক থাকে। এই বন্দুক, বানানো বন্দুক সরবরাহ করে গোপাল নন্দ নোয়াতিয়া। এবং এই খবর পাওয়ার পর বাইসন প্রজেক্টের ফরেষ্টার বি, এস, এফকে নিয়ে সেই বাড়ীতে মুরুলের নিচে থেকে বন্দুক বানানোর সাজসরঞ্জাম সহ আরেকটা বন্দুক উদ্ধার করেছে এবং আরো কিছু যন্ত্রপাতিও উদ্ধার করেছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে রয়েছে কি না ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই তথ্য রয়েছে, এইটা ঠিক।

শ্রী দীপককুমার রায় :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে, বিলোনীয়া বিভাগের রাজনগর বাইসন বিভাগের রেঞ্জার অশোক ভট্টাচার্য্য উনি সমন্বয়ের একজন নেতৃস্থানীয় লোক কিনা ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নাই। তবে জানা গেছে যে, এই অশোক ভট্টাচার্য্য সমন্বয়ের একজন নেতা এবং ঐখানকার সমন্বয়ের একজন হোমরা-চোমরা।

শ্রী দীপককুমার রায় :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, উনি (শ্রী অশোক ভট্টাচার্য্য) এই ধরনের ঘটনায় লিপ্ত রয়েছেন,- সুতরাং তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার আমি তো বলেছি, দপ্তরকে বলা হয়েছে উক্ত অফিসাদের থানায় হাজির করার জন্য এবং দপ্তর তাদের থানায় হাজির করলে পরে তদন্তক্রমে তাদের বিরুদ্ধে বিহীত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

শ্রী দীপক নাগ :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য রয়েছে কি না যে, এই মরাইছড়া বাজারে গোপাল নন্দ নোয়াতিয়া যে সমস্ত বন্দুক তৈরী করে সে সমস্ত বন্দুক সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে দিচ্ছেন সি, পি, এম, যাতে করে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা খুন-সন্ত্রাস সৃষ্টি করা যায়, আইন শৃংখলার অবনতি করা যায়, সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই হাউসে বহু তথ্য দিয়েছি যে সি, পি, এম, এর হাতে বহু অস্ত্র রয়েছে এবং মাননীয় সদস্য এইখানে যে- তথ্য দিয়েছেন সেটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এইটা তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া হবে কি না ?

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তো বলেছেন-এইটার তদন্ত চলছে- এবং তদন্তে সেটা প্রমানিত না হওয়া পর্য্যন্ত তো কিছুই বলা যাবে না ।

(গণ্ডগোল)

শ্রী অমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার,, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য রয়েছে কি না যে. এই বাইসন রিজার্ভের রেঞ্জার অশোক ভট্টাচার্য্য- যখন খবর পেলেন যে, ঐ বাড়ি থেকে বন্দুক সরবরাহ করা হয় এবং সেই বাড়িতে বন্দুক বানানোর সাজ সরঞ্জাম রয়েছে, তারপর যখন এই বাড়িটিতে রেপ করা হলো তখন এই রেপ করার পর বন্দুক আড়াল করতে গিয়ে রঙ্গিমালা নোয়াতিয়া তার শিশু কন্যাকে নিয়ে যখন বন্দুক আড়াল করতে যাচ্ছিল তখন সে আছাড় খেয়ে পড়ে যায় এবং তার কোল থেকে শিশু কন্যাও মাটিতে পড়ে যায় এবং আহত হয় ও পরে মারা যায় ।

দ্বিতীয়ত: এইটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এই বাইসন রিজার্ভ ফরেষ্টের অশোক ভট্টাচার্য্য যার নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠ এই এক বছর ধরে আগরতলা হইতে যাত্রাপুর, তিনটেপা, রাঙ্গামুড়া, ভবানীপুর ঐ সমস্ত অঞ্চলে সেই অফিসারের মনোবল ভেঙ্গে দেবার জন্য ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে কি না ?
এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, কি ভাবে মেয়েটি মারা গিয়েছে এই তথ্য এখানে নেই । মাননীয় সদস্যের কাছে এই ব্যাপারে কোন তথ্য থাকলে তদন্তকারী অফিসারের কাছে দিতে পারেন । মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন যে; কাঠ পাচার হচ্ছে বা এখনও সেই চেষ্টা চলছে, তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।

(গণ্ডগোল)

লেট মি কম্প্লিট্ দ্যা ইনভেস্টিগেশান । আবার আপনাদের মুখোশ আমি খুলে দেব ।

তদন্ত শেষ হলে পর সব কিছু প্রকাশ পাবে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা জানাবেন কিনা যে, যারা ট্রাইবেল শিশু কন্যাটিকে হত্যা করেছে এবং সেই কন্যাটির মাকে রেপ্ করতে উদ্ধত হয়েছিল, সে সমস্ত পেট্রলিং স্টাফদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই অশোক ভট্টাচার্য্য। তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে কিনা ? কারন তারা মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে চিহ্নিত। তারা এই খুনের জন্য দায়ী। তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে কিনা ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী)**:—** স্যার, এখানে কে দায়ী আর কে দায়ী না সেটা তদন্তে প্রকাশ পাবে। আর এটা হচ্ছে একটা অভিযোগ। সুতরাং সেই অভিযোগ অনুসারে ডিপার্টমেন্ট থেকে বিভাগীয় প্রাথমিক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। এবং তারপরই ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— আমি বলছি, তদন্তে প্রমানিত হলেই এরেস্ট করার প্রশ্ন আসে। তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলেই এরেস্ট করবেন কিনা ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** আইন মাফিক সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা খুনীদের আড়াল করি না। আপনাদের মত না।
খুনীদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আপনারা আশ্রয় দেন। অপরাধীদের এই সরকার আড়াল করবেন না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার:— প্লিজ্ সাইলেন্ট। নাউ আই এম গোয়িং টু দ্যা নেক্সট বিজনেস্।

শ্রী দীপক রায় :-- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, উনারা বার বার এখানে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরী করছেন। এটা গুণ্ডামী করার জায়গা নয়। ওরা বার বার ঐ ধরনের একটা পরিবেশ তৈরী করছেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— নাউ হাউস ইজ এডজর্ন টিল টু পি, এম।

AFTER RECESS AT 2.00 P. M.

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃটি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ দাস কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :- 'গত ১২ই মার্চ ধর্মনগর মহকুমার সোনাইছড়ি চা বাগানে বি, এস, এফ, এর গুলীতে মঙ্গা তেলঙ্গা এবং সোম ওরাং নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রী সুধীরঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১২/৩/৯০ ইং তারিখ অনুমান সকাল ১১/১২ টার সময় ৫ নং বি, এস, এফ ব্যাটেলিয়ানের রাণীবাড়ী বি, এস, এফ ক্যাম্পের ইন্সপেক্টার যশবন্ত সিং ও কয়েকজন জোয়ান অমশংগড় ও সোনাই ছড়িতে এলাকাতে টহল দেওয়ার জন্য যায় এবং অনুমান দ্বিপ্রহর ২ ঘটিকার সময় শ্রীজনা ওরাং নামে এক ব্যক্তিকে বাংলাদেশ হতে আগত মনে করিয়া আটক করে। এই অবস্থায় শ্রীজনা ওরাং টহলধারী বি, এস, এফের সাথে তর্কাতর্কি শুরু করে ও চিৎকার করিতে থাকে। এই চিৎকারের ফলে কাছাকাছি স্থান হতে লোকজন ছুটিয়া আসে। শ্রীজনা ওরাং-এর আইডেন্টিফিকেশানের ব্যাপারে একত্রিত জনতা বি, এস, এফ, বাহিনীর ইন্সপেক্টার ও কনস্টেবল গুরুদেব সিং ও শ্রীজনা ওরাং সহকারে সোনাইছড়ি চা বাগানের বাগান বাবুর নিকট লইয়া যাইতে থাকিলে ইতিমধ্যে আরও কিছু গ্রামবাসী ঐ দলটির সঙ্গে যোগদান করে মারাত্মক অস্ত্রদ্বারা বি, এস, এফ ইন্সপেক্টার ও কনস্টেবলের উপর আক্রমন সংঘটিত করে। ফলে নিরুপায় হয়ে আত্মরক্ষার্থে উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্য নিয়ে গুলী চালনার ফলে ঘটনাস্থলে দুই ব্যক্তি মারা যায় ও অপর দুই ব্যক্তি আহত হয়। আহতদের মধ্যে একজন কৈলাশহর হাসপাতালে মারা যায়। ঐ ঘটনার পর জনতা আরও উত্তেজিত হয়ে দাও লাঠি দ্বারা বি, এস, এফ ইন্সপেক্টার যশবন্ত সিংকে হত্যা করে এবং অপর সঙ্গী কনস্টেবল গুরুদেব সিংকে গুরুতর ভাবে আহত করে। উত্তেজিত জনতা উভয়ের কাছ থেকে বন্দুক ছিনাইয়া নেয়।

উপরোক্ত ঘটনা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/ ১৪৯/ ৩৩৩/ ৩২৬/ ৩০৭/ ৩০২/৩৭৯ ধারায় ৫ (৩) ৯০ নং মোকদ্দমা চোরাইবাড়ী থানায় লিপিবদ্ধ করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেন। তদন্তকালে পুলিশ ছিনাইয়া নেওয়া বন্দুক দুইটি উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। উপরোক্ত ঘটনায় মৃত ও আহত

ব্যক্তিদের নাম দেওয়া হল :—

মৃত ব্যক্তিদের নাম : ১) ইন্সপেক্টটার যশোবন্ত সিং রাণীবাড়ী, বি, ও, পি,
২) সোমা ওরাং, সাং সোইনছড়ি
৩) মঙ্গা তেলেঙ্গা, সোনাইছড়ি
৪) লক্ষন তেলেঙ্গা, ঐ

আহত ব্যক্তিদের নাম : ১) কনস্টেবল, গুরুদেব সিং ৫ নং ব্যাটেলিয়ান, বাড়ী।
২) প্রেমচাঁদ খৃষ্টান, সাং সোনাইছড়ি।

ঘটনার তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রী সুবোধ দাস (পানিসাগর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে জনা ওরাং যাকে বি, এস, এফ গুলী করেছিল, সে বাংলাদেশ থেকে আসছে সন্দেহ করে গুলী করেছিল। কিন্তু আসলে সে বাংলাদেশী নয়; তার নিজের গরু নদী পার হয়ে বাংলাদেশে ঢুকে যাবে মনে করে সে সীমান্ত থেকে নিজের গরুটিকে ফিরিয়ে আনতে ছিল। অথচ বি, এস, এফ তাকে বাংলাদেশী সন্দেহ করে ধরে নিয়ে আসছিল। এমন সময় আই, এন; টি; সির যিনি নেতা, ভূপেন্দ্র তাঁতী এবং আরও জনা কয়েকজন যারা হোলী খেলার আনন্দে মেতে উঠেছিল, তারা এই ঘটনা দেখে উত্তেজিত হয়ে যে বি, এস, এফ দল তাদেরকে ধরে নিয়ে আসছিল, তাদের উপর চড়াও হয়ে জনা তাঁতী এবং জনা ওরাংকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এর মধ্যে যিনি বি, এস, এফ এবং জনতার মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করার জন্য দায়ী তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে কিনা এবং যেসব শ্রমিক নিহত অথবা আহত হয়েছেন তাদেরকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথা বলছেন, সেই তথ্য আমার কাছে নাই। তবে সেখানে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল এ কথাটা ঠিক এবং উত্তেজিত জনতাও সেখানে ছিল। আর পুলিশ অথবা বি, এস, এফের যারা এই ঘটনায় নিহত বা আহত হয়েছেন, তাদের সরকারী অনুসারে ক্ষতিপুরণ দেওয়া হবে। আর, জনতার মধ্যে যারা নিহত অথবা আহত হয়েছেন, তাদেরকেও সরকারী নিয়ম অনুযায়ী সাহায্য দেওয়া হবে।

শ্রী রসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :— মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা যে, এই সিঙ্গিছড়া চা বাগান এবং রাণীবাড়ী চা-বাগানের যেসব সি, আই,

টি, ইউ নেতা রয়েছেন, সেখানকার ঘটনায় উত্তেজিত করার পিছনে তাদের কোন ইন্দন আছে কিনা এবং যে এস, এল, আর গুলি হারানো গিয়েছে, সেগুলি হারানোর মধ্যেও তাদের কোন হাত আছে কিনা ? আর, যদি এস, এল, আর গুলি পাওয়া গিয়ে থাকে, তাহলে সেগুলি কি ভাবে পাওয়া গিয়েছে এবং এই ঘটনার সংগে জড়িত যে ৪ জনকে বি, এস, এফ ধরেছিল তাদেরকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য সি, আই. টি, ইউ নেতারা বাগানের কর্মীদের উস্কানি দিয়েছিল কিনা অথবা চা-বাগানে কর্মীদের স্ট্রাইক করার জন্য হুমকি দিয়েছিলেন কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। আমি আগেই বলেছি যে, এই ঘটনাটির তদন্ত চলছে। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি, যদি কোন তথ্য উনার কাছে থাকে তাহলে সেটা তিনি দিতে পারেন। আমরা ও তদন্তকারী অফিসারকে এই সব তথ্য দিব এবং সুষ্ঠ তদন্তের জন্য ব্যবস্থা নেব।

শ্রী সমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, মঙ্গা তেলেঙ্গা এবং সোম ওরাং যে নিহত হয়েছে. তাদেরকে যারা খুন করেছে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে, এই ঘটনার তদন্ত চলছে এবং তার সুষ্ঠ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমি বিবৃতিতে এই কথা বলেছি যে, কি পারিস্থিতিতে গুলি করা হয়েছে। জনতা উত্তেজিত হয়ে একজন বি, এস, এফকে হত্যা করেছিল এবং একজনকে আহত করেছে। সেই অবস্থায় জনতাকে ছত্রভংগ করতে গিয়ে গুলি করা হয়েছে।

শ্রী সমর চৌধুরী :— সেই বিচার করবে কোর্ট। যারা গুলি করেছে এই চা বাগানের দুইজন শ্রমিককে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হবে না কেন ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ওরা কর্তব্যরত ছিল। তাদের একজনকে হত্যা করেছে। যারা হত্যা করেছে তারা গরু চোর কি না কোন অবৈধ মাল পাচার করছিল কি না। কিন্তু তারা পাচারকারী বলে বি, এস, এফ বলছে। মাল পাচার কালে দাও লাঠি নিয়ে তাদের উপর আক্রমন করে। সেই উত্তেজিত

অবস্থায় গুলি করলে তারা মারা যায়। যে ইন্সপেক্টর খুন করেছে সে মারা গিয়েছে এবং একজন কনস্টেবল আহত হয়েছে।

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, আমার বক্তব্য হলো যারা গুলি করেছে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলছি ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

মিঃ স্পীকার :— আপনি বিবৃতিতে বলেছেন ১৭ জনকে অ্যারেষ্ট করা হয়েছে।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— হ্যাঁ, তাত বলেইছি যে, ১৭ জনকে অ্যারেষ্ট করা হয়েছে।

শ্রী সমর চৌধুরী :— কোন্ ১৭ জনকে অ্যারেষ্ট করেছেন তাদের নাম বলুন ? যে ২জন খুন হলেন তাদের আত্মীয় যারা খুন করেছে তাদের লোক ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— তদন্তে যাদের প্রাইমা-ফ্রেসি পাওয়া গেছে সেই সব লোকদের অ্যারেষ্ট করা হয়েছে।

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER REGARDING PROGRAMME FOR ELECTION TO ASSEMBLY COMMITTEES

Mr. Speaker :— I would inform the Hon'ble Members that the following dates and time have been fixed by me for submission of nomination papers scrutiny of nomination papers, withdrawal of nomintation papers, and date of election, if necessary, for the public Accounts Committee, public Undertakings Committee, Estimates Committee, Committee on welfare of scheduled Castes and Committee of welfare of Scheduled Tribes.

1. Date & time of submission of nomination papers :— 27—3—90 upto 4 P. M.
2. Date & time of Scrutiny of nomination papers :— 28—3—90 at 5 P. M.
3. Date & time for withdrwal of nomination papers :— 29—3—90 upto 1 P. M,
4. Date of election, if necessary :— 30—3—90.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1989—90.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো, ১৯৮৯-৯০ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহন। আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ৬ (ছয়)টি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে। মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীতে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদের দাবী সমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো [কাট মোশান] দেওয়া হয়েছে। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং যে সমস্ত অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব (কাট মোশান) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উৎথাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হল।

এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর (কাট মোশান) আলোচনা আরম্ভ হবে। আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব যে, আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাদের বক্তব্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শেষ হওয়ার পর যদি সংশ্লিষ্ট ডিমাণ্ডের উপর ছাঁটাই প্রস্তাব থাকে সেই ক্ষেত্রে প্রস্তাব গুলো (কাট মোশান) প্রথমে ভোটে দেব এবং তারপর মূল অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী-গুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের অনুরোধ করব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের একটি নামের তালিকা আমাকে দেওয়ার জন্য।

আজকের নির্দ্ধারিত সময় ২৫ মিনিট। এই সময়ের মধ্যে যাতে শেষ করা যায় তার জন্য মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখব।

শ্রী মতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :— কার কত সময় ?

মিঃ স্পীকার :— ট্রেজারী বেঞ্চ- ১৫ মিনিট
অপজিশান বেঞ্চ- ১০ মিনিট ।

শ্রী মতিলাল সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের জন্য যে প্রস্তাব পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করছি এবং বিরোধী দল থেকে আনীত সমস্ত কাট মোশানের সমর্থন করছি । স্যার, এখানে আমরা দেখেছি মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বীরজিৎ সিন্‌হা উনার ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৮ এর উপর অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী জানিয়েছেন । কেন চেয়েছেন ? জওহর রোজগার যোজনার জন্য চেয়েছেন । আমরা কি দেখি সেখানে ? আমরা যদি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকগুলি দেখি বিশেষ করে বিশালগড় ব্লকে গত এক বছরে সেখানে গ্রামীন লেবারদের মাথাপিছু তিন দিনের বেশী কাজ দেওয়া হয় নি । তেমনি জিরানীয়া ব্লক সেখানে বি ডি ও সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম যে লেবার কার্ডের সংখ্যা কত ? কিন্তু তিনি লেবার কার্ডের সংখ্যা বলতে পারেন নি । কারন কাজ দিতে গেলে লেবার কার্ড লাগবে । তারপর খবর নিয়ে দেখলাম যে সেখানে শ্রমিক আছে ১৫ হাজার কিন্তু শ্রমদিবস হয়েছে ৪৫ হাজার । ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত যদি সেখানে ৪৫ হাজার শ্রমদিবস কাজ হয় তাহলে শ্রমিকদের অবস্থা কি সেটা আপনারা ভেবে দেখুন । তারপর সেখানে বেশীর ভাগই স্কিল লেবার । গ্রামীন লেবারদের ক্ষেত্রে একদিনও কাজ হয়েছে কিনা আমি জানি না । এই হচ্ছে জওহর রোজগার যোজনা । স্যার, আজকে গ্রামীন লেবারদের বেঁচে থাকার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । এ ব্যাপারে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী নীরব থাকার ভুমিকা নিয়েছেন । স্যার, লেবার কার্ড নির্দ্ধারণ করেন তথাকথিত তাঁদের উন্নয়ন কমিটি ; স্যার, আমি এখানে একটা তথ্য পরিবেশন করছি- স্যার, এখানে হাউস চলছে. ঠিক এই মুহুর্ত্তে আমার পাণ্ডবপুর গাঁওসভায় গাবতলীতে একটা স্কুল ঘর মেরামতের কাজ চলছে, গতকাল থেকে সেখানে কাজ চলছে । সেখানে যে সমস্ত লেবার কাজ করে তার মধ্যে ৫/৬ জন বাংলাদেশী লেবার আছে । এখনও তারা সেখানে কাজ করছে । এর আগে সেখানে একটা পুকুর খনন করা হয়েছিল । সেই সময়ও সেখানে বাংলাদেশী শ্রমিকরা কাজ করেছিল, গ্রামের মানুষ প্রতিবাদ করায় সেটা বন্ধ হয়েছে । আবার সেটা শুরু হয়েছে । সুধীর বাবুদের পরিচালিত রাজত্বে সেখানে এ রাজ্যের মানুষ কাজ পাচ্ছে না, সেখানে বাংলাদেশের মানুষ এ রাজ্যে কাজ করছে ।

এই হচ্ছে স্যার, কাজের নমুনা। লেবার কার্ড এই কারনেই দেওয়া হয় না। কারন, লেবার কার্ডে পরিচিতি আছে। লেবার কার্ড দিয়ে কাজ করালে বাংলা দেশের শ্রমিকরা কাজ পাবে না। কাজেই লেবার কার্ড দিয়ে কাজ না করিয়ে বাংলাদেশী লোকদের দিয়ে শতকরা ১০ ভাগ কাজ করিয়ে বাকী ৯০ ভাগ কাজের টাকা তাদের পেটুয়া লোকরা মেরে দিচ্ছেন। স্যার, মধুপুর, কোনাবন, দেবীপুর এইসব এলাকার উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে প্রতিটি ঘরে শ্রমিক আছে এবং সেখানকার ৫০/৬০ হাজার শ্রমিক এই দুই বছরে একদিনও কাজ পায় নি। এই হচ্ছে রুর‍্যাল ডেভেলাপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের জওহর রোজগার যোজনার কাজের নমুনা। স্যার, আমরা সরকারে থাকাকালীন আর. এল, ই, জি, পিতে একটা রাস্তা করেছি মধুপুর থেকে কামথানা। বাইরে থেকে এ রাজ্যে কাজ দেখতে আসলে এই জোট সরকার বামফ্রন্ট আমলের তৈরী করা এই রাস্তাটি দেখিয়ে দিচ্ছেন। সেই রাস্তাটি নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। সেই রাস্তার উপর ব্রীজ ভেংগে গিয়েছে, ব্রীজের কাঠগুলি লোপাট হয়ে যাচ্ছে। নির্বাচনের আগের দিন রাত্রে তাড়াহুড়ো করে সেখানে কাঠ লাগানো হল; গ্রামের মানুষ ধরেছে। স্যার, বামফ্রন্ট রাস্তাটা করে কি ভুল করলো ? ঐখানের পরাজিত প্রার্থী দেবপ্রসাদ চৌধুরীও সেখানে গিয়েছিলেন। এই পুলটা এখনো হলো না।
তখন সেখানকার গ্রামবাসীরা বললেন বামফ্রন্ট সরকার রাস্তা করে দিয়ে কি ভুল করেছেন ? গ্রামবাসীরা যখন ব্রীজ ঠিক করার কথা বললেন তখন মাননীয় মন্ত্রী বললেন, ইলেকশ্যানের আগে করে দেওয়া হবে। ইলেকশ্যানের আগের দিন ব্রীজ করে দেওয়া হলো সত্যি কিন্তু পরের দিনই ব্রীজ ভেঙ্গে পড়ে গেল। এই কাজ অবশ্য ভোট পাওয়ার জন্য করা হয়েছিল। এই হচ্ছে উনাদের অর্থ অপচয়ের নমুনা। সুকান্ত কলোনী সেই কলোনীতে প্রায় সমস্ত মানুষই হচ্ছে সি, পি, আই, (এম) তাই সেখানে কোন কাজ দেওয়া হচ্ছে না। স্যার এখন ভারতবর্ষের পরিবর্ত্তন হয়েছে এবং কেন্দ্রের সরকারেরও পরিবর্ত্তন হয়েছে। বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে আমরা দেখেছি ৪৯ শতাংশ টাকা ধরা হয়েছে গ্রামে খরচ করার জন্য। যেটা কংগ্রেসের বিগত ৪২ বছরের শাসনে আমরা দেখি নি। যেহেতু বর্ত্তমান সরকার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই সরকার সেটা ঘোষনা করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মানুষের অবস্থা কি হয়েছে ? গ্রামের মানুষ কাজ পাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা অনুমোদন করেছেন সেই টাকা নিয়মমাফিক নির্ব্বাচিত সরকারের হাতেই আসবে কিন্তু সেই টাকার অবস্থা হবে কি জানেন ? "শিয়ালের কাছে হাঁস বাগী দেওয়ার মতো অবস্থা"। মাননীয় মন্ত্রী দ্রাউ বাবু তো কথা বলতে গেলে রেগে যান। স্যার, উনার রাগার কারণ হলো এখন উনি কোনঠাসা হয়ে যাচ্ছেন শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে নয়, নিজের দলীয় লোকদের কাছেও। গত

দু বছর ধরে তিনি গ্রামে গঞ্জে জুমিয়াদের উচ্ছেদ করে বন সম্প্রসারিত করার জন্য মদত দিচ্ছেন দ্রাউ বাবু নিজে। তাই উনার সমস্ত রাগ আমাদের উপর এসে পড়েছে। স্যার, নিউক্লিয়ার বাজেটের টাকা কোথায় যাচ্ছে ? সেই টাকা যায় ডাক বাংলায়, ব্লকে এবং বি, ডি, ও অফিসে। কারন তাহলে উনার পক্ষে হিসাব দেওয়া সুবিধা হবে ? স্যার, নগেন বাবু কম করেন নি। এ, ডি, সির কথা বলছি -এ, ডি, সি এলাকায় উন্নয়ন কমিটির নামে সেখানে নিজের দলের লোকেরা লুটপাটের সুযোগ নিচ্ছেন। তিনি অহেতুক এ, ডি, সির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। আমি স্পেসিফিক বলতে চাই যে, ষ্টেট গভর্ণমেন্টের ট্রান্সফার স্কীম। এই স্কীমের জন্য বাজেটে টাকা ছিল ১৯ কোটি টাকা সেই জায়গায় এখন বছর শেষ আর মাত্র এক মাস বাকী আছে কিন্তু সেখানে দেওয়া হয়েছে মাত্র ১০ কোটি টাকা।

এ, ডি. সি, কে এভাবে টাকা দেওয়া হচ্ছেনা। এ, ডি, সির রেভেনিউ খাতে যে শেয়ার আছে তাতে ৩ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু দেন নাই। স্যার, বামফ্রন্টের সময়ে এ, ডি, সি, কে রি-সেটেলমেন্টের টাকা দেওয়া হত কিন্তু এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আর সেটা দেওয়া হয় না। এখন আবার এ, ডি, সি কে কোন ষ্টাফ দিচ্ছেন না। যে সব ষ্টাফ ডেপুটেশনে ছিল সেগুলিও তুলে এনেছেন। এখন পর্যন্ত কোন ব্লক অফিস থেকে কোন ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছেনা। যার ভিত্তিতে এবারও আবার এ, ডি, সি কে টাকা দেওয়া হবে। এভাবে জোট সরকার এ, ডি, সি র সমস্ত কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। ১৩টা প্রয়োজনীয় বিল এ, ডি সি থেকে রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে অনুমোদনের জন্য। সেখানে ল্যাণ্ড এলটমেন্ট বিল ও ভিলেইজ কমিটি বিলও আছে। কিন্তু তার একটা বিলও রাজ্য সরকার এখন পর্যন্ত অনুমোদন দেন নাই। এ সমস্ত কথা বের হবে বলে অনেক সরকার পক্ষের পক্ষীয় সদস্যের উষ্মা আমরা লক্ষ্য করেছি। স্যার, আরেকজন মন্ত্রীর দপ্তরের জন্য এখানে টাকা চাওয়া হয়েছে যিনি বিদেশ ঘুরে এসেছেন। তিনি ফ্রান্স, জার্মান ও লণ্ডন ঘুরে এসেছেন। তাতে আমরা মনে করেছিলাম ত্রিপুরা রাজ্যের বিদ্যুতের ব্যবস্থা আরও অনেক ভাল হবে। কিন্তু শহরেই আলো নেই, আর গ্রামে থাকবে কি করে ? বামফ্রন্ট সরকার ৭০টা ট্রাইবেল পরিবারের জন্য ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকায় পশ্চিম মনু বংকুলে লাইন টেনেছিলেন। কিন্তু এই ২ বছরে সেখানকার একটা লাইনও চালু করা হয় নাই। লাইন রয়েছে সেটা চালু করা যায় নাই। অথচ উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যানের জন্য নূতন করে লাইন টেনে চালু করা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ১৯৮৭ ইং সালে যেসব লাইন বসিয়েছিল সেগুলি এখনও

এই সরকার চালু করতে পারে নাই। কারন তারা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থক বলে। কাজেই এই ব্যয় বরাদ্দরকে আমরা সমর্থন করতে পারছিনা। সুতরাং আমি আমাদের দলের সমস্ত কাট-মোশনগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্টস ১৯৮৯-৯০ এই সভায় পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। আর বিরোধীদলের পক্ষ থেকে যেসব কাট-মোশন এসেছে সেগুলিকে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। সমস্ত ডিমাণ্ডের উপরে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের দপ্তরের ডিমাণ্ড নং ১৭-র উপরে, মেজর হেড- ২৮০১, ৪৫৫২ ও ৪৮০১ এর উপরে ওনারা কাট-মোশন আনেন নাই। এখানে ওনারা যেসব কাট-মোশন এনেছেন সেগুলি দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। এখানে একটা কাট-মোশন এনেছেন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের নিউট্রিশনের উপরে মাননীয় সদস্য রসিরাম দেববর্মা ও জিতেন্দ্র সরকার মহোদয়। আমি বুঝলামনা ওনারা জেনে করেছেন, নাকি না জেনেই করেছেন আমি বুঝতে পারছিনা। আমাদের সরকার নিউট্রিশন যাতে ঠিকমত চলে সে দিকে খুব যত্নবান। মাননীয় নৃপেন চক্রবর্তী অসুস্থ বলে আসেন নাই কিন্তু উপ-নেতা দশরথবাবুত আছেন। তিনিত ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে কনস্ট্রাকটিভ চিন্তা ভাবনা করতে পারতেন। যেটা আমরা আশা করেছিলাম সেটা করলেন না। ওনাদের মুখেত শুধু টাকা নয়-ছয়ের কথা। আপনারা বলছেন এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিদ্যুতের কোন উন্নতি হয় নাই। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, ওনাদের বাম-ফ্রন্টের ১০ বছরে কি উন্নতি হয়েছে। প্রাক্তন বিদ্যুৎ মন্ত্রী আছেন আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। উনিত বলেছিলেন এই সরকার শিশু সরকার, অনুপযুক্ত সরকার। লেফট্ফ্রন্টের সরকারের আমলে ১০ বছরে যে সব পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেগুলি বাস্তবায়িত করতে নাকি এই সরকারের ৫ বছর চলে যাবে।

তার জন্যই যখন ৬/৫ মেঘাওয়াট রুখিয়াতে মহামান্য রাজ্যপাল উদ্বোধন করেন এবং পরে যখন বড়মুড়াতে মহামান্য উপরাষ্ট্রপতি আরেকটি ইউনিট উদ্বোধন করেন। আমরা এই দুই বছরের মধ্যে প্রোজেকট্ রিপোর্ট তৈরী করে এই সময়ের মধ্যে সেই প্রোজেকটকে কমপ্লিট করেছি এবং এখন এইটা টেস্ট ট্রায়েলে চলছে,

সেদিন উনাদের নিমন্ত্রন করেছিলাম একটা বাতাসা খাবার জন্যে একটু মিস্টিমুখ করার জন্য কিন্তু তাঁরা গেলেন না। কিন্তু উনাদের আমলে বড়মুড়াতে যখন একটি ইউনিট উদ্বোধন হয় তখন আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। কারন আমরা চাই যে, এই রাজ্যের নগনের জন্য একটা কিছু হোক, ভাল হোক। কিন্তু উনারা সেটা চান না। এবং আপনারা শুনে খুশী হবেন যে, আমরা ক্ষমতায় আসার আড়াই বছরের কম সময়ের মধ্যেই বিদ্যুতের অনেক উন্নতি করেছি। তবু সম্পূর্ণ করতে পেরেছি এইটা বলতে পারি না। তবে সফলতা কিছুটা এসেছে। সম্পূর্ণভাবে বিদ্যুতের ঘাটতি পুরণ করতে পারিনি। তবে আগামী জুলাই মাসে আমরা অন্তত ৯৮ পারসেন্ট বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করতে পারব এবং এই ব্যাপারে এই সরকার এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু আপনাদের আমলে প্রোজেকট্ রিপোর্ট যা তৈরী করেছেন সেটা ছিল ডিফেক্টিভ্। আমি আপনাদের প্রোজেকট্ রিপোর্ট দেখেছি। মাত্র ১ মেঘাওয়াট বিদ্যুতের জন্য সি, ডব্লিউ, সি, এর কাছে দেওয়া হয়ে গেছে। তারপর আমরা এসে দেখলাম যে, সেই রামভদ্র যেটা ডাউন স্ট্রীমের ক্ষমতার অনেক নিচে রয়েছে অথচ সেখানে প্রোজেকট রিপোর্ট তৈরী করে সাবমিটেড টু দ্যা সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্ট এবং সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্ট ও সেটাতে ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দিয়েছেন। তারপর আমরা দেখলাম মাত্র এক মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে ১১ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। তখন আমি বললাম এইটা কি করে হবে? এক মেঘাওয়াট বিদ্যুতের জন্য ১১ কোটি টাকার প্রোজেকট রিপোর্ট তৈরী করেছেন, অথচ আমরা ১৩ কোটি টাকা খরচ করে বড়মুড়াতে দুইটি ইউনিট বসিয়েছি। আর ১১ কোটি টাকা খরচ করে মাত্র ১ মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ এর জন্য প্রোজেকট রিপোর্ট তৈরী করলেন। তারজন্যে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সেটা চিন্তা করে দেখছেনা এইটা করবেন কি না।

আরেকটা প্রোজেক্ট রিপোর্ট আপনারা তৈরী করেছেন সেটাও ডিফেক্টিভ। সেই চাকমাঘাটে কত উপজাতিকে উচ্ছেদ করা হতো? মাননীয় নকুলবাবু তো উপজাতি ছাড়া কথাই বলেন না। কোনদিন হয়তো দেখা যাবে তিনি উপজাতি হয়ে গেছেন। উপজাতিদের জন্য কান্নাকাটি করেন। সবচেয়ে বেশী যে উপজাতি দরদী ওনারাই তো সেদিন ছিলেন ক্ষমতায়। স্যার, এই প্রোজেক্টের জন্য অলরেডি ১২ লাখ টাকা খরচ হয়ে গেছে। এই প্রোজেক্টের ফলে চাকমাঘাটের আড়াই হাজার উপজাতি ফেমিলি কত হয় তিন জন করে- কত হাজার? এই কাকড়া ছড়া, লুনা ছড়া, বগাছড়া এই সমস্ত এলাকায় উপজাতিরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। কিন্তু আমরা বললাম যে, না এইটা হতে পারে না।

এইখানে উপজাতিদের উচ্ছেদ করে তার কোন নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হবে না। এদের পুনর্বাসনের জন্য হয়তো কেন্দ্র থেকে টাকা পাওয়া যাবে, কিন্তু জায়গা কোথায়, তাদের কোথায় পুনর্বাসন দেওয়া হবে ? এবং জায়গা পেলেও নতুন জায়গায় তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে দুর্বল হয়ে পড়বে। কাজেই নতুন করে উপজাতি উচ্ছেদ করে আর কোন সমস্যা সৃষ্টি করা হবে না।

এই গ্যাস তো আপনাদের সময়েই পাওয়া গিয়েছিল। সেদিন আপনারা অলটারনেটিভ ব্যবস্থা নিতে পারতেন। সেই ৭৫ মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রোজেক্ট রিপোর্ট করতে পারতেন ৫০০ মেঘাওয়াটের জন্য প্রোজেক্ট করতে পারতেন যেটা আমরা নিচ্ছি। কিন্তু আপনারা সেটা করেন নি। আজকে আপনারা এইসব কথাগুলি এখানে বলেননি। শুধু শুধু আমাদের উপর দোষারূপ করছেন। আজকে উপজাতিদের নিয়ে আপনারা ছিনিমিনি খেলছেন সেই ১৯৩৭ সাল থেকে আজ এই ১৯৯০ সাল পর্যান্ত এই উপজাতিদের নিয়ে আপনারা ফুটবলের মত খেলছেন। কিন্তু এইটা এত সহজ নয়। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছে ফলে তারা আজকে সচেতন হতে পেরেছেন যে, না আর কখনো সি, পি, এমের তলায় থেকে বামফ্রণ্ট আমাদের নিয়ে যেভাবে ছিনিমিনি খেলে সেভাবে তাদের ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া হবে না।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ২৭ মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ শর্টেজ রয়েছে।

চাকমাঘাটে যেটা হচ্ছে সেটা শুধু জল হচ্ছে। মাইনর ইরিগেশান হচ্ছে। উচ্ছেদ হতে হবেনা। স্যার, এখানে গোপালবাবু বলেছেন যে, রবীন্দ্র বাবু ১০ লক্ষ টাকা নিয়েছেন। সুধীর বাবু অমুক বাবু নিয়েছেন। সম্পূর্ণ আজগুবি কথা, বলে যান আপনারা। আপনারা এরকম বলতেই পারেন। ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হোক সেটা আপনারা চান না। যদি চাইতেন তবে সমর্থন করতেন। আপনারা প্রথমে বলতেন যে আগরতলা বনমালীপুরে "ডুয়েল-ফুয়েল" মেশিন লাগানো উচিৎ নয়। তারপর আবার বলছেন যে "ডুয়েল-ফুয়েল" মেশিন ত্রিপুরা রাজ্যে দরকারই নেই। এটা আবার কি ধরনের কথা আপনারা বলছেন ? বিগত ১০টি বৎসরে, আপনাদের আমলে পিক আওয়ারে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ২৯,৫ মেগাওয়াট। আর এখন হচ্ছে ৪১ মেগাওয়াট। সেই ২৯,৫ মেগাওয়াটের চাহিদাই আপনারা পুরণ করতে পারেন নাই।

এখানে আপনারা উপজাতি অংশের মানুষের কথা কথায়-কথায় বলছেন। কি করেছেন

বিগত আমলে ? আমরাতো মাত্র আড়াই বছরে প্রায় ২৫০টি গ্রামে বিদ্যুতের নতুন লাইনের এক্‌স্টেনশান করেছি। তারমধ্যে প্রায় ২০০ টি গ্রামই হচ্ছে উপজাতি গ্রাম। আর ৫০টি গ্রাম হচ্ছে অউপজাতি গ্রাম। তৎকালীন সময়ে উপজাতি গ্রামের নাম করে অউপজাতি গ্রামে বিদ্যুতের লাইন নেওয়া হইত। রাম, শ্যাম, যদু, মধুর নাম করে সি, পি, এম অঞ্চলে বিদ্যুতের লাইন পৌঁছে যেত। এই সব করেছেন আপনারা। কেন্দ্রীয় আদমসুমারীর অনুসারে এগুলি আমাকে করতে হবে। কিন্তু এগুলি করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। উল্টো-পাল্টো করে রেখেছে। রাজনৈতিক স্বার্থে এগুলি আপনারা করেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, নিয়ম আছে প্রতিটি গ্রামে, কমপক্ষে দশটি পরিবার বিদ্যুতের লাইনের জন্য আবেদন করতে হবে। আমরা নির্দেশ দিয়েছি যাতে পেইন্‌ডিং কেইস্ যাতে না পড়ে থাকে। উনাদের আমলে বছরের পর বছর এইভাবে পেইন্‌ডিং পড়ে থাকত।

তারপর .... সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এবার আমরা ৫০০ টি পরিবারকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবাহ করেছি। আপনাদের আমলে কতটুকু করেছেন ?

তারপর স্যার, উনারা প্রায়ই একটা কথা বলে থাকেন যে, উপজাতিরা নাকি অর্ধাহারে-অনাহরে দিন কাটাচ্ছেন এবং রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। এই গণ্ডাছড়া বা ছাওমনু এলাকাতে ডাবল রেশন দেওয়া হইতনা। কিন্তু এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরই গণ্ডাছড়া সাবডিভিশনের ২৯টা গাঁওসভার জুমিয়া এলাকার পুরোটাতেই আমরা ডাবল রেশন সরবরাহ করছি। এরপরও যাতে জুমিয়া অঞ্চলগুলিতে সাবসিডিতে চাল সরবরাহ করা যায় সেই চিন্তা বর্তমান সরকার করছেন। শুধু শুধু এখানে অনাহারের কথা বলে চিৎকার করছেন। মতিবাবু একদিন ওয়াক-আউট করার সময় বলেছিলেন যে, আসামে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, উনাদের আমলের কথা বোধ হয় বলা হচ্ছে। ওদের আমলে শুধু মাত্র ডম্বুর নগর এলাকা থেকে ৭০০ পরিবার আসাম, রাইফেল মারা, কাটাখাল, লক্ষীছড়া (মিজোরামে) অর্ধাহার এবং অনাহারে রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন।

শ্রী বীরজিৎ সিনহা (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৯৮৯-৯০ এর সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর ৩৮নং ডিমাণ্ড এবং মেজর হেড হচ্ছে ২৫০১ এবং ২৫০৫ এর উপরে যে কাট মোশান এনেছেন অর্থাৎ বিরোধী পক্ষের সদস্য পূর্ণমোহন ত্রিপুরা। এটাকে আমি পুরাপুরি বিরোধিতা করে এই ডিমাণ্ডের উপরে আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে বক্তব্য রাখছি। এই কাট মোশানের মধ্যে বলা হয়েছে যে জওহর রোজগার যোজনা এবং এস, আর, পি. যে

গ্রামীণ শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের যে, প্রকল্পগুলো এটার ক্ষেত্রে ছামুনু ব্লকের কাজ শ্রমিকরা পাচ্ছে না এটা ঠিক নয় স্যার, কারণ আমরা কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিশেষ করে গ্রামের দরিদ্র শ্রমিকদের সারা বছরের কর্মসংস্থানের জন্য আমরা বেশী নজর দিয়েছি। এর মধ্যে আমি হিসাব দিতে পারি। স্যার, ১৯৮৯-৯০ ইং সালে জওহর রোজগার যোজনা বাবদ আমরা মঞ্জুরী পেয়েছিলাম ৫ কোটি ৫৫ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা এবং এস, আর, ই পি বাবদ আমরা খরচ করেছি এবং মঞ্জুর করেছিলাম ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ গ্রামীণ শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের জন্য এই বছর ৯ কোটি ৩০ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা এর মধ্যে শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। তবে আমরা বরাদ্দ করেছি ৪৯ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এর মধ্যে ছামুনু ব্লকে কাজের অসুবিধা আছে বলে বা শ্রমিকরা কাজ পাচ্ছে না বলে আমাদের দপ্তরে জানা নেই। আমি বিরোধী পার্টির সদস্যদের এই অনুরোধ করব এইরকম যদি তথ্য ওনাদের কাছে যদি থেকে থাকে কোন গ্রামে, কোন গাঁওসভাতে শ্রমিকরা কাজ পায় না, সেই রকম নামধাম এবং তথ্য যদি আমাকে বা আমার দপ্তরকে জানায় আমি তৎক্ষণাৎ তাদের কাজের সংস্থান করব। কারণ টাকার কোন অসুবিধা নেই। কারণ ১৯৮৯-৯০ইং আর্থিক বছরে জওহর রোজগার যোজনায় বরাদ্দের পরিমাণ হয়েছিল শুধু ছামুনু ব্লকে স্যার, ১৭ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা। তার মধ্যে শ্রমদিবস সৃষ্টি হবে ৬৩ হাজার ৯ শত শ্রম দিবস, শুধু ছামুনু ব্লকে। ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত খরচ হয়েছে ১১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪ শত টাকা। শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে ৪৭ লক্ষ ৪ শত শ্রম দিবস। বর্তমানে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কাজের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ৬ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। শুধু জওহর রোজগার যোজনা খাতে এবং শ্রম দিবস সৃষ্টি হবে ৪৩ লক্ষ ৬শত ১৪ টাকা এর মধ্যে শুধু ছামুনু ব্লকে এটা হচ্ছে। জওহর রোজগার যোজনা বরাদ্দ এবং এস, আর, ই পির জন্য আমরা বরাদ্দ করেছিলাম ১২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। শ্রম দিবস সৃষ্টি হবে ৮২ হাজার ৫ শত শ্রম দিবস। বর্তমানে সেই বরাদ্দের টাকার মধ্যে রয়েছে ৪ লক্ষ ১২ হাজার টাকা এবং শ্রম দিবস সৃষ্টি হবে ২৮ হাজার শ্রম দিবস। সুতরাং মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের সদস্য পূর্ণ মোহন ত্রিপুরা যে ছামনু ব্লকে শ্রমিকরা কাজ পাচ্ছে না বলে যে কাট মোশান এনেছে এটা আমি পুরা পুরি বিরোধিতা। করি সেই ছামুনু ব্লক বর্ডার এরিয়া, বর্ডার ডেভোলেপমেণ্ট প্রজেক্ট নামে একটি প্রজেক্ট আছে।

তাতেও কোটি টাকার কাজ চলছে এখানে হাজার হাজার শ্রমিকরা কাজ পাচ্ছে এবং আর

একটিজিনিস আজকের এই কাট মোশানের বিরোধিতা করে আমি আর কয়েকটি পয়েন্ট বলতে চাই। আমরা আপনাদের দৃষ্টিতে আনতে চাই যে, আমরা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন উপজাতি অধুষিত এলাকায় এস, আর, ই, পি এবং এন, আর, ই, পির কাজ করার জন্য আমরা রাজ্য সরকার থেকে উপজাতি জেলা পরিষদকে গত দুই বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই সব টাকার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট আমাদের সরকারের কাছে আসেনি। আমরা শুনেছি এ টাকা দিয়ে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে উপজাতিরা বসবাস করেছেন, সেখানে এই জেলা পরিষদ এস, আর, ই, পি অথবা এন, আর, ই, পির কোন কাজ করেন নি, সেই টাকা নাকি নয় ছয় হয়ে গেছে স্যার, একটা নিয়ম আছে যে, সরকারী টাকা খরচ করার জন্য ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে হয়। কিন্তু সেটা জেলা পরিষদ আজ অবাধি দেয়নি। স্যার, আই, আর, ডি, পি স্কীম যেটা সেটার দ্বারা দারিদ্র সীমার নিচে যে সমস্ত লোক রয়েছে, তাদের দারিদ্র সীমার উপরে টেনে তোলার কথা। এই স্কীমটা শুধু অমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের নয় ভারতের অন্যানা রাজ্যেও চালু রয়েছে। এর মধ্য দিয়ে গ্রামে গঞ্জে কর্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। আমরা সরকারে আসার পর গত দুই বছরে ত্রিপুরা রাজ্যের ৪২ হাজার মানুষকে এর সুযোগ করে দিয়েছি এবং আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে সারা ভারতের মধ্যে এক মাত্র ত্রিপুরা রাজ্যই এই স্কীমটা ইম্প্লিমেন্টশন করে শ্রেষ্টতর স্থান লাভ করেছি। তা সত্বেও আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা বলছেন যে পরিকল্পনা মত কাজ হচ্ছে না বা বিভিন্ন ধরনের যে স্কীমগুলি আছে, সেগুলি ঠিক ঠিক ভাবে চলছে না। তাদের একথা আদৌ ঠিক নয়। স্যার, এই আই, আর, ডি, পি স্কীমটা আমাদের প্রাক্তণ প্রধান মন্ত্রী প্রয়াতা ইন্দীরা গান্ধীর সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল এবং এটা ১৯৮০ সাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু তখনকার যে সরকার, বামফ্রন্ট সরকার, তাদের আমলে স্কীমটাকে তত গুরুত্ব দেওয়া হয় নি, ফলে এই রাজ্যে আমাদের যে টার্গেটে পৌছানোর কথা ছিল, সেটা আমরা পৌছতে পারি নি। এই স্কীমের নিয়মানুযায়ী এই রাজ্যের মধ্যে যারা আই, আর, ডি, পির আওতায় আসবে, বিশেষ করে যারা ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেল, তাদের ৫০ শতাংশ সাব সিডি পাওয়ার কথা আর, যারা এস, সি সম্প্রদায়ের লোক তাদের ৩৩ শতাংশ সাব সিডি পাওয়ার কথা। কিন্তু বামফ্রন্টের আমলে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে গরীব অংশের লোক রয়েছে, বিশেষ করে

যারা ট্রাইবেল এবং এস, সি সম্প্রদায়ের লোক তাদের বিশেষ ভাবে উপকৃত হওয়ার কথা। কিন্তু তারা তার থেকে বঞ্চিত হয়েছে শুধু মাত্র তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকারের উদাসীনতায়। অবশ্য, তার কারণও একটা ছিল, সেটা হল ঐ সরকার চাইতোনা যে, গরীব অংশের লোক দারিদ্র সীমার উপরে উঠুক। তারা যদি সত্যি দারিদ্র সীমার উপরে উঠে, তাহলে যে বামফ্রন্ট সরকার তাদের নিয়ে আর মিছিল, মিটিং করতে পারবেনা। কাজেই, ঐ সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল যে দরিদ্র দরিদ্রই থাকুক, আর, তাহলে পর তারা তাদের দিয়ে প্রয়োজন মত মিছিল মিটিং করতে পারবে। এই উদ্দেশ্য মাথা নিয়েই তদানীন্তন সরকার এই আই, আর, ডি, পি, স্কীমটা যখন থেকে চালু হয়েছিল, তখন থেকে চালু করতে গড়িমসি দেখিয়েছিল। যার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে দারিদ্র সীমার নীচে অধিকাংশ লোক এখনও রয়ে গেছে। স্যার, ১৯৮১ সালে যে সেনসাস হয়ে গিয়েছে, তাতে দেখা গেছে যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে শতকরা ৬৩'৬৯ জন দারিদ্র সীমার নীচে ছিল অর্থাৎ আমাদের মোট জনসংখ্যার ২ লক্ষ ২৯ হাজার জন দারিদ্র সীমার নীচে ছিলেন। আমরা এখন পর্য্যন্ত ১ লক্ষ ১৮ হাজার ২৩৪ জনকে এর অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছি এবং এমন কি গ্রামীন মানুষদের জন্য আমরা ইতিমধ্যে আর, ডি, ডিপার্টমেণ্ট নামে একটা দপ্তরও খুলেছি। এছাড়া, ত্রিপুরা সরকারের অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টও এই গ্রামীন মানুষদের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে করে যত রকমের ডেভেলাপমেন্ট প্রোগ্রাম আছে, সেগুলিকে যাতে বাস্তবে রূপায়ন করা যায়। তাই, আমি বিরোধী দলের সদস্যদের বলব উনারা এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের উপর যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন, সেগুলির উনারাও এই রাজ্যের গ্রামীন মানুষদের উন্নয়নের কাজে আমাদের সরকারের সংগে সহযোগিতা করবেন বলে, আমি আশা রাখি এবং সেই সঙ্গে তাদের আনীত কাট মোশানগুলি তুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ রাখছি। এবং সেই সঙ্গে এখানে যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট পেশ করা হয়েছে, তাকে আমার আন্তরিক সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে ১৯৮৯-৯০ইং আর্থিক সনের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন, তাকে আমি সর্বান্ত করনে সমর্থন করি। আর বিরোধী দলের সদস্যরা এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর যে সমস্ত কাট মোশানগুলি এনেছেন, সেগুলির মধ্যে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক নাই বলে, সেগুলির বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি।

মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে সমস্ত কাট মোশন এনেছেন আমি তাদেরকে অনুরোধ

করছি তুলে নেওয়ার জন্য। তাদের কাট মোশনের বিরোধিতা করেই আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এই কয়েকটা দিন এই বিধানসভায় দেখলাম বিরোধী সদস্যরা মায়াকান্না কাঁদছেন যে কে ধর্ষণ হয়েছে উপজাতী মেয়ে, শিশু বিক্রী হয়েছে উপজাতি, না খেয়ে বাইরে গেছে ত্রিপুরা থেকে উপজাতি। তার অর্থ হলো যে তারা প্রমাণ করতে চাইছে যে, তারাই একমাত্র উপজাতি দরদী। কিন্তু দশটি বছর তো সুযোগ তারা পেয়েছিল অনেক কিছু করার। কোটি কোটি টাকা এনেছে তারা তখনকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। কি করেছে এই টাকা নিয়ে? কিছুই করে নি। যদি করতো তাহলে আজকে তারা কেন বলছে যে, উপজাতিরা না খেয়ে মরছে? আমি বলব যে, তারা উপজাতিদের জন্য কিছুই করে নি। আজকে বিধানসভাকে তারা একটা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। কিন্তু জেনে রাখুন পাহাড়ীরা আর আপনাদের সংগে ইনকিলাব জিনদাবাদ করবে না। তারা আর ভুল করবে না। আপনারা বিগত দশ বছরে কি করেছেন আমরা দুই বছরে ২৫ হাজার স্কীম পাঁচ হাজার পরিবারকে দিয়েছি। ষ্টাইপেনড ১৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৪০ টাকা করেছি। ইনস্যুরেনসে তপসিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতিদেরকে যুক্ত করেছি। আপনারা বিগত দশ বছরে ২৫ হাজার স্কীম কেন করতে পারলেন না? আমরা পি, জি সেন্টারে ট্রাইবেল ছাত্রদের থাকার জন্য এই সাপ্লিমেনটারী বাজেটে টাকা চাইছি। শিলং এ পাহাড়ী ছাত্রছাত্রীদের জন্য হোসটেল করেছি। তার জন্য টাকা আমরা চাইছি। আপনারা আজকে এর বিরোধিতা করছেন। আপনারা চোরকে বলছেন চুরি করার জন্য আর এই দিকে গৃহস্থকে বলছেন সজাগ থাকার জন্য। কাক ময়ূরের পোষাক পরে বেশী দিন চলতে পারে না। মুখোশ খোলে যায়। আপনাদেরও মুখোশ খুলে গেছে। পাহাড়ীরা ধরতে পেরেছে। শিফটিং কালটিভেশন সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী নগেন্দ্রবাবু বলেছেন। আপনাদের আমলে ত্রিপুরা থেকে ট্রাইবেলরা মিজোরাম চলে যেতো। এখন উলটো চিত্র। মিজোরাম থেকে এখন ত্রিপুরাতে আসছে। আপনারা যতই নিজেদেরকে পাহাড়ীদের রাজা ভাবুন কিন্তু পাহাড়ীরা তা ভাবেন না।

আমরা কি এতই বোকা? আপনারা আর লাফাবেন না। কাজেই আমি বিশ্বাস করি এখানে এই যে ট্রাইবেলদের উপর আপনারা যে কাট মোশান এনেছেন তাতে আপনাদের ট্রাইবেল দরদের নমুনা জনসাধারণ বুঝে যাবে। আপনারা একদিকে বলবেন, ট্রাইবেলরা খেতে পারছেনা, আবার অন্যদিকে বলছেন টাকা কমিয়ে দাও। আপনারা ইউরোপের দিকে তাকান। রবীন্দ্র বাবু ঠিক বলেছেন, কবরের জায়গা হবে না।

শ্রীসমর চৌধুরীঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রাইভেট মেম্বারস রিজলিউশান কখন শুরু

হবে ?

মিঃ স্পীকার :— এখনই শুরু হবে।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :—স্যার, আমি এ, ডি, সি, ঘুরে দেখেছি। তাঁরা বলে থাকেন, পি, ডাব্লু, ডি, নেই এস, ডি, ও, নেই। কাজেই কিছু করতে পারছেন না, স্যার, আমরা দেখি, মাষ্টার মহাশয়গণ স্কুলে যাননা। তাঁদের দিয়ে অন্য কাজ করান হয়। স্যার, বামফ্রন্ট কোন দিনই ভাল কাজ করে নি। আমরা জানি, বা হাত কোন দিনই ভাল কাজ করে না। কাজেই আপনারাও বাম পন্থীরা কোন দিন ভাল কাজ করতে পারেন না। এখনও সময় আছে শুধরে নিন তা নাহলে আপনাদের আর বাঁচার রাস্তা থাকবে না। আমি আপনাদের কাছে আবেদন রাখব, যাতে আপনাদের শুভ বুদ্ধির সূচনা হয় এবং যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন তা প্রত্যাহার করে নিয়ে সরকারের কাজের সহযোগী হতে। এই বলেই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে এবং কাট মোশনগুলির বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত ১৯৮৯-৯০ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব। যদি সংশ্লিষ্ট ডিমাণ্ডের উপর কোন ছাঁটাই প্রস্তাব থাকে তবে সেগুলো প্রথমে ভোটে দেওয়া হবে। তারপর কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত মূল ডিমাণ্ডটি ভোটে দেওয়া হবে।

VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1989—90.

Mr. Speaker :— **Now**, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble State Minister, in-charge of the power and Co-operative etc, Departments tha ta further sum not exceeding Rs. 14 00, 82, 000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand

VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1989—90

No. 17 under the following Major Heads :—

2801—power. ... Rs. 8, 87, 82, 000/—

4552—Capital outlay on North Eastern Areas. ... Rs. 13, 00, 000/—

4801— Capital outlay on Power Project. ... Rs. 5, 00, 00,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the motion moved by the Hon' ble State Minister-in-charge of the Jail and Irrigation Departments that a further sum not exceeding Rs. 3, 22, 000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 42 under the following Major Head :—

2056—Jails. ... Rs. 3, 22, 000/—

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble State Minister-in charge of the Animal Husbandry Department that a further sum not exceeding Rs. 5, 63, 000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 36 under the following Major Heads :—

2245— Relief on Account of Natural Calamities. ...Rs. 5, 00, 00/—

2403— Animal Husbandry. .. Rs. 63, 000/

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 28 to vote. But there is one Cut Motion on this Demand. First I am putting the Cut Motion to vote.

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the hon'ble Member Shri Purna Mohan Tripura on Demand No. 38, Major Head—2505,

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/— to ventilate the specific grievance that—

" ছামনু ব্লকে কাজ ও খাদ্যের প্রচণ্ড অভাব সত্বেও প্রয়োজনীয় কাজ না দেওয়া সম্পর্কে।"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker .— Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the··· ···that a further sum not exceeding Rs. 2, 61, 26,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 38 under the following Major Heads :

2501—Social Programme for Rural Development Rs. 78, 11,000/—
2505—Rural Employment Programme Rs. 183, 15, 000/—

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the demand moved by the Hon'ble Minister-in charge of the ·· ··· ···that a further sum not exceeding Rs. 14, 34,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 48 under the following Major Head :—

2406—Ferestry and Wild Life ··· Rs. 14, 34, 000/—

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 26 to vote. But there are 7 Cut Motions on this demand. First I am putting the Cut Motion to vote to-gether.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the hon'ble Member Shri Rashiram Deb Barma on Demand No. 26, Major Head 2236,

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

"নিউট্রিশান খাতে যথাযথ ভাবে ব্যয় না হওয়ার কারণে" ।

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Jitendra Sarker on Demand No. 26, Major Head—2236,

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/— to ventilate the specific grievance that—"Nutrition—এর টাকা যথেচ্ছভাবে অপচয় করা সম্পর্কে ।"

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rudreswar Das, on Demand No. 26, Major Head—2225,

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/—to ventilate the specific grievance that—সময়মত স্টাইপেণ্ড না দেওয়া সম্পর্কে ।"

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Jitendra Sarkar on Demand No. 26, Major Head—2225,

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/— to ventilate the specific grievance that—তফশিলী ছাত্র ছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড প্রদানের অনিয়মিত পদ্ধতি সম্পর্কে ।"

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Baidyanath Majumder, on Demand No. 26, Major Head—2225,

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/—to ventilate the specific grievance that—

Failure to Centrol wasteful expenditure.

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Tarani Deb Barma on Demand No. 26, Major Head—2225,

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/—to ventilate the specific grievance that—

Failure to implement the Schemes for the welfare of Scheduled Tribes.

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Tarani Deb Barma No. 26, Major Head—2225,

"That the amount of the Demand be reduced by Rs, 100/—to ventilate the specific grievance that—"টি, এন, ভি, পুনর্বাসনের নামে টি, এন, ভি, নয় এমন লোকদের পুনর্বাসন দেওয়া সম্পর্কে।"

(All the Cut Motions were put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Next question before the House is the Demand moved by the Hon'ble Minister in-charge of the schdulet caste schdulet tribs ect. that a furthar sum not exceeding Rs. 5, 93, 70, 000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March. 1990 in respect of Demand No. 26 under the following Major Heads :

2225—Welfare for Sch. Castes, Sch. Tribes and Other Backward Classes. —Rs. 5, 37, 70, 000/—

2236—Nutrition. —Rs. 17, 00. 000/—

4225—Capital Qutlay on Welfare for Sch. Castes Sch Tribes and Other Backward Classes. —Rs. 39, 00. 000/—

(The Demand was put to voice vote and passed.)

GOVERNMENT BILLS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "The Tripura Appropriation Bill, (No. 3) 1990 (Tripura Bill No 8 of 1990). "

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

Shri Sudhir Ranjan Mazumdar (Cheif Minister) :— Mr Speaker Sir, I beg to move "The Tripura Appropriation Bill, (No. 3) 1990 (Tripura Bill Ne. 8 of 1990) be passed.

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura Appropriation Bill, (No, 3) 1990 (Tripura Bill No 8 of 1990)" পাশ করা হউক।

(এতএব ,আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি আজকের বিলের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

PRIVATE MEMBERS RESOLUTIONS,

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশ্যান"। আজকের কর্মসূচীতে তিনটি প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিশ্যান আছে। রিজিলিউশ্যানের

প্রায়রিটি অনুযায়ী প্রথমটি উৎথাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার, দ্বিতীয়টি উৎথাপন করবেন শ্রী বাদল চৌধুরী এবং তৃতীয়টি শ্রীদীনেশ দেববর্মা মহাশয়।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজলিউশ্যানটি সভায় উৎথাপন করার জন্য।

মাননীয় সদস্য শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রিজলিউশ্যানটির উপর মাননীয় সরকারী মুখ্য সচেতক শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয় একটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন এবং সেই সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশের কপি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ পেয়েছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয় প্রস্তাবটি উৎথাপন করার পর মাননীয় সরকারী মুখ্য সচেতক শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয় রিজলিউশ্যানটির উপর আনীত উনার সংশোধনী প্রস্তাবটি সভায় উৎথাপন করবেন। কারণ রিজলিউশ্যান এবং সংশোধনী দুটো এক সঙ্গে আলোচনা হলে সময় কম লাগবে।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রিজলিউশ্যানটি হলো :—

"ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ
করছে যে, ত্রিপুরার এক মাত্র মাঝারী শিল্প
ত্রিপুরা জুট মিলকে আর্থিক সংকটের হাত থেকে
রক্ষা করার জন্য রাজ্যের শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর স্বার্থে
অনতি-বিলম্বে জুট মিলকে বিশ কোটি টাকা বিশেষ
মঞ্জুরী দেওয়া হোক।"

শ্রী রসিকলাল রায় :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো :—

a) In the 3rd line of the resolution the words অর্থনৈতিক সংকটের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য be deleted and substitued by words "বাঁচিয়ে রাখার জন্য" এবং

(b In the 5th line of the resolution the words 'বিশ কোটি be substituted by' ত্রিশ কোটি' and at the end of the resolution the following should be added—"J, C, I যাতে নিয়মিত কাঁচামাল সরবরাহ করে তার জন্য ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে।"

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ যারা এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন তাদের নামের তালিকা আমাকে জানিয়ে দেবেন।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে জুট মিলে যে সমস্ত কর্মচারী কাজ করেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যে যারা জুট গ্রোয়ারস্ রয়েছেন তাদের সকলের স্বার্থে এবং বেকার যুবকদের চাকুরীর সংস্থানের স্বার্থে এই জুট মিল চালু করা হয়েছিল। তখনকার সরকার ১৯৭৮ ইং এর আগে এটা চালু করেন নাই। আমরা এসে প্রায়রিটি বেসিসে এই মিলটাকে চালু করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করি এবং ৪ টা ফিন্যান্সিয়েল ইনষ্টিটিউশন, ৬টা ব্যাংকের সাহায্য নিয়ে এই জুট মিলটাকে চালু করতে হয়েছে। ওদের টার্মস এণ্ড কণ্ডিশানের মধ্যে সুদের ব্যাপার রয়েছে। এই মিলটি চালু করার সময় আমরা ৩টা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম। প্রথমতঃ রাজ্যে শিল্প গড়ে তোলা ওর্গেনাইজিং সেক্টরের। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিমাণ মেষ্টা ও পাট হয় তাতে ৩টা মিল চলতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এখানে ২ হাজার কর্মচারী নিয়োগ করা যাবে। যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যে বেকারের সংখ্যা অত্যাধিক সেহেতু এটার কিছু হলেও সমাধান হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেদিন বলেছেন যে, ৭৫ হাজারের কাছাকাছি শিক্ষিত বেকার রয়েছে। যাতে করে বেকার সমস্যা সমাধান করা যায় তার জন্য আমরা এটা চালু করেছি। তৃতীয়তঃ বিশেষ করে এখানকার মেষ্টা-পাট চাষীরা যারা এসব উৎপাদন করেন তাদের মধ্যে বিশেষ করে ট্রাইবেলরা এই জুটমিল চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত দালাল বা মধ্যবর্তীদের মাধ্যমে এসব মেষ্টা বা পাট বিক্রী করতে হত। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে চাহিদা সৃষ্টি করার জন্য সার্বিক দিক থেকে আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করি। জুট সরাসরি কেনার জন্য আমরা জে, সি, আই, কে, প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করি। যাতে করে গ্রামের বা ভিতরের বাজারগুলি থেকে মাঝখানে কোন দালাল জুট কিনতে না পারে। আমরা যে মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম গ্রোয়াররা যাতে সে মূল্য পায় তার জন্য ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স-এর হাতেও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং তারা সরাসরি জুটমিলে সরবরাহ করবে এই লক্ষ্য সামনে রেখে আমরা জুটমিল চালু করেছিলাম। জুটমিল চালু করার উদ্দেশ্যে সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং তাদের মধ্য থেকে ১২০০ শ্রমিককে ওয়েষ্ট বেঙ্গল থেকে ট্রেনিং দিয়ে আনা হয়েছিল। ফিন্যান্সিয়েল ইনষ্টিটিউশনগুলি ও ব্যাংকগুলি যে টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ইন টাইম তারা সে টাকা দেয় নাই। এবং টাকা পেতে অনেক অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেদিন অনেক কিছু বলেছেন আমি পরে বলব। তা সত্বেও খুব অল্প মাইনেতে ত্রিপুরা রাজ্যের ছেলেরা এই জুটমিলকে গড়ে তোলার

জন্য উদ্যোগ গ্রহন করেন। তাদের ওয়েজ ষ্ট্রাকচার আমাদের ফাইনানশিয়েল ডিফিকাল্টির জন্য ত্রিপুরা সরকারের যে সমস্ত কর্মচারী রয়েছেন তাদের সমান বেতন আমরা করতে পারিনি। তবু কম বেতনেই তারা এত কষ্টসাধ্য কাজ করতে লাগলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে সমস্ত ট্রেইনিজরা এসেছিলেন তাদের সাহায্যে তারা ট্রেনিং নিতেন। কাজেই অনেক অসুবিধার মধ্য দিয়েও এই জুটমিলটা চলতে লাগলো।

মার্কেট :— নর্থ-ইস্টার্ণ জোনে মার্কেট রয়েছে। এই চট বিক্রি করার কোন অসুবিধা নেই। সেই দিক থেকে রাজ্য সরকার অর্থাৎ তখনকার বামফ্রন্ট সরকারের সময় কিছু কিছু সাহায্য করেছেন। তা সত্বেও সেখানে একটা আর্থিক সংকট সৃষ্টি হলো আমরা তখনকার কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে অনুরোধ করেছিলাম যে, কম করে ১০ কোটি টাকা দেবার জন্য যাতে করে এই মিলটি পরিচালনা করা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা কেন্দ্র থেকে কোন সাড়া পাইনি। তবে সে সময় তাদের একজন অফিসার পাঠিয়াছিলেন যাতে সমস্ত বিষয় খুঁটিনাটি দেখে কোন রিকোমেণ্ডেশন করা যায় কিনা। এরমধ্যে সরকার পরিবর্তন হলো।

স্যার, সবচাইতে সংকটজনক অবস্থা যখন সৃষ্টি হল তখন এই বিগত বছরে এখানকার জোট সরকার এ যারা রয়েছে অর্থাৎ এখনকার ট্রেজারী বেঞ্চে যারা রয়েছেন তারা একটা টারগেট করলেন এইখানে যারা শ্রমিক এইটা তাদের সহ্য হচ্ছিলনা শ্রমিকদের শতকরা ৯০ জন সি. আই, টি, ইউ, করেন। এইটা সাংবিধানিক অধিকারকে কোন ট্রেড ইউনিয়ন করবেন এইটা তাদের সাংবিধানিক অধিকার। তাই তারা ঠিক করলেন এই জুট মিলকে শান্তিতে রাখা যাবে না, এইটাকে অস্থির করে তুলতে হবে। তারা এই জুট মিলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় এবং জুট মিলের ভেতরে বিগত ২০শে আগষ্ট সারা ভারত বন্ধ যখন ডাক দেওয়া হলো ভারতবর্ষের বামপন্থী দলগুলি তখন এইটাকে সমর্থন জানালো এবং জনতা দল অন্যান্য দল। সেই বন্ধের দিনে প্রথম আক্রমন (তার আগেও এইভাবে আক্রমন করা হয়েছে) করা হল সেদিন একেবারে ওয়েল অর্গেনাইজড্ প্রিপ্লেণ্ড আক্রমন সংঘটিত করা হল। এবং শত শত শ্রমিককে সেই মিল থেকে বের করে দেওয়া হল, অনেককে মেরে আহত করে দেওয়া হল। এই সব ঘটনা স্যার; কয়েকটি লোক মাত্র করেছে। গত ৩০শে আগষ্ট সেখানকার ব্যারাকে কোয়ার্টারে যেসমস্ত শ্রমিকরা থাকতেন সেখানে একের পর এক হামলা শুরু হল। ৭/৯/৮৯ ইং তারিখে মানিক মিঞা, জীবন চক্রবর্তীর কোয়ার্টারে রেনসেক করা হল,, লুটপাট করা হল, সবকিছুই করা হল। ৩০শে আগষ্ট তারিখে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য ওয়ার্কার তার উপরে আক্রমন হলো। ১৪, ৯, ৮৯ ইং তারিখে লুট হল, তাকে তার বাড়ী থেকে বের করে দেয়া হল। ১২, ৯, ৮৯ ইং তারিখে

রায় কল্যান পাশার কলোনীতে অধীর নন্দীর বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। ৩১, ৮, ৮৯ ইং থেকে ৬,৯,৮৯ ইং পর্যন্ত লক্ষী শর্মার কোয়ার্টার নং এ/৪১, যতুলাল শর্মা, মোহিত পাল, শৈলেন সিং, সুবোধ দেববর্মা এরা ব্যারাকে, এদের কোয়ার্টারে সমস্ত কিছু র‍্যানস্যাক করা হলো, লুটপাট হল এবং ২৫, ৯, ৮৯ ইং তারিখে মিল শ্রমিক তপনকুমার দাসকে খুন করা হল। রাত্রি ১০টার সময় সুশীল দেবনাথ নামে একজন শ্রমিক যে মিলের ভেতরে কাজ করে আবার পানের দোকানও চালায়। ওখানে ওর ঘরের ভেতরে রাত্রি ১০টায় সবার চোখের সামনে তাকে ঘরে আটক করে রাখা হল। সেকেণ্ড শিফ্‌ট যখন শেষ হল তখন ওকে ড্র্যাগ্‌ করে নিয়ে গেল। মেইন গেইট দিয়ে ওকে বের করে নিয়ে গেল এবং সুনীল দেবনাথ, মুক্তার আলি, রাম সুরত রাম এরা নিয়ে গিয়ে খুন করেছিল। এবং আমরা এই বিষয়গুলি রাজ্যপাল, ডি, জি, চীপ্‌ সেক্রেটারী সবারই গোচরে নিয়েছিলাম। আমাদের একটি প্রতিনিধি দল তাদের কাছে গিয়েছিল। সেই কমিটিতে আমিও ছিলাম। ছিলেন বিমল সিন্‌হা মহোদয় ও আরো কয়েকজন। স্যার, আমি এখানে যাদের নাম বললাম তারা প্রকাশ্যেই সেখানে বসে আছে। পুলিশ তাদের কেশ স্পর্শ করেনা। সমস্ত এরিয়াতে তারা এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছে। এমন একটা অবস্থা স্যার, যে ছেলেরা আগষ্ট মাসের বেতন নিতে পারেনি। এই ব্যাপারে রাজ্যপাল থেকে শুরু করে ডি, জি, চীপ সেক্রেটারী সবার সংগে আলোচনা করেছি। তারপর তাদের বেতন নেওয়ার জন্য অফিসে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পুলিশ এস্‌কর্ট দিয়ে বটতলা থেকে অফিস পর্যন্ত তাদের নিয়ে যাওয়া হয়।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ছাটাই করা হয়েছে ৩৪ জনকে, সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন ৬৬ জন। নতুন নিয়োগ করা হয়েছে ১১০ জনকে। আমাদের হিসেবে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কম করে ৩০০ জন লোক নেওয়া হয়েছে। পুরনো শ্রমিক, যারা দশ বৎসরের ট্রেইন্‌ড্‌, তাদের সবাইকে ছাঁটাই করার পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কাছে ছাঁটাইরের নাম-ধাম, অর্ডার নং, তারিখ রয়েছে। তারা স্ট্রাক্‌ অব্‌ করছেন। আমার কাছে যে তথ্য আছে, তাতে ১০৭ জন এবং ২৭ জনকে টার্মিনেট করা হয়েছে। আরও রয়েছে আমি জানি। সাসপেনশনের ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন সে সংখ্যাটা ঠিকই আছে। অনেক শ্রমিক বিশেষ করে ট্রাইবেল শ্রমিকরা, তারা এখন জুট মিলের ভিতর যেতে পারছেন না। তাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে। তাহলে লক্ষ্যটা কি? লক্ষ্যটা হল এখানে গণতান্ত্রিক অধিকার থাকবেনা। যে কথাটা আমরা গত দুই বছর ধরে বলার চেষ্টা করছি। জুটমিলে এই জমানায় ১১০ জন

খুনী, সমাজদ্রোহীকে ঢুকানো হয়েছে। আমাদের হিসাবে আরোও বেশী। যাদের শ্রমিক হিসাবে ঢুকানো হয়েছে। যাদের কোন কাজ করতে হয় না। আর যারা ট্রেইনড শ্রমিক যারা ১০ বৎসর ধরে কাজ করছে, কম মজুরীতে তাদেরকে সরিয়ে দেওয়ার সমস্ত প্বাকা-পাকি ব্যবস্থা হয়েছে।

স্যার, এই মিলটা বর্তমানে এমন একটা অবস্থায় আছে, যেটাকে বাঁচিয়ে রাখা বা চালু রাখার ব্যাপারে আমাদের সবারই একটা দায়িত্ব থেকে যাচ্ছে। আমাদের আমলে আমরা চেষ্টা করেছিলাম আরো একটা জুট মিল করার জন্য। এই ত্রিপুরা বিধানসভার পি, এ, সি কমিটির সদস্যগণ জুট মিল সফর করে এসে যে রিপোর্ট দিয়েছেন সেই রিপোর্ট আমাদের কাছে আছে। তাদের রিকমেনডেশান এখানে আছে। আমি সেটা এখানে আনতে চাইছিনা। কিন্তু এই মুহুর্তে সেখানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা দরকার। এই হাউসে শ্রমিক শ্রেণীর সমস্ত স্তরের ব্যাপারে আমাদের ঐকামত হওয়া দরকার। ইণ্ডাষ্ট্রেলিয়াল যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নে আমরা একমত হওয়া দরকার এবং সেই দিন থেকে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই দাবী উপস্থিত করব যাতে বিধানসভা থেকে ইতিমধ্যে বিরোধীদল নেতা প্রাইমমিনিষ্টার, টেক্সটাইল মিনিষ্টার ইণ্ডাষ্ট্রি মিনিষ্টার এবং গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া তাদের কাছে লিখেছেন যাতে করে অনুদান দেওয়া হয়। কাজেই সার্বিক স্বার্থে আমি আবেদন করব যে, এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হউক। মাননীয় সদস্য যে এমেণ্ডমেণ্ট এনেছেন আমরা বলছি সার্বিক স্বার্থে এমেণ্ডমেণ্টে আমরা কোন বিরোধিতা করি না। এই এমেণ্ডমেণ্ট করেও এটা যদি এই হাউসে গৃহীত হয় এতে আমার মত রয়েছে এবং সর্ব-সম্মতিক্রমে যাতে একটা রেজিউলেশন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উপস্থিত করতে পারি সেই দিকে আপনারা সম্মতি দেবেন। এই অনুরোধ রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার বিমল সিনহা।

শ্রীবিমল সিনহা :— অনারেবল স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বৈদ্যনাথ মজুমদার যে প্রস্তাব এনেছেন এবং রসিক বাবু তার সংশোধনী যেটা এনেছেন তার দুটোকে আমি সমর্থন করে আমি কয়েকটি কথা বলছি। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের যে জুটমিল আছে সারা উত্তর পুর্বাঞ্চলের মধ্যে এটা ধুঁক ধুঁক করে জ্বলছে। এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে পৌঁছেছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের উৎপাদিত পাট সে জুমিয়া হউক বা কৃষক হউক..... ... ... ।

মিঃ স্পীকার :— না রিজিউলেশনের বাইরে আমি এলাউ করব না, আমার এত টাইম

নাই, সুতরাং মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব যেটার উপর এসেছে সেটার উপর আলোচনা শুরু করুন ।

শ্রীবিমল সিনহা :— এটা যে তাদের স্বার্থে জুটমিলটা তৈরী হয়েছে । এই জুটমিলকে বন্ধ করার অনেক ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল এবং চলছে । আজকে ওখানে নানাভাবে অত্যাচার জুলুম, অবিচার সেইগুলি চলছে, সেইগুলি বিস্তৃত বলেছেন এবং এইগুলি কথার কথা না, আমি কতগুলি বিশেষ প্রমাণ দিচ্ছি। শুধু এটেনডেন্সের যে ধারাবাহিকতা তার একটা উদাহরণ দিলেই সহজেই বুঝা যাবে । এই যে ত্রিপুরার জুটমিল বামফ্রন্ট আমলে ৩০ টন, ৩০ মেট্রিক টন পর্যন্ত দৈনিক উৎপন্ন হয়েছে । আজ সেই জায়গার মধ্যে ১৩, ৩, ৯০ ইং পর্যন্ত ছাঁটাই করতে করতে শ্রমিকের সংখ্যা পৌছেছে ১৪শ ২৫ জন এবং তাও এত সন্ত্রাস, গত ১৩, ৩ তারিখ ৯৯৮ জন, ১৪, ৩ তারিখ ১৭৬৮ জন, ১৫ তারিখ ১১০৯ জন, ১৬ তারিখ ১০৬৮ জন, ১৭ তারিখ ১০৮৭ জন, এই যে মারাত্মকভাবে উপস্থিত কমে যাবার কারণটা কি ? একমাত্র সন্ত্রাস এবং এই সন্ত্রাস, এটা কোন টি, ইউ, জে, এস, কংগ্রেস সি, পি, এম অমুক অমুক দল মতের কথা না গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের ইকনমিক যা ত্রিপুরা রাজ্যের এমপ্লয়মেন্ট এক্টিভিটি তৈরী করার ক্ষেত্রে কতটুকু ধ্বংসের দিকে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে তার উদাহরণ ।

দ্বিতীয়ত: মাননীয় স্পীকার স্যার, উৎপাদনটা কমে যাচ্ছে মারাত্মক ভাবে যেখানে দেখা যায় ২৫টন ৩০ টন হত, । আমি দুই দিনের উদাহরণ দিচ্ছি ২৭,২,৯০ইং এ দাঁড়ালো ২.৪৩৭ মেট্রিক টন, ২৮ তারিখে হলো ৩.৮৪৫ মেট্রিক টন । যেখানে ২৫ থেকে ৩০ টন হয় । সেখানে ৩ টন ২ টন উৎপাদন হওয়া এটা প্রায় নিভে যাবার সমান । এই যে অবস্থাটা চলছে এই অবস্থার জন্য কে দায়ী ? আজকে যেখানে ৫ শটা হেসিয়ান লোম আছে, ৫শটা হেসিয়ান লোমে, সরি ১৫০টা স্মল গ্লোভ সেখানে মাত্র চলেছে ১২ থেকে ১৪টা লোম । বাকি গুলো সব বন্ধ । উপরন্তু যেখানে হেসিয়ান লোম ৫০ টা সেখানে চলেছে মাত্র ২০ থেকে ২৫টা অর্থাৎ কোন কোন দিন চলেও না । এই রকম অবস্থা পর্যন্ত হচ্ছে । এই যে অবস্থা কি রকম ভাবে শ্রমিক একজন ক্যামুনিষ্টপার্টি বিলিফ করতে পারে, একজন আই, এন, টি, ইউ, সিকে বিলিফ করতে পারে, একজন অন্য কোন রাজনৈতিক ইউনিয়নের বিলিফ করতে পারে । কিন্তু বিলিফ করাটা এত অপরাধ যে তাকে ছাঁটাই করতে হয় ।

এক দিনে, একেই অর্ডারে অর্ডার নং এফ, টি, জে/ পি, টি/ (এম) / ৩১৫৮ ডেটেড সেকেন্ড ডিসেম্বর, ৮৮ ২৭ জনকে টার্মিনেটেড করা হয়েছে । এই জুট মিল- আমরা ক্ষমতায় থাকি আর না থাকি, সেটা কোন কথা নয়, এটা সি, পি, এর সম্পত্তি নয়, কংগ্রেসেরও

সম্পত্তি নয় এবং টি, ইউ. জে, এস, এদেরও সম্পত্তি নয়, এটা গোটা রাজ্যের সম্পত্তি। এভাবে যদি নির্বিচারে শ্রমিক ছাঁটাই করেন. তাহলে এই জুট মিলটা চলবে কি করে ? তার মধ্যে কতজন ট্রাইবেল, মাননীয় সদস্য বৈদ্যনাথবাবু যে কথা বলেছেন যে ১০৭ জন ট্রাইবেল, যারা পশ্চাদপদ. অ-উন্নত সেই স্ট্রিমে আসতে চায়, তাদের মধ্যে কতজন ট্রাইবেল, সেই লিস্টা দিন, তাহলে হিসাব করে দেখা যাবে। তারা লংতরাই, আঠারমুড়া এবং সেই দক্ষিণ দিক থেকে এসে এই জুট মিলে কাজ করছেন। কোন রকমে আজকে তারা সেই স্ট্রিমের সংগে এসে মিশতে চাইছেন, ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক জীবন যাপন করতে চাইছেন, তাদেরকে আজকে ছাঁটাই করা হচ্ছে, তাদের আতঙ্কিত করা হচ্ছে, যার ফলে তারা ভয়ে আসতে চায় না। তারা নিতান্ত পেটের দায়ে অসহায় হয়ে এই জুটমিলে কাজ করতে এসেছে, এই অবস্থার মধ্যে আজকে যদি তাঁদেরকে বলা হয় যে জুটমিলে কি চলছে ? একথার অর্থ প্রথমটা জুটমিলে উৎপাদন কমছে, দ্বিতীয় হচ্ছে, শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে নির্বিচারে।' এমন কথা নয় যে যারা সি, পি, এম, করছে, তাদেরকে ছাঁটাই করে কংগ্রেসের লোকদেরই নেওয়া হবে, তা নয়, সেখানে কংগ্রেসীদেরও কোন জায়গা হবে না। এটা বন্ধ হবে। বন্ধ হবে শুধুমাত্র সি, পি, এমের কয়েকজনকে তাড়ানোর জন্য নয়. গোটা জুটমিলটাকে বন্ধ করার জন্যই। তারজন্য শুধু সি, পি, এমই অসুবিধায় পড়বে. এমন নয় গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষ যারা এই শিল্পের জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করেছিল, তাদের সেই আশা আকাঙ্খা কে ই বলি দেওয়া হবে। এর মধ্যে কংগ্রেস হউক, সি, পি, এম, হউক অথবা জনতাই হউক, সেগুলি কোন প্রশ্ন নয়। সমস্ত মানুষের ঐক্যবদ্ধ ফলস্বরূপ একদিন এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে জুটমিল তৈরী হয়েছিল, সেটা আজকে ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে। তাই এই জুটমিলকে রক্ষা করার জন্য এক সময়ে মাননীয় বিরোধী দলনেতা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অনেক চিঠিপত্র লিখেছেন, নিজে ব্যক্তিগত ভাবে দেখা করেছেন সেই সঙ্গে কেন্দ্রের কাছে কোটি কোটি টাকার দাবী জানিয়েছিলেন, যাতে এই জুটমিলকে বর্তমান যে অর্থনৈতিক অবস্থা চলছে, তার থেকে বাঁচানো যায়। আজকে এই রাজ্যে যেমন জুটমিলের মত একটা শিল্প চলছে, ঠিক তারই পাশাপাশি এই ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমস্ত কৃষক আছে, সে জুমিয়া কৃষক হউক আর অন্য কৃষকই হউক যারা জে. সি, আই এর কাছে পাট বিক্রি করে, জে, সি, আই তাদের কাছ থেকে পাট কিনে সেই জুটমিলকে সাপ্লাই করে। আজকে যদি জে, সি, আই, তাদের কাছ থেকে পাট না কিনে তাহলে বহিরাজ্যের ব্যবসায়ীদের উপর এই জুটমিলকে নির্ভর করতে হবে তারা তাদের ইচ্ছামত দর নামিয়ে অথবা কমিয়ে এই রাজ্যের পাট চাষীদের বঞ্চনার মধ্যে ফেলে দিতে পারে। আজকে, সেই রকম অবস্থার মধ্যে পড়ে মাননীয় সদস্য রসিকবাবু যে, দাবী করেছেন যে জে, সি, আইকে এর মধ্যে ইনভলভ

করতে হবে আমি তাকে সমর্থন করছি। কিন্তু তার পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে যে কেবল টাকা আসলেই জুটমিলটা চালু থাকবে এটা নয় আবার টনে টনে উৎপাদন হবে সেটাও আমরা মনে করি না। সেই সঙ্গে সেখানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে সেখানকার ট্রেড ইউনিয়ন র‍্যাইট যেটা আছে সেটাকেও স্বীকার করতে হবে এছাড়া সেখানকার সন্ত্রাসকে বন্ধ করতে হবে এবং সেখানকার মধ্যে ইতিমধ্যে যে সমস্ত দমন মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেগুলিও বন্ধ করতে হবে। আজকে কংগ্রেস আছে কালকে কংগ্রেস নাও থাকতে পারে আজকে অমুক মন্ত্রী আছে কালকে সে মন্ত্রী নাও থাকতে পারে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ থাকবে, তাই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, সেটাকে ফরফিটেড করার জন্য যে সমস্ত দুরভিসন্ধীমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সেগুলিকে এক্ষুনি বন্ধ করুন এই অনুরোধ আমি আপনাদের কাছে রাখছি। এবং তার সাথে সাথে এই অনুরোধও করছি যে আসুন আপনারা এবং আমরা কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাই এবং সবাই মিলে দাবী করি যে ত্রিপুরা রাজ্যের অগ্রগতিকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য আর শক্তিশালী করার জন্য এই জুটমিলটাকে একটা ভিত্তি ভূমির উপর দাঁড় করাই যাতে এই রাজ্যে সকল অংশের মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। কাজেই এই সম্পর্কিত যে প্রস্তাব এসেছে এবং তার উপর সংশোধনী এসেছে আমি সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রী রসিকলাল রায় :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে যে রিজিউলিশন এসেছে এটা অত্যন্ত গঠনমূলক। এই চিন্তাধারা বিরোধী দলের সদস্যদের আরও আগেই থাকা উচিত ছিল। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রদ্ধেয় বৈদ্যনাথবাবু বলছেন যে এই জুটমিলের কাজ সুখময় বাবুর আমলে কনস্ট্রাকশন আরম্ভ হয়েছিল। এরমধ্যে বামফ্রন্ট সরকার এসেছে। বামফ্রন্ট অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এই জুটমিল স্টার্ট করেছেন। বিগত দিনে কংগ্রেস এই জুটমিলের প্রস্তুতি নিয়েছিল। বামফ্রন্ট এসে শেয়ার মানি ঋণের মানি দিয়ে এই জুটমিল আরম্ভ করেছিল। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে যে গঠণমূলক চিন্তাধারা ওদের মাথায় এসেছে সেটা যদি আগে থাকতো তাহলে জুটমিলের এই অবস্থা হতো না। বিগত দিনে বামফ্রন্ট সরকার এই জুটমিলকে তাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় পরিচালিত করেছিল। আজকে যে প্রশ্ন বৈদ্যনাথবাবু তুলেছেন যে আমাদের আমলে কিছু শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। ওদের আমলে এই জুটমিলটাকে তারা বানিয়েছি রাম দা এর কারখানা; বিধায়কদের হত্যা করার কারখানা। এই জুটমিল থেকে রাম দা ছাড়া একটা চটও ওরা উৎপাদন করতে পারতো না।

ব্যাংক থেকে তারা ৫ কোটি টাকার ঋণ নিয়েছিল। আমার মনে হয় দশ কোটি টাকার উপর। টাকাটা কোথায় গেল ? এই টাকাটা তারা মারিং করেছে। আপনারা টাকাটা অপচয় করেছেন। রাম দা অস্ত্র তৈরী করেছেন বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানী করেছেন। এই কারখানায় ভাল মানুষ যেতে পারতো না। এখানে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল গাড়ী হাফানীয়াতে এসে জিজ্ঞাসা করতো এখানকার অবস্থা কি ? অবস্থা যদি ভাল না থাকে তাহলে আমরা যাব না। আমার সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন জুটমিলের এমন একটা অবস্থা, এমন ঋনের বোঝা চাপিয়ে ওরা গেছে এটাকে ঠিক করতে আমাদের সময় লাগবে।

আমরা আসতে পারার ফলেই এটার উদ্ভাবন শক্তি আজকে ১৬ মেট্রিক টনে এসেছে। আপনারা কোথায় নামিয়ে গিয়েছিলেন ? ৫/৬/৭ হবে ? আর এখানে বলছেন, ৩০ মেট্রিক টনে নিয়েছিলেন। এই শ্রমিক দিয়ে ? শ্রমিকদের ট্রেনিং দিয়েছেন ? কিসের ট্রেনিং ? আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন না, জুট মিলে কিসের ট্রেনিং দিয়েছেন। সেখানে অস্ত্রের ট্রেনিং দিয়েছেন। বলেছেন কংগ্রেসকে সর্বত্র মার। এস, আর, ই, পি, দিয়েছেন। কারা পেত সেই কুপন। যারা মিছিল করত তারা পেত কুপন। শ্রমিকদের আপনারা ইনেকটিভ করেই রেখে দিয়েছিলেন। তাদের দিয়ে কোন কাজ করান নি। তাদেরকে দিয়ে ইনক্লাব করিয়েছেন, তাদেরকে দিয়ে মিছিল করিয়েছেন, তাদেরকে দিয়ে কংগ্রেস তাড়িয়েছেন, তাদেরকে দিয়ে কংগ্রেস কর্মীকে খুন করিয়েছেন। এখানে মাননীয় বৈদ্যনাথ বাবু বসে আছেন। তিনি বয়স্ক ব্যক্তি আমার পূজনীয়। তিনি শিক্ষিত ভদ্রলোক তিনি কি করে এটা মেনে নিতে পারলেন। সুনীলবাবু এখানে বসে আছেন। আপনার লজ্জা করছে না ? আপনার দক্ষিণে কি হয়েছে ? সাব্রুম, উদয়পুর, বিলোনীয়ায় কী হচ্ছে ? এটা কি অস্বীকার করতে পারবেন ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সময় সংক্ষেপ করুন।

শ্রীরসিকলাল রায় :— হ্যাঁ. স্যার, আমি সময় বেশী নিচ্ছি না। আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আমি বলব, জুট মিলের উপর যে বে-সরকারী প্রস্তাব এসেছে এবং সেই প্রস্তাবের উপর আমার যে সংশোধনী প্রস্তাব আমি এনেছি সেটাকে সবাই সমর্থন করবেন এই আশা রেখেই আমার সংশোধনী সহ প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার এনেছেন এবং তার মধ্যে যে সংশোধনী আনা হয়েছে সেই সংশোধনী সহ মূল প্রস্তাবকে সমর্থন করেই আমি আমার বক্তব্য রাখছি আসলে এই জুট মিলকে রক্ষা করাই আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ। এটা ত্রিপুরার শ্রমিক, কৃষক, সব মানুষের স্বার্থে। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকা সময়ে যে যে চেষ্টা করেছিল আমরা আজকেও এই বিরোধী আসনে বসেও সেই একই চিন্তা করছি। কারণ, আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গীই এই এই কারণে। আমরা যখন সরকারে ছিলাম ১০ বছর, তখন একটি কথাও কোন দিন রাজ্যের স্বার্থে করতে শুনি নি। সকালে টেলিগ্রাম, দুপুরে টেলিগ্রাম, বিকালে টেলিগ্রাম, সন্ধ্যায় টেলিগ্রাম, রাত্রে টেলিগ্রাম রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করার জন্য। এই ছিল তাদের কাজ। আর আজকে আমাদের সর্ব রকমের অভিজ্ঞতা থাকা সত্বেও আমরা রাষ্ট্রপতির শাসনের কথা বলি না। আমরা সেদিকে যাচ্ছি না। সেজন্য বিরোধী আসনে থেকেও আমরা রাজ্যের স্বার্থে আমাদের দলের নেতৃবৃন্দ দিল্লীতে সব সময়ে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন যাতে, সেই জন্য বিরোধী আসনে বসেও আমাদের দলের নেতৃবৃন্দ দিল্লীর সরকারের যাতে টাকা পয়সা আসে, ত্রিপুরা বাসীর স্বার্থে এই জুট মিলটাকে চালু রাখা যায় এবং এই বিধানসভার প্রস্তাবের মধ্যে দিয়েও এটা প্রমানিত হচ্ছে। বিরোধী আসনে বসলেও আমরা এই রাজ্যে ৯৫ ভাগ অংশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করি, আর উনারা মাত্র ৫ ভাগ মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে সরকারে বসে আছেন। স্যার, উনারা বরাবর একটা কথাই বলে থাকেন জুটমিলটি লসের জন্য বামফ্রন্ট সরকারই দায়ী। পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটিতে শাসক দলের লোকরাই বেশী, আমাদের দলের সদস্য সংখ্যা কম। সেই কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছে, এটা আমাদের এই হাউস গ্রহন করেছে। সেই রিপোর্টের একটা প্যারা এখানে আমি পড়ে শুনাতে চাই। সেখানে বলা হয়েছে—It revealed from the written reply furnished by the Jute Mills Authorities that the consortium of four financial Institutions and six Commercial Banks was formed to consider financing the projects of the Jute Mill. It further appeared that the decisions taken in the consortium was not followed particularly regarding the pattern of security and documentation etc. as a result of which the disbursement by individual members was delayed and the Company suffered enormously. Due to shortage of

funds, commissioning of the project was delayed and full commissioning could not be completed even today. আজকে পর্য্যন্ত এর ফুল কমিশানিং করা সম্ভব হয় নি, যেহেতু টাকা দেয় নি সেইজন্য কংগ্রেস আমল থেকে শুরু করে ১৯৮১-৮২ সন পর্য্যন্ত সেখানে তার লসের পরিমান দাঁড়ায় ২১ কোটি ৩১ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকায়। তার মধ্যে ১৪ কোটি ১৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা হচ্ছে ক্যাশ লস। এটা ইনষ্টলেশান সময় কংগ্রেস রাজত্বে এই ব্যাপারটি ঘটে। সেই দেনার দায় বহন করে ত্রিপুরার শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থে এই জুট মিলের কাজ শুরু করা হয়। সেই কাজ সরকার করার পর কিভাবে জুট মিলটাকে বাঁচানো যাবে, বেটারমেন্ট করা যাবে সেই সমস্ত চিন্তা করে বাটালিবয় এণ্ড কোম্পানী নামে একটা কোম্পানীকে দিয়ে সমস্ত কিছু তদন্ত করানো হয় এবং তারা তদন্ত করে যে রিপোর্ট দেন, সেই রিপোর্টের মধ্যে একটা রিকমেণ্ডেশান করেন যে বিভিন্ন ব্যাংক এবং ইণ্ডিভিজুয়েল যে টাকা দিয়েছে সেটাকে টার্মলোন হিসাবে না দেখে ইকুইটি শেয়ার হিসাবে যেন এটাকে ট্রিট করার জন্য তারা অনুরোধ করেন। শুধু তাই নয়, সেণ্ট্রাল এ্যাকসাইজ এই জুট মিলের উপর যা আছে সেই সেণ্ট্রাল এ্যাকসাইজকে যাতে জুট মিলের সোর্স অব ফাণ্ড হিসাবে এখানে দেওয়া হয় সেটাও রিকমেণ্ডেশান করা হয়। তখনকার সময়ে চীফ সেক্রেটারীর নেতৃত্বে একটা উচ্চ পর্য্যায়ের কমিটি গঠন করে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বারবার অনুরোধ জানানো সত্বেও তা করা হয় নি। রাজ্যের সেলস ট্যাক্স যা হয়, সেই ট্যাক্স আদায় না করে এই জুট মিলকে যাতে দেওয়া হয় তার রিকমেণ্ডেশান করা হয়। একটা রিকমেণ্ডেশানও এই সরকার কার্য্যকর করেন নি। যার জন্য জুট মিলের আজকে এই অবস্থা। জুট মিলে পারডে ১৮-১৯ টন মাল প্রডাকশান হত, সেখান থেকে প্রডাকশান নেমে এই ফেব্রুয়ারী মাসে এসে দাঁড়ায় ৬-৬৬ মেট্রিক টন।

স্যার, এই যে কম হয়ে গেল কেন ? সেখানে আমরা দেখলাম যে সমস্ত পাট বাতিল করা হচ্ছে সেই পাটগুলি সস্তা দরে অন্যত্র বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। আবার সেই নষ্ট পাট গুলিকেই সেই বেসরকারী দোকান থেকে রিক্সা করে এনে সেখানে কাজ চালানো হচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে বেসরকারী লোককে লক্ষ লক্ষ টাকা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। তিন (৩) কোটি টাকার একটা পরিকল্পনা ছিল এই সরকারের কাছে কিন্তু যারা এই কাজের জন্য মেইনটিনেনসে আছেন তারা তিন কোটি টাকার মধ্যে এক কোটি টাকারও হিসাব দেননি। কাজেই বিভিন্ন সময়ে কমিশনের রিপোর্ট এখন যারা মেইনটেইন করেন তারা এই সমস্ত প্রস্তাবের একটি প্রস্তাবেরও কোন

গুরুত্ব দেন নি। খুন করে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এবং মিলের মধ্যে লক্ আউট ঘোষনা করে এই সরকার রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা যখন পি; ইউ; সি মিটিংএ স্পট ভিজিট করার জন্য জুট মিলে গেলাম তখন সেখানকার একজন কর্মী শ্রীজিতেন্দ্র দাস সে তখন কাজ করছিল এবং আমাদের সঙ্গে কাজ সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলেছিল এবং আমাকে ও অমল মল্লিককে সাক্ষীও মেনেছিল। কিন্তু, আমরা সেখান থেকে বেড়িয়ে আসার কিছুক্ষণ পরেই শুনতে পেলাম তাকে খুন করা হয়েছে। স্যার, এই যে অবস্থা চলেছে এটা বন্ধ করা হবে কিনা এবং এই সমস্ত রিকমানডেশ্যানগুলিকে কার্যকরী করা হবে কিনা। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন রেখে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস এই হাউসকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। এখানে উনি পি, ইউ, সি রিপোর্টে বলেছেন যে সি, এ, জি রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে দিয়েছেন কিন্তু ১৯৮৩-৮৪ সালে যে সরকার এখানে ছিল যে রেফারেন্স উনি দিয়েছেন এটাতে তো প্রমান হয়ে যায় যে বামফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে বলেছেন।

শ্রীনকুল দাস :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অসত্য ভাষণ দিচ্ছেন কারণ আমি বামফ্রণ্টের আমলের কথা বলি নি, ১৯৮৩-৮৪ সালের কথা বলি নি উনাদের আমলের কথাই বলছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদিলীপ সরকার।

শ্রীদিলীপ সরকার :—(বাধার ঘাট) মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার মহাশয় যে প্রাইভেট মেম্বার রিজলিউশ্যান এনেছেন তার বিরোধীতা করে এবং মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল মহাশয় এই প্রাইভেট মেম্বার রিজলিউশানের উপর যে এমেণ্ডমেণ্ট এনেছেন সেই এমেণ্ডমেণ্টকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

আজ থেকে ১০ বছর আগে যখন বামফ্রণ্ট সরকার ত্রিপুরার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যেদিন জুটমিল তাদের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল সেদিন মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনারা হয়ত শুনেছিলেন এই জুটমিল সন্ত্রাস-রাহাজানির ঘাটি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল

আজকে যারা এই জুটমিলকে টাকা দাও বলছেন তারাই এরকম বানিয়েছিলেন। জুটমিলে যখন কমার্শিয়েল প্রোডাকশন শুরু হয়েছিল তখন বেছে বেছে লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। সেদিন থেকে জুটমিলে লক পড়ার কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছিল কিন্তু সে ঋণ ফেরৎ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই। জে, সি, আই, থেকে ৮৪ লক্ষ টাকার জুট কেনা হয়েছিল কিন্তু সে টাকা আজকে সুদ সমেত দেড় কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। যে সমস্ত শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের কোন কাজের মানসিকতা ছিলনা। কারন তৎকালীন সরকার তাদেরকে খুন সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য নিয়োগ করেছিলেন। তবু আজকে ২০ কোটি টাকার জন্য যে আবেদন এই হাউসে করা হয়েছে সেটা অবশ্যই আনন্দের। কিন্তু বিগত ১০ বছর তাদের এই দরদ আমরা দেখতে পাই নাই। আজকে এই দরদ দেখানোর অর্থ শ্রমিকদের কাছে বাহবা নেবার চক্রান্ত বলে আমি মনে করি। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই জুটমিল রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। কাজেই আমরা ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে ৩০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি রাখব।

কাজেই আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের জনস্বার্থে জুট মিলের স্বার্থে ৩০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা রেখেছি যাতে করে এই টাকা দিয়ে বিগত দিনে বামফ্রন্টের ভুল নীতির জন্য যে ঋণ বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নিয়েছিলেন জুট করপোরেশন থেকে যে জুট নিয়েছিলেন সেই টাকা দিয়ে আবার যাতে নতুন করে এই জুটমিলটিকে ঢেলে সাজানো যায়, ভালভাবে যাতে এই জুটমিলকে চালানো যায় সেইজন্য আমি তাতে একমত পোষণ করছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আরেকটু বলতে চাই যে বিরোধী সদস্যরা যে ছাঁটাইয়ের কথা বলছেন যে, জুটমিলের মধ্যে কোন পরিবেশ নাই, সি, আই, টি, ইউ, এর ছেলেরা যেতে পারেন না, তাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ অসত্য। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি সি, আই, টি, ইউ, এর লিডার যারা এই জুটমিলে ছিলেন তারা আমার কাছে ডেপুটেশন দিয়েছিলেন। আমি তাদের পরিস্কার করে বলেছি যে আপনারা জুটমিলের শ্রমিক জুটমিল দেখার দায়িত্ব আপনাদের, আমি আপনাদের পাশে আছি আপনারা আসুন, আপনারা কাজ করুন। কিন্তু আমি শুনেছি যে পার্টি লিডার যারা আছেন বামফ্রন্টের বর্তমানে আজকে যারা এই জুটমিলের পক্ষে বক্তব্য রাখছেন, তারাই সেদিন এই সমস্ত শ্রমিকদের জুটমিলে না যাবার জন্য বলেছিলেন, প্লেন দিয়েছিলেন, পরিকল্পনা দিয়েছিলেন এবং বর্তমানে আগরতলায় সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। বিশেষকরে দুই নাম্বার এম, এল, এ, হোষ্টেল হচ্ছে

তাদের গুণ্ডাদের আড্ডা। আমরা সেটা জানি এবং সেইজন্য আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর কাছে আবেদন রেখে ছিলাম যে এদের প্রতি যেন লক্ষ্য রাখা হয়।

এখানে মাননীয় বৈদ্যনাথ বাবু যে নামের লিস্ট গতকাল দিয়েছিলেন স্যার; আমি বলতে পারি প্রয়াত লিডার পরিমল সাহার খুনের আসামী ও আছে। এবং মাননীয় শিল্প দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর গাড়ীতে যারা বোমা ফেলেছিল সেই ১৯৮৪ ইং সনে তাদেরও নাম এই লিষ্টে রয়েছে। কাজেই স্যার আমি বুঝতে পারি না কি করে এই সমস্ত নেতা এই সমস্ত গুণ্ডাদের পক্ষে ওকালতি করছেন, এইটা ভাবতেও অবাক লাগছে।

স্যার, আমি সি, আই, টিউ, বুঝিনা, আই, এন, টি, ইউ, সি বুঝিনা সমস্ত শ্রমিকদের স্বার্থে জুটমিলের স্বার্থে এবং এই জুটমিলটাকে যাতে ভালভাবে তৈরী করতে পারি; যাতে করে সেখানে প্রোডাকসন হয়, আইন-শৃংখলা রক্ষা পায়, সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা চলছি। এই জুটমিলের মধ্যে যেকোন দলের লোক হোক; সি, আই, টি, ইউ বা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন বা অন্যান্য যে কোন ইউনিয়নের লোক যদি আইন শৃংখলা নষ্ট করার জন্য পরিকল্পনা করে; বা কোন প্ল্যান করে জুটমিলটাকে ধ্বংস করে দেবার জন্য; সে যেই দলের লোকই হোকনা কেন তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কাজেই আমি আর বেশী বক্তব্য রাখতে চাইনা। এইখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতিলাল সাহা।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার যে প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিলিউশ্যান এনেছেন এবং তার উপর আমাদের মাননীয় সরকারী চিফ্ হোয়িফ্ মহাশয় যে সংশোধনী এনেছেন সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথমে একটা কথা বলতে হচ্ছে,— বিরোধী সদস্যরা শ্রী বৈদ্যনাথ বাবু, শ্রী বিমল সিন্হা মহাশয়, শ্রীনকুলবাবু উনারা সকলেই বক্তব্য রেখেছেন। আজকে এইখানে যে বক্তব্যটা রেখেছেন এইটা যদি তারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন সেই চেষ্টা করতেন তাহলে আজকে এই জুটমিলের এই অবস্থা হতনা তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার মহাশয় এইখানে উপস্থিত আছেন। জুটমিল যখন উৎপাদনের জন্য চালু হয়েছিল তখনই এইটা চালু করার মতন অবস্থা ছিল না।

কিন্তু ১৯৮১ ইং সালের নভেম্বর মাসে সেই জুটমিলটিতে উৎপাদন শুরু হয়। ১৯৮০ ইং সালের ভয়াবহ দাঙ্গার পরে উনারা আতংকিত ছিলেন যে কখন সরকার ভেঙ্গে যায়। তাই তড়িঘড়ি করে এই জুটমিলের মধ্যে হাজার দুয়েক ত্রিপুরা রাজ্যের তাদের দলের ক্যাডারদেরকে ঢুকানো হলো। এবং সেটা করার ফলেই আজকে এই জুট মিলের এই অবস্থা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, এই জুট মিলের উৎপাদন যখন শুরু হয়েছে, তখন ৪০০ থেকে ৫০০ লোক দিয়ে যেটা করা সম্ভব হত সেখানে প্রথমে ১৮০০ থেকে ২২০০ লোক দিয়ে সেখানে উৎপাদনের কাজে লাগানো হয়। স্যার প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করার কারনটাও পরিস্কার। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কংগ্রেস (আই) নেতা কর্মীদের উপর আক্রমন করার জন্য এই জুট মিলের কর্মীদের ব্যবহার করা হয়েছিল। আজকে এখানে বলা হচ্ছে ছাঁটাই করে দেওয়া হচ্ছে এই জুটমিল থেকে। বহিঃরাজ্য থেকে যে সমস্ত শ্রমিক প্রাথমিক অবস্থায় এখানে এসেছিলেন, দক্ষ শ্রমিক বলে যাদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল তাদেরকে কেন পিটিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হল? কি কারনে বলুন আপনারা তাদেরকে ছাঁটাই করেছেন। আবার বলছেন এখন শ্রমিক ছাঁটাই করা হচ্ছে। মিঃ স্পীকার স্যার, দেখা গিয়েছে যে, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গণ্ডগোলের পিছনে এই জুট মিলের বেশ কিছু শ্রমিক জড়িত। এখানে থেকে ষড়যন্ত্র করা হয়, কংগ্রেস টি, ইউ জে, এস সরকারের বিরুদ্ধে। স্যার, এই বিধানসভার সদস্য পরিমল সাহা হত্যা হওয়ার পর, চরিলাম অঞ্চলে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই জুটমিলের সি, পি, এমের ক্যাডার বাহিনীর সদস্য তখন সেখানে গিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাহারা সফল হতে পারে নাই। ফিরে আসতে হয়েছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে সুবিধা না করতে পারলেও ওরা তেলিয়ামুড়ার বিধানসভার উপনির্বাচনে গিয়ে সফল হয়েছেন। এই জুট মিল আমরা ক্ষমতায় আসার পর, উৎপাদন কিছুটা সুতা পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেন এগুলি হচ্ছে? স্যার, ১৯৮৪ সালের ৩রা ডিসেম্বর আমি যখন বিশালগড় থেকে আগরতলা আসছিলাম তখন আমার উপর এই জুটমিলের সামনে, জুটমিলে সি. পি, এমের শ্রমিক বাহিনী আক্রমন করে। বোম, দা নিয়ে যে আক্রমন তারা করেছিল, তাতে আমি অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পাই। আমার সংঙ্গে এসকর্ট ছিল বলে আমি প্রাণে বেঁচে যাই। তারপরও কি বলবেন যে আপনাদের আমলে এগুলি হয় নাই। এই অবস্থা এখন জুটমিলে থাকতে পারেনা। বিশু সাহার মত আরও কিছু তাদের অপকর্মের ফলে মিল থেকে পালিয়ে গিয়েছে। এইজন্যইতো আপনারা মিলটিকে তৈরী করেছিলেন। আপানারা-ক্যাডার তৈরী করার জন্য এটা করেছিলেন। এটা এখন আপনারা

অস্বীকার করতে পারবেন না। যাদের হাতে রাজ্যের মানুষ প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হয়েছেন।

তারপরও এম, এল, এরা জুট মিলের সামনে আক্রান্ত হয়। হত্যা করার চেষ্টা করা হয়! তারপরও ওখানে আই. এন, টি, ইউ সি করবে, এটা কি হতে পারে স্যার? তারপর যখন কিছু কিছু শ্রমিক আমাদের আই, এন, টি, ইউ, সি করার জন্যে চেষ্টা করে ছিল তাদেরকে পিটিয়ে মিল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। সেই রকম কিছু শ্রমিক আমরা ক্ষমতায় আসার পর আমরা পুনরায় মিলে নিয়োগ করেছি বলুন এটা কি আমরা অন্যায় করেছি? এটা আপনাদের রাগ হতে পারে কিন্তু আজকে তো সিটুর নেতারা ওদের ইউনিয়ন করতে পারছে। কিন্তু আই, এন, টী, ইউ, সি তো বাধা দিচ্ছে না। আপনারা বলুন কোন বিরোধী সদস্য আমরা ক্ষমতায় আসার পর জুটমিলের সামনে আক্রান্ত হয়েছেন বা কোথায় জুটমিলের ভিতরে। জুটমিলের শ্রমিকদের মধ্যে ঝগড়া হতে পারে কিন্তু কোন এম, এল, এ, কোন নেতাকে আমাদের জুটমিলের সামনে আক্রমন করা হয় নি। আপনারা যতই বলুন না কেন শ্রমিকদের মধ্যে কি ঝগড়া কোন কিছুর কারণে হতে পারে সেটা আমরা অস্বীকার করছি না। কিন্তু জুটমিল থেকে পরিকল্পিত ভাবে কোন সি, পি, এম নেতাকে আক্রমণ করা হয়েছে, সেটা বলতে পারবেন না। যদি আপনারা তখন জুটমিলটিকে চালানোর চেষ্টা করতেন তাহলে আজকে জুটমিলের এই দুরবস্থার সৃষ্টি হয় না। আজকে আমরা সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্য দিয়ে কি ভাবে আমরা জুটমিলকে বাঁচিয়ে রাখবো সেই চেষ্টা করছি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সব সময় কেন্দ্রীয় সরকারের সংঙ্গে যোগাযোগ করে চলেছেন কিভাবে জুট মিলটিকে বাঁচানো যায়, অতিরিক্ত টাকা কি ভাবে আনা যায়। যে দিন থেকে জুটমিলটি চালু হল সেই দিন থেকে ৫০টি এশিয়ান লোম বন্ধ হয়ে আছে। আজকে আমরা ক্ষমতায় এসেছি মাত্র দুই বছর হয়েছে। কাজেই আপনারা বলুন বিগত দশ বছরে সেই লোমগুলি কেন চালু করা হয় নি। সব কংগ্রেস জোট সরকারের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছেন বলুন আপনারা? বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি গ্রামের মধ্যে কংগ্রেসীরা ভয়ে চলতে পারতো না। বলতো জুটমিল থেকে গুণ্ডা আমদানী করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় একটা আতঙ্ক ছিল। কাজেই প্রয়োজন হলেই অনিলবাবু বা তাদের নেতারা টেলিফোন করে দিতেন আমার এখন একশ জন গুণ্ডা চাই দশমিনিটের মধ্যে, সেই গুণ্ডারা এসে যত্রতত্র হাজির হত। এই ভাবে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে এক গুণ্ডা রাজত্ব কায়েম করেছিলেন এবং সেই কথা পুনরায় বলতে চাইছেন বিধান সভার মধ্যে। তাই আমি বলব জুটমিলটিকে বাঁচানোর জন্য এই জোট সরকার যথেষ্ট চেষ্টা করছে। যেখানে নেট লসের পরিমান ২৫ কোটি টাকার মত, আমরা চেষ্টা করছি যাতে জুটমিলটীকে বাঁচানো যায়। কারণ তার মধ্যে ১৪শ, ১৫শ, শ্রমিক আজ তাদের

অন্নসংস্থার ব্যবস্থা তারমধ্যে জড়িত সেটাকে বাঁচানো অত্যন্ত প্রয়োজন। আপনারা প্রস্তাব এনেছেন সেটা প্রশংসনীয় কিন্তু যাতে আপনাদের সমর্থিত শ্রমিকরা যারা আছেন এবং আমরা আমাদের শ্রমিকদের বলব তারা যাতে কাজে ফাঁকি না দেয়, আপনাদের শ্রমিকরা যারা আছে তাদেরকে বলুন বেতন যখন নিচ্ছে কাজের ফাঁকে ফাঁকে ইউনিয়ন করুক নিশ্চয় ইউনিয়ন করবে কিন্তু যাতে জুটমিলটির অস্তিত্ব রক্ষার কাজে তারা যাতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে তাই আমি আজকের যে প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটাকে আমি সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :— আমি, এখন মুল প্রস্তাবটি সংশোধিত আকারে ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল— ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে, ত্রিপুরার একমাত্র মাঝারী শিল্প ত্রিপুরা জুটমিলকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য রাজ্যের শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর স্বার্থে অনতি বিলম্বে জুটমিলকে ত্রিশ কোটি টাকা বিশেষ অনুদান মঞ্জুরী দেওয়া হউক। জে, সি, আই যাতে নিয়মিত কাঁচামাল সরবরাহ করে ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে।

(প্রস্তাবটি সর্বসম্মতি ক্রমে সভাকর্তৃক গৃহীত হয়)

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় , স্যার, যিনি এই প্রস্তাব এনেছেন, যিনি এই প্রস্তাবের উপর সংশোধনী এনেছেন এবং এই হাউস সর্ব সম্মতভাবে যেভাবে এই প্রস্তাবটি পাশ করেছেন, সেজন্য আমি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয়কে তার রিজলিউশানটি এই হাউসের সামনে উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার রিজিলিউশানটি হচ্ছে "ত্রিপুরা কংগ্রেস-ই যুব সমিতির জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে গত দুই বছরে যে সকল অবৈধ, অবাঞ্ছিত ঝগরা সংঘটিত করেছে (ওয়েন্টফুল এ্যাক্সপেন্ডিচার্স) সেই সম্পর্কে সম্যক তদন্ত করে সভার সামনে একটি রিপোর্ট উত্থাপন করার জন্য এই সভার নিম্নেবর্নিত সদস্যদের নিয়ে একটি সর্বদলীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হউক : সদস্যদের নাম :

১) শ্রীরসিকলাল রায়, চেয়ারম্যান,
২) শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা, সদস্য,
৩) শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল, সদস্য,
৪) শ্রীঅমল মল্লিক, সদস্য,
৫) শ্রীকেশব মজুমদার, সদস্য,
৬) শ্রীনকুল দাস, সদস্য,

৭) শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা, সদস্য, ৮) শ্রীসুশীল চাকমা, সদস্য,
৯) শ্রীগোপাল দাস, সদস্য।

মিঃ স্পীকার :— এখন, মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত রিজলিউশানটির উপর মাননীয় সরকারী মুখ্য সচেতক শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয় একটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন। সেই সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশের কপি মাননীয় সদস্যগণ পেয়েছেন। আমি; মাননীয় সরকারী মুখ্য সচেতক শ্রীরসিকলাল মহোদয়কে তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবটি এই হাউসের সামনে উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় যে রিজলিউশ্যানটি এনেছেন, তার উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি। আমার সংশোধনী প্রস্তাবটি হল—In the second line of the resolution the words 'পর থেকে গত দুই' be deleted and substituted by' পূর্বে বামফ্রন্টের বিগত ১০'।

মিঃ স্পীকার :— এখন, আমি মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী মহোদয়কে তাঁর উত্থাপিত রিজলিউশ্যানটির উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায় মহোদয় আমার রিজলিউশ্যানটির উপর যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন, সেটা আনার কোন নৈতিক অধিকার তাঁর নাই। স্যার, তারা গত বিধানসভার নির্বাচনের সময়ে উচ্চস্বরে একটা চিৎকার করেছিলেন যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে লটারী কেলেংকারী নিয়ে ৮২ কোটি টাকার একটা দুর্নীতি হয়েছে এবং তারা সরকারে আসার পর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে, একটা কমিশন গঠন করেছেন, আজকে পর্যন্ত এই সভার সামনে সেই কমিশনের রিপোর্ট উত্থাপিত করা হয় নি। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই সভার মধ্যে দাঁড়িয়ে কোন সদস্য ঐ সরকারের কোন দুর্নীতি সম্পর্কিত বিষয়ে কোন অভিযোগ আনতে পারেন নি। কাজেই, সে দিক থেকে এই সংশোধনী আনার তাদের কোন নৈতিক অধিকার নাই। স্যার, আমি যে প্রস্তাবটা এই সভার সামনে এনেছি, সেটা হল গত দুই বছরে এখানকার জোট সরকার অন্যায়, অবৈধ এবং অবাঞ্ছিত ভাবে যে সমস্ত খরচ করেছেন বা অপব্যয় করেছেন, সেটা আজকে এই জোট সরকারের একটা নীতিতে দাঁড়িয়ে গেছে। দুর্নীতি, স্বজন পোষণ, সরকারী অর্থের

অবাধ ও নির্লজ্জ লুন্ঠনের অপর নামই হলো. এই জোট সরকার।

দুর্নীতি এই জোট সরকারের একটা নীতি হয়ে দঁাড়িয়েছে। দুর্নীতি স্বজন পোষণ লুটপাটের অপর নাম জোট সরকার। দুর্নীতির টাকা দিয়ে মন্ত্রীরা তাদের বিলাস ভবন তৈরী করেছেন। প্রথমে পাঁচ মাসের একটা হিসাব দিচ্ছি যে, এই মহাকরণে মন্ত্রীদের বসার যে ঘর সেগুলিকে এয়ারকণ্ডিশন করতে ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। মন্ত্রীদের বিলাসের সাজ সজ্জা করার জন্য খরচ হয়েছে ১৯ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। সরকারী কোয়ার্টারের জন্য এক লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। মন্ত্রী বিভু কুমারী দেবী এই বিধানসভা ভবনের জন্য কয়েকদিন আগে তিন কোটি টাকা পেয়েছেন। উনি বাড়ীর আসবাবের জন্য খরচ করেছেন ২ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। উনি যখন দিল্লী যান ত্রিপুরা ভবনে থাকেন না। প্রথমবার ৭ হাজার ৬৬০ টাকা উনার খরচ হয়েছে। এই সরকারের সেই টাকা মিটিয়ে দিতে হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুধীর মজুমদার নিজের বাড়ীতে বিদ্যুৎ ইত্যাদির জন্য ২০ হাজার টাকা। পি ডব্লিউ এর হিসাবে (ব্যয়ভার) ধরলে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। বাড়ীর আসবাব মার্কেট ইত্যাদির জন্য তিন লক্ষ টাকার মত। মাননীয় মন্ত্রী সমীর বাবুর বাড়ীর জন্য ১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। যারা এম, এল, এ তাদেরকে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান করে মাসে তিন হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হচ্ছে। টি, আর, টি, সিতে মাননীয় সদস্য দিবা চন্দ্র রাংখলকে ভাইস চেয়ারম্যান করে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। গাড়ী বাড়ী সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিধায়ক বলেছেন যে, সমীর বর্মণ এক লক্ষ ৬২ হাজার টাকা দিয়ে বাড়ী করেছেন। এটা প্রমানের জন্য কাগজপত্র দেখান। আমি এক পয়সাও সরকারের কাছ থেকে নেই নি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— আমি এখানে কাগজ দিচ্ছি স্যার।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি সরকারের কাছ থেকে এক পয়সাও নিই নি। কাজেই উনি এখানে যে কথা বললেন তা প্রমান করে দেখাতে হবে। তা করতে না পারলে অ্যাক্সপাঞ্জড করতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— আমি আগেই সবাইকে বলে দিয়েছি, কারোর বিরুদ্ধে কিছু বলতে

গেলে তা প্রমান দিয়েই বলতে হবে। নতুবা তা এলাউ করা হবে না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, উনাকে বলুন প্রমান পত্র দিতে। তা যদি দিতে না পারেন, তাহলে তা আক্সপাঞ্জড করুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— আমার কাছে কাগজ আছে। ... .আমি এক্ষুণি দেব। আপনি নিন। স্যার, লজ্জা থাকা উচিত। এটা কি চলবে? আমার আলোচনা কি শেষ হবে না?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, কাগজ আমাকে দিন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— কাগজ দিন আগে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার :— স্যার, উনি কে?

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— বসুন, বসুন,। আপনাকে আর বলতে হবে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার :— আন পার্লামেন্টিরিয়ান টক। আপনার জন্মের আগে আমার জন্ম। কাজেই কি ভাবে কথা বলতে হয় শিখে নেবেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন (মন্ত্রী) :— আপনাকে ঠিক করব আমি। বসুন।

গণ্ডগোল

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ সীট ডাউন।

(শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয়ের সভাকক্ষ ত্যাগ)

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :— সমীর বাবু আপনি খুব বেড়ে যাচ্ছেন ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ সীট ডাউন । এ সব করবেন না । হাউস চলতে দিন ।

(গণ্ডগোল)

Expunged as ordered by the chair

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য বাদল বাবু যা বলেছেন তা ঠিক নয় । কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কে হবেন, ভাইস চেয়ারম্যান কে হবেন তা নয় । যে কোন লোক হতে পারেন । এটা উনারা ভাল করেই জানেন । উনি যে বলেছেন, ডি, সি, রাংখল ভাইস চেয়ারম্যান তা ঠিক । তবে ডি, সি, রাংখল, টী, আর টী, সি-এর গাড়ীতে চলেন না কিংবা ডি, সি, রাখল টী, আর, টী, সি, এর স্যালারীও নেন না । কাজেই আমি এর প্রতিবাদ করছি । মাননীয় সদস্য অসত্য ভাষণ রাখছেন এখানে ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পিকার :— স্পেসিফিক যা আলোচনা হচ্ছে তা দিন । তা না হলে এলাউ করব না ! কাগজ থাকলে হবে' না হলে হবে না ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার রুলিং দিয়েছেন । যদি তা না মানেন তাহলে, হাউস ছেড়ে চলে যেতে পারেন । আর রুলিং মানলে বসে পড়ুন ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— কাগজ সাবমিট করুন। কাগজ আমার কাছে দিন। প্লীজ কন্টিনিউ।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— আমাকে ত বলতে দিতে হবে।

মি : স্পীকার :— সংক্ষেপ করুন। খুব সংক্ষেপ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাদল চৌধুরী :— আমি সুনির্দিষ্ট ভাবে বলছি,

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এভাবে উনি পড়তে পারেন না। আমি আপনার রুলিং চাইছি। মাননীয় চীফ্ মিনিষ্টার, মিনিষ্টার, বিধায়কের কারো কারো নামে কিছু বলতে গেলে প্রমান থাকতে হবে। উনি কিছু রিটেন পড়ে গেলেই হবে না। আপনি আগে কাগজ দেখুন। দেখুন এটা কি অফিসিয়্যাল ডকুমেণ্ট অর নট।

মিঃ স্পীকার :— না, না, আমি আগেই বলেছি শুধু শুধু কোন অভিযোগ আনা যাবে না। আমার পারমিশান নিয়ে পড়ুন। আগে আমাকে কাগজ দিন। ইট ইজ নট এলাউড। ইট ইজ অ্যাক্সপাঞ্জড।

শ্রীবাদল চৌধুরী:— এইখানে কমিটি গঠন করা হয়েছে। আমি কমিটির কাছে দেব। এই জিনিস কোথাও নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী :— এটা অ্যাকসপাঞ্জড কেন হবে ?

Expunged as ordered by the chair

মিঃ স্পীকার :— আপনারা ত পার্লামেন্টেরিয়ান। আপনারা সবাই হাউসের ডেকোরাম মেনে চলুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন [মন্ত্রী]:— স্যার, আপনি আগে পেপার নিন।

মিঃ স্পিকার ঃ— আমি বলেছি আপনারা পেপার সাবমিট করুন। আমার অনুমতি নিয়ে পড়ুন। আপনি আগে আমাকে কাগজ দিন।

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, এইত পেপার। উনি চ্যালেঞ্জ করতে পারেন না।

At this stage Hon'ble Member Shri Badal chaudhuri laid the papar on the table)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী):— ইট ইজ নট এ পেপার, ইট ইজ এ স্ক্রেপ অব পেপর। ইট উইল গো টু দ্যা ওয়াস্ট পেপার বক্স। এই জালিয়াতি এখানে চলবে না।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীবাদল চৌধুরী :— এছাড়া আশুতোষ দাস তাকেও একটা কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে। হরিদাস মুখার্জী তাকেও ৫ হাজার টাকা ভাতা, গাড়ী দিয়ে নিয়োগ করা হয়েছে। মানিক গাঙ্গুলীর কথাও এখানে বলা হয়েছে।

মিঃ স্পিকার :— হোয়াট ইজ দা অথেনটিসিটি অব দ্যা পেপার ? ইট ইজ নট এ ডকুমেণ্ট, ইট ইজ এ টাইপ পেপার।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পিকার :— আমাকে বলতে দিন। এটা শুধু একটা টাইপ করা পেপার। এটাতে কোন সীল নেই, সিগনেচার নেই, কোন অর্ডার নেই। হাউ ক্যান আই বিলীভ ইট ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— আপনি অফিসার নিয়োগ করে তদন্ত করুন স্যার।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— কোথায় অফিসার নিয়োগ করা হবে ? কোন

(ক্রমশঃ)

রুলস-এ, কোন পার্লামেন্টারী প্রসিডিউরে অফিসার নিয়োগ করা হবে?

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকারঃ— প্লিজ সিট ডাউন। আমি বার বার বলছি আমি কোন মন্ত্রীর স্বার্থে বা কোন সদস্যর স্বার্থে পার্লামেন্টারী প্রসিডিউর এর বই বাইরে রেখে কাজ চালাতে পারব না। আমাকে পার্লামেন্টারী প্রসিডিউরের ভিতরে থেকেই কাজ করতে হবে। আমি কাউকে খুশি করার জন্য নই। কোন মন্ত্রীকে খুশী করার জন্য নই, আপনাদের (বিরোধী সদস্য মহোদয়দের) খুশী করার জন্য নই। আই এম গাইডেড বাই দ্যা পার্লামেন্টারী প্রসিডিউর এণ্ড প্রেকটিস।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, আপনি যতই চেষ্টা করুন এই চোরদের আপনি রক্ষা করতে পারবেন না, যা কিছু করুন আপনি বাঁচাতে পারবেন না। জোট মন্ত্রী সভার মুখ্যমন্ত্রী তো প্রধানমন্ত্রী ভি, পি, সিংহকে ছাড়িয়ে গেছেন—

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পিকার :— প্রসিডিউর এর ভিতর থেকে আমাকে সব কিছু করতে হবে। মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করুন, কাইগুলি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— আমাকে তো বলতে দিচ্ছেনা।

(ভয়েসস, ফ্রম দি অপজিশ্যান বাধা আগে দুর্নীতির তদন্ত করা হোক)

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে ষড়যন্ত্র করছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে সমস্ত আনপার্লামেন্টারী কথা বলছেন সেগুলি এক্সপাঞ্জ করতে হবে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমার সময় নেই আমি আর পারছি না। টাইমের ভিতর আমার কাজ করতে হবে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মুখ্যমন্ত্রী নিজে ২১টা বে-সরকারী গাড়ী রেখেছেন।

মিঃ স্পীকার :— আর সময় নেই। প্লিজ সিট ডাউন। আমি কি বলছি শুনুন। আমার কথা শুনবেন না—

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রিজলি-উশানটির উপর মাননীয় সরকারী মুখ্য সচেতক শ্রীরসিক লাল রায় মহোদয় একটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন এবং সেই সংশোধনী প্রস্তাবের নোটীশের কপি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ পেয়েছেন।

এখন আমি মাননীয় সরকারী মুখ্য সচেতক শ্রীরসিক লাল রায় মহোদয়কে অনু-রোধ করছি রিজলিউশ্যানটির উপর আনীত উনার সংশোধনী প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

রসিক লাল রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার সংশোধনী প্রস্তাব হলো :— 2nd line of the resolution the words' পর থেকে গত দুই' be deleted and substituted by পূর্বে বামফ্রন্টের বিগত ১০'।

আমার বক্তব্য হলো বাদল বাবু যে রিজলিউশ্যানটি এখানে এনেছেন সেই রিজলিউশানের পরিপ্রেক্ষিতে জোট সরকারের দুই বছরের অপচয় এবং অপকর্মের যে তদন্তের দাবী করেছিলেন, আমার বক্তব্য হলো উনারা যে বিগত ১০ বছর যে দুর্নীতি করে গেছেন এই কমিটি দিয়ে সেই দুর্নীতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হউক। এই দাবী আমি এই হাউসে রাখলাম। আমি আশা রাখি এটা সর্ব সম্মতিক্রমে উভয় পক্ষের সদস্যরা পাশ করিয়ে দেবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

(গণ্ডগোল)

মি স্পীকার :— হাউসের অবগতির জন্য জানাচ্ছি
(ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশ্যান ব্যাঞ্চ— এটা স্যার, আপনার কাছ থেকে আমরা আশা করতে পারিনি) ।
মিঃ স্পীকার :— প্লিজ সিট ডাউন আমার কথাটা শুনুন, আমি কি বলছি শুনুন ।

(গণ্ডগোল)

এই ভাবে গণ্ডগোল করলে হাউস চালাব কি করে ? আমাকে তো হাউস চালাতে দেবেন । আপনারা তো কোন কথাই শুনছেন না । আমি কি বলছি সেটা আপনারা শুনুন, আমার কথা না শুনেই হাউস ছেড়ে চলে যাবেন । আমি বলছি আমার কাছে আরও একটি রিজলিউশান আছে হাউস যদি অনুমতি দেয় তাহলে আমি একষ্ট্যাণ্ড করতে পারি এবং সেটা ডিসকাশন করতে যত সময় আপনারা চান আমি নেব কিন্তু হাউস অনুমতি না দিলে আমাকে এই ১৫ মিনিটের মধ্যে হাউস শেষ করতে হবে । হাউস যদি রাজী থাকে আমি বসতে রাজী আছি ।

(গণ্ডগোল)

[বিরোধী সদস্যদের সভা কক্ষ ত্যাগ]

মিঃ স্পীকার :— যদি কেউ কিছু বলে থাকেন আমি প্রথম বারের জন্য একসপাঞ্জন্ড । করে দিলাম । এবং ভবিষ্যতের জন্য ওয়ার্নিং দিলাম যদি কেউ কিছু বলেন তাহলে আমি ব্যবস্থা নেব । সভার সামনে প্রশ্ন হলো— মাননীয় সদস্য শ্রী রসিক লাল রায় মহোদয় কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবের উপর ভোট গ্রহন ।

সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো— " In the 2nd line of the Resolution the words 'পর থেকে গত দুই' be deleted and Substituted by পূর্বে বামফ্রন্টের বিগত ১০ "

(সংশোধনী প্রস্তাবটি ধ্বনী ভোটে গৃহীত হয়) ।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো— মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটি সংশোধিত আকারে ভোট গ্রহন ।

সংশোধিত প্রস্তাবটি হলো— " ত্রিপুরা কং(ই) যুব সমিতির জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পুর্বে বামফ্রন্টের বিগত ১০ বছরে যে সকল অবৈধ, অবাঞ্ছিত অপব্যয় সংঘটিত করেছে (wasteful expenditure) সেই সম্পর্কে সম্যক তদন্ত করে সভার সামনে একটি রিপোর্ট উপস্থাপন করার জন্য এই সভার নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা হোক।

সদস্যদের নাম

১) শ্রী রসিকলাল রায়, চেয়ারম্যান ।
২) শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা, সদস্য
৩) শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল, সদস্য
৪) শ্রী অমল মল্লিক, সদস্য
৫) শ্রী কেশব মজুমদার, সদস্য
৬) শ্রী নকুল দাস, সদস্য
৭) শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা, সদস্য
৮) শ্রী সুশীল কুমার চাকমা, সদস্য
৯) শ্রী গোপাল দাস, সদস্য

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়) ।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ২৬শে মার্চ ১৯৯০ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রহিল ।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers) **ANNEXURE—'A'**

Admitted Starred Question No., 6

Name of M. L. A. Sri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

১) ১৯৯০ সনের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত শিক্ষা দপ্তরে 'ভিকটীমাইজড' নামে কতজন বয়স উত্তীর্ণ বেকারকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

২) নতুন করে আরও কতজন এধরনের বয়স উত্তীর্ণ বেকারকে চাকুরী দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

৩) চাকুরী প্রাপকদের মধ্যে কতজন তপশীলি জাতি ও উপজাতি ভুক্ত ছিলেন।

Minister-in-Charge :—	ANSWER	Sri A. K. Kar.

১] ১৯৯০ সনের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত শিক্ষা দপ্তরে মোট ১৫১২ জনকে 'ভিক্টিমাইজড' হিসাবে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে Post Graduate 20, Graduate 246, Under Gradute 971 ও Class IV 275 জন রয়েছে।

২] বয়স উত্তীর্ন বেকারদেরকে বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য আরও ১৮৮ টি পদ শিক্ষা দপ্তরে শূন্য আছে।

৩] চাকুরী প্রাপকদের মধ্যে [ক] প্রাইমারী শিক্ষক পদে ১২ জন তপশীলি জাতিভুক্ত এবং [খ] চতুর্থ শ্রেনী পদে ১১ জন তপশিলী জাতিভুক্ত ও ৫ জন উপজাতিভুক্ত রয়েছেন।

Admitted Starred Question No. 24

Name of M. L. A. Sri Amal Mallik,

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Education Department be pleased to state,

১] বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টা হাইস্কুল আছে এবং

হাইস্কুল গুলির মধ্যে কয়টিতে Pure Science এর শিক্ষক আছে এবং নাই।

৩] যে সমস্ত হাইস্কুলে Pure Science এর শিক্ষক নাই সেইসব স্কুলে উক্ত শিক্ষক নিয়োগের জন্য কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না?

১] বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ২৬৯টি হাইস্কুল আছে।

২] ২৪২টি হাইস্কুলে বর্তমানে Pure Science এর শিক্ষক আছে। Pure Science এর শিক্ষক নাই এরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্তমানে ২৭।

৩] উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No, 52

Name of the Member : Shri Dipak Nag,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Social Edn, Department be pleased to State :—

প্রশ্ন ১] বর্তমানে ত্রিপুরার কোন ব্লকে কয়টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র রয়েছে ?

উত্তরঃ— বর্তমানে ত্রিপুরার ১৩টি ব্লকে মোট ১৩০৮টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র আছে। নিম্নে ব্লক ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হইল।

	ব্লকের নাম	অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের সংখ্যা
১]	ছামনু	১০৫
২]	ডম্বুরনগর	৫০
৩]	তেলিয়ামুড়া	১২১
৪]	পানিসাগর	১০০
৫]	কাঞ্চনপুর	৫০
৬]	রাজনগর	৯২
৭]	সাতচাঁদ	১১৫
৮]	টাকারজলা	৬৩
৯]	খোয়াই	৮৫
১০]	কমলপুর	১২০
১১]	কুমারঘাট	১১৪
১২]	মোহনপুর	১৩৫
১৩]	মাতাবাড়ী	১৫৮
		মোট ঃ ১৩০৮টি

প্রশ্ন : ২) জিরানীয়া ব্লকে যে সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র আছে সেই সব অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলির মধ্যে কয়টি কেন্দ্রের ঘর আছে এবং কয়টি কেন্দ্রের ঘর নাই ?

উত্তর :- জিরানীয়া ব্লকে ২৭১টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র যোজনায় প্রস্তাব আছে, এখনও সেই কেন্দ্রগুলি চালু হয় নাই। তবে ইতিমধ্যে ১৮টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের ঘর তৈরীর জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। চলতি মাসেই ঘর তৈরীর কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

প্রশ্ন :— ৩) উক্ত কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষারত শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য চিকিৎ-

ANNEXURE—'A'

সক আছে কিনা এবং শিশুদের অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য কোন যানবাহন আছে কিনা ?

উত্তর :— অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলির কাজকর্ম চালু হইতে এখনও কিছুদিন বাকি আছে। চালু হইলেই রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের নিকট চিকিৎসক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হইবে। ভারত সরকারের নিয়ম অনুসারে প্রতিটি গ্রামেই অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব আছে. সুতরাং শিশুদের যাতায়াতের কোন সমস্যা থাকার কথা নয়। কাজেই যানবাহনের কোন প্রশ্ন উঠেনা।

No. of the Admitted Starred Question, No, 78
Name of the M. L. A Sri Bidhu Bhusan Malakar

—উত্তর—

Will the Hon'ble Minister—in-charge : of the Forest Department be pleased to State,	Minister—in—charge of the Forest Department :— Shri Drao Kumar Reang
১) গত ১লা জানুয়ারী ১৯৯০ ইং থেকে অদ্যবধি কুমারঘাট রেঞ্জ অফিস কর্তৃক কতজন অসাধু কাঠ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন ?	১) ১লা জানুয়ারী ১৯৯০ ইং থেকে ১৫, ২, ৯০ ইং পর্যন্ত কুমারঘাট রেঞ্জ এলাকায় ১৫ জনের বিরুদ্ধে কাঠ চুরির মামলা করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 89
Name of M L A Shri Bidhu Bhusan Malakar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১] ফটিক রায় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে কেম্পাস হল নির্মানের জন্য টাকা মঞ্জুর করা সত্বেও কাজ না হওয়ার কারন কী ?

২] কবে নাগাদ উক্ত কাজ চালু করা হবে ?

Minister in-Charge : — ANSWER Sri A. K. Kar.

১) ফটিক রায় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের কেম্পাস হল নির্মানের জন্য এষ্টিমেটের সম্পূর্ণ অর্থ মঞ্জুর করা সম্ভব হয়নি।

২] এষ্টিমেটের সম্পূর্ণ টাকা মঞ্জুর সাপেক্ষে কাজটি যাহাতে অতি শীঘ্র আরম্ভ করা হয় তাহার জন্য নির্বাহী বাস্তুকারকে ব্যবস্থা নিতে বলা হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 87.

Name fo M. L. A. :— Shri Bidhu Bhusan Malakar

Will the Hon'ble Minister—in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১] ইহা কি সত্য কৈলাসহর মহকুমার ফটিকরায়ে একটি কলেজ স্থাপন করা হবে বলে জোট সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন,

২] যদি সত্য হয় তবে কবে নাগাদ উক্ত কলেজ স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

Miniister-in-charge	Answer

১। ১৯৮৯—৯০ সালের বার্ষিক যোজনায় পরিমিত আর্থিক বরাদ্দ পাওয়া গেলে ফটীক রায়ে সাধারন শিক্ষার জন্য একটি ডিগ্রি কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

২। বরাদ্দ জনিত আর্থিক বাধা অতিক্রম করতে পারলেই কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No. 128

Name of Member: — Sri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Education Department be pleased to state :—

১) বর্তমানে আর্থিক বর্ষে মোহনপুর ব্লক অন্তর্গত তারাপুর হাইস্কুল, মোহনপুর মহিলা হাইস্কুল, তারানগর এস. বি. তুলাবাগান এস. বি, গোপালনগর এস. বি এবং নোয়াগাঁও এস. বি, এই সব স্কুলের জন্য দালান তৈয়ারী করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না;

২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ করা হবে, এবং

৩] যদি না থাকে তবে তাহার কারণ ?

ANSWER

Ministor-in-charge :— Shri A. K. Kar

১। না।

ANNEXURE—'A'

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। অর্থাভাব হেতু।

Admitted Starred Question No. 129

Name of M. L. A. — Sri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে জে, বি, এস, বি এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত,
[আলাদা আলাদা হিসাব]

২। মোহনপুর ব্লক অন্তর্গত তারানগর, তুলাবাগান [উত্তর দেবেন্দ্র নগর] এস, বি স্কুল দুইটিকে হাইস্কুলে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা;

৩। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায়,

৪। এবং যদি না করা হয় তবে তাহার কারণ ?

ANSWER

EDUCATION MINISTER : SRI ARUN KUMAR KAR

১। ১৯৮৯—৯০ ইং সনের অবস্থানুযায়ী ত্রিপুরায় মোট— ২০৪৩ টি প্রাইমারি, ৪৩৭টি উচ্চ বুনিয়াদি/জুনিয়র হাই, ২৮০টি উচ্চ মাধ্যমিক এবং ১৪৮টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে।

২। প্রস্তাব দুইটি অন্যান্য অনুরূপ প্রস্তাবের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

৩। ২ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে যথাসময়ে সিদ্ধান্ত লওয়া হইবে।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 138

Name of the Member:— Shri Diba Ch, Hrangkhawl, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Social Education Department be pleased to state,

Minister-in-charge Social Education State Minister:—Smti Biva Nath,

প্রশ্ন :— ১। রাজ্যে C. D. S. worker দের নিয়মিত করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোন নির্দ্দেশ রাজ্য সরকার পেয়েছেন কিনা।

উত্তর :— না।

প্রশ্ন: ২। যদি না পেয়ে থাকেন তবে এই ব্যপারে রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন কিনা ?

উত্তর:— না। তবে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের ভাতার হার বাড়ানোর জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সহিত যোগাযোগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন :—৩। যদি না করা হয়ে থাকে তবে আলোচনা করার জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর :— প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 139

Name of the Member :—Shri Dibachh. Hrangkhal,

Will the Hon'ble Minister in charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। উপজাতি কল্যান দপ্তরকে আরও জনমুখী করার জন্য অফিস অফ্ দি সাব ডিভিশানেল ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অফিসার ও ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অফিসার গুলিকে সেপারেট এষ্টাব্লিশমেন্ট এ নেয়ার পরিকল্পনা বিবেচনা করেছেন কিনা,	১। উপজাতি কল্যান দপ্তরকে আরও জন—মুখী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে। ডিষ্ট্রিক্ট। সাব ডিভিসনাল ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অফিসারগুলিকে সেপারেট এষ্টাব্লিশমেন্টে নেয়ার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাইবেল অফিসা—রের বর্তমানে ড্রয়েল পাওয়ার আছে। সাব ডিভিসনাল ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অফিসারের ড্রয়েল পাওয়ার দেওয়ার পরিকল্পনা বিবেচনাধীন।
। যদি সরকার বিবেচনা করে থাকেন তাহা হইলে কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন।	২। কাউন্সিল অব মিনিষ্টার মন্ত্রী পর্য্যায়ে একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন যাহারা উপজাতি কল্যাণ দপ্তরকে আরও শক্তিশালী করার জন্য যাবতীয় পরীক্ষা করে সুপারিশ করবেন।

ANNEXURE--'A'

Admitted Starred Question No, 145,

Name of M, L, A, Shri Rabindra debBarma,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to State :—

১। রাজ্যে বর্তমানে উপজাতি ছাত্রীবাসের সংখ্যা কত?

২। চলতি আর্থিক বৎসরে মোহনপুর ব্লকের অধীনে সুরেন্দ্রনগর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীবাস খোলার সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা ?

৩। যদি থাকে কবে নাগাদ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

MINISTER IN CHARGE : Arun Kumar Kar, ASWER :

১। উপজাতি ছাত্রীবাসের সংখ্যা ২, তাছাড়া ও উপজাতি এবং তপশীলিভুক্তজাতি উভয় সম্প্রদায়ের জন্য অতিরিক্ত আরও ৫টি ছাত্রীবাস ত্রিপুরায় চালু আছে।

২। চলতি আর্থিক বৎসরে মোহনপুর ব্লকের অধীন সুরেন্দ্রনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীবাস খোলার সরকারী পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত নেই।

৩। প্রশ্নই উঠেনা।

Admitted Starred Question No 146

Will the Hon'ble Minister incharge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। মোহন ব্লকে চলতি আর্থিক বৎসরে ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস বা ডাক বাংলো করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?	১। না, এমন কোন প্রস্তাব সরকারের নাই।
২। থাকিলে কবে নাগাদ	২। প্রথম উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে

উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইবে বলে আশা করা যায়।	প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 151

Name of M. L. A. — Sri Diba Chandra Hrangkhawl.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

১। উত্তর ত্রিপুরা কমলপুর মহকুমা আমবাসাতে চান্দ্রাইপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে আগামী আর্থিক বছর হইতে Madhyamik Examination Centre করার বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি, এবং

২। যদি থাকে তাহা হইলে কবে নাগাদ তাহা কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়?

Minister-in charge	Answer

১। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ একটি স্বয়ং শাসিত সংস্থা। সাধারনতঃ আনুষাঙ্গিক বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। আগামী বছর চান্দ্রাই পাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 155

Name of M. L A — Shri Sukumar Barman.

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Education Department be pleased to state :—

১। রাজ্যের সরকারী শিক্ষক শিক্ষিকাদের বদলী করার ক্ষেত্রে কোন সঠিক বদলী নীতি আছে কি না;

২। না থাকিলে কিসের ভিত্তিতে তাদের বদলী করা হচ্ছে,

৩। ১৯৮৯ ইং সনে সোনামুড়া বিভাগে মোট কতজন শিক্ষক শিক্ষিকাকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বদলী করা হয়েছে এবং তার মধ্যে কতজনের transfer কার্যকরী করা হয়েছে?

Minister in charge :—	ANSWER	Sri A. K. Kar.

১। নেই।

ANNEXURE—'A'

২। জনস্বার্থে ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অনুরোধে তাদের বদলী করা হয়।

৩। ১৯৮৯ ইং সনে সোনামুড়া বিভাগে মোট ৫৬ জন শিক্ষিকাকে বিভিন্ন জায়গায় বদলী করা হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রাইমারী স্তরে ব্যক্তিগত অনুরোধে ২০ জন, জনস্বার্থে ১০ জন, মোট ৩০ জন এবং সেকেণ্ডারী স্তরে ব্যক্তিগত অনুরোধে ২৩ জন এবং জনস্বার্থে ৩ জন, মোট ২৬ জন, মাননীয় আদালতের বিচারাধীন ২টি আদেশ ছাড়া বাকী সব আদেশ কার্যকরী করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 156

Name of Member : Shri Sukumar Barman,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৯ ইং সনে July/Augst মাসে সোনামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে লক্ষ্মণঢেপা S, B, স্কুলের গৃহ নির্মান করার জন্য কত কিস্তিতে মোট কত টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং

২। বর্তমানে উক্তস্কুলের গৃহ নির্মান কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছে?

Minister-in-Charge :— ANSWER Sri A. K. Kar.

১। ১৯৮৯ ইং সনের জুলাই /আগষ্ট মাসে সোনামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে লক্ষণঢেপা এস বি স্কুলের গৃহ নির্মানের জন্য কোন টাকা দেওয়া হয় নাই। তবে এই সনের জুলাই মাসে দুটি পুরাতন গৃহ সংস্কারের জন্য ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা দেওয়া হয় এবং অক্টোবর মাসে একটি নুতন গৃহ নির্মানের জন্য আরও ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজা) টাকা দেওয়া হয়।

২। গৃহ মেরামত ও নির্মান কার্য শেষ হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 157

Name of M. L. A :— Shri Sukumar Barman,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। সোনামুড়া মহকুমার বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে কেমতলী এস বি স্কুলে মোট শিক্ষক কতজন (Morning Shift এবং Noon Shift এর পৃথক হিসাব)

২। Noon Shift এ বর্তমানে যে সব শিক্ষক নিযুক্ত আছেন এবং তাহাদের দ্বারা উক্ত বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ক্লাস নিয়মিত চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে কি না?

Minister—in—Charge	ANSWER	Sri A. K. Kar

১। কেমতলী এম বি স্কুলের Morning Shift এ মোট ৩ জন শিক্ষক আছেন। ঐ স্কুলে মোট ছাত্র সংখ্যা ১৫৭, প্রয়োজনের তুলনায় ১ জন শিক্ষকের অভাব আছে। ঐ স্কুলে Noon Shift এ বর্তমানে ৩ জন শিক্ষক আছেন। ছাত্র সংখ্যা মোট ৮০।

২। কেমতলী এম বি স্কুলের Noon Shift এ হেডমাষ্টার ও বিষয় শিক্ষকের অভাব আছে বলে সরকারের জানা আছে। নতুন শিক্ষক নিয়োগের সময় এই অভাব পূরনের ব্যবস্থা হবে।

Admitted Starred Question No. 171

Name of the M.L.A :— Shri Ratan Lal Ghosh.

Will the Hon'ble Minister—in—charge of the Education Department be pleased to state :—

১। আগরতলাস্থিত যে সরকারী হিন্দী স্কুলটির জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক Grant in aid এর নিয়মনীতি অনুযায়ী কোন অনুদান দেওয়া হয় কিনা এবং

২। উক্ত স্কুলটি বর্তমানে কি অবস্থায় চলিতেছে এবং

৩। স্কুলটির সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকার অধিগ্রহন করবেন কিনা ?

Minister—in—Charge	Shri A. K. Kar	Answer

১। হাঁা স্কুলটির বিগত ১. ৯. ৮৯ হইতে Grant in aid এর নিয়মনীতি অনুযায়ী সরকারী অনুদান দেওয়া হইতেছে।

২। উক্ত স্কুলটি বর্তমানে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একটি এড হক কমিটি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

৩। স্কুলটি অধি গ্রহন করার কোন পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের নাই।

Admitted Starred Question, No, 181

Name of Member :— Shri Samar Choudhury,

Will the Hon'ble Minister—in—charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

ANNEXURE—'A'

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৮৮ ইং সনের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৯০ ইং সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কোন মহকুমায় কতগুলি উপজাতি পরিবারের হাত থেকে কি পরিমান বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি পুনরায় সেই সব পরিবারকে প্রত্যার্পন করা হয়েছে, এবং	১। তথ্য সংগ্রাহধীন আছে।
২। বর্তমানে আরও এই ধরনের বেআইনী হস্তান্তরিত জমির পরিমান এবং আইনত ফেরত পাওয়ার যোগ্য উপজাতি পরিবারের সংখ্যা কত ?	২। তথ্য সংগ্রাহধীন আছে ?

Admitted Starred Question No, 196

Name of Members :— Shri Matilal Sarkar.
Shri Jitendra Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Welfare of Scheduled Caste Department be pleased to State :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৮৮—৮৯ আর্থিক বছরে ত্রিপুরায় ও, বি, সি, ভূক্ত সম্প্রদায়ের সংখ্যা কত ছিল ?	১। ১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বছর পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় ও, বি, সি ভূক্ত কোন সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করা হয় নাই এবং রাজ্য সরকার এই সকল সম্প্রদায়ের

কোন তালিকা প্রনয়ন করেন নাই।

২। ইহা কি সত্য যে বর্তমানে জোট সরকার এই সংখ্যা সংকুচিত করে মাত্র ২৬ এ এনেছেন,

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ও, বি, সি, ভুক্ত সম্প্রদায়ের সংখ্যা সংকুচিত করার প্রশ্নই উঠে না।

৩। সত্য হয়ে থাকলে কিসের ভিত্তিতে তা করা হয়েছে ?

৩ প্রশ্ন উঠে না

Admitted Starred Question No. 217

Name of Memder :— Shri Jitendra Sarkar

Will the Hon'ble Minister—in—Charge of the Sch, Caste Welfare Department be plessed to state :

প্রশ্ন

১) তপশীলি জাতি জনগনের জন্য বাজেটের কত টাকা ১৮৮৯-৯০ ইং অর্থবর্ষে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব—শাসিত জেলা পরিষদকে দেওয়া হয়েছে;

২) না দেওয়া হয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) তপশীলি জাতি কল্যান বিভাগ থেকে ১৯৮৯—৯০ অর্থবর্ষের বাজেটের কোন টাকা ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব—শাসিত জেলা পরিষদকে দেওয়া হয় নি.

২) তপশীল জাতি কল্যান বিভাগে কোনও প্রকল্প ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব—শাসিত জেলা পরিষদের মাধ্যমে রূপায়ন করা হয় না বিধায় স্ব—শাসিত জেলা পরিষদকে তপশীল জাতি কল্যান বিভাগের বাজেট থেকে কোনও অর্থ দেওয়া হয় না।

এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মতে জেলা পরিষদের প্ল্যান বাজেটের শতকরা ১৫ ভাগ টাকা তপশীল জাতি কল্যানে ব্যয়

করার কথা। রাজ্য সরকারের অনুরোধ সত্ত্বেও পরিষদ তা করছে না। সুতরাং তপশীলি কল্যান খাতের আরোও টাকা জেলা পরিষদকে বরাদ্দ করার প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un- Starred Question No. 5

Name of Member — Sri Samar Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Labour Department be pleased to state :—

(প্রশ্ন)

ANNEXURE—'B'

১। রাজ্য সরকার ত্রিপুরা টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন থেকে চা শ্রমিকদের ন্যুনতম মজুরী বৃদ্ধি এবং শ্রমিক স্বার্থে অন্যান্য দাবীতে সম্প্রতি কোন স্মারকলিপি পেয়েছেন কি,

২ বর্তমানে প্লানটেশন লেবার আইনের কি কি সুযোগ সুবিধা এবং নিম্নতম কত মজুরী চা শ্রমিকরা পাচ্ছেন।

৩। ক্যাজুয়েল শ্রমিকদের স্বার্থে কোথায় কোথায় ত্রিপাক্ষিক চুক্তি আছে এবং তার দ্বারা শ্রমিকরা কি কি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন ?

(উত্তর)

১। হ্যাঁ।

২। প্ল্যানটেশন লেবার আইনে বর্ণিত সমস্ত সুযোগ সুবিধাই শ্রমিকগন মোটামোটিভাবে পান। এ বিষয়ে সরকারের নিকট কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ নাই। চা শ্রমিকদের বর্তমান নিম্নতম মজুরীর হার নিম্নে দেওয়া হইল—

ক) প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা শ্রমিক দৈনিক ৯,৮০ পঃ মজুরী নগদে পাচ্ছেন।

খ অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু শ্রমিক দৈনিক ৪,৯০ পঃ মজুরী নগদে পাচ্ছেন।

৩। কেবলমাত্র ক্যাজুয়েল শ্রমিকদের জন্য ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয় নাই। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়া ত্রিপাক্ষিক আলোচনা ও চুক্তি অনুযায়ী (As per minutes of Tri-partite discussion and agreement) চুক্তি অনুযায়ী নিম্নে বর্ণিত চা বাগান সমূহে নিযুক্ত Temporary / Casual শ্রমিকগন স্থায়ীকরন, বোনাস, লিভ. রেশন ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। উক্ত চা বাগানগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

১) গোলকপুর চা বাগান ।
২) হালাইছড়া চা বাগান
৩) সরোজিনি চা বাগান
৪) কালীশাসন চা বাগান
৫) তাচাই চা বাগান ।
৬) রাংরুং চা বাগান
৭) শোভা চা বাগান
৮) মনুভেলী চা বাগান
৯) মুর্ত্তীছড়া চা বাগান
১০) হীরাছরা চা বাগান
১১) সোনামুখী চা বাগান
১২) দেবস্থল চা বাগান
১৩) নোটিংছড়া চা বাগান
১৪) হাফলংছড়া চা বাগান
১৫) রাণীবাড়ী চা বাগান
১৬) পেয়ারাছড়া চা বাগান
১৭) সরলা চা বাগান
১৮) মহেশপুর চা বাগান
১৯) ধর্মনগর চা বাগান
২০) রামদুর্লভপুর চা বাগান
২১) মহাবীর চা বাগান ।

Admitted Un-Starred Question No. 18

Name of Member – Sh i Dipak Nag

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১) ১৯৮৯—৯০ ইং আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরার কোন কোন ব্লকে কতটি তপশিলী উপজাতি পরিবারের মধ্যে ছাগল ও	১) ১৯৮৯—৯০ ইং সালে তপশিলী উপজাতি পরিবারের মধ্যে শূকর ও ছাগল বিতরনের হিসাব নিম্নরূপ :—

শূকর বিতরন করা হয়েছে ?
(ব্লক ভিত্তিক হিসাবে)

	ব্লকের নাম	ছাগল (সংখ্যা)	শূকর (সংখ্যা)
১)	জিরানীয়া	৩	৬
২)	তেলিয়ামুড়া	×	×
৩)	মোহনপুর	×	×
৪)	মেলাঘর	২	×
৫)	বিশালগড়	×	×
৬)	সালেমা	২২	×
৭)	কাঞ্চনপুর	৭৫	×
৮)	খোয়াই	×	×
৯)	পানিসাগর	×	×
১০)	কুমারঘাট	×	×
১১)	অমরপুর	×	×
১৩)	রাজনগর	×	×
১৪)	ছামনু	×	×
১৫)	সাব্রুম	×	×
১৬)	মাতারবাড়ী	×	১৬
১৭)	ডুম্বুরনগর	১২৯	১২৯
১৮)	বগাফা	×	×

২] উক্ত পরিবারগুলি বি, ডি, সি এর দ্বারা নির্বাচিত হয়েছে কিনা ?

২। হ্যাঁ, সব পরিবারগুলি স্ব স্ব এলাকার বি, ডি, সি, এর দ্বারা নির্বাচিত হয়েছে।

Admitted Un Starred Question No 30

Name of Member :— Shri Diba ch. Hrangkhal

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfre Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বাংলা স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ এর মাধ্যমে এস টি / এস সিদের

উত্তর

১] তথ্য সংগ্রাহধীন আছে।

চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহ হইলে কোন কোন দপ্তরে কি কি পোষ্টে কত জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। [দপ্তর ভিত্তিক হিসাব]	২। তথ্য সংগ্রাহধীন আছে
৩। ইহা কি সত্য যে বিগত বাম ফ্রন্টের আমলে ঐ সমস্ত রেকেন্ট পোষ্টগুলি পূরণ করা হয় নাই,	৩। তথ্য সংগ্রাহধীন আছে।

Admitted Un Starred Qustion No. 32

Name of the Member : Shri Ratan Lal Ghosh,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be plersed to state :—

Ministr-in-charge Soeial Education State Minister :—Smti Biva Nath.

QUESTION .

প্রশ্ন নং ১। সমাজ উন্নয়ন পর্ষদ কার্যান্ত ১৯৭৮ ইং হইতে ১৯৮৮ ইং সনের জানুয়ারী পর্যান্ত কি কি কল্যাণমূলক, মূলক কাজ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ. এবং

প্রশ্ন নং ২। ১৯৮৮ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে জানুয়ারী ১৯৯০ ইং সন পর্যান্ত কি কি সমাজ কল্যান মূলক কাজ হইয়াছে।

প্রশ্ন: ৩) সমাজকল্যান মূলক কাজে উক্ত বৎসরে কত টাকা ব্যয় হইয়াছে (উন্নয়ন ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

১। ত্রিপুরা রাজ্যে " সমাজ উন্নয়ন পর্ষদ " নামে কোন সংস্থা নাই। তবে ত্রিপুরা রাজ্যে সমাজ কল্যান উপদেষ্টা পর্ষদ নামে একটি সংস্থা আছে। উক্ত সংস্থা ১৯৭৮ ইং সন হইতে ১৯৮৮ সন জানুয়ারী পর্যন্ত. নিম্নলিখিত কল্যান মূলক কাজ করিয়াছে—

ক) সাধারণ অনুদান (General grants in aid) প্রকল্পের অধীন বালোয়াদী (Balwadi)

খ) শিশু রক্ষনাগার (Creche / Day care centre)

গ] অবকাশ কালীন শিবির (Holiday Home camp.

ঘ) বয়স্ক মহিলাদের সংক্ষিপ্ত শিক্ষাক্রম condense course for Adult Women),

ঙ) গ্রামীন মহিলাদের সচেতন করা প্রকল্প (Awareness generation project for Rural and poor women),

চ) পরিবার কল্যান নেতৃ প্রশিক্ষন শিবির (orientation training camp for the opinion leader under the Family welfare programme),

ছ) পারিবারিক সংঘাত বিষয়ে পরামর্শ কেন্দ্র (Family counselling centre)

জ) সামাজিক অর্থ-নৈতিক প্রকল্প (Socio Economic Programme), (ঝ) প্লান পিরিয়ডের অন্তর্গত বোবাও বধির বিদ্যালয় (Deaf a Dumb School) এবং মাতৃমঙ্গল সেবা সদন (Maternity centre), এঃ বর্ডার এরিয়া প্রজেক্ট (Border Area project)

ট) শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য প্রকল্প (Nutrition Programme for children, ঠ) মহিলা মণ্ডল (Mahila Mandal).

২। ১ নং এ বর্নিত চ) বাদে সবগুলি কাজ এবং সাধারণ অনুদান সহ (General grants in aid) প্রকল্পের অধীন নিম্নলিখিত কল্যান মুলক কাজ হইয়াছে :—

(ক ক) শিশুদের খেলাধুলার কেন্দ্র (children play care centre)

(খ খ) শিশুদের গান বাজনার কেন্দ্র (children Musical centre)

(গ গ) শিশুদের কলাবিদ্যার কেন্দ্র (children Art centre)

(ঘ ঘ) শিশুদের পাঠাগার (children Library) বয়স্ক মহিলাদের সংক্ষিপ্ত শিক্ষাক্রমের অধীন বৃত্তিমূলক শিক্ষা কেন্দ্র (Vocational Training centre)। ইহা ছাড়াও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি রাজ্য ভিত্তিক এবং জেলা ভিত্তিক সেমিনার হইয়াছে।

৩। উক্ত বৎসরে কত টাকা খরচ হইয়াছে [উন্নয়ন ভিত্তিক হিসাব) বিগত ১৯৮০-৮১ হইতে ১৯৮৯-৯০ সাল পর্যন্ত উন্নয়ন [প্রকল্প] ভিত্তিক হিসাব এই সংঙ্গে জুড়ে দেওয়া হইল।

Name of the Programme	1980—81 (Rupees)	1981—82 (Rupees)	1982—83 (Rupees)	1983—84 (Rupees)
1. General grant-in aid.	3,05,240	3 15,549	3,03,001	3,04,487
2. Creche/Day Care Centre	—	—	—	—
3. Holi Day Home programme	1,00,000	1,00,000	70,000	70,000
4. Condensed course for Adult Women.	89,160	1,37,430	2,87,947	2,00,437
5. Awareness Generation Projects.	—	—	—	—
6. O. T. Camp under F. W. programme	—	2,000	10,000	33,200
7. Family Councelling Centre	—	—	—	—
8. Socio-Economic programme	—	80,470	1,04,310	1,14,045
9. Plan period programme	26,000	26,000	26,000	26,000
10. Border Area Project	3,73,286	6.95,860	7.74,713	9.65,673
11. Nutrition programme	69,371	73,961	1,10,124	1,23,656
12. Seminar				
13. Mahila Mandal Programme	99.575	1,30,747	1,36,549	1,36,948
14. Voluntary action Bureau	—	—	—	—

1984—85 (Rupees)	1985—86 (Rupees)	1986—87 (Rupees)	1987—88 (Rupees)	1988—89 (Rupees)	1989—90 (Rupees) (Up to Feb. 90)
2,97,409	3,01,569	4,09,591	3,94,795	4,08.695	3.90,700
—	—	—	3,29,273	8,86,008	8,87,041
1,10,000	1,65,000	1,65,000	1,32,000	1,58,400	1,65,000
1,86,680	2,51,219	3,08,754	2,55,136	3,67,819 + 10, 825 (V. T)	3,62,471
—	—	—	32,000	80,000	24,000
30,000	14,579	—	—	—	—
—	—	—	—	12.400	12,400
1,38,509	5,64,054	4,15,350	4,22,295	1,19,060	8,94.860
26,000	26,000	26, 000	26,000	16,000	16,000
9,51,030	12,68,433	12,33,583	15,11,183	22,61,112	23,53,692
1,21,186	1,46,155	1,95,644	1.80.558	1,35.768	1,85.060
5,000	3.0I3	4.3I0	—	I5 000	62.054
2.86.939	2,41.460	2.62.231	3.39.345	3.72.712	2.39,550
—	—	24.I58	28.352	38,150	43.430

Admitted Un-Starred Question No. 37

Name of the M. L A,— Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department be pleased to state :—

১) রাজ্যের কোন রেঞ্জ এলাকায় কোন কোন TimberLicence প্রাপ্ত ব্যবসায়ী কোন প্রকার জমি থেকে কত সংখ্যায় ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ বৎসরে কাঠ ও খুটির উপযোগী গাছ কেটেছেন বলে সরকারের জানা আছে কি ?

২) এই সকল কাঠ ব্যবসায়ীদের কার কার কয়টি স'মিল আছে এবং এই সকল কাঠ বিক্রয় ব্যবসাতে উক্ত আর্থিক সনগুলিতে রাজ্য সরকারের প্রাপ্য রেভিনিউ কত দাঁড়ায়।

৩) উক্ত আর্থিক সনে বন দপ্তর কত রেভিনিউ কোন কোন ব্যবসায়ীর নিকট থেকে জমা পেয়েছেন ?

উত্তর

Minister in-Charge of the Forest Department Sri Drao Kumar Reang,

১) জানা নেই

২) উপরোক্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না। তবে 'স' মিল থেকে কাঠ কেনা বেচার জন্য বন দপ্তর কোন রেভেনিউ আদায় করে না।

৩) কোন কোন ব্যবসায়ীর নিকট হইতে কোন কোন আর্থিক সনে কত টাকা রেভেনিউ জমা পাওয়া গেছে তার আলাদা ভাবে হিসাব রাখা হয় না। এ তথ্য সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট সময়ের দরকার।

Admitted Un starred Question No 39

Name of Member :— Shir Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১] গত এক বছরে (১৯৮৯-৯০) রাজ্যের কোন কোন শিল্পে কয়টি বিরোধ দেখা দিয়াছিল এবং তাদের মধ্যে কয়টি bi-partite চুক্তি হয়েছে।

উত্তর

১) গত এক বছরে (১৯৮৯-৯০) রাজ্যে মোট ১২০টি শিল্প বিরোধ দেখা দিয়াছিল তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। নিম্নে উল্লেখিত— বিরোধগুলির মধ্যে মোট ১২ bi partite চুক্তি হয়েছে।

চা শিল্পে— ২৪ টি।
রাবার শিল্পে— ১ টি।
কারখানায়— ১৪ টি।
অন্যান্য— ৮১ টি।

সর্বমোট : ১২০টি।

প্রশ্ন

২। এই সময়ে কোন কোন শিল্পে কয়বার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে এবং কয়টি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।

উত্তর

২। এই সময়ে ১নং উত্তরে বর্ণিত [১২০—১২] ১০৮টি শিল্প বিরোধের ক্ষেত্রে ২ হইতে ৩ বার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং মোট ৭৬টি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছে।

প্রশ্ন

৩। এই সকল চুক্তি সমূহের সারমর্ম।

উত্তর

৩। উল্লেখিত চুক্তি সমুহের সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

চা শিল্পের ক্ষেত্রে অস্থায়ী ক্যাজুয়েল শ্রমিকদের স্থায়ীকরন, বাসগৃহ নির্মান ও মেরামত বোনাস, লিভ হাজিরা, প্রসূতি ভাতা, রেশন প্রদান এবং জোগালী, চৌকিদারদের মাসিক সাবষ্টাফ করা শ্রমিকদের ঘরে ইলেকট্রিক লাইন দেওয়া, পায়খানা, প্রস্রাবাগার নির্মান, এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করা ও পুনঃর্বহাল করা গ্র্যাচুইটি প্রদান, পোষাক, রেইনকোট, অনুদান এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাবার শিল্পের ক্ষেত্রে ১টি রাবার বাগানে ১টি চুক্তিতে ২জন শ্রমিককে পুর্ণঃনিয়োগ করা হয়েছে।

কারখানা ও অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে চুক্তিগুলির বেশীর ভাগই ছিল মজুরী বৃদ্ধি, মজুরী না পাওয়ার জন্য, ছাটাই, বোনাস এবং অনুদান সম্পর্কে।

Admitted Un-starred Question No. 41

Name of Members :— Sri Dipak Nag & Shri Rabindra debBarma,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যের বর্তমানে মোট কত হাজার ভূমিহীন উপজাতি জমি আছে, [ব্লক ভিত্তিক হিসাব]	১। ১৯৮৭ ইং সনে উপজাতি কল্যান দপ্তর ত্রিপুরার গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে উপজাতি ভূমিহীন জুমিয়া (সম্পূর্ণ জুমের উপর নির্ভরশীল] পরিবারদের একটি সমীক্ষা করানো হয়। তাহাতে উপজাতি জুমিয়াদের সংখ্যা [ব্লক ভিত্তিক] নিম্নরূপ :—

ব্লকের নাম	জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা	
১। পানিসাগর	৪৯২	পরিবার
২। কাঞ্চনপুর	৪১৪১	ঐ
৩] কুমারঘাট	৭৪৭	ঐ
৪] ছামনু	২৬৬১	ঐ
৫] সালেমা	২৫৮৫	ঐ
৬] খোয়াই	৭৪৪	ঐ
৭] তেলিয়ামুড়া	১৬২৩	ঐ
৮] মোহনপুর	—	ঐ
৯] জিরানীয়া	৩৬৬	ঐ
১০] জম্পুইজলা টাকারজলা	২০৫	ঐ
১১] বিশালগড়	২৮	ঐ
১২] মেলাঘর	৫৫	ঐ
১৩] মাতারবাড়ী	৮৬০	ঐ

১৪]	অমরপুর	১৭৯	পরিবার
১৫]	ডুম্বুরনগর	৯০৯	ঐ
১৬]	বগাফা	২৫২০	ঐ
১৭]	রাজনগর	৭৫৫	ঐ
১৮]	সাতচান্দ	১১৯৬	ঐ
	মোট :—	২১৬৭৭	পরিবার।

প্রশ্ন

২। ত্রিপুরায় রিহেবিলিটেশন ইন্‌প্ল্যান্টেশন স্কীম চালু হওয়ার পর থেকে পর্যন্ত প্রিমিটিভ গ্রোপ প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে কতগুলি পরিবারকে উক্ত প্রকল্পের আওতায় আনা হইয়াছে।

৩। উক্ত প্রকল্প কার্যকরী করার জন্য কোন কোন দপ্তর কত টাকা ব্যয় হয়েছে (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

২। এখন পর্য্যন্ত টি. আর, পি, এণ্ড পি, জি, পি, দপ্তরের প্রিমিটিভ গ্রোপ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫ হাজার ৯ শত ৮৫ জনকে পুনর্বাসনের আওতায় আনা হইয়াছে।

৩। কোন কোন দপ্তরে উক্ত প্রকল্পে কত টাকা ব্যয় হয়েছে। দপ্তর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ —

	দপ্তরের নাম	ব্যয়ের পরিমান [লক্ষ টাকা	হিসাবে]
১]	পি, জি পি,	৩১২, ৪৫৪	টাকা
২]	পশু পালন	২৪. ১২১	ঐ
৩]	গ্রামোন্নয়ন	২৪ ৫১০	ঐ
৪]	মৎস্য দপ্তর	১৩, ০৭১	ঐ
৫]	ভূমি, সংরক্ষন	২২, ০২৮	ঐ
৬]	সমবায়	৩,৩৩৬	ঐ
৭]	স্বাস্থ্য	৮,৬৬৮	ঐ
৮]	এ, ডি, সি,	১১,৭৫০	ঐ
	মোট—	৫১৮,৭৫৮	টাকা

৪) চলতি আর্থিক বছরে মোট ব্লকে উপজাতি জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা,

৪] পরিসংখ্যান তথ্যের ভিত্তিতে মোহনপুর ব্লকে সম্পূর্ণ জুমের উপর নির্ভরশীল এমন কোন জুমিয়া পরিবার নাই। কাজেই জুমিয়া পুনর্বাসনের প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. 43

Name of Member Sri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Scheduled Castes Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১] ১৯৮৮-৮৯, এবং ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে মোট কতটি তপশিলী জাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব,

উত্তর

১] ১৯৮৮—৮৯ ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে মোট ৬৫৪ টি তপশিলী জাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

বিভাগের নাম	পরিবার সংখ্যা
১] সদর	১১০
২] সোনামুড়া	৭০
৩] খোয়াই	৬০
৪] উদয়পুর	৭৭
৫] সাব্রুম	৩২
৬] অমরপুর	৪৫
৭] বিলোনীয়া	৭২
৮] কমলপুর	৬০
৯] কৈলাশহর	৬২
১০] ধর্মনগর	৫০
	মোট:— ৬৫৪

খ] ১৯৮৯—৯০ ইং আর্থিক বছরে ৬৫০ টি তপশীলি জাতি পরিবারকে পুনর্বাসন

দেওয়ার ধার্য্য লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ১৯৯০ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ২৪৮ টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। বিভাগ বিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

বিভাগের নাম	পরিবার সংখ্যা
১) খোয়াই	১৩
২) বিলোনীয়া	৩৩
৩) অমরপুর	৩৫
৪) সাব্রুম	২১
৫) কমলপুর	৫৬
৬) কৈলাশহর	৪৫
৭) ধর্ম্মনগর	৪৫
	মোট— ২৪৮

২। এর মধ্যে কৃষিখাতে কত এবং অকৃষি খাতে পুনর্বাসন প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা কত;

২। ১৯৮৮—৮৯ ইং আর্থিক বছরে ১০৪ জনকে কৃষি খাতে এবং ৫৫০ জনকে অকৃষি খাতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৯—৯০ ইং আর্থিক বছরের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ২৪৮ জনকে অকৃষি খাতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

৩। যে সকল পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তাদের নির্বাচনের ভিত্তি কি ?

৩। গ্রাম পঞ্চায়েতের সহিত আলোচনা ক্রমে এস সি ওয়েলফেয়ার সাব কমিটির সুপারিশ অনুসারে প্রত্যেক বি; ডি, সি / বি, এ সি, অনুমোদিত প্রার্থীগনকে

মহকুমা শাসকগন নির্বাচন করিয়া থাকেন এবং যার যার জেলা শাসক মারফৎ মঞ্জুরীর জন্য প্রস্তাব পেশ করেন। ঐ প্রস্তাব মূলে তপশীলি জাতি কল্যান দপ্তর থেকে অর্থ মঞ্জুরী দেওয়া হয়।

Admitted Unstarred Question No. 46

Name of the M. L. A. Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Forest Department be pleased to state :—

১) রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত Timber Licence প্রাপ্ত ব্যবসায়ীর সংখ্যা কত এবং তাদের নাম ও ঠিকানা,

২) এই সকল ব্যক্তির কাহাকে কত পরিমান কাঠ গত ১৯৮৮—৮৯ এবং ১৯৮৯—৯০ বৎসরে রাজ্য পারমিট ইস্যু করা হয়েছে,

৩) এই সময়ে এই সকল ব্যক্তিদের কাহাকে কত পরিমান কাঠ ত্রিপুরার বাইরে সরবরাহ এবং ব্যবসার জন্য পারমিট দেয়া হয়েছে,

৪) বে আইনী কাঠ পাচারের জন্য কোন ফরেষ্ট ডিভিসনে কোন কোন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বন বিভাগের অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কি কি শাস্তি হয়েছে এদের মধ্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যবসায়ী কে কে ?

উত্তর

Minister in- charge of the Forest Department :—
Shri Drao Kumar Reang.

১। ১৯৮৮-৮৯ ও ১৯৮৯-৯০ ইং সনের তালিকাভুক্ত এ পর্যন্ত যে সব Timber Licence প্রাপ্ত ব্যবসায়ীর সংখ্যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপ :—

১) রমন মোহন ত্রিপুরা, মযনামা
২) শ্রী ফলিন্দ্র ত্রিপুরা, মনুঘাট
৩) শ্রী মনোরঞ্জন চাকমা, মনুঘাট
৪) শ্রী সুদর আলী, কৈলাসহর
৫) শ্রী রুনু মিঞা, কৈলাসহর
৬) শ্রী হরেন্দ্র রায়, কুমারঘাট
৭) শ্রী প্রনব চৌধুরী. আগরতলা
৮) শ্রী নির্মলেন্দু সরকার, বিশালগড়

৯) শ্রী রবীন মল্লিক, ছামনু
১০) শ্রী রহিম মিঞা, চণ্ডিলাম
১১) শ্রী কেশব রায়, মনুঘাট
১২) শ্রী অরুন ভট্টাচার্য্য, মসাউলী
১৩) শ্রী রসরাজ মজুমদার, ছৈলেংটা
১৪) শ্রী পবিত্র দেব, চুরাইবাড়ী
১৫) শ্রী উত্তম কান্তি দেওয়ান, মনুঘাট
১৬) শ্রী মৃনালকান্তি সাহা, ছামনু
১৭) শ্রী শৈলেন্দ্র গোস্বামী, মনুঘাট
১৮) শ্রী বারিন্দ্র দেব, মাছলী
১৯) শ্রী কামাখ্যা প্রসাদ দে, মনুঘাট
২০) শ্রী বীজন দেব, নোয়াবাদী
২১) শ্রী বসুদেব দাস, মনুঘাট
২২) শ্রী নীহার দেব, মনুঘাট
২৩) শ্রী তুষার কান্তি মজুমদার, মনুঘাট
২৪) শ্রী নির্মল চক্রবর্ত্তী, ছৈলেংটা
২৫) শ্রী আশীষ ঘোষ, চুরাইবাড়ী
২৬) শ্রী সিরাজ উদ্দিন, চুরাইবাড়ী
২৭) শ্রী নয়িম উদ্দিন, চুরাইবাড়ী
২৮) শ্রী ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ, চুরাইবাড়ী
২৯) শ্রী দীনেশ চন্দ্র পাল, নদীয়াপুর
৩০) শ্রী গৌরাঙ্গ চন্দ্র সাহা, অমরপুর
৩১) শ্রী অজয় মজুমদার, চন্দ্রপুর
৩২) শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র ধর, অমরপুর
৩৩) শ্রী সত্য সাহা, অমরপুর
৩৪) শ্রী অমূল্য রতন দে, উদয়পুর
৩৫) শ্রী তারা মিঞা, পুরাতন আগরতলা
৩৬) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ভৌমিক, উদয়পুর
৩৭) শ্রী অসীম সাহা, শিলাছড়ি
৩৮) শ্রী রতন সাহা, শিলাছড়ি
৩৯) শ্রী হারাধন চৌধুরী, ঘোড়াখাপ্পা
৪০) শ্রী দীপক চৌধুরী, ঘোড়াখাপ্পা
৪১) শ্রী প্রদীপ চৌধুরী, ঘোড়াখাপ্পা
৪২) শ্রী দীলিপ চৌধুরী, ঘোড়াখাপ্পা
৪৩) শ্রী শচীন্দ্র দাস, মৈলাক
৪৪) শ্রী অমূল্য জমাতিয়া, দলক
৪৫) শ্রী বাবুল দেব, বটতলা
৪৬) শ্রী অনিল শীল, যতনবাড়ী
৪৭) শ্রী রাজা রাও ঘোষ, উদয়পুর
৪৮) শ্রী হারাধন ভট্টাচার্য, উদয়পুর
৪৯) শ্রী শ্যামল কর, উদয়পুর
৫০) শ্রী রতন চক্রবর্ত্তী, ছনবন
৫১) শ্রী ফনীভূষন চক্রবর্ত্তী, উদয়পুর
৫২) শ্রী জীবন সাহা, যতনবাড়ী
৫৩) শ্রী জহর সাহা, যতনবাড়ী
৫৪) শ্রী রাধারমন বনিক, নূতনবাজার
৫৫) শ্রী অমরচান সাহা, শিলাছড়ি
৫৬) শ্রী বিষ্ণুরায় ত্রিপুরা, পত্তিছড়ি
৫৭) শ্রী চুরেন্দ্র রিয়াং, কুরমা
৫৮) শ্রী গোপাল ভদ্র, আর, কে, পুর
৫৯) শ্রী দীপক ভদ্র, আর, কে, পুর
৬০) শ্রী রতনলাল ভদ্র, আর, কে, পুর
৬১) শ্রী বাবুল দে, ফুলকুমারী
৬২) শ্রী রঘুনন্দন সিং, যতনবাড়ী
৬৩) শ্রী প্রদীপ কুমার দেব, যতনবাড়ী
৬৪) শ্রী মৃনাল কান্তি দেব, যতনবাড়ী
৬৫) শ্রী প্রদীপ কুমার সেন, উদয়পুর
৬৬) শ্রী ননী গোপাল দাস, অমরপুর
৬৭) শ্রী সুধীর দত্ত, করবুক
৬৮) শ্রী বাবুল সাহা, মেলাঘর

৬৯ সর্ব্বশ্রী মতিলাল চৌহান, যতনবাড়ী
৭০—নারায়ন বনিক, আগরতলা
৭১—কিরনজয় রিয়াং, অমরপুর
৭২—নারায়ন নাগ, অমরপুর
৭৩—রতীশ সূত্রধর, যতনবাড়ী
৭৪—হীরালাল বনিক, নূতনবাজার
৭৫—মানিক লাল সাহা, নূতনবাজার
৭৬—প্রানেশ দেব, যতনবাড়ী
৭৭—পরশুরাম দাশ, মহারানী
৭৮—পঙ্কজ কুমার সাহা, অমরপুর
৭৯—স্বপন সাহা, মেলাঘর
৮০—বধণ তেওয়ারী, উদয়পুর
৮১—দীনেশ পাল, বিশালগড়
৮২—রামেশ্বর পাল, অমরপুর
৮৩—গোপাল চন্দ্র সাহা, উদয়পুর
৮৪—অমূল্য জমাতিয়া, দলক
৮৫—পশুরাম দাস, মহারানী
৮৬—অমর সাহা, শিলাছড়ি
৮৭—রতন সাহা, শিলাছিড়
৮৮—বঙ্কিম চাকমা, খরগছড়া
৮৯—অমু চক্রবর্তী, খিলপাড়া
৯০—সমীর দে, খিলপাড়া
৯১—তারা মিঞা, পুরাতন আগরতলা
৯২—বাবুল সাহা, মেলাঘর
৯৩—বটকৃষ্ণ চৌধুরী, ঘোড়াখাপ্পা
৯৪—প্রদীপ কুমার চৌধুরী, ঘোড়াখাপ্পা
৯৫—প্রবীর রায়, শিলাছড়ি
৯৬—রাখাল সাহা, মেলাঘর
৯৭—হিমাংশুরঞ্জন সাহা, উদয়পুর
৯৮—অসীম সাহা, শিলাছড়ি
৯৯ সর্ব্বশ্রী বিকাশ চন্দ্র সাহা, চেলাগাং
১০০—সুধীর সাহা, যতনবাড়ী
১০১—ভানু সোম, নূতনবাজার
১০২ - অজয় মজুমদার, চন্দ্রপুর
১০৩—দীপক চৌধুরী, ঘোড়াকাপ্পা
১০৪—সফলী মোহন চাকমা, সোকনাছড়ি
১০৫—বিষ্ণু ত্রিপুরা, অমরপুর
১০৬—গোপাল ভদ্র, উদয়পুর
১০৭—রতন লাল ভদ্র, উদয়পুর
১০৮—রবীন্দ্র নাথ ভৌমিক, উদয়পুর
১০৯—অমুল্য রঞ্জন রায়, উদয়পুর
১১০—রাজারাও ঘোষ, উদয়পুর
১১১—দীনেশ দেববর্মা, যতনবাড়ী
১১২—নৃপেন্দ্রকুমার সাহা, নতুনবাজার
১১৩—সত্য সাহা, অমরপুর
১১৪—জীবন সাহা, যতনবাড়ী
১১৫—স্বরুপনন্দ সাহা, যতনবাড়ী
১১৬—স্বপন সাহা, মেলাঘর
১১৭—প্রানেশ দেব, যতনবাড়ী
১১৮—নারায়ন নাগ, রাঙ্গামাটি
১১৯—সুধীর দত্ত, করবুক
১২০—রঘুনন্দন সিং, যতনবাড়ী
১২১—রতনলাল ভদ্র, উদয়পুর
১২২—রতন চক্রবর্তী, ছনবন
১২৩—জহর সাহা, যতনবাড়ী
১২৪ - শ্যামল কর, উদয়পুর
১২৫—ভনী ভূষন চক্রবর্তী, উদয়পুর
১২৬—হারাধন ভট্টাচার্য্য, উদয়পুর
১২৭—অরুন উদয় দেওয়ান, বৈরাগীবাজার
১২৮—মানিক লাল সাহা, নতুনবাজার

১২৯ সর্ব্বশ্রী সুরজীত রায়, আগরতলা
১৩০—বিপ্লব বিশ্বাস, তেলিয়ামুড়া
১৩১—অনুপকুমার রায়, তেলিয়ামুড়া
১৩২—শিব রঞ্জন চক্রবর্তী, তেলিয়ামুড়া
১৩৩—রমেশ চন্দ্র সরকার, তেলিয়ামুড়া
১৩৪—শচীন্দ্র শীল, তেলিয়ামুড়া
১৩৫—সুশীল রায়, তেলিয়ামুড়া
১৩৬—সুরজীৎ রায়, আগরতলা
১৩৭—শনী চরন দেববর্মা, মান্দাই
১৩৮—শিব রঞ্জন চক্রবর্তী, তেলিয়ামুড়া
১৩৯—শ্যামদাশ চৌধুরী, তেলিয়ামুড়া
১৪০—নেপালচন্দ্র দাস, তেলিয়ামুড়া
১৪১—সন্তোষ কুমার দেব, ধর্মনগর
১৪২—রঞ্জিত লাল রায়, ধর্মনগর
১৪৩—রনবীর রায়, ধর্মনগর
১৪৪—সত্যেন্দ্র নারায়ন দেব, ধর্মনগর
১৪৫—চারুময় দেব, ধর্মনগর
১৪৬—শিব চরন সরকার, তেলিয়ামুড়া
১৪৭—কপুর কলই, বড়মুড়া
১৪৮—চারুমিয়া কলই, বহরমকলই পাড়া
১৪৯—অনুপ কুমার দে, তেলিয়ামুড়া
১৫০—দুর্গা চরন বিশ্বাস, বালুছড়া
১৫১—বিপ্লব বিশ্বাস, তেলিয়ামুড়া
১৫২—রমেশ চন্দ্র সরকার, তেলিয়ামুড়া
১৫৩—সত্য চরন ভৌমিক, চম্পকনগর
১৫৪—আশীষ ঘোষ, চুড়াইবাড়ী
১৫৫—শ্রীমতিকল্পনা রানী ভৌমিক, আগরতলা
১৫৬—শ্রীপবিত্র দেব, চুড়াইবাড়ী
১৫৭—শ্রীমতি জয়ন্তী চক্রবর্তী, কাঞ্চনপুর
১৫৮—শ্রীতুইয়া দেওয়ান, পেচারথল

১৫৯ সর্ব্বশ্রী দশচান্দ খরোয়াত, ধর্মনগর
১৬০—খেমচান খরোয়াত, ধর্মনগর
১৬১—বিমল নাথ, কাঞ্চনপুর
১৬২—নন্দন রায়, ধর্মনগর
১৬৩—সুভাষ দেবনাথ, ধর্মনগর
১৬৪—এইচ্ টি কুমার, শোবাউল
১৬৫—ধীরেন্দ্র আচার্য্য, ধর্মনগর
১৬৬—টীকন চান্দ মরোয়াত, ধর্মনগর
১৬৭—নারায়ন চন্দ্র দাস, ধর্মনগর
১৬৮—রাকেশ দেবনাথ, ধর্মনগর
১৬৯—আদিত্ত রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ধর্মনগর
১৭০—সুব্রত নাথ, কাঞ্চনপুর
১৭১—দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য, আগরতলা
১৭২—দীপক ভট্টাচার্য্য, আগরতলা
১৭৩—জয়দীপ ভট্টাচার্য্য, আগরতলা
১৭৪—শীতেন্দ্র চক্রবর্তী, ধর্মনগর
১৭৫—রঞ্জিত রায়, ধর্মনগর
১৭৬—অরবিন্দ দত্ত, হাফলং
১৭৭—দীপক ভট্টাচার্য্য, ধর্মনগর
১৭৮—কনক গোস্বামী, ধর্মনগর
১৭৯—রমাপ্রসাদ দাস, পানীসাগর
১৮০—বিধুভূষন শর্মা, পানীসাগর
১৮১—শৈলেন্দ্র নাথ, সাতনালা
১৮২—প্রনব কুমার নাথ, দশদা
১৮৩—নীলীমা রায়, চণ্ডীপুর
১৮৪—শ্রীমতিরেখা রায়, চণ্ডীপুর
১৮৫—শ্রীরঞ্জন দেব, কাঞ্চনপুর
১৮৬—শ্রীবাবুল চন্দ্র দেবনাথ, জলাবাসা
১৮৭—শ্রীশুধন্য কুমার নাথ, জলাবাসা
১৮৮—শ্রীগৌতম কুমার শোম, কুফিনালা

১৮৯ সর্ব্বশ্রী আরাধন সাহজী, মাচমারা
১৯০—মোহিনী মোহন চাকমা, মাছমারা
১৯১—উত্তম কুমার বোরা, পেচারথল
১৯২—কেশরী চান্দ বোরা, পেচারথল
১৯৩—জন্টু দাস, ধর্মনগর
১৯৪ শ্রীমতি মনিকা রায়, ধর্মনগর
১৯৫ সর্ব্বশ্রী রনবীর রায়, ধর্মনগর
১৯৬—রঞ্জিত লাল রায়, ধর্মনগর
১৯৭—সত্যেন্দ্র নারায়ন দেব, ধর্মনগর
১৯৮ শ্রীমতি জোৎস্না রানী দেব, ধর্মনগর
১৯৯ সর্ব্বশ্রী সন্তোষ কুমার দেব, ধর্মনগর
২০০—বিকাশ রঞ্জন, রায় ধর্মনগর
২০১—উত্তম রায়, ধর্মনগর
২০২—নিরেষ চন্দ্র দেব, ধর্মনগর
২০৩—চারুময় দে, ধর্মনগর
২০৪—গোপেন্দ্র গুন, ধর্মনগর
২০৫—হরেন্দ্র আচার্যী, ঐ
২০৬—বিবেকানন্দ দেব, আগরতলা
২০৭—অলককিশোর দেব, ঐ
২০৮—নিরঞ্জন কাপু, ধর্মনগর
২০৯—নির্মেলেন্দু রায়, কৈলাসহর
২১০—মানিক চন্দ্র ধর, পানিসাগর
২১১—গোপাল কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ধর্মনগর
২১২ শ্রীমতি কনিকা ভট্টাচার্য, ধর্মনগর
২১৩ সর্ব্বশ্রী সুধীর রঞ্জন নাথ, ধর্মনগর
২১৪—মো: সিরাজ উদ্দিন, ধর্মনগর
২১৫—দেবব্রত সিনহা, জলাবাসা
২১৬—ভনরলাল বথরা, ধর্মনগর
২১৭—ওমপ্রকাশ বথরা, ধর্মনগর
২১৮—দিলীপ কুমার ধর, ধর্মনগর
২১৯ সর্ব্বশ্রী বাবুল দেবনাথ, চোরাইবাড়ী
২২০—সমীর ভৌমিক, চোরাইবাড়ী
২২১—জনার্দন গোস্বামী, কাঞ্চনপুর
২২২—বিশ্বজিৎ শর্মা, কাঞ্চনপুর
২২৩—বিধুভূষন শর্মা, কাঞ্চনপুর
২২৪—সুব্রত কুমার দাস, দামছড়া
২২৫—মো:সফিকুল ইসলাম, দামছড়া
২২৬—অনিশ চন্দ্র নাথ, দশদা
২২৭—রঞ্জিত কুমার নাথ, কাঞ্চনপুর
২২৮—ফনিভূষন দাস, দামছাড়া
২২৯—রুক্সমী চান্দ গেরোয়াথ, ধর্মনগর
২৩০—নিবারন চন্দ্র নাথ, কাঞ্চনপুর
২৩১—নরেশ চন্দ্রনাথ, কাঞ্চনপুর
২৩২—বিশ্বজিৎ রায়, ধর্মনগর
২৩৩—দেবেন্দ্র চক্রবর্তী ঐ
২৩৪—অসীম রায় ঐ
২৩৫—চুরামনি দেবনাথ, কৈলাশহর
২৩৬—কানু দত্ত, ধর্মনগর
২৩৭—গনেশ ভট্টাচার্য, কাঞ্চনপুর
২৩৮—বিমল অধিকারী, ধর্মনগর
২৩৯—গনেশ লাল ঘরোয়াথ, কাঞ্চনপুর
২৪০—নৃপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, ঐ
২৪১ শ্রীমতি ভারতী সাহা, আগরতলা
২৪২ সর্ব্বশ্রী সুবীর নারায়ন দেব, ঐ
২৪৩—চানু দত্ত, ধর্মনগর
২৪৪—নলীনি বরুয়া, কাঞ্চনপুর
২৪৫—রেবতী রঞ্জন নাথ, ঐ
২৪৬—শান্তিময় দে, ঐ
২৪৭—মানিক চক্রবর্তী, মাছমারা
২৪৮—প্রনব চাকমা, মাছমারা

২৪৯শ্রীমতি সপ্না রানী পাল, কাঞ্চনপুর
২৫০—শ্রীঅরুন ক'স্ত চন্দ, মাছমারা
২৫১—শ্রীরমেন্দু রায়, কৈলাসহর
২৫২ সর্ব্বশ্রী দেবেন্দ্র দাস, ধর্মনগর
২৫৩—নিরঞ্জন সুত্রধর, কাঞ্চনপুর
২৫৪— মরন দাশ, ধর্মনগর

২) যে সকল ব্যক্তিকে যে পরিমান কাঠের পারমিট ১৯৮৮—৮৯, ও ১৯৮৯—৯০ ইং সনে দেওয়া হয়েছে তার বিবরন নিম্নরূপ (এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত সংবাদের ভিত্তিতে)

১—রমন মোহন ত্রিপুরা	৭. ০০ ঘ: মি:
২—ফনীন্দ্র ত্রিপুরা	৭. ০০ ঘ: মি:
৩—মনোরঞ্জন চাকমা	৭. ০০ ঘ: মি:
৪—সুন্দর আলী	৭. ০০ ঘ: মিঃ
৫—হরেন্দ্র রায়	৯. ০০ ঘঃ মি:
৬—প্রনব চৌধুরী	৯৯.৬৮৮ ঘ: মিঃ (৯২.৬৮৮ নিলাম)
৭—নির্মলেন্দু সরকার	২০. ০৭২ ঘ:মি: (নিলাম)
৮—রহিম মিয়া	১১. ৩১৮ ঘ: মি: (৪. ০১৮ নিলাম)
৯—কেশব রায়	১০. ৭০৫ ঘ:মি:
১০—অরুন ভট্টাচার্য	৪: ৭৫৫ ঘ: মি: (নিলাম)
১১—উত্তম কান্তি দেওয়ান	১৪. ০০০ ঘ: মি:
১২—মৃনাল কান্তি সাহা	৩৭. ০০০ ঘ: মি: (৩০. ০০০ নিলাম)
১৩—শৈলেন্দ্র গোস্বামী	৭. ০০ ঘ:মি:
১৪—বারীন্দ্র দেব	৭. ০০০ ঘ:মি:
১৫—কামাক্ষা প্রসাদ দে	৮. ০০০ ঘ: মি:
১৬—বিজন দেব	৬১. ০০০ (৫৪.০০০ নিলাম)
১৭—বসুদেব দাস	৭. ০০০ ঘ: মি:
১৮—নীহার দেব	৭. ০০০
১৯—তুষার কান্তি মজুমদার	৭. ০০০ ঘ: মি:
২০—নির্মল চক্রবর্ত্তী	৫৯. ৫৫৫ (ঘ:মি: নিলাম)
২১—গৌরাঙ্গ চন্দ্র সাহা	১৬. ৩৫৫ ঘ:মি:
২২—অজয় মজুমদার	৯. ৩২২
	১৮.৪৪৮
২৩—অমূল্য রতন দে	৩৩. ১১৩
	১৯.১১৩

২৪—শ্রী প্রদীপ চৌধুরী ১৬'২২৫
২৫—শ্রী বাবুল চন্দ্র দেব ৩৮'৩২০
২৬—শ্রী অনিল চন্দ্র শীল ১৬'৫৪৫
২৭—শ্রী রাজা রাও ঘোষ ২৪'৪৬০ ; ৬০'০২৯
২৮—শ্রী হারাধন ভট্টাচার্য ২৩'৬৭৩ ; ৪১'৭৯২
২৯—শ্রী শ্যামল কর ৪০'৩০৬ ; ৯'৪৬১
৩০—শ্রী রতন চক্রবর্তী ১৯'০০০ ; ১৪'৬০৯
৩১—শ্রী ফনী ভুষন চক্রবর্তী ১৯'৪৩৫ ; ৩০'৩৭৩
৩২—শ্রী জীবন সাহা ৮'০০০ ঘ: মি:
৩৩—শ্রী জহর সাহা ৭৯'৪৭৪ ; ৩৪'৬৮৫
৩৪—শ্রী রাধারমন বনিক ৭'৮৪৯
৩৫—শ্রী অমর চান্দ সাহা ২০'০০০
৩৬—শ্রী বিষ্ণু রায় ত্রিপুরা ১১'২২৮ ; ২০'৭৭৪
৩৭—শ্রী রতন লাল ভদ্র ৮'১৮২
৩৮—শ্রী রঘুনন্দন সিং ১৬'৯১৩ ; ৪'৭০০
৩৯—শ্রী শুধীর দত্ত ১৩'৫৯৪ ; ২০'৯৮১
৪০—শ্রী বাবুল সাহা ১৫'৬৫৮
৪১—শ্রী মতিলাল চৌহান ৩'৬০১
৪২—শ্রী রতীশ সুত্রধর ৫.৩৫৩
৪৩—শ্রী প্রানেশ দেব ১৩'৯৩৮ , ৯'০০২
৪৪—শ্রী পঙ্কজ কুমার সাহা ৭'৮২৮
৪৫—শ্রী রতন সাহা ১২'৩৫৬
৪৬—শ্রী সত্য সাহা ৯২'১৩৮
৪৭—শ্রী রতন কিশোর চৌধুরী ৬'১৩০
৪৮—শ্রী অসীম সাহা ৫৩'৫৯৫
৪৯—শ্রী দীনেশ দেববর্মা ৬'৬৭৫
৫০—শ্রী মানিকলাল সাহা ৮'২৩৮
৫১—শ্রী অনুপ কুমার রায় ৩৭'৬৩১
৫২—শ্রী বিপ্লব বিশ্বাস ৪৬'৬৪৪
৫৩—শ্রী জগন্নাথ মল্লিক ৯'০০০

৫৪—শ্রী রমেশ সরকার	২'০০০
৫৫—শ্রী শিবু চক্রবর্তী	২০'০০০
৫৬—শ্রী রনবীর রায়	৯'০০০
৫৭—শ্রী আশীষ ঘোষ	১৮'০০০
৫৮—শ্রী পবীত্র দেব	১৮'০০০
৫৯—শ্রী মতী জয়ন্তী চক্রবর্তী	১৮'০০০
৬০—শ্রী দীপক ভট্টাচার্য্য	৭'০০০
৬১—শ্রী সজিৎ রায়	১৭'০০০
৬২—শ্রী অরবিন্দ দত্ত	৭'০০০
৬৩—শ্রী কনক গোস্বামী	২৫'০০০
৬৪—শ্রী মতী মনীকা রায়	৫৬'০০০
৬৫—শ্রী রনবীর রায়	৫৬'০০০
৬৬—শ্রী রঞ্জিত লাল রায়	৩৫'০০০
৬৭—শ্রী সত্যেন্দ্র নারায়ন দেব	৪০'৪৮৫
৬৮—শ্রী মতী জ্যোৎস্না রাণী দেব	২১'০০০
৬৯—শ্রী সন্তোষ কুমার দেব	৩২'৩১৮
৭০—শ্রী বিকাশ রঞ্জন রায়	২১'০০০
৭১—শ্রী উত্তম রায়	৩৫'০০০
৭২—শ্রী নীরেশ চন্দ্র দেব	২১'০০০
৭৩—শ্রী চারুময় দেব	১৪'০০০
৭৪—শ্রী গোপেন্দ্র গুন	২৮'০০০
৭৫—শ্রী হরেন্দ্র আচার্য্য	৩৬'০০০
৭৬—শ্রী বিবেকানন্দ দেব	১৪'০০০
৭৭—শ্রী অলক কিশোর দেব	৭'০০০
৭৮—শ্রী নির্মেলেন্দু রায়	১৪'০০০
৭৯—শ্রী গোপাল কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৫৪'৫০
৮০—শ্রী মতী কনিকা ভট্টাচার্য্য	৬৩'৫০
৮১—শ্রী দীলিপ কুমার ধর	৩৪'০০
৮২—শ্রী বাবুল দেবনাথ	৫২'০০
৮৩—শ্রী সমর ভৌমিক	৫২'০০

৮৪—শ্রী জনার্ধন গোস্বামী	৭·০০
৮৫—শ্রী বিশ্বজিৎ শর্মা	৭·০০
৮৬—শ্রী বিধুভূষন শর্মা	১০·৮৪৪
৮৭—শ্রী নরেশ চন্দ্র নাথ	২৫·১১৯
৮৮—শ্রী বিশ্বজিৎ রায়	২৫·০০০
৮৯—শ্রী দেবেন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৫·০০০
৯০—শ্রী কানু দত্ত	২৫·০০০
৯১—শ্রী গঙ্গেশ ভট্টাচার্য্য	৭·০০০
৯২—শ্রী সুবীর নারায়ন দেব	১৫·০০০
৯৩—শ্রী চানু দত্ত	৪৩·০০
৯৪—শ্রী মানিক চক্রবর্ত্তী	৪১·০০০
৯৫—শ্রী রমেন্দু রায়	১৫·০০০

৩) এ পর্যন্ত যে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে ত্রিপুরার বাইরে কাঠ যাবে এই সর্ত্তে কাহাকেও কোন কাঠের পারমিট দেওয়া হয়নি। কাঠ ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাতেও ব্যবসার জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। তবে কোন কোন ব্যক্তি বা ব্যবসায়ী ত্রিপুরার বাহিরে ট্রেনজিট পাশ মূলে কাঠ নিয়ে গিয়েছেন।

৪। বিভিন্ন ফরেষ্ট ডিভিসনে কাঠ পাচারের অভিযোগে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মনু ডিভিসন	মূল্য ও ক্ষতি পুরনের টাকা
১—শ্রী স্বর্ধন ভৌমিক	৯৭৪·০০
২—শ্রী মনী গোপাল সূত্রধর	৩৭৩·২০
৩—শ্রী প্রতাপ দাংশু	৭৫৪৬·০৫
৪—শ্রী পরিমল বরুয়া	১৮৮·০০
৫—শ্রী চন্দ্র মোহন সাহা	১৪২·০০
৬—শ্রী নিশি কান্ত দাশ	১১২৫·৫০
৭—শ্রী সাধন বরুয়া	১৬৮২·০০
৮—শ্রী নেপাল সূত্রধর	৯৮·৭৫
৯—শ্রী ভূপাল সিং	৮২৫·০০
১০—শ্রী বীরেন্দ্র রিয়াং	৩২৩·০০

১১—শ্রী সুধীর সূত্রধর	৫০'০০	
১২—শ্রী লক্ষধন চাকমা	৭৪৩'০০	
১৩—শ্রী ব্রজেন্দ্র পাল	৩৭৮'০০	
১৪—শ্রী হরীমোহন ত্রিপুরা	৫৯২'৫৫	
১৫—শ্রী স্বপন পাল	১৭৬৪'০০	
১৬—শ্রী নিত্য মজুমদার	৫০'০০	
১৭—শ্রী সুসেন্দ্র চক্রবর্তী	৫৪৮৯'০০	
১৮—শ্রী রাজীম আলী	৯৫'০০	
১৯—শ্রী সুধীর ধর	৮৬'০০	
২০—শ্রী তপন কুমার দে	২৫৮৯'২০	
২১—শ্রী কমল কান্তি সিং	১০০'০০	
২২—শ্রী রসময় ত্রিপুরা	৪৯২৪'৬৫	
২৩—শ্রী প্রতাপ দাংশু	৪৩৬৯'৪০	
১৪—শ্রী দর্পদল দেব	১৫৫০'০০	
২৫—শ্রী রসিকলাল ধর	৪৭২০'২০	
২৬—শ্রী সমীর পাল	২২৭৪'০০০	(২২৭৪'০০)
২৭—শ্রী মাখন চন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্য ৫	৩০০'০০	
২৮—শ্রী সুরেশ বিকাশ চাকমা	৭৩৮৮'০০	
২৯—শ্রী রসময় ত্রিপুরা	৬৩৫'৯০	
৩০—শ্রী বসুদেব দাশ	৭৯৬৫'০৫	
৩১—শ্রী রসময় ত্রিপুরা	৪৫০৯'৩০	
৩২—শ্রী আবদুল জলীল	২০১১'০০	
৩৩—শ্রী রাজকুমার দাস	১০২১১'০০	
৪৪—শ্রী সুধাংশু রঞ্জন দে	৩১২৭'১০	
৩৫—শ্রী তপন কুমার দত্ত	২৪০৩'৪০	
৩৬—শ্রী নিতাই বসাক	১৮১৩'২০	
৩৭—শ্রী কাজল দেব	২২৪৯'৬০	
৩৮—শ্রী সুকুমার নাগ	৪০৮'৮০	
৩৯—শ্রী তপন কুমার দে	আদায় হয়নি	
৪০—শ্রী করুনাময় দাস	ঐ	

৪১—শ্রী ইতীশ মারাক	আদায় হয়নি
৪২—শ্রী রবি রূপিনি	কৈলাসহর কোর্ট

গোমতী ডিভিসন

১)—শ্রী দীপক চৌধুরী (লাইসেন্স ধারী)	৪৯৬৪.৯০

তেলিয়ামুড়া ডিভিসন

১—শ্রী সুবালিয়া দেববর্মা	১৪৯০.০০
২—শ্রী বিপীন চাকমা	৫০.০০
৩—শ্রী হরিচরন দাস	৫০.০০
৪—শ্রী সুবোধ চন্দ্র রায়	২৪৬.০০
৫—শ্রী মহরম দেববর্মা	১৯৪.০০
৬—শ্রী সন্তোষ দাস	৫০.০০
৭—শ্রী তপন সাহা	২৬৬.০০
৮—শ্রী মধুসুদন দাস	৯৪৫.৩০
৯—শ্রী রতন ঘোষ	২৮২.০০
১০—শ্রী মহাদেব দেবনাথ	১৩২৫.০০
১১—শ্রী অরবিন্দ সরকার	১৯৬.৭০
১২—শ্রী সঞ্জয় চন্দ	২২৩.৫০
১৩—শ্রী দশরথ দেবনাথ	২১২.৩০
১৪—শ্রী অনিল রায়	১৫৫০.০০
১৫—শ্রী কুমুদ রঞ্জন পাল	১৯৬০.০০
১৬—শ্রী রমেশ সরকার	
১৭—শ্রী গৌরাঙ্গ দাশ	
১৮—শ্রী বিধু দেববর্মা	২৪৫০.০০
১৯—শ্রী সুবোধ দেববর্মা	
২০—শ্রী ধীরেন্দ্র দাশ	৩১৪৫.০০
২১—শ্রী হামুদ মিঞা	৭৩৮.৬০
২২—শ্রী প্রসান্ত ভট্টাচার্য্য	১০৫৯.৮০
২৩—শ্রী উত্তম কুমার সাহা	১৩৪১.৪০

নাম	টাকা
২৪—শ্রী মিন্টু চন্দ্র দাস	৫০·০০
২৫—শ্রী গিরিজামোহন সাহা	৫০·০০
২৬—শ্রী দুলাল দাস	২৩২·৪০
২৭—শ্রী বজটু মিয়া	১৮৭·৭০
২৮—শ্রী হরেরাম শীল |	
২৯—শ্রী মাধব দত্ত |	২৫৭৫·০০
৩০—শ্রী অজিত নারায়ন সাহা |	
৩১—শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র সাহা	৫০·০০
৩২—শ্রী নেপাল চন্দ্র বনিক	৭৭·০০
৩৩—শ্রী সুজিৎ সাহা	২২১৭·০০
৩৪—শ্রী মালাক মিয়া	৯২৭·০০
৩৫—শ্রী জহর সাহা	১১৭·২০
৩৬—শ্রী উমেশ চন্দ্র পাল	৫০·০০
৩৭—শ্রী হরিপদ দাশ	৫০·০০
৩৮—শ্রীমতি পুতুল ভট্টাচার্য্য |	
৩৯—শ্রী নারায়ন ঘোষ |	২৫৪৮০·০০
৪০—শ্রী লক্ষী |	
৪১—শ্রী পিযোষ সাহা |	
৪২—শ্রী প্রানজিৎ ভৌমিক	৪৪০·০০
৪৩—শ্রী বাবুল মজুমদার	৩৮৩·২০
৪৪—শ্রী মালেক মিয়া	২৪২·৫০
৪৫—শ্রী হামুদ মিয়া	৪৬৮·০০
৪৬—শ্রী শঙ্কর সাহা	৪১৫·২০
৪৭—শ্রী রোহিনী সরকার	৯৫·০০
৪৮—শ্রী পরেশ সরকার	২৫৫·০০
৪৯—শ্রী চন্দন দাশ	৩৬১·০৫
৫০—শ্রী বিশ্বমনি দেববর্মা	৪১৯·০০
৫১—শ্রী অনিল সুত্রধর	১৯০·০০
৫২—শ্রী রশীদ মিয়া	১৫১·৩০

৫৩—শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ	২৭৯২·০০
৫৪—শ্রী যতীন্দ্র চন্দ্র দেব	৫৫৭·০০
৫৫—শ্রী স্বপন নাগ	১৯০৬·৭০
৫৬—শ্রী দুলাল চন্দ্র দাশ	৪১৪·০০
৫৭—শ্রী সুবোধ ঘোষ	১১০·০০
৫৮—শ্রী বিশ্বজিৎ দেববর্মা	১৪, ২৫০০·০
৫৯—শ্রী মনীন্দ্র চন্দ্র সেন	১৮৫·০০
৬০—শ্রী অনিল দেব	১৩ ৩৪৩·৫০
৬১—শ্রী সুনীল মজুমদার	২, ২৭০·০০
৬২—শ্রীমতি রত্নাপ্রভা শীল	৩৬০·০০
৬৩—শ্রী নারায়ন চন্দ্র দেব	৬০৫·৫৫
৬৪—শ্রী শম্ভু দেববর্মা	২১৬২·০০
৬৫—শ্রী প্রফুল্ল দত্ত	৩৯১৪·০০

PROCEEDING OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Monday, the 26th March. 1990 at 11.00 A.M.

PRESENT

Shri Jyotirmoy Nath, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Speaker, six Ministers, eight Ministers of States and 39 Members.

QUESTION & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলির নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২০।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২০।

নং ১) বিলোনীয়া অন্তর্গত বনকর হইতে বিলোনীয়া বড়পাথরী রাস্তা ভায়া বল্লামুখ জে, বি, এণ্ড আই, সি, নগর হাই স্কুল পর্য্যন্ত কোন পাক্কা রাস্তা আছে কি না?

উত্তর :— না, এইরূপ কোন পাকা রাস্তা নাই।

নং ২) যদি না থাকে তাহলে তারজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না?

উত্তর :— আপাততঃ সলিং করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই উদ্যোগ কবে নাগাদ নেওয়া হবে এবং কাজ আরম্ভ করা হবে?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া গেলেই ১৯৯০-৯১ আর্থিক সালে কাজ আরম্ভ করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১০৭।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১০৭।

প্রশ্ন নং ১) ১৯৮৯-৯০ ইং সালের ৩১শে জানুয়ারী টি, আর, টি, সি-র কতটি বাস অকেজো (কন্‌ডেম্) ঘোষণা করা হয়েছে এবং কতটি বাস এই সময়ের মধ্যে বিক্রি করা হয়েছে ?

উত্তর :— ১৯৮৯-৯০ ইং সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্যান্ত মোট ৩০টি টি, আর, টি, সি বাস অকেজো ঘোষণা করা হয়েছিল এবং নীলামে বিক্রি করা হয়েছে।

প্রশ্ন নং ২) আর কোন নতুন রুটে বাস চালানো এবং যাত্রীবাহী বাস বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর :— হ্যাঁ আছে। ১৯৮৯-৯০ ইং সনে কিছু নতুন রুটে বাস চালু করা হয়েছে।

প্রশ্ন নং ৩) যদি থাকে তাহলে কোন্ কোন্ নতুন রুটে টি, আর, টি, সি বাস চালানো হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর :— উক্ত সময়ে নিম্নোক্ত পাঁচটি রুটে নিম্নোক্ত তারিখ হইতে বাস চালু করা হয়েছে :—

১) তেলিয়ামুড়া—মাতার বাড়ী ভায়া অমরপুর— ২১, ৪, ৮৯ ইং,
২) আগরতলা – দশদা— ১৭, ৫, ৮৯ ইং,
৩) আগরতলা—ঘোড়াকাপ্পা— ১০, ৫, ৮৯ ইং।
৪) আগরতলা—লালসিংমুড়া— ২, ৭, ৮৯ ইং।
৫) আগরতলা—মনু বনকুল— ৬, ৯, ৮৯ ইং।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি— এই যে, টি, আর, টি, সি-র বোর্ড গঠন করা হয়েছে— টি, আর, টি, সি এক্টে— তার যে ৬ নং ধারা সেখানে এ ধরণের এমন কোন কথা নাই যে, বাস সিণ্ডিকেটের সেক্রেটারী গোপাল কর বা ট্রাক ওনার্স সিণ্ডিকেটের সেক্রেটারী নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্যকে বোর্ডের সভ্য করা এইটা আইনের কোথাও নাই। এবং সেখানে এই বোর্ড গঠন করার পরেও দেখা যাচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা বলেছেন যে, পাঁচটা রুটে বাস চালু করেছেন, কিন্তু এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে— আগরতলা—গোলাঘাঁটি একটা রুট সেটা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

স্যার, আগরতলা—তীর্থমুখ সেখানেও সম্পূর্ণ বন্ধ। খোয়াই রুটে আগে যেখানে ১২টা বাস

চলাচল করতে পারত, এখন সেখানে মাত্র ৬টা বাস চলছে। কমলপুর—কৈলাশহর—গণ্ডাছড়া—শীলাছড়ি সর্বত্রই একই অবস্থা চলছে। এটা স্যার, টি, আর, টি, সি-কে ধ্বংস করার চক্রান্ত চলেছে বলে আমরা মনে করে নিতে পারি। এই টি, আর, টি, সি নিয়ে আজকাল পত্র-পত্রিকায় অনেক কিছু লেখা হচ্ছে যে, বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে বিভাগীয় মন্ত্রীর বিভিন্ন বিষয়ে মত পার্থক্য থেকে যাচ্ছে। গতকালও দেখতে পেয়েছি পত্রিকায় লেখা হয়েছে, টি, আর, টি, সি-র একটি নিয়োগকে কেন্দ্র করে বিভাগীয় মন্ত্রীর সঙ্গে বোর্ড চেয়ারম্যানের মত পার্থক্য রয়েছে। এই ভাবে মত পার্থক্য চলতে থাকলে টি, আর, টি, সি-র উন্নতি কি করে করবেন? জনস্বার্থে কতটুকু কাজ করবেন? অত্যান্ত পরিকল্পিত ভাবে এটাকে বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কোন তথ্য আছে কিনা?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সত্য যে, কিছু রুটে টি, আর, টি, সি বাস দেওয়া হচ্ছে না বা দেওয়া হয় নাই। বিরোধী দলের সদস্যরা ক্ষমতায় থাকা-কালীন প্রায় ৬০টি বাস নষ্ট করে গিয়েছেন। সেই ৬০টি টি, আর, টি, সি বাসের মধ্যে আমরা স্যার, ৩০টী বাস বিক্রি করে দিয়েছি এবং বাকী ৩০টী বাস এখনও কনডেম অবস্থায় পড়ে আছে। যেগুলি চালানোর উপায় আর নেই। জনস্বার্থের দিকে তাকিয়ে প্রাইভেট পার্টিকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, এখন বাসও চালাচ্ছে। তবে এই অবস্থা নিরসনের লক্ষে যাত্রীদের সুবিধার্থে আমরা আরও ৩০টী বাস কিনছি এবং ৫টী ডিলাকস্ বাস আনছি আগামী আর্থিক বছরে। স্যার, প্রয়োজনে আমরা প্রাইভেট বাস সার্ভিস বৃদ্ধি করছি সেই সমস্ত রুটে যে সমস্ত রুটে বাস সার্ভিস কম আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আই, ডি-এর কাছ থেকে যে টাকা লোন নেওয়া হয়েছিল সেই টাকা এখন সুদে আসলে প্রায় এক কোটি টাকার মত হয়েছে। টি, আর, টি, সি-র কাছে অনেক টাকা পাওনা আছে টাটা কোম্পানীর এজেন্ট সুরানা। এখন আর তারা টি, আ, টি, সি-কে পার্স সরবরাহ করে না। বকেয়া টাকা না দিলে পার্স সরবরাহ করা হবে না বলাতে এখন টি, আর, টি, সি-র অনেক বাস বসে গিয়েছে। সার্ভিসে বের হতে পারছে না।

স্যার, তৃতীয় বেতন কমিশনের রিপোর্ট মোতাবেক কর্মচারী-শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে রাখবেন বলে খরচা করে ফেলছেন। ফলে যে একটা অবস্থা চলছে, তাতে আমার ধারণা স্যার, আগামী আর্থিক বছরে টি, আর, টি, সি-র সমস্ত রুট বন্ধ হয়ে যাবে। টি, আর, টি, সি-কে বন্ধ করার একটী পরিকল্পিত চক্রান্ত চলছে। কয়েক লক্ষ টাকা বকেয়া পড়ে আছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে, বিগত সরকারের আমলে ৬০টী বাস অচল ছিল। সেই বাসগুলির কোনটীর বডি খারাপ আবার কোনটীর ইঞ্জিন খারাপ। অডিট রিপোর্টেও সেটার উল্লেখ ছিল। সেই জন্য আমাদের বাস

সার্ভিস নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হচ্ছে। তবে আমি আশা করি স্যার, যে সমস্ত রুটে বাস সার্ভিস অপর্যাপ্ত আছে সেই সমস্ত রুটে অতি শীঘ্রই যাতে বাস চলা-চলের ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য আগামী আর্থিক বছরে অর্থের সংস্থান করা হয়েছে। আর টাকার কথা যা বলেছিলেন সেই ব্যাপারে বলতে গিয়ে আমাকে বলতে হয় যে, আপনাদের আমলে আপনারা টি, আর, টি, সির নামে যে টাকা লোন নিয়েছিলেন সেই টাকা আপনারা ফিরিয়ে দিতে পারেন নাই। ফলে সুদ সমেদ সমস্ত টাকা আমাদের ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। জনস্বার্থে আমরা বাস চলাচলের ব্যবস্থা অবশ্যই করব। এই সমস্ত ব্যাপারে উনি যে সমস্ত তথ্য দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ অসত্য।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে, টি, আর, টি, সির ৩০টি বাস বিক্রি করে দিয়েছে, আরো ৩০টি বিক্রি করবেন এবং এইগুলির সবই বাস সিণ্ডিকেটের মালিক যারা আছেন, তাদের দেওয়া হয়েছে। তাই টি, আর, টি, সি, আজকে এই রকম অবস্থায় চলছে। বে আইনী ড্রাইভার নিয়োগ করা হয়েছে, ইন্টারভিউ ছাড়া ডি. আর, ডাব্লিউ হিসাবে এর মধ্যে যারা একসিডেণ্ট করছেন এবং এক্সিডেণ্টের উপর ইন্স্যুরেন্স থাকায় সমস্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা, সেগুলি পাচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রীকে বলা সত্ত্বেও উনি এড়িয়ে যাচ্ছেন। বে আইনী যে সমস্ত কর্মচারী নিয়োগ করা হচ্ছে এরমধ্যে একজন চেয়ারম্যানের প্রাইভেট সেক্রেটারী যা না হলে চেয়ারম্যানের চলে না অথচ রিক্রুটমেণ্ট রুলসের সমস্ত প্রভিশনকে ভাইয়লেট করে সেই সমস্ত এপয়েনমেণ্ট দেওয়া হয়েছে। এসব করার জন্য আজকে টি, আর, টি, সিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য এখানে একটি পরিকল্পিত চক্রান্ত চলেছে। যাতে সমস্ত রোডগুলি বন্ধ করে দিয়ে টি, আর, টি, সি, অচিরেই বন্ধ করে দেওয়া যায়। আর টি, আর, টি, সির বছরে ক্ষতির পরিমাণ কত, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনাদের আমলেই ১৯৮৭-৮৮ সালে উনারা ৩০টি বাস, সেগুলি কনডাম হয়েছিল সেগুলিকে বিক্রি করার জন্য, অ্যাকশন ডিকলা-রেশন দিয়েছিল পত্র পত্রিকায়। আমরা অল ইণ্ডিয়া সারকুলেশন করে তার জন্য টেণ্ডার কল করি, ঐ ৩০টি বাসের জন্য, ২৯জন টেণ্ডারার কনটেষ্ট করেন। সেগুলির মেকসিমাম ডাক উঠেছে ১৬ ৭৫,৭৪৪ টাকা। আর এটাও ঠিক নয় যে এখন পর্য্যন্ত আমরা কাউকে বুক ভেল্যু অনুযায়ী কোন বাস কিংবা ট্রাক কাউকে দিয়েছি। তবে বুক ভেল্যু অনুযায়ী যদি প্রয়োজন পড়ে আমরা সেটা বিধি অনুযায়ী, আইনসঙ্গতভাবে দেব। আগরতলা টাউনে এবং সারা রাজ্যে যাতে কিছু বাস ঠিক ভাবে চলাচল করতে পারে, সেই জন্য আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং সেটা আইনসঙ্গত ভাবেই নিয়েছি। এই সম্পর্কে বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে আমার কোন মত বিরোধ আছে বলে আমি জানি না।

এটা আলাদা প্রশ্ন, আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে আমি সেটার উত্তর দেব। ওদের সময়েই যাত্রী পরিবহন ব্যবস্থাকে ওরা পঙ্গু করে দিয়ে গেছে। আগে সিণ্ডিকেটের মাধ্যমে, ট্রাক এসোসিয়শনের মাধ্যমে, বাস এসোসিয়শনের মাধ্যমে, সোনামুড়া বাস এসোসিয়শনের মাধ্যমে লাইসেন্স দেওয়া হত।

ওদের দলীয় ফাণ্ড বাড়ানোর জন্য ব্যক্তি বিশেষকে লাইসেন্স দেওয়ার প্রথা চালু ছিল। আমরা সেটা বন্ধ করেছি তাদের যে ইউনিয়ন আছে আমাদেরও এসোসিয়শন আছে, এবং সিণ্ডিকেট আছে, যারা চাইবেন আমরা তাদের রোড পারমিশন দেব।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বামফ্রন্ট গত ১০ বছরে মোট কত টাকা বিভিন্ন ব্যাংক থেকে টি, আর, টি, সির জন্য ঋণ নিয়েছিল এবং এতে সুদে আসলে মোট কত দাঁড়িয়েছিল। আর বর্তমানে দুই বছরে কংগ্রেস, টি, ইউ, জি, এস সরকার ক্ষমতায় আসার পর ব্যাংক থেকে মোট কত টাকা এই টি, আর, টি, সির জন্য ঋণ নিয়েছেন জানাবেন কি ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই বলেছি যে, গত ১০ বছরে যে সমস্ত অডিট রিপোর্ট এসেছে তা দেখলে দেখা যাবে কোটি কোটি টাকা ওদের সময় টি, আর টি, সিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে একুরেট ফিগারটা আমি এখন দিতে পারবো না। তারা কোটি কোটি টাকা লোন নিয়েছে। লোন নিয়ে লোন ফেরত দেয়নি এবং সুদও ফেরত দেয়নি। সেগুলিই এখন আমাদের বহন করতে হচ্ছে।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা (সালেমা) :— স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৪।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী)—স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৪।

প্রশ্ন

১) কমলপুর বিমান ঘাঁটি হতে শ্যামরায় পাড়া হইয়া লেম্বুছড়া ভায়া কমলাছড়া পর্যান্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে এবং

২) অতি সত্বর রাস্তা নির্মাণের কাজ শেষ করা সম্ভব হবে কিনা ?

৩) যদি না হয়, তবে তার কারণ ?

উত্তর

১) পূর্ত্ত দপ্তরের সিডিউলে এই নামে কোন রাস্তার উল্লেখ নাই।

২) উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

৩) ঐ

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই রাস্তাটি এরপর থেকে একটি ট্রাইবেল পাড়ার (চামড়াই সর্দার পাড়া)-র উপর দিয়ে গিয়েছে। অথচ মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে, এই রাস্তাটি নাকি পি ডবলিউ, ডির সিডিউল নাই। তাই আমি বলতে চাই যে ১৯৮৫ সালে এই রাস্তাটি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে করা হয়েছিল। তখন রাস্তাটি প্রায় দেড় কিলোমিটার পর্যান্ত অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু মাঝ পথে সেটির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কাজেই, এই রাস্তাটি না হওয়ার জন্য যেখানে সেই এলাকার লোকদের আড়াই কিলোমিটার হেঁটে বাজারে যেতে হত। এখন সেই জায়গাতে প্রায় ৭ কিলোমিটার হেঁটে বাজারে যেতে হচ্ছে। এছাড়া, সেই অঞ্চলে রিক্সা বা অন্য কোন যানবাহন

চলাচলের সুবিধা নাই বলে ঐ এলাকার লোকদের চলাচলের অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই, এই রাস্তাটির গুরুত্ব বিচার বিবেচনা করে আগামী আর্থিক বৎসরের মধ্যে এই রাস্তাটির কাজ শুরু করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি এই নামে পি. ডবলিউ ডি-র সিডিউলে কোন রাস্তা নাই। তবে এই ধরণের যদি থেকে থাকে, সেটা পি. ডবলিউ, ডির হাতে হ্যাণ্ডওভার করা হয় তাহলে আগামী আর্থিক বৎসরের মধ্যে রাস্তাটি করতে পারা যায় কিনা আমরা বিচার বিবেচনা করে দেখব। অথবা, সেটা যদি পঞ্চায়েতের হাতে থাকে এবং পঞ্চায়েত যদি বি, ডি, সির মাধ্যমে পি ডব্লিউ, ডির হাতে হ্যাণ্ডওভার করে, তাহলেও আমরা আগামী আর্থিক বৎসরের মধ্যে রাস্তাটি করা যায় কিনা, তা বিচার বিবেচনা করে দেখবো।

শ্রীবিমল সিন্‌হা (কমলপুর) :— স্যার, পি, ডব্লিউ, ডির সিডিউলে এই রাস্তাটি নেই বলে যে কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, তা ঠিক নয়। কারণ, বহু দিন আগেই এই রাস্তাটিকে পঞ্চায়েত থেকে পি, ডব্লিউ, ডির হাতে হ্যাণ্ডওভার করা হয়ে গেছে এবং তারপর মৌখিক ভাবে সেই রাস্তার জন্য কিছু জমিও এ্যাকোয়ার করে এ্যাকোয়ারকৃত জমির মালিকদের টাকা পয়সা দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং দেড় কিলোমিটার রাস্তা তৈরী হয়ে গেছে, মাঝখানে একধা ছড়া থাকায়, সেটার কাজ আর অগ্রসর হতে পারেনি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি যে শ্যামরায় পাড়া থেকে লেম্বুছড়া হয়ে কলাছড়া পর্যান্ত রাস্তাটি পি, ডব্লিউ, ডির সিডিউলে নেই। তবে, লেম্বুছড়া হতে চামডাইপাড়া পর্য্যন্ত একটি রাস্তা পি, ডব্লিউ ডির সিডিউলে আছে, সেটার কথা যদি মাননীয় সদস্য বলে থাকেন তাহলে আমরা সেটা বিবেচনা করে দেখব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীদিবাচন্দ্র রাঙ্খল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাঙ্খল (কুলাই) :— স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪০।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪০।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে রাজ্যে লটারী কেলেংকারী তদন্ত শেষ হওয়ার পর রাজ্য লটারী দুর্নীতি ও কোটি কোটি টাকা তছরূপের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে?	১) রাজ্য লটারী তদন্ত রিপোর্টে নিয়ম বহির্ভূত অর্থনৈতিক ক্ষতি বিজড়িত রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।
২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে রাজ্য লটারী দপ্তর হইতে থানায়	১) এখনও এফ, আই আর করা হয়নি তদন্ত রিপোর্ট মোতাবেক সমস্ত কিছু পুংখানু

(এফ, আর, আর) মামলা দায়ের করা হয়েছে কিনা এবং এখনও যদি মামলা দায়ের করা না হয় তাহা হইলে তার কারণ, এবং

৩) যদি থানায় এফ, আই, আর করা হয়ে থাকে তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম সহ বিবরণ ?

পুংখরূপে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

৩) অভিযোগ চূড়ান্তভাবে পরীক্ষা করার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলা যাবে।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, তদন্ত শেষ হলে অভিযুক্তদের নাম বলা যাবে। এই লটারী কেলেংকারী তদন্তের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তদন্ত করার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এখনও পর্যান্ত তদন্তের রিপোর্ট পেশ করেনি। কারণ কি? কবে পর্যান্ত তদন্ত রিপোর্ট পেশ করবে ? পশ্চিমবঙ্গের এস, পাল হলো সোল এজেন্ট। তার সঙ্গে ত্রিপুরা ষ্টেট বিজ্ঞাপনের জন্য ৭০ হাজার টাকা চুক্তি অনুযায়ী দেওয়ার কথা। কিন্তু সেই টাকা রাজ্য সরকার মিটিয়ে দিয়েছেন এটা সত্য কিনা ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে, লটারী কেলেংকারী সম্বন্ধে সমস্ত রেকর্ড ফাইল-পত্র তদন্ত করে দেখার জন্য এক সদস্য বিশিষ্ট শ্রীমাণিকলাল গাঙ্গুলীকে দিয়ে গঠন করা হয়েছে। এতে অর্থনৈতিক ত্রুটি আছে এবং দোষী ব্যক্তিদের নামে এফ, আই, আর করা হবে। এখন এটা পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী (কল্যাণপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখন পর্যান্ত তদন্ত কমিটিকে রাজ্য সরকার কত টাকা দিয়েছেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এই সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে বলতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (সিমনা) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৭৮।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, অ্যাডমিটেট কোয়েশ্চেন নং— ১৪৮।

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বসরের মধ্যে সোনাই হইতে খোয়াই-কল্যাণপুর পর্যান্ত রাস্তাটির কাজ শেষ করা সম্ভব হবে কিনা ?

২। যদি শেষ করা সম্ভব না হয় তবে তার কারণ ;

৩। কল্যাণপুর (কুঞ্জবন) হইতে পাগলাবাড়ী পর্যান্ত রাস্তাটিকে মেটেলিং ও পীচ করার

কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৪। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হবে ?

উত্তর

১। না।

২। প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না থাকায় বর্তমান আর্থিক বর্ষে এই রাস্তার কাজ করা সম্ভব নয়।

৩। হ্যাঁ।

৪। প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান হইলে উক্ত রাস্তাটির মেটালিং ও পীচ করার কাজ আগামী ১৯৯১ ইং সনের মার্চ মাস নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— পোয়াই-কল্যাণপুর রাস্তাটিকে সাধারণতঃ আসাম-আগরতলার ২য় সংস্করণ বলা চলে। এটা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে হয়েছিল। পি, ডাব্লিউ, ডি অফিস থেকে আমরা জানতে পারি, এ রাস্তায় প্রচুর টাকা নাকি খরচ ও হয়েছিল। এও জানা গেছে, যে টাকায় উক্ত রাস্তার কাজ কমপ্লীট করার কথা ছিল তাতে করা হয় নি। বামফ্রন্ট ক্যাডারদের স্বার্থে কোটি কোটি টাকার নয় ছয় করা হয়েছে এই রাস্তা করার নাম করে। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই বিগত দিনে এই রাস্তা করার নামে কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন। আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ১৫৩।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ১৫৩।

QUESTION

1. Is it a fact that construction of residential quarter within Indian Research Institute Complex was entrusted with Executive Engineer, Agartala Divn. No. III in December, 1981 and March, 1982 ;
2. Is it a fact that due to failure of the contractors to excute the above works, fully works were awarded to other contractors at a higher rate ;
3. If so, whether the excess amount required to complete the above construction was recovered from the original contractor.

ANSWERS

1. Public Works Department is not aware of anything about work for Constn. of residential Quarters within Indian Research Complex.
2. In view of reply to the question No. I this question does not arise.
3. In view of reply to the question No. I this question does not arise.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধ দাস (পানিসাগর) :— কোয়েশ্চান নং— ১৯৪।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান— ১৯৪।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের ধর্মনগর, উদয়পুর, অমরপুর ও বিলোনীয়া শহরে পানীয় জল সরবরাহের মাষ্টার-প্ল্যানের কাজের জন্য কোন্ কোন্ ঠিকাদারকে ঠিকাদারী দেওয়া হয়েছিল,

২। বর্তমানে একাজগুলি কোন্ কোন্ শহরে কতটা অগ্রসর হয়েছে,

৩। ঐ সব কাজের জন্য কোন্ কোন্ কাজে কত টাকার বরাদ্দ ছিল, এবং

৪। বরাদ্দ অর্থের অতিরিক্ত কত টাকা খরচ হয়েছে ?

উত্তর

১। মাষ্টার-প্ল্যান তৈরী করার জন্য কোন ঠিকাদার নিযুক্ত করা হয় নি। এই সমস্ত মাষ্টার-প্ল্যান দপ্তরের বাস্তুকারগণ তৈরী করিয়াছেন।

২। ১নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৩। ১নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৪। ১নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

শ্রীসুবোধ দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমার প্রশ্নটা যে রকম ছিল তা থেকে একটু ঘুরিয়ে বলা হয়েছে। আমার প্রশ্নটা ছিল রাজ্যের ধর্মনগর, বিলোনীয়া, উদয়পুর, অমরপুর, কৈলাশহর এই সমস্ত সাব-ডিভিশন্যাল শহরগুলিতে পানীয় জল সরবরাহের জন্য কোন মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে কি না, যদি করা হয় তা হলে একাজ করার জন্য (পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য) কোন ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে কি না এবং করা হয়ে থাকলে এই কাজটা কতটুকু এগিয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, প্রশ্নটা এখানে যেভাবে লেখা আছে উনিও সেই ভাবেই লিখেছিলেন। যাহোক উনি যখন মুখে বলেছেন তখন আমি উত্তর দিচ্ছি—

ধর্মনগর :— এই জল সরবরাহ প্রকল্পের অধীন নদীর জল পরিশোধন কেন্দ্রটির কাজ স্বর্গীয় দিলীপ কুমার দত্তকে সর্বনিম্ন দরপত্রের মাধ্যমে গত ১৬, ৮, ৮৮ ইং তারিখে দেওয়া হয়েছিল যাহার

আনুমানিক ব্যায় ধরা হয়েছিল ৭২.৭৬ ৮০০০০০। কাজটি শুরু করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তিনি মারা যান। নিয়মানুসারে এ কাজটির জন্য আবার ঠিকাদার নিযুক্ত করিতে হবে। এমতাবস্থায় কাজটি পুনরায় শুরু করিতে কিছুদিন বিলম্ব হইবে।

উদয়পুর :— উক্ত প্রকল্পের অধীন নদীর জল পরিশোধন কেন্দ্রটির নির্মান কাজের দরপত্র অনুমোদনের জন্য ওয়ার্কস এডভাইজারী বোর্ডের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। আশা করা যায় এপ্রিলের মাঝামাঝি অনুমোদন পাওয়া যাইবে। ইত্যবসরে পরিশোধন কেন্দ্র নির্মানের স্থানটি মাটি কাটিয়া সমান করার কাজ সম্পন্ন করা হইয়াছে।

বিলোনীয়া :— উক্ত প্রকল্পটি প্রস্তুতিকরণের কাজ চলিতেছে। আশা করা যায় আগামী আর্থিক বৎসরের প্রথমভাগে উক্ত প্রকল্পের মাষ্টারপ্ল্যান তৈরীর কাজ সম্পন্ন করা যাবে।

অমরপুর :— এরূপ কোন প্রকল্প এখনো নেওয়া হয়নি, আশা করা যাচ্ছে অনতিবিলম্বে মাষ্টার প্ল্যান তৈরীর কাজ আরম্ভ করা যাবে।

শ্রীসুবোধ দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে ঠিকাদারকে কাজটি দেওয়া হয়েছিল, উনি মারা যাওয়ার পর কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ করা হবে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, দিলীপ সরকার স্বর্গীয় হবার পর পুনরায় সর্ব্ব ভারতীয় ভিত্তিতে টেণ্ডার কল করার জন্য পুনরায় আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে সর্ব্ব ভারতীয় ভিত্তিতে দরপত্র আহ্বানের কাজ শুরু হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিলোনীয়া শহরে জল সরবরাহের জন্য মাষ্টারপ্লান তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হলে জল সরবরাহের কাজ তাড়াতাড়ি আরম্ভ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অতিসত্বর নেওয়া হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আমার উত্তরে বলেছি বিলোনীয়া শহরে এ প্রকল্প প্রস্তুতিকরণের কাজ চলছে এবং আমরা খুব আশাবাদী আগামী আর্থিক বছরের প্রথম ভাগে মাষ্টার প্লান তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হবে এবং তারপর সর্ব্ব ভারতীয় ভিত্তিতে দরপত্র আহ্বান করেই বিলোনীয়া শহরের কাজ ধরতে পারব।

শ্রীগৌরিশংকর রিয়াং (শান্তির বাজার) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার নোটিফায়েড এরিয়াগুলিতে জনসংখ্যা এত বেশী যে সেখানে পানীয় জলের প্রচণ্ড সমস্যা দেখা দেয়। সুতরাং এটা বিবেচনা করে নোটিফাইড এরিয়াগুলিতে মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করে জল সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার বর্তমান সরকার সারা রাজ্যে গরীব মানুষ যাতে

পানীয় জল পেতে পারে তার জন্য জল সরবরাহ প্রকল্প হাতে নিয়েছেন এবং আমরা ক্রমান্বয়ে সেগুলি সম্পূর্ণ করব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমতিলাল সরকার এবং শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৭ স্যার।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৭।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বর্ষে যোজনা, যোজনা-বহির্ভূত কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এল, ও, সি প্রথা চালু ছিল,

২। ১৯৮৯-৯০ অর্থ বর্ষে নূতন করে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এল, ও, সি প্রথা চালু করা হয়েছে ?

৩। ইহা কি সত্য যে, ছাত্র-ছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ড এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে শিক্ষক কর্মচারীদের বেতনের ক্ষেত্রেও বর্ত্তমানে এল, ও, সি চালু করা হয়েছে ?

৪। কোন দপ্তর চলতি অর্থ বর্ষে এল, ও, সি, প্রথা না মেনে অর্থ ব্যয় করেছেন কি ?

উত্তর

১। ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বর্ষে শুধু যোজনা বহির্ভূত কন্টিজেন্সি ক্ষেত্রে এল, ও, সি প্রথা চালু ছিল। বেতন, ষ্টাইপেণ্ড প্রভৃতি এল, ও, সি-র বাইরে ছিল।

২। যোজনা বহির্ভূত যে সব খরচ এল, ও, সি-র প্রথার আওতায় ছিল ১৯৮৯—৯০ ইং ৪ ডিসেম্বর থেকে যোজনা ক্ষেত্রে সেইসব খরচকে এল, ও, সির আওতায় আনা হয়েছে।

৪। কর্মচারীদের বেতন ও ছাত্র-ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড ব্যাপারে এল, ও, সি, প্রথা চালু ছিলনা এবং এখনো নেই।

৪। এমন কোন তথ্য এখনো রাজ্য সরকারের কাছে নেই। এ, জি কর্তৃক রাজ্যের হিসাব তৈরী হওয়ার পূর্বে এই তথ্য পাওয়া যাবে না।

শ্রীমতিলাল সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, বর্ত্তমানে যোজনা খাতে এই এল, ও, সি, প্রথা চালু করা হয়েছে, কেন এই এল, ও, সি, প্রথা যোজনা খাতে চালু করতে হলো এবং মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, শিক্ষক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই প্রথা চালু করা হয় নি। কিন্তু আমি জানি যে বে-সরকারী স্কুলগুলিতে বেতনের ক্ষেত্রে এল, ও, সি, প্রথা চালু করা হয়েছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা বিশৃংখলতার সৃষ্টি হয়েছে। সেই বিশৃংখলাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য কি এই এল, ও, সি, সিদ্ধান্ত প্রথা চালু করতে বাধ্য হয়েছে না কি অন্য কিছু আছে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ১৯৮৯ ইং সালের ডিসেম্বর মাসের বেপু

শুধু নন্-প্ল্যান কন্টিজেনসির খরচে উপর (বেতন, ষ্টাইপেণ্ড ইত্যাদি ছাড়া) এল, ও, সি, প্রথা চালু ছিল। তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী খরচের অনুমোদন নেওয়ার পর এল, ও, সি, চাওয়া হইত।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই প্রথার কিছু কিছু অসুবিধা ও ত্রুটি নজরে আসতে ১৯৮৯ ইং ৪ ডিসেম্বর হইতে একটি আদেশ দ্বারা এই প্রথার কিছু পরিবর্তন করা হয়।

পরিবর্তিত প্রথায় খরচ অনুমোদন করার আগে এল, ও, সি, চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহার কারণ এই যে, খরচাকে এল, ও, সি-র মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিলে অভার ড্রাফট হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়। এই আদেশ দ্বারা নন্-প্ল্যানের যে সব খরচ এল, ও, সি, প্রথার আওতায় ছিল প্ল্যানের ও সেইসব খরচাকে এল, ও, সি-র আওতায় আনা হয়।

এল, ও, সি প্রথার উদ্দেশ্য খরচ কমানো নহে। ইহার দ্বারা আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। বাজেটে যে টাকা ধরা হইয়াছে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট সেই টাকা খরচ করিতে পারিবে। এল, ও, সি প্রথার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল যে, প্রতি মাসের খরচ যেন প্রতি মাসের আয় হইতে অতিরিক্ত না হয়।

এখানে আরও বলা হয়েছে বে-সরকারী স্কুলগুলিতে এল, ও, সি কথা চালু করা হয়েছে কিন্তু সেটা আমরা জানিনা। ওনাদের কাছে যদি নির্দিষ্ট কোন তথ্য থাকে তা হলে আমরা দেখব।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এল, ও, সি-র অধীন প্রত্যেক দপ্তরকে এল, ও, সি নিতে হবে একথার মাধ্যমে অর্থ দপ্তর থেকে অনুমোদন দেওয়া হবে যে, সে এই টাকা খরচ করতে পারবে। এতে সরকারী কাজকর্মে বিলম্বের সৃষ্টি হচ্ছে। এই কারণে অনেক দপ্তরের নির্দ্দেশ মানা হচ্ছে না, এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানা আছে কিনা, না জানা থাকলে তদন্ত করে দেখবেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, অর্থ দপ্তরের নির্দ্দেশ মানা হচ্ছে না এ ধরণের কোন তথ্য আমাদের কাছে নাই। কারণ এটা সম্ভব না। কেননা একাউনটেন্ট অডিট করার পর ষ্টাটমেন্ট দেবেন। কাজেই এসব তথ্য এখানে নেই। সব জানার পর নিশ্চয়ই আমরা জানাব। কাজেই স্যার, একাউনটেন্ট জেনারেলের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যান্ত এটা বলা সম্ভব না।

শ্রীকেশব মজুমদার (কাকড়াবন) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এল, ও, সি, প্রথা চালু করা হয়েছে মূলতঃ অর্থনৈতিক শৃংখলা আনার জন্য। কোন্ কোন্ ডিপার্টমেন্টে বিশৃংখলা রয়েছে সেটাও আবার তিনি বলতে পারেন না— এইটা দুঃখের বিষয়। তিনি আবার আরেকটা কথা বলেছেন যে, অভারড্রাফট কমানোর জন্যই এইটা করা হয়েছে। কিন্তু এই গেল বছরে যে বছরগুলোতে এই এল, ও, সি প্রথা চালু করা হয়েছে—অর্থনৈতিক শৃংখলা আনার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই পর্যান্ত কত অভারড্রাফট নিয়েছে গভর্ণমেন্ট?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এইটা আলাদা প্রশ্ন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা। (অনুপস্থিত)

মাননীয় সদস্য শ্রীসুশীলকুমার চাকমা।

শ্রীসুশীলকুমার চাকমা (পেচারথল) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১১।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার— ২১১।

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর ব্লক অধীনে দুর্গম এলাকা লুংথির, দামদই, দোয়াঙ্গাঁ, উত্তর মিলং, দক্ষিণ সিমলং, থারমা ও কেভুবাড়ী, কাঁঠালবাড়ীতে সোলার লাইট দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ কার্য্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। বর্তমান আর্থিক বছর (১৯৮৯-৯০ ইং) ও আগামী আর্থিক বছর (১৯৯০-৯১ ইং) উক্ত গ্রামগুলিতে সোলার লাইট দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের হাতে নাই।

২। উপরোক্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীসুশীলকুমার চাকমা— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে, ভৌগোলিক দিক থেকে এই লুংথির মিজোরাম বর্ডারের নিকটে এবং সেখানে অধিকাংশ ট্রাইবেল— রিয়াং অধ্যুষিত অঞ্চল, শতকরা ৯৮ ভাগ রিয়াং জনবসতি। তাদের যেমন একদিকে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা নাই, তেমনি লাইট বা বিদ্যুৎ পাবারও কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই, সেখানে সোলার লাইট পাবার জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ যদি না করেন, তাহলে তারা বিপদাপন্ন হবেন বলে আমি মনে করি। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখছি— এইটা যেন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় এবং সেটা করা হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্য আদম শুমারী অনুসারে ৪,৭২৭টি গ্রাম রয়েছে। এর মধ্যে ১৯৯০ সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যান্ত ২,৬২৩টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বাকী ২,১০৪ গ্রামে ২,০০০ সনের মধ্যে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

স্যার, এইখানে প্রশ্ন রয়েছে সোলার বিদ্যুৎ করা। এইটা সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট করেন। তাহলেও আমাদের দপ্তর কিছু কিছু জায়গায় এইটা করেছে। আর সেখানে বিদ্যুতের প্রয়োজন রয়েছে, সেটা আমি স্বীকার করছি। এইটা খতিয়ে দেখা হবে। এবং সোলার থেকে

যদি সেই ভার্জিন ভিলেজ অনুপাতে বিদ্যুৎ সেখানে পৌঁছে দেওয়া যায় তাহলে সেটাই সমস্যা সমাধানের সঠিক পথ বলে আমি মনে করি। তবে এখন উনি সাময়িকভাবে যেটা চাইছেন সেটা গ্রামের আয়তন অনুযায়ী যতগুলি গ্রাম উনি চাইছেন সমস্ত গ্রামে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সেটা সম্ভব হবে না। সেখানে সেই নন-কনভেনশন্যালের মধ্যে দিয়ে এইটা সম্ভব হবে না। তবে বিদ্যুতের লাইন সেখানে সম্প্রসারন করে সেটা করা হবে বলে আমি আশা প্রকাশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যানপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-২১৪।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৪।

প্রশ্ন

১। বর্তমান ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যে কতটি নতুন রাস্তা হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

২। এরমধ্যে কতটি রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে

৩। ইহা কি সত্য যে, খোয়াই বিভাগের তেলিয়ামুড়া হইতে ঘিলাতলী বাজার এবং খোয়াই হইতে চাম্পা হাওর রাস্তার সলিং মেটিলিং করার সিদ্ধান্ত থাকা সত্বেও এখন পর্য্যন্ত কাজ আরম্ভ হয় নাই এবং

৪। সত্য হয়ে থাকিলে তার কারন ?

উত্তর

১। ১০৬টি রাস্তা।

২। ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বছরে নেওয়া নূতন রাস্তার সংস্কারের প্রয়োজন হয় নাই।

৩। হ্যাঁ।

৪। তেলিয়ামুড়া হইতে ঘিলাতলী পর্য্যন্ত রাস্তাটির সলিং মেটালিং এবং কাজের জন্য কন্ট্রাক-টর ঠিক করা হইয়াছে কিন্তু জমি অধিগ্রহন সংক্রান্ত কিছু অসুবিধার জন্য কাজটি শুরু করা হয় নাই। খোয়াই হইতে চাম্পাহাওর পর্য্যন্ত রাস্তাটির জন্য খরচের মঞ্জুরী পাওয়া গেলেই কাজটি শুরু করা যাইবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে উত্তর দিয়েছেন রাস্তা সম্পর্কে, এ ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলতে হয় যে এটার সলিং হয়েছে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। পরবর্তী সময়ে সেটা আর মেরামত করা হয় নাই। এই রাস্তাটির অবস্থা বর্ত-মানে খুবই খারাপ অবস্থায় আছে। ট্রাক যাতায়াত করে এই রাস্তাটি দিয়ে। জীপ দুর্ঘটনা হচ্ছে সব সময়ই। সাইকেল রিক্সা কিছুই রেহাই পাচ্ছে না। এই রাস্তায় দুর্ঘটনার হাত থেকে। চার

জনের মৃত্যু হয়েছে এই রাস্তা দিয়ে আসা-যাওয়া করতে গিয়ে। খোয়াইয়ের সংরতি বাজারের কাছে একটি রাস্তা করা হবে বলেছিলেন উপস্থিত বাসিন্দাদের সামনে স্বয়ং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। যিনি আবার খোয়াই-এর বাসিন্দাও। কিন্তু সেটাও আজ পর্য্যন্ত হল না। কেন হল না সেটাও আমরা জানতে পারলাম না। আর এখন মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে, টাকার মঞ্জুরী পাওয়া যাচ্ছে না। এই রাস্তা-গুলির ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাস্তাটা পূর্ত্ত বিভাগের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এটা জেনেই সেখানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই অনুসারে এস্টিমেন্টও করা হয়েছে। আমরা আশা করি যে রাস্তাটি অবিলম্বে করা হবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টরী স্যার তেলিয়ামুড়া ঘিলাতলি রাস্তাটি ঠিক করা হবে বলেছিলেন মন্ত্রী সুরজিৎ দত্ত মহোদয়। বাজেটে ধরা হয়েছে বলে জানানো হয়েছিল। গত বছর তিনি সেটা বলেছিল। এখন বলা হচ্ছে যে টাকা নাই। তাই সেটা এখন হচ্ছে না। উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষামন্ত্রী এবং পূর্তমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পাবলিকের সামনে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কোন তথ্য আছে কিম্বা ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তেলিয়ামুড়ার ঘিলাতলীর রাস্তাটি করার জন্য কনট্রাকটর নিযুক্ত করা হয়েছে। মেটেলিং কার্পেটিং করার জন্য। কিন্তু সেখানে কিছু লোক, যাদের সঙ্গে সি, পি. এম দলের যোগাযোগ রয়েছে তারা জমি এ্যাকুজিসানের কাজে বাধা দিচ্ছেন। ফলে রাস্তার কাজে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা আশা করছি যে, এই বাধা আমরা অতিক্রান্ত করে রাস্তাটি নির্মানের কাজ শেষ করতে পারব। এর জন্য টাকা মঞ্জুরী কথা বলা হয়েছে, সেটা ঠিক নয়। টাকার মঞ্জুরী দেওয়া আছে।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১০৬টি রাস্তা নতুন তৈরী করা হবে, এই কথা এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এর মধ্যে ইটের সলিং রাস্তাগুলি ও আছে কিনা ? এরকম রাস্তা হয়ে থাকলে জিরানীয়া অঞ্চলে এমন বেশ কয়েকটি রাস্তা আছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলেছি যে, আমরা ১০৬টি রাস্তা নতুন করেছি। আর, মাননীয় সদস্য যে রাস্তাগুলির কথা বললেন, প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান হলেই জরুরী ভিত্তিতে সেগুলি করব।

শ্রীজীতেন সরকার (তেলিয়ামুড়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর ঘিলাতলী রাস্তায় মেটেলিং ও কার্পেটিংয়ের যে তথ্য দিলেন, এটা সম্পূর্ণ অসত্য। স্যার, ঘিলাতলী রাস্তা করার জন্য জমির একুজিশানের প্রশ্নে কোন লোক বাধা দেয় নি। এমনিতে রাস্তাটির জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়া আছে। তবে ওদের কিছু কংগ্রেসী নেতার কথায় জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্য কাউকে বিশ্বাস করছেন

না। সরকারকে কেউ বাধা দেয় নি। একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং সেখানকার জনসাধারণ এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। সেখানকার উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে আমার সামনা সামনি কথা হয়। জনসাধারণ বলছে যে, এমনিতে জায়গা ছেড়ে দিতে আমাদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু এখানকার কোন কর্মী বা নেতার মুখের কথায় আমরা জায়গা ছাড়তে পারি না। আমরা যদি একুজিশনের ব্যাপারে একটি প্রাথমিক নোটিশ পাই, তাহলে আমরা সরকারকে জায়গা ছেড়ে দিতে পারি এবং সেই জায়গা ছেড়ে দিতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। এখন মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাইছি যে, একুকিশন করে রাস্তার কাজটি ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে একটি নোটিশ দিয়ে জনসাধারণকে আশ্বস্ত করবেন কিনা?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই জানিয়েছি, আমরা অত্যন্ত উদগ্রীব রাস্তার কাজ ত্বরানিব্বত করার জন্য। আমরা কাজ শুরু করার জন্য টেণ্ডার কল করে কনট্রাকটারকে কাজের আদেশ দিয়েছি। এই দুটি রাস্তার কাজের জন্য যাতে জমি অধিগ্রহন করা যায় সেই ব্যাপারে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছি এবং আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাজ শীঘ্রই করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুকুমার বর্মণ।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (নলছড়) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৫।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) — এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৫।

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মেলাঘর হইতে বৈষ্ণবমুড়া ভায়া জগন্নাথ বাড়ী রাস্তাটি এবং নলছড় গ্রামীন ব্যাঙ্ক হইতে খাস চৌমুহনী ভায়া মায়ারাণী রাস্তাটি মেটেলিং ও সলিং করার পরিকল্পনা আছে কিনা?

২। থাকিলে ১৯৯০-৯১ আর্থিক বছরের বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের প্রভিশন রাখা হয়েছে কিনা?

উত্তর

১। সোনামুড়া মহকুমার মেলাঘর হইতে বৈষ্ণবমুড়া ভায়া জগন্নাথ বাড়ী রাস্তাটির মেটেলিং সলিং করার পরিকল্পনা আপাততঃ নেই। নলছড় গ্রামীন ব্যাংক হইতে মায়ারাণী ফরেষ্ট অফিস পর্য্যন্ত রাস্তাটির সলিং ও মেটেলিং-এর পরিকল্পনা আছে।

২। নলছড় গ্রামীন ব্যাংক হইতে মায়ারাণী ফরেষ্ট অফিস পর্য্যন্ত রাস্তাটির জন্য ১৯৯০-৯১ ইং সনের বাজেটে প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

শ্রীসুকুমার বর্মণ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে বলেছেন নলছড় গ্রামীন ব্যাংক হইতে মায়ারাণী পর্য্যন্ত রাস্তাটির বাকী যে অংশ খাস চৌমুহনী পর্য্যন্ত সেটার জন্য কোন প্রয়োজনীয়

পরিকল্পনা করা হয় নি। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, রাস্তা দুটির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে খাস চৌমুহনী গাঁও সভা, চৌমুহনী গাঁওসভা, কেমতলী গাঁওসভা, তৈজিলিং গাঁওসভা এবং ধূর্জনয় গাঁওসভার জনসাধারন একমাত্র এই দুটি রাস্তার উপর দিয়ে শহরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। হাসপাতাল বাজার থেকে শুরু করে সমস্ত কাজে এমনকি কৃষকরা তার উৎপাদিত ফসল বাজার জাত করার জন্য এটাই হচ্ছে একমাত্র রাস্তা। অথচ এই রাস্তা দুটি খারাপ হওয়াতে গাড়ী ঠিক ঠিক মত যায় না যার জন্য ফসল বাজার জাত করার প্রশ্নে কেবিং কটি দ্বিগুন দিতে হয়। সেই দিক বিবেচনা করে মেলাঘর থেকে খাস চৌমুহনী পর্যান্ত এবং কেমতলী থেকে দৈত্তোরমুড়া পর্যান্ত রাস্তা দুটির কথা পুনরায় বিবেচনা করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :-- এখন, প্রশ্ন পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলির লিখিত উত্তর-পত্র এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর-পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য, আমি সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES— 'A' 'B')

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— পরবর্তী কার্যাসুচী হল—উল্লেখ পব। এই উল্লেখ পর্বে আমি আজ ২টি নোটিশ মাননীয় সদস্যদের নিকট হতে তাঁদের বিভিন্ন উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি। আজকের নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ, উনার নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আমি সেটি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি।

শ্রীদীপক নাগ :— স্যার, আমার উল্লেখ পর্বের নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"সম্প্রতি পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের মূল্যের উর্দ্ধগতি জনজীবনে গভীর সংকট সৃষ্টি করার ইঙ্গিত দিচ্ছে, এই সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় সদস্য কর্ত্তৃক উল্লেখ পর্বের উত্থাপিত বিষয়বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ তাঁর বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তাহলে পরবর্তী একটি তারিখ যে দিন তিনি এই বিষয়ের উপর তাঁর বিবৃতি দিতে পারবেন আমাকে জানাবেন।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আগামী ২০,৩,৯০ ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়ের নিকট হতে আর একটি উল্লেখ পর্বের নোটিশ পেয়েছি। তাঁর নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আমি সেটি উত্থাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— স্যার, আমার উল্লেখ পর্বের বিষয়বস্তু হল— "২২/৩/৯০ ইং রাত্রে জি, বি, হাসপাতালের N N Extra নম্বরে চিকিৎসাধীন শ্রীদ্বীজেন দের ভ্রাতুষ্পুত্রী শিল্পী সাহাকে জনৈক আর, এ, সি, শ্লীলতাহানির ঘটনা সম্পর্কে" ।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় সদস্য কর্তৃক উল্লেখ পর্বের উত্থাপিত বিষয়বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ তার বিবৃতি দিতে না পারেন তবে পরবর্তী একটি তারিখ যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর তাঁর বিবৃতি দিতে পারবেন আমাকে জানাবেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২৮/৩/৯০ ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার— আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীদীনেশ দেববর্মা মহোদয়ের নিকট হতে আর একটি উল্লেখ পর্বের নোটিশ পেয়েছি। তাঁর নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর, আমি সেটি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা— মাননীয় স্পীকার স্যার, উল্লেখ পর্বে আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "গত ২১শে মার্চ, ১৯৯০ ইং সংখ্যা 'ডেইলী দেশের কথা' পত্রিকায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দ্দেশে উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ বন্ধ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার —আমি এখন মাননীয় সদস্য কর্তৃক উল্লেখ পর্ব্বের উত্থাপিত বিষয়বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজকে তাঁর বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে পরবর্তী একটি তারিখ যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর তাঁর বিবৃতি দিতে পারবেন, আমাকে জানাবেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী)— স্যার, এই রকম কোন নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— স্যার, পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, যার কোন সত্যতা নাই, তার উত্তর আমি আর কি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য ডিনায়েল ষ্টেটমেন্টের উপর কোন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান হয় না।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— কিন্তু, স্যার, আমাদের কাছে নির্দিষ্ট প্রমাণ আছে যে ধর্মনগর মহকুমা শাসকের কাছে··· ··· ··· উনি যা বলছেন অসত্য।

মিঃ স্পীকার :— তা যদি হয়ে থাকে ও, তাহলে তো আপনারা স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ আনতে পারেন। তবে, ডিনায়েল ষ্টেটমেন্টের উপর কোন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান হয় না।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, যেহেতু প্রশ্নটা উঠেছে সেইজন্য ক্ল্যারিফিকেশন দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— ইউ শুড নট ক্লেইম অ্যাজ রাইট। রাইট বলতে পারেন না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— এই রকম কোন ইনষ্ট্রাকশন দেওয়া হয় নি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যাসূচীতে ৪টি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতি প্রদানে কথা অন্তর্ভূক্ত আছে। উল্লেখ্য বিষয়গুলির প্রথমটি গত ২২, ৩, ৯০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটি হলো "উদয়পুর 'ধ্বজনগর গ্রামের এস, আই, কর্মী পঙ্কজ সেন দুস্কৃতকারীদের আক্রমণে আহত হয়ে গত ৩০শে জানুয়ারী ১৯৯০ ইং জি, বি, হাসপাতালে মৃত্যু হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, উদয়পুর মহকুমা ধ্বজনগর গ্রামের এস, আই, কর্মী পঙ্কজ সেন দুস্কৃতকারীদের আহত হয়ে গত ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৯০ ইং জি, বি, হাসপাতালে মৃত্যু হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

স্যার, ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, ১১, ১, ৯০ ইং তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ৭টার সময় উদয়পুর মহকুমার রাধাকিশোরপুর থানাধীন ধ্বজনগর বাজারে শ্রীপঙ্কজ সেনের দোকানে সর্ব্বশ্রী পঙ্কজ সেন, শঙ্কর ভৌমিক, অরুণ চক্রবর্তী ও গৌতম চক্রবর্তী নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করিতেছিলেন। ঠিক সেই সময় ধ্বজনগরের নিবাসী সর্ব্বশ্রী দেবাশী চক্রবর্তী, গৌতম দেবনাথ আরও কয়েকজন ধারালো অস্ত্র দ্বারা অতর্কিতে তাহাদের উপর আক্রমণ করে। ফলে শ্রীপঙ্কজ সেন ও অন্যান্যরা গুরুতর জখম প্রাপ্ত হয়। তাহাদিগকে এই আঘাত জনিত কারণে স্থানীয় হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু পঙ্কজ সেনের আঘাত গুরুতর বিধায় আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

এই ঘটনাটি ধ্বজনগরের শ্রীশঙ্কর ভৌমিকের অভিযান মূলে রাধাকিশোরপুর থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৮ । ১৪৯ । ৩০৭ । ৩২৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ১১ (১) ৯০ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে।

তদন্তকালে পুলিশ গত ১১-১২ । ১ । ৯০ ইং তারিখ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন :—

ধৃত ব্যক্তিদের নাম :—

১। শ্রীননীগোপাল সাহা, সাং—ধ্বজনগর।

২। শ্রীশান্তি রঞ্জন সাহা, সাং—ধ্বজনগর।

৩। শ্রীমনোরঞ্জন নন্দী, সাং—ধ্বজনগর।

তাহারা সকলেই গত ২০-১ ৯০ ইং তারিখ আদালত হইতে জামিনে মুক্ত আছে। তাছাড়া ঘটনায় জড়িত এবং এফ, আই, আর, এ বর্ণিত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গত ২২-১-৯০ ইং তারিখ মাননীয় আদালতে আত্মসমর্পণ করে।

আত্মসমর্পনকারী ব্যক্তিদের নাম :

১। শ্রীদেবাশীশ চক্রবর্ত্তী,

২। শ্রীতপন দাস,

৩। শ্রীবিষ্ণুপদ দে,

৪। শ্রীশংকর বর্দ্ধন,

৫। শ্রীতিমির চাকমা,

৬। শ্রীগৌতম দেবনাথ,

৭। শ্রীজলিল মিঞা,

৮। শ্রীহাসান মিঞা।

তাহারা সকলেই ধ্বজনগর নিবাসী ও বর্তমানে আদালত হইতে জমিনে মুক্ত আছে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, গত ৩০-১-৯০ ইং তারিখ আহত পঙ্কজ সেন জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। ফলে তদন্তকারী অফিসার উক্ত মোকদ্দমার সংশ্রবে ভারতীয় দণ্ড-বিধির ৩০২ ধারা নথিভুক্ত করার জন্য মাননীয় আদালতে আবেদন করেন।

মি স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ২২-৩-৯০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— গত ৭-৩-৯০ ইং সন্ধ্যা অনুমান ৬টা ৩০ মিঃ এর সময় বিলোনীয়া এস, বি, সি, নগর কংগ্রেস পার্টি অফিযটি সি, পি আই, (এম) দুস্কৃতকারী দ্বারা পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর এখন বিবৃতি দিচ্ছি।

বিগত ৭ ৩-৯০ ইং রাত অনুমান ৯ ঘটিকার সময় দক্ষিন ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া থানাধীন এস, বি, সি নগরের মৃত রমেশ দাসের পুত্র শ্রীহরিবন্ধু দাস বিলোনীয়া থানায় এসে অভিযোগ করেন যে ৭-৩-৯০ ইং অনুমান সন্ধ্যা ৬.৩০ মিঃ এর সময় এস. বি, সি, নগরের নির্মল নন্দী সহ তিন জন এস, বি. সি, নগরে অবস্থিত কংগ্রেস (ই) অফিসটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে আসবাব সহকারে ঘরটি সম্পূর্ণ বস্মীভূত হয় এবং ক্ষতির পরিমান আনুমানিক ৪,০০০ (চার হাজার) টাকা।

উপরোক্ত অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬ ধারায় ৫ (৩) ৯০ নং মোকদ্দমা বিলোনীয়া

থানায় নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্তকার্য্য আরম্ভ করেন। তদন্তে এস, বি, সি, ব্লকের নির্মল নন্দী ও প্রদীপ মজুমদারের নাম প্রকাশ পায়। পুলিশ অভিযুক্ত ব্যাক্তিদের ধরার জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রয়াস চালিয়েছেন এবং অভিযুক্ত শ্রীনির্মল নন্দী গত ১৪.৩.৯০ ইং তারিখ আদালতে আত্মসমর্পন করে ও আগামী ২৭,৩,৯০ ইং পর্য্যন্ত জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়।

তদন্তে প্রকাশ পায় যে, ঘটনাটি রাজনৈতিক। বাদী কংগ্রেস (ই) এবং বিবাদী সি, পি, আই (এম) এর সমর্থক। তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, নির্মল নন্দী এবং প্রদীপ মজুমদার, এরা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। এরা শুধু এই ঘটনার সাথেই নয়, আমি যতটুকু জানি ওরা শান্তির বাজারে নির্বাচনের আগে কালাছড়া এবং শান্তিকলোনিতে ১১ এবং ৬ জন যে দুই রাতে খুন হয়েছিল সেই ঘটনার সাথেও ওরা জড়িত। এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আছে কিনা এবং যথাযথ তদন্ত করে ওদের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, আমার কাছে তথ্য আছে যে তারা অগ্নি-কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত তবে অন্য কোন ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আছে, কিনা আমি তদন্ত করে দেখব এবং থাকলে আইন অনুসারে এদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেব।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যে অঞ্চলের মধ্যে এস, বি, সি, নগর কলাবাড়িয়া, যেখানে ১০ তারিখ রামেশ্বর মালাকারকে খুন করা হলে প্রকাশ্য দিনের বেলায়, ঐ এলাকায় জীতভলী স্কুলের সামনে ১১ তারিখ থেকে রাজনগর ব্লকের সাংস্কৃতিক মেলা এবং প্রদর্শনী শুরু হয়েছিল। এর আগেই ৭ তারিখে কংগ্রেস (আই) এর অফিস জ্বালিয়ে দিয়ে এবং ৮ তারিখ রাত্রিতে সেখানে কজন সি, পি, আই, (এম) সার্থক-এর বাড়িতে পরিকল্পিত ভাবে আগুন লাগিয়ে দিয়ে আগুন আগুন বলে চীৎকার করে এবং পরের দিন ৯ তারিখে হরিবন্ধু দাসকে ধমক দেওয়া হলো তুমি থানায় দিয়ে নাম বলেছ কাজেই তুমি এখানে থাকতে পারবে না, তোমাকে আমরা বাড়ি ঘর থেকে উচ্ছেদ করে দেব। এই সমস্ত একটার পর একটা ঘটনা ঘটিয়ে সেখানে উত্তেজনা সৃষ্টি করা হচ্ছে। যারা উত্তেজনা সৃষ্টি করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার আমার কাছে এই তথ্য নাই। মাননীয় সদস্য মহোদয়দের আমি অনুরোধ করব তদন্তকারী অফিসারের কাছে যেন তাঁরা এই তথ্যগুলি দেন। যারা এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী শাস্তিমুলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই পঞ্চায়েতে গত ৬ মাসের মধ্যে দুইজন সি, পি, আই, (এম) কর্মীকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল। প্রথমে খুন করা হয়েছিল সুধাংশু দাসকে এবং তার এক মাস পরে প্রিয়লাল শীল, ডি, ওয়াই, এফ, এর কর্মী, তাকে প্রকাশ্য

দিনের বেলায় কয়েক হাজার মানুষের সামনে টেনে নিয়ে বাংলাদেশ বর্ডারের কাছে নিয়ে খুন করা হয়েছিল। সুধাংশু দাস যখন খুন হয় তখন মাননীয় বিধায়ক শ্রীঅমল মল্লিক বাড়ী বাড়ী গিয়ে বলেছিলেন যে সমস্ত যুবকরা ঘর ছাড়া হয়েছে তাদেরকে বাড়ী ফিরে আসার জন্য। এই প্রিয়লাল দাসকে খুন করার আগে গত কয়েক মাস ঐ এলাকাটা একটা শান্তিপূর্ণ এলাকা ছিল। যেহেতু কংগ্রেস (আই)-এর কোন কাজ করার উপায় নেই সেখানে। তাই তারা নিজদের অফিস (কংগ্রেস) অফিস পুড়িয়ে দিয়ে এবং ঐ অফিসের কাছে নির্মল নন্দীর বাড়ী এবং তার দোকানও আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ঐ এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে কংগ্রেস (আই) এই চক্রান্ত করছে। নির্মল নন্দী এবং প্রদীপ মজুমদারকে সেখানে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে। এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমার কাছে যে সমস্ত তথ্য আছে তা আমি এখানে দিয়েছি। মাননীয় সদস্য মহোদয় এখানে যে সমস্ত তথ্য দিয়েছেন তা আদৌ সত্য নহে।

মিঃ স্পীকার— উল্লেখ বিষয়ের তৃতীয়টি গত ২৩, ৩, ৯০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর পূর্ত্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি পূর্ত্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মহোদকে অনুরোধ করছি, নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :—

"গত ২২শে ফেব্রুয়ারী The Telegraph পত্রিকায় Rs. 1. 5 cr. Road seam in Tripura এবং ২৫শে ফেব্রুয়ারী 'ডেইলী দেশের কথা' পত্রিকায় বংকুল ঘোড়াকাপ্পা রাস্তা আরো দুর্নীতির তথ্য ··· ··· ··· ··· ··· নামে দেড় কোটি টাকা লুটের ব্যবস্থা" এই শিরোনামে দুইটি প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এ বছরের গত ২২শে ফেব্রুয়ারী 'দি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে শ্রীপরিমল নন্দী বংকুল থেকে ঘোড়াকাপ্পা পর্য্যন্ত ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি রাস্তা ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের মাটি কাটা কাজের একটি কনট্রাক পেয়েছিলেন এবং বস্তুতঃ কোন কাজ না করেই এ বছরের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ৫৩ লক্ষ টাকা আদায় করেন এই সংবাদে আরো অভিযোগ করা হয় যে দুই নম্বর সাউদার্ন ডিভিশনের নির্বাহী বাস্তুকার শ্রীলস্কর প্রায় ৪ লক্ষ টাকার ডাইভারশন কাজটি অনুমোদন করেন। ইহাও অভিযোগ করা হয় যে, প্রায় ৫৪ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ব্যয়ের রাস্তাটির কার্পেটিং এর মেটেলিং কাজের জন্য অনুমোদন চেয়ে একটি ফাইল পেশ করতে এস,ডি,ও, পি, ডবলিউ, ডি-কে বাধ্য করা হয়। আরেকটি অভিযোগ ছিল যে, এই কাজের জন্য সুপারেন্টেডিং ইঞ্জিনীয়ার এবং এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ১ কোটি ৪৯

লক্ষ টাকার একটি রিভাইজড এষ্টিমেট করেন এবং এর অনুমোদনের উদ্যোগ নেন। এই সংবাদ অনুযায়ী যদিও এই রিভাইজড এষ্টিমেন্ট এবং ডাইভারশ্যান কাজের অনুমোদন এখনও হয়নি, তবুও শ্রীনন্দী উচ্চ মহলে তার যোগাযোগ থাকার সুবাদে দুটি কাজই পাবেন। গত ২৩শে এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারী "ডেইলী দেশের কথায়" প্রকাশিত অভিযোগগুলি মোটামুটি ভাবে ২২শে ফেব্রুয়ারী দি টেলিগ্রাফ "পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটির অনুরূপ। "ডেইলী দেশের কথায়" প্রকাশিত অভিযোগের মূল বিষয়বস্তু হলো শ্রীবাদল নন্দী বংকুল থেকে মাগরুম পর্য্যন্ত ৫ কিলো-মিটার রাস্তায় সামান্য মাটি কাটার কাজ করেই পূর্ত্ত দপ্তর থেকে ৩৩ লক্ষ টাকা নিয়েছেন। অন্য একজন কনট্রাকটার যথা সময়ে এবং কম ব্যায়ে কাইপুং থেকে শিলাছড়ি পর্য্যন্ত রাস্তার অনুরূপ কাজ সম্পন্ন করেছেন। এই সংবাদে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, ভূমিকম্পের ফলে টিলা থেকে ৩৫০০ কিউবিক মিটার মাটি ধ্বসে পড়েছে বলে একটি মিথ্যা রিপোর্ট দিতে এস, ডি, ও, পি, ডব্লি-ডিকে বাধ্য করা হয়। আরো অভিযোগ করা হয়েছে যে একই রাস্তার কাজের জন্য এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীলস্কর ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৭১ হাজার ১০০ টাকার একটি হিসাব তৈরী করে সুপারি-ন্টেডিং ইঞ্জিনীয়ারের কাছে পেশ করেন। পূর্ত্ত দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে এই ব্যায় বরাদ্দের প্রস্তাবটি বর্ত্তমানে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। আরো অভিযোগ করা হয়েছে যে এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়াব শ্রীলস্কর শ্রীজগদীশ সাহাকে ১১ নং ফরম অনুযায়ী ৮টি কাজ দিয়েছেন এবং প্রত্যেকটি কাজের আর্থিক ব্যয়ের পরিমান ৩০ হাজার টাকা করে। সুপারিন্টেডিং ইঞ্জিনীয়ার ও কনট্রাকটার শ্রীরা ইহরন দেকে ৫টি কাজ দিয়েছেন এবং প্রতিটি কাজের আর্থিক ব্যায়ের পরিমান ৭৫ হাজার টাকা করে।

এই খবর পত্রিকায় বের হবার পর বিগত ২৮-২-৯০ ইং তারিখে পূর্তমন্ত্রী ব্যাপারটি সঠিকভাবে তদন্তের জন্য পূর্ত দপ্তরের সচিবকে আদেশ দেন। পূর্ত দপ্তর বিষয়গুলি তদন্ত করে দেখেছেন যে, অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং বিদ্বেষ প্রসূত। এটা ঠিক যে, এক নং গ্রোপের বংকুল ঘোড়াকাপ্পা রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য মাটি কাটার কাজ করতে কনট্রাকটর শ্রীপরিমল নন্দীকে গত ৩-৯-৮৭ সালের টেণ্ডার অনুযায়ী ৩২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার কাজ দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭৯ ত্রিপুরা সিডুল্যান রেইটের উপরে ১৫০ শতাংশ হারে পূর্ত দপ্তরের ৭ নং ফরমে টেণ্ডার গৃহীত হয়। সিডুল রেইটের ১৯০ শতাংশ হারে ব্যয় সহ মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। শ্রীপরিমল নন্দী কর্ত্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ নিম্নরূপ :—

ক) অর্ডিনারি সয়েল কাটার কাজ—৬৩,৩৮৫,৭০ কিউবিক মিটার।

খ) হার্ড সেইল তুন্দা সয়েল —১,৫৬,৮০১,৯৯ কিউবিক মিটার।

বস্তুতপক্ষে শ্রীপরিমল নন্দীকে অত্যন্ত দুর্গম এলাকায় কাজ করতে হয়েছে এবং মাটি কাটার কাজ করতে হয়েছে, এমনএকটি জায়গায় যেখানে হার্ড সেইল এবং তুন্দা সায়েলের পরিমাণ ছিল

সবচেয়ে বেশী। মাটি কাটার কাজের উচ্চতা স্থানে স্থানে ১০ থেকে ২৫ মিটার পর্য্যন্ত ছিল। সে সকল কাজ হয়েছে সেগুলো এখনো দৃশ্যমান এবং বিভিন্ন জায়গায় এখনো সাক্ষীগুলো দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় মাটি ধ্বসে পড়েছে এই খবর পেয়ে সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার এবং এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করেন। তাদের অভিমত অনুসারে রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য উচ্চ পাহাড়ে মাটি কাটার ফলে এই ধ্বস পড়ে। তাদের চোখে দেখা হিসাব অনুযায়ী ধ্বস পড়া মাটির পরিমাণ আনুমানিক ৬ হাজার কিউবিক মিটার ছিল। সংশ্লিষ্ট এস ডি. ও, (পি. ডাবলিউ. ডি) এবং জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার এই ধ্বস পড়া মাটির প্রকৃত পরিমাণ করতে এবং এই মাটি সরানোর পুর্বে রিপোর্ট করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই মাটি এখনো সরানো হয়নি।

বংকুল থেকে মাগরুম পর্যান্ত ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার কাজটি এখনো কাউকে দেওয়া হয়নি। যদিও পত্রিকায় সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার সম্পর্কে এই অভিযোগ আনা হয়েছে। পত্রিকায় সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার সম্পর্কে এই অভিযোগ আনা হয়েছে। পত্রিকায় সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার এই কাজের জন্য ৫৪ লক্ষ ৫৮ হাজার ২০০ টাকা অনুমোদন চেয়ে প্রস্তাব পেশ করেছেন বলে যে খবর বেরিয়েছে তাও সঠিক নয়। সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার ১,৭৯,৭৯,১০০ টাকা কাজের কোন প্রস্তাব করেননি। যদিও এ ধরণের অভিযোগ পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।

কোয়াইফাং থেকে আইলমারা পর্যান্ত রাস্তাটি এখনো প্রাসঙ্গিক নয়। কারণ, এই এলাকার মাটি কাটার গুণগত ও পরিমাণগত দিক থেকে বংকুল-ঘোড়াকাপ্পা রাস্তা থেকে ভিন্ন। একথাও ঠিক হয় যে. কোয়াইফাং আইলমারা রাস্তাটি নির্মাণের কাজ যথা সময়ে শেষ হয়েছে।

এই রাস্তা তৈরীর কাজটি শেষ হতে এখনো বাকী আছে। শ্রীজগদীশ সাহাকে ত্রিশ হাজার টাকা করে আটটি ফরম ১১ এর কাজ দেওয়া হয়নি। তবে লোকসভা নির্বাচন কালে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্য জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের কাজ করার জন্য বিভিন্ন সময়ে পি, ডবলিউ, ডি, এস, ডি, ও, এর সুপারিশ অনুযায়ী কিছু কাজের আদেশ দিতে হয়েছিল। তৃতীয় সার্কেলের সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার কনট্রাকটার শ্রীরাই হরণ দে কে কোন কাজ দেননি। যদিও পত্রিকায় অনুরূপ অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে। কোন কোন মন্ত্রীর নামে শ্রীলস্কর ও শ্রী মালাকার তবিল সংগ্রহ করছেন বলে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা ভিত্তিহীন। সি পি, আই এমের আমলের মত ব্যয় বরাদ্দের অনুমোদনের জন্য কোন প্রস্তাবই পূর্ত দপ্তরের কোন কোন মন্ত্রীর কাছে আসে না, কারণ এটা নিয়ম বিরুদ্ধ।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তো সবই অস্বীকার করলেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা এই যে বংকুল ঘোড়াকাপ্পা এইটা ১০ কিলোমিটারের কম রাস্তা চাঁদকাঠি এবং সেখানে ১৯৮৭ সালে যে কনট্রাকটর ওয়েস্টে এসেছিলেন পরিমল নন্দী ওঁরফে বাদল নন্দী এরা এক ব্যক্তি। এবং তাকে কাজটা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি

তখন সেই কাজটা করেন নাই, দেরীতে এই কাজটা শুরু করেন বিশেষ করে এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে। এবং এই অর্থ কাটিং বাবদ ১১.১.৯০ ইং তারিখে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীলস্কর এই মন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে তাকে ২৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা (যেট ঐ সময় সেংসান করা হয়েছিল) একটা চেক তার হাতে তুলে দেন এই মাটি কাটা বাবদে। এবং পর্যায়ক্রমে সমস্ত টাকাটা পেয়ে যায় এই কনট্রাকটার এবং সেখানে উনাদের বক্তব্য হচ্ছে যারা এই লাইনে কাজ করেন সেই কনট্রাকটারদের যে এইখানে ১ লক্ষ টাকার বেশী কাজ করা হয়নি। এবং এই কাজটা শুরু হওয়ার আগে এই রাস্তায় মাক্রম থেকে শিলাছড়ি হয়ে জীপ টেক্সী, এই সমস্ত চলাচল করতো। এই মন্ত্রী এই কাজটা শুরু করে রাস্তার মাঝখানে গর্ত করে রাখলেন। ফলে সমস্ত রাস্তাটা চলাচলের পক্ষে একেবারে অচল করে দিলেন। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

দ্বিতীয় হচ্ছে তিনি যেটা বললেন গত ১লা জানুয়ারী যে ভূমিকম্প হয়েছিল এবং তার ডাই-ভারসন করে যে ৪ লক্ষ টাকার বিল চাওয়া হলো আমার কাছে স্যার, সুনির্দিষ্ট কাগজপত্র রয়েছে যে, এস, ডি ও, কে কনট্রাকটার কিভাবে প্রেসার ক্রিয়েট করে। এই যে, ভূমিকম্প যেখানে ত্রিপুরার কোথাও কোন ক্ষতি হলো না, কিন্তু সেখানে বলা হলো যে, সেখানে নাকি একটা ধ্বস পড়েছে এই-দিকে রাস্তাঘাট করা যাবে না। অন্য রাস্তায় সেটা করতে হবে এবং তারজন্য পরিস্কার বলা হয়েছে এস ডি. ও, নিজে তার চিঠিতে উল্লেখ করেছেন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে, এ সি.র কাছে লিখেছেন যে আপনার সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছিল, আপনারা যে এইখানে আসবেন বলেছিলেন ২০, ২, ৯০ ইং এই বিল সম্পর্কে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আমি সেইভাবে সমস্ত কাগজপত্র তৈরী করছি। এবং সেটা সেই তারিখে সিদ্ধান্ত হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে, তিনি জানেন না কিন্তু সেখানে আরো অনেক বেশী টাকার কাজ হয়েছে আমার কাছে স্যার সুনির্দ্দিষ্ট কাগজপত্র আছে। এস, ডি, ও, সেখানে কনট্রাকটারের চাপে পড়ে সেখানে কাজ দিয়েছেন যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অস্বীকার করলেন। আমার কাছে স্যার, সুনির্দ্দিষ্ট চিঠি আছে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে, এ, সি,র কাছে লিখেছেন মেজর হেড সমস্ত কিছু দিয়ে। এই যে, কাজটা আর্থ কাটিং, সেই কন্ট্রোক্টার যে এস্টিমেন্ট ছিল ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৭১ হাজার ১ শত টাকা। এবং সেই চিঠি লিখেছেন এইখানে তার যে সারকুলার নং F 5/152/Executive Engineer/5-11/781, dt—3.2.901 সেই চিঠিতে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সেখানে বলেছেন স্যার, আমি সেই চিঠিটা "This revised estimate amounting to Rs. 1,49,71,100/-has been paid to cover the prebable cost of expenditure for the abovenamod works started on the bosis of sanction estimate for which servey works also carried out earlier where earth work is in progress. In regard portion at Magreem in betueen 8 K M. to 10. K.M. The superintanding Engineer, Circle Udaipur and Executive-Engideer, Sadar

Division—II, and Shantirbaza, jointly inspected the road on 19.11.89. The higher classificatiɔn of the soil than the something estimate brought to nətive. It was also instructed by the S.D.O. and the Executive Engineer that the earth works to be done on the portion with easy radient on large quality of earth cutting is recordcd. Accorcingly the revised estimate has been propcsed on the basis of fresh survey.

অন্ লার্জ কোয়ালিটি অব আর্থ কাটিং ইজ রিগারডিং একরডিংলি দ্যা রিভাইজড্ এষ্টিমেট হেজবিন প্রোপোজ অব ফ্রেস সার্ভে, ২৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। তারপর আবার অর্থ কাটিং এর জন্য দেওয়া হয়েছে। এখানে সেই চিঠি আছে। চিঠির নাম্বার সেখানে বলা হয়েছে, ইম্প্রোভমেণ্ট অব রোড ইম্প্রোভমেণ্ট অব রোড ফ্রম বংকুল টু বোরাখাপ্পা অর্থ ওয়ার্কিং এসেট্রা, জব নাম্বার পি, পি/কম/২২৫। এই চিঠিতে সেখার পরিষ্কার উল্লেখ আছে। এ, সি, নিজে গিয়ে সেটা নিয়ে এসেছেন। কাজ না করে লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে সেখানে একট রাজনৈতিক সম্মেলনে কয়েকদিন আগে করেছিলেন। সেখনকার বিধায়ক অঞ্জু মগের ঘনিষ্ট ক্যালনি মগ, মুখ্যমন্ত্রীকে চাপ সৃষ্টি করিয়েছিল। তার আগে যে রেইট ছিল সেই রেইটে করার জন্য। মাননীয় মন্ত্রী সমীররঞ্জন বর্মণ এই দপ্তরের ভার নেওয়ার পরই এই কাজটা চলছে কেন? মানে ২৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা এগুলি শুরু হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি না যে, এই টাকা ড্র করা হয়েছে কিনা?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— মাননীয় সদস্য, আপনি ক্লিয়ার করে বলুন। আপনার বক্তব্যাকে দীর্ঘায়িত করবেন না।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— এবং কেন এই রাস্তাটির কাজ অগ্রসর হয় না? দুর্গম অঞ্চলের কাজে যে সমস্ত অফিসার কাজে থাকতে উৎসাহ দেখিয়েছেন বা যুক্ত ছিলেন, বিধানসভা থেকে একটা কমিটি করে সেটার বিস্তারিত তদন্ত করা হবে কিনা?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এই ভাবে বললে রিপ্লাই দেওয়া সম্ভব হবে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান। স্যার, উনি পয়েণ্ট অব ক্লারিফিকেশান চেয়ে প্রায়ই যেভাবে বক্তব্য রাখতে শুরু করেন, সেটা প্রায় আধ ঘন্টা এক ঘন্টা ধরে চলতে থাকে। ত্রিপুরা বিধানসভায় এ ধরণের কোন নিয়ম আছে কিনা? যদি না থাকে, তাহলে উনার সবটা বক্তব্যই এক্সপাঞ্জ করতে হবে।

শ্রীসমীররঞ্জণ বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ঠিক নয় যে, গত ১১, ১, ৯০ ইং তারিখে একটা চেক্, ২৭ লক্ষ কয়েক হাজার টাকা পেমেণ্ট করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আমি আগেই দিয়েছি। রাস্তার মাটি ধ্বস পড়ার পর ২০, ২, ৯০ ইং তারিখে এক্জিকিউটিভ

ইঞ্জিনিয়ার এবং এস, ই, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তাদের অভিমত অনুসারে রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য উচ্চ পাহাড়ে মাটি কাটার ফলে এই ধ্বস পড়ে। তাদের চোখে দেখা হিসাব অনুযায়ী ধ্বস পড়া মাটির পরিমাণ প্রায় ৬ হাজার কিউবিক মিটার। সংশ্লিষ্ট এস, ডি, ও, এবং জে, ইকে পড়া মাটির প্রকৃত পরিমাণ পরিমাপ করতে এবং মাটি সরানোর পূর্ব্বে রিপোর্ট করতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই মাটি থেকে এক টুকরী মাটি এখনও সরানো হয় নাই। কাজেই বাদল নন্দীকে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না সেটা জায়গাতেই পড়ে আছে। দ্বিতীয়তঃ বকুল থেকে মাগ-রুম পর্যান্ত ৫ কিলোমিটার রাস্তার জন্য কাউকেই কোন ওয়ার্ক অর্ডার এখন পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। যদিও পত্রিকায় এস, ই সম্পর্কে এই অভিযোগ উঠেছে যে, এস, ই নাকি কাজের জন্য ৫৪ লক্ষ ৫৮ হাজার ২০০ টাকা চেয়ে প্রস্তাব পেশ করেছেন। সেটাও ঠিক নয়।

তৃতীয়তঃ সুপারেন্টেড ইঞ্জিনীয়ার ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৭৯ হাজার ১ শত টাকা ব্যয়ে কোন কাজের প্রস্তাব এখন পর্যান্ত করেননি। যদিও এই ধরণের অসত্য অভিযোগ পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। শ্রীজগদীশ সাহাকে ৩০ হাজার টাকার আর্থিক কাজ ফ্রম ১১-তে দেওয়া হয়নি। কন্‌-ট্রেকটার রাইহরণ দে-কে কোন কাজ দেওয়া হয়নি। যদিও পত্রিকায় অনুরূপ অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিশেষ বিষয়ে ভেরী ভেরী ক্লীয়ার।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় সদস্য এই আশ্বাস দিতে পারি যে, এই ধরণের কোন কাগজের যদি এগ্রিমেন্ট থাকে তাহলে উনি যদি আমার কাছে দিলে, সেটা তদন্ত করে সেই অফিসারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। এটা ঠিক নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যেখানে পরিষ্কার ভাবে বলেছি যে, কোন কাজ দেওয়া হয় নি, কোন ইষ্টিমেট তৈরী করা হয় নি। যে জায়গায় ধ্বস পড়েছিল সেখান থেকে এক টুকরী মাটিও নেওয়া হয় নি। কাজেই পরিমল নন্দী কেন ত্রিপুরার কাউকে কাজগুলি দেওয়া হয় নি যে কথা টেলিগ্রাফ এবং "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকায় লেখা হয়েছে। একটা কাজও কাউকে দেওয়া হয়নি। ইষ্টি-মেটও করা হয়নি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি আমি অসত্য তথ্য পরিবেশন করে থাকি আমার বিরুদ্ধে পার্লা-মেন্টারী মোশান আসবে। হৈ, চৈ করার কোন প্রশ্ন নেই, কোন কাজ কাউকে দেওয়া হয়নি। হাউসকে মিস গাইড করার কোন অর্থ হয় না। দেশের কথা পত্রিকায় যা প্রকাশ করা হয়েছে তা অসত্য, সব মিথ্যা।

শ্রীঅঞ্জু মগ (মগ) :— আপনারা বার বার বলেছেন, ঘোড়াকাপ্পা ১০ কিলোমিটার এটা হচ্ছে সাড়ে বাইশ কিলোমিটার। আপনাদের আসলে এই যে পরিমল নন্দী ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু

করেছে, আমাদের মাননীয় বিধায়ক সুনীল চৌধুরীকে ইলেকশানের আগে ষাট হাজার টাকার ওয়ার্ক অর্ডার দিয়েছেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য সুনীল চৌধুরী ষাট হাজার টাকা নিয়েছে, বলেছেন ষাট হাজার টাকা নিয়ে এই ওয়ার্ক অর্ডার দিয়েছে। পরিমল নন্দীর কাছ থেকে ষাট হাজার টাকা নিয়ে এই ওয়ার্ক অর্ডার দিয়েছেন। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে ১৫০ পারসেন্ট এভাবে কোন মাটির কাজ এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা দেইনি। ওদের সময় দিয়েছে এবং ষাট হাজার টাকা নিয়েছে।

শ্রীঅঞ্জু মগ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি পরিস্কার বলিতেছি যে ১৯৮৭ ইং এ ওয়ার্কটা দেওয়া হয়েছে, ৮৮-৮৯ ইং কাজ করেছে, ৯০ ইং তার লক্ষ টাকা হয়েছে। আর এখানে "ডেইলি দেশের কথার", মধ্যে এক লক্ষ টাকা খরচ করে আর সব আত্মসাত করেছে।' এটা তো মিথ্যা কথা। আর আপনাদের পরিমল নন্দী তিনশত লোক আনিয়াছে ইট ভাটা খোলার জন্য। শ্রাবণ মাসের আগে ইট খুলবে না, তিনশত লোক মাগুনছড়া কাজ করিতেছে। আপনাদের আমি অনুরোধ করবো জায়গাতে গিয়ে দেখুন। আর আপনারা বলেছেন এখানে বিধানসভায় একটি কমিটি গঠন করার জন্য।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅঞ্জু মগ :— ইন্টারেপশন।

শ্রীবিমল সিন্‌হা (কমলপুর) :— স্যার, আমার পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশনের প্রথমটা হচ্ছে এই যে ভূমিকম্প ৬ হাজার কিউবিক ফিট মাটি ধ্বসে পড়েছে, এই ধরণের ঘটনা ঘটার কত দিন পরে এটা পূর্ত্ত দপ্তরের নজরে এসেছে ? দ্বিতীয় হচ্ছে, এখানে মাননীয় সদস্য বাদলবাবু যে কাগজটা দিতে চাইলেন, সেটা উনার কাছে দেওয়ার জন্য উনি বলেছেন, আর তাহলে উনি সেটা তদন্ত করে দেখবেন ?— আমরা অন্য যে কেউ চাইলে, তাঁর কাছে দিতে পারি, কিন্তু উনার কাছে নয়, কারণ, বাঘের কাছে ছাগল ভাগা দিতে আমরা রাজী নই।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এখানে পরিষ্কার বলেছি যে সব নিউজ ঐ পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে সেগুলি অসত্য। সেখানে কাউকে কোন রকম কাজ দেওয়া হয়নি। আর আমি যদি এ ব্যাপারে কোন রকম অসত্য তথ্য দিয়ে থাকি, তাহলে, তারা আমার বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ মোশান আনতে পারেন, তাতেই কে সত্য বললো, আর কে অসত্য বললো তা প্রমাণিত হয়ে যাবে।

মিঃ স্পীকার :— আজ, পূর্ত্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় মাননীয় সদস্য সুশীলকুমার চাকমা মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত একটি উল্লেখ পর্ব্বের নোটিশের উপর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু ছিল— 'ধর্মনগর মহকুমায় কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকায় মাছমারা বাজারের নিকট যে

ব্রীজটি আছে, তা দীর্ঘদিন যাবত মেরামত না করা সম্পর্কে।" এখন, আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে উপরোক্ত বিষয়বস্তুর উপর তাঁর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী):— মাননীয় স্পীকার, স্যার, লেদরাই দেওয়ান হাইস্কুল থেকে মাছমারা বাজার পর্যন্ত একটি রাস্তা কাঞ্চনপুর ব্লক থেকে তৈরী করা হয়েছে। এই রাস্তার উপর মাছমারা বাজারের নিকটবর্তী মাছমারা ছড়ার উপর পায়ে হাঁটার উপযোগী একটি এস, পি, টি, ব্রীজ ব্লক কর্তৃক প্রথম অবস্থায় তৈরী করা হয়েছিল। এটি পূর্ত দপ্তরের রাস্তা নয়। যা হোক স্থানীয় লোকের অনুরোধে পূর্ত দপ্তর পায়ে হাঁটার উপযোগী এই এস, পি, টি, ব্রীজের পরিবর্তে ১৯৮২-৮৩ সালে প্রায় ৩০ মিটার দীর্ঘ একটি এস, পি, টি, ব্রীজ তৈরী করে। স্থানীয় লোকদের অনুরোধে কয়েক বছর আগে পূর্ত দপ্তর একবার এই ব্রীজটি মেরামত করে। এই রাস্তাটি পূর্ত দপ্তরের কাছে কখনই হস্তান্তর করা হয়নি বা পূর্ত দপ্তরও রাস্তাটির দায়িত্ব কখনও গ্রহণ করেনি। যতদূর জানা যায় ব্লক কর্তৃপক্ষ কিছুদিন আগে এই রাস্তাটির কিছু অংশে ইট বসানো ও মেরামতির কাজ করেছে। যেহেতু রাস্তাটি পূর্ত দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন নহে, সেজন্য বিশেষ করে প্রয়োজনী অর্থ না পাওয়ায় পূর্ত দপ্তর এই ব্রীজটির মেরামতের কোন উদ্যোগ নেয় নি। জানা গেছে যে, বর্তমানে এই ব্রীজটির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ পুরোপুরি মেরামত করার প্রয়োজন।

শ্রীসুশীল কুমার চাকমা:— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ব্রীজটি এ, ডি, সি, এলাকার মধ্যে পড়েছে এবং এ, ডি, সি, এসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার ব্রীজটির জন্য একটা এষ্টিমেট করে, তা এ, ডি, সির আগরতলা অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও সেটি মেরামত করা তো দূরের কথা যে এষ্টিমেট পাঠানো হয়েছে, সেটাও এখন খুজে পাওয়া যাছে না। অর্থাৎ এভাবে জোট সরকারের ভাবমুর্ত্তিকে হেয় করার জন্যই এ, ডি, সি, কর্তৃপক্ষ ব্রীজটির জন্য এষ্টিমেট করা সত্বেও সেটি করছে না। কাজেই এই ব্রীজ যাতে অতি সত্বর মেরামত করা হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী):— স্যার, যেহেতু এই ব্রীজটি এ, ডি, সি, এলাকার মধ্যে পড়েছে, সেহেতু এটির মেরামতির কাজ এ, ডি, সি, কর্তৃপক্ষের করা উচিত। কারণ, আমাদের পূর্ত দপ্তর ছাড়াও অন্যান্য দপ্তর যেগুলি আছে, সবাই কোটি কোটি টাকা এ, ডি, সি, কে দিয়েছে বিভিন্ন কাজ করার জন্য কিন্তু এ, ডি, সি, সেই সব কাজগুলি না করে, অন্তত: কাজ যে করছে, তার কোন প্রমাণ নাই। যেহেতু ওরা কাজ করার পর কোন ইউটিলাইজেশান সরকারকে দিচ্ছেন না। কাজেই এ, ডি, সি কে আমরা যে বিভিন্ন কাজ করার জন্য টাকা দিচ্ছি, সেটা যাতে নিয়মিত করে, তারজন্য আমরা এ, ডি, সি, কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল:— স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এ ডি, সি, এলাকার মধ্যে যে সমস্ত রাস্তা অথবা ব্রীজ আছে, তার সবগুলি ক্ষেত্রেই একটা অব্যবস্থা চলছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ

এটা জানে না যে কোন রাস্তা বা ব্রীজটা এ, ডি, সি, আণ্ডারে আছে, আর কোনটা রাজ্য সরকারের আণ্ডারে আছে। দ্বিতীয়তঃ সেই এ, ডি, সি-র মধ্যেও পঞ্চায়েত আছে, ব্লক আছে, তাদেরও কাজ করার মত কিছু কিছু রাস্তা অথবা ব্রীজ আছে। কাজেই সেগুলির কোনটা পঞ্চায়েত থেকে ব্লককে হ্যাণ্ডওভার করেছে, অথবা ব্লক থেকে পূর্ত্ত দপ্তরের হাতে হ্যাণ্ডওভার হয়েছে, সেটাও সাধারণ মানুষ জানে না।

তৃতীয়তঃ হলো এই সমস্ত রাস্তাগুলি ব্লক থেকে সি, পি, ডবলিউকে হ্যাণ্ডওভার করার ক্ষেত্রে সরকারের যে রুলস এবং প্রোসিডিউর এটা তে ত্রুটি আছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে। আমি জানি ছাওমনু ইঞ্জিনীয়ারিং সেল এ ডি, সি, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, কত রাস্তা এবং ব্রীজ এ, ডি, সি, ইঞ্জিনীয়ারিং দপ্তরে আছে। ইনজিনীয়ার মিটিং-এ আমাকে বললেন যে, আমার গাড়ী নাই। আমি বলতে পারব না। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— আমি আগেই বলেছি যে এ, ডি, সি কে এই সমস্ত কাজ করার জন্য কোটি কোটি টাকা রাজ্য সরকার দিয়েছে। কিন্তু আজ পর্যান্ত একটি ক্ষেত্রেও ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট পাওয়া যায় নি। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার এ, ডি, সি-র সঙ্গে যোগাযোগ করছেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (কাকড়াবন) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বলেছেন আমরা জানি যে, এ, ডি, সি, এ ধরণের ব্রীজ রাস্তা মেটেলিং এবং কার্পেটিং এর কাজ রাজ্য সরকারের দপ্তরের মাধ্যমে করেন। এই ব্যাপারে এ, ডি, সি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট নেবে কেন ? উনি কি এখানে আষাঢ়ে গল্প শুনাচ্ছেন ? উনি বলছেন লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। কত টাকা কোন ইয়ারে দেওয়া হয়েছে সেটা বলুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৮৪-৫০ লক্ষ টাকা। ১৯৮৫-৮৬ সালে ৭০ লক্ষ টাকা, ১৯৮৬-৮৭ সালে ৭০ লক্ষ টাকা, ১৯৮৮-৮৯ সালে ২০ লক্ষ টাকা। ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট হেজ ইয়েট টু বি রিসিভড। আগে টাকার হিসাব দেন। তারপর কথা বলুন।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ সীট ডাউন। আই এম গোয়িং টু দি ন্যাক্সট বিজনেস। আজকে আমি নিম্নলিখিত একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী মহোদয়ের নিকট হইতে পেয়েছি। নোটিশটির গুরুত্ব বিবেচনা করে উত্থাপনের অনুমতি আমি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো — "আগরতলা পৌরসভা কর্তৃপক্ষ মশক প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় সম্প্রতি শহরে ব্যাপক মশকের প্রাদুর্ভাবের জন্য জনজীবনে বিপর্যয় নেমে আসার ঘটনা

সম্পর্কে।" আমি এখন পৌর দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে আমাকে একটি পরবর্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি আগামী ২রা এপ্রিল, ১৯৯০ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২রা এপ্রিল বিবৃতি দেবেন।

আজকে আমি নিম্নলিখিত একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির গুরুত্ব বিবেচনা করে উত্থাপনের অনুমতি আমি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল — "গত ২২শে মার্চ, ১৯৯০ ইং বিধ্বংসী ঝড় এবং তার পর থেকে অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে উদয়পুরে এবং সদরের বহু স্থানে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি, বাড়ীঘর বিধ্বস্ত নর-নারী আহত এবং গৃহহীন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।" আমি এখন রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীকালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :- স্যার, এ সম্পর্কে আগামী ২৯, ৩, ৯০ ইং তারিখ বিবৃতি দেব।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী (সাব্রুম) :— স্যার, বিষয়টি খুবই গুরুত্ব পূর্ণ। আজই উনার বিবৃতি দেওয়া উচিত।

শ্রীকালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, বিষয়টির গুরুত্ব দিয়ে আমি আপনাকে বলতে চাই যে, এ সম্পর্কে আমি আগামী ২৭ ৩, ৯০ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৭, ৩, ৯০ ইং তারিখে বিবৃতি দেবেন।

আজকে আমি নিম্নলিখিত আর একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিন্হা মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির গুরুত্ব বিবেচনা করে আমি উত্থাপনে সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল— বিগত ৯, ৩, ৯০ ইং তারিখ উদয়পুরের ফায়ার সার্ভিসের সাব-ষ্টেশন অফিসার শ্রীউমা রায়কে কতিপয় দুর্বৃত্ত কর্তৃক গুরুতর আহত রক্তাক্ত হয়ে উদয়-পুর সরকারী হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।" আমি এখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার অনুরোধ করছি। যদি তিনি বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি আগামী

২৮, ৩, ৯০ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৮, ৩, ৯০ ইং তারিখে বিবৃতি দেবেন।

The House adjourned till 2-00 p. m. of to-day.

AFTER RECESS AT 2-00 P. M.

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো— "গত ২০, ৩, ৯০ ইং তারিখ রাত্রি অনুমান ১ ঘটিকার সময় সিধাই থানার অন্তর্গত মনতলা গ্রামে শ্রীদেবেন্দ্র সাহার বাড়ীতে ডাকাত দ্বারা দেবেন্দ্র সাহা নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি—

গত ২০, ৩, ৯০ ইং তারিখ সিধাই থানার অন্তর্গত মনতলা নিবাসী শ্রীদেবেন্দ্র সাহা ডাকাত দ্বারা নিহত হওয়ার ঘটনাটি সত্য নহে। তবে এ দিন অর্থাৎ ২০, ৩, ৯০ ইং তারিখ রাত ১১ ঘটিকার সময় ৭ জন বাংলাদেশী দুস্কৃতকারী সিধাই থানার অন্তর্গত মনতলা নিবাসী শ্রীদেবেন্দ্র সাহার ছেলে শ্রীগোবিন্দ সাহার বাড়ীর ঘরের দরজা জোরপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে এবং টাকার দাবী করে। শ্রীগোবিন্দ সাহা ভয়ে তাহাদিগকে ৩০০ টাকা দিয়ে দেন। কিন্তু দুস্কৃতকারীরা শ্রীসাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দা দ্বারা কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। ঘটনার ২০ মিঃ পর সিধাই থানার মোবাইল পার্টি ঘটনাস্থল পৌঁছে এবং আহত শ্রীসাহাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। কিন্তু হাস-পাতালে যাওয়ার পথে গোবিন্দ সাহার মৃত্যু ঘটে।

ঘটনাটি মৃত গোবিন্দ সাহার স্ত্রী শ্রীমতী পূর্ণিমা সাহার অভিযোগমূলে সিধাই থানায় ভারতীয় দণ্ড-বিধির ৩৯৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ৯(৩)৯০ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে।

তদন্তকালে দুস্কৃতকারীগণ বাংলাদেশী বলে প্রতীয়মান হয়। বাংলাদেশ বর্ডার ঘটনাস্থল হইতে মাত্র দেড় কিলোমিটার পশ্চিমে। দুস্কৃতকারীরা কেবল নগদ ৩০০ টাকাই নিয়াছে অন্য কোন মালা-মাল নেয় নাই। দুস্কৃতকারীদের কাহাকেও এখন পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই।

ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যে এলাকায় গোবিন্দ খুন হলেন সেখানে ৫।৭টি গ্রাম সিধাই থানা এলাকার অধীনে আছে। সেখানে গত কয়েক দিন যাবত ডাকা-তের আক্রমণ চলছে। এবং বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে জানা গেছে ঐ এলাকায় ইতিমধ্যে প্রায় ৩০ জন লোক ডাকাতদের হাতে আহত হয়েছে। ৪৩টি পরিবারের জিনিষপত্র লুট করা হয়েছে। এই যে

বার বার সেখানে ডাকাতের আক্রমণের ঘটনা চলেছে তার ভয়ে ৩৫টি পরিবার সেখান থেকে ঘর ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট এই তথ্য আছে কিনা, যে-দিন গোবিন্দ সাহার বাড়ীতে ডাকাতরা হামলা চালায় এর আগের দিন তিনি একটি গরু বিক্রী করেছেন। ডাকাতরা জানতেন তার কাছে টাকা পয়সা আছে। এমনিতে গোবিন্দ সাহা খুব গরীব লোক। সেখানে তিনি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক এবং দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির সম্পাদক। তার কাছে ডাকাতরা দাবী করে যে গরু বিক্রীর টাকা কোথায় আছে, সে টাকা দেওয়ার জন্য। ঐ এলাকা থেকে যে সমস্ত রিপোর্ট পাওয়া গেছে, তাতে তাদের কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে ডাকাতদের একটা অংশ বাংলাদেশের লোক থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু স্থানীয় কিছু লোক ডাকাতদের সঙ্গে যুক্ত আছে, যারা বিভিন্ন ভাবে ডাকাতদেরকে সাহায্য করছে।

স্যার, আমার একটা ক্ল্যারিফিকেশান হচ্ছে এই যে, ৪১৫টা গ্রামে বা সিধাই থানা সেখানে ৪৮০ হচ্ছে তার এরিয়া এবং বাংলাদেশের সঙ্গে তার বর্ডার হচ্ছে ৪৮ কিলোমিটার। এই থানার আণ্ডারে দুটি বি, এস, এফ, ক্যাম্প আছে এবং যারা আছে তাদের কাজ হচ্ছে দিনের বেলায় যে সমস্ত গাড়ী যায় সন্দেহ হলে সেগুলিকে চেক করা। দোকান ঘরে চুরি হলে বা কোথাও অন্য ঘটনা ঘটলে সেখানে যাওয়া এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। কিন্তু সেই এলাকার মানুষের অভিযোগ হচ্ছে সন্ধ্যার পর তারা কেউ আর ক্যাম্প থেকে বের হয় না, ফলে সেই সুযোগ নিচ্ছে ডাকাতরা। সিধাই থানায় তিনটি গাড়ী ছিল কিন্তু সেখান থেকে একটি গাড়ী সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং আর যে দুটি গাড়ী আছে সেই গাড়ী দুটির অবস্থা ভাল নয়। সেই থানায় মাত্র একজন এস, আই, এ, এস, আই, তিন জন, হাবিলদার দুই জন এবং কনষ্টেবল ১৮ জন, এত অল্প সংখ্যক ষ্টাফ নিয়ে এই যে চুরি, ডাকাতি এবং বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। সে জন্য এলাকার মানুষ বার বার দাবী করছেন। সে জন্য বলছি স্যার, সেখানে যেন আরও দুটি আউট পোষ্ট খোলা হয় যাতে এই ধরনের যে সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটছে সেগুলি সম্পর্কে যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এবং এগুলি স্থাপন করে গ্রামের মানুষকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, শুধু আজকে নয়, এই সময়ই এই ধরণের ঘটনা ঘটছে। বাংলাদেশ থেকে এই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা আসছে এবং এটাও যে কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষও দুষ্কৃতকারীদের সহায়তা করছে। স্যার, সীমান্তের যে দায়িত্ব বর্ডার বি, এস, এফ, সেটা দেখেন। এই বিষয়ে আমি ব্যক্তিগত ভাবে ২।৩টা মিটিং করেছি। বিশেষ করে সীমান্ত এলাকার জন্য। তারপর দেখা গেছে এই ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থা এরা নিয়েছেন। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন বর্ডার এরিয়াতে সিকিউরিটি আরও শক্তিশালী করা দরকার সেটা আমি স্বীকার করছি। এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্যের সঙ্গে আমি দ্বিমত

পোষণ করছি না। কিন্তু তৎ সত্ত্বেও এই কথা বলছি যে, যে পরিমাণ সীমান্ত এরিয়া আমাদের রয়েছে তাতে কোন নেচারেল বেরিয়ার নেই। সেহেতু এই ঘটনাগুলি ঘটেছে। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এখানে আরও বি, ও, পি হওয়ার দরকার আছে বিভিন্ন জায়গাতে। এই প্রয়োজনীয়-তার কথা আমি স্বীকার করছি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন বাহিনীর যে অবস্থা সে তথ্য আমি এই হাউসে দিয়েছি। আমাদের এখানে টি, এ, পি'র ২টা ব্যাটেলিয়ন রয়েছে। বি, এস, এফ, রয়েছে। তা ছাড়া আর, এ, সি, রয়েছে ও মধ্য প্রদেশ পুলিশ রয়েছে। তারপরে সি, আর, পি, এফ, রয়েছে। আগে আমাদের ৩৭টি সি, আর, পি, এফ, কোম্পানী ছিল বর্ত্তমানে ১২টি কোম্পানী আছে। সামগ্রিম দিক থেকে বিচার করে বলছি যে, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি হউক বা কংগ্রেস হউক প্রত্যেক এম, এল, এ, দের আমাদের গার্ড দিতে হয়েছে। এভাবে আমাদের একটা বিরাট বাহিনী চলে গেছে। তারপরে যেটা রয়েছে সেটা দিয়ে সম্ভব নয়। কাজেই যতক্ষণ পর্যান্ত ফোর্স বাড়ান না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যান্ত এ সমস্ত আউট পোষ্ট বাড়ান সম্ভব হচ্ছে না। তৎ সত্ত্বেও আমাদের যে সীমিত পরিমাণ ফোর্স রয়েছে তাতে তারা চেষ্টা করছে যথাসাধ্য ভাবে। কিছু দিন আগে সীমান্তে হানা দিয়ে একজন দুস্কৃতকারী ডাকাতকে নিহত করেছে। তবে আমি বলছি যে, এগুলি বন্ধ করার জন্য সর্ব্ব প্রকারের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যারা সীমান্ত এলাকায় খুন হল বা আহত হল তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য এবং যারা এবং যারা গরু হারান তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য, এবং যারা হাসপাতালে চিকিৎসিত হচ্ছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ? এছাড়া যাড়া বাড়ী ঘর ছেড়ে চলে এসেছেন তাদের আর্থিক সাহায্যের জন্য সরকার কি কি ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, যারা নিহত হয়েছে বা আহত হয়েছে তাদের নিয়ম অনুসারে সাহায্য দেওয়া হবে। কেউ বাড়ী ঘর ছেড়ে চলে গেছেন এ ধরনের তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গত ২০ তারিখে গোবিন্দ সাহা নিহত হওয়া সম্পর্কে যে কলিং এটেনশান এনেছেন তাতে এটা সত্যি যে, গোবিন্দ সাহা একজন খুব গরীব লোক এবং ঐ এলাকা মধ্যে একজন লোক। কিন্তু উনার পক্ষে আমি বলতে চাই যে উনি কোন পার্টির সঙ্গে সংযোগ ছিল না। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিলেন সেটা ঠিক না। গত নির্বাচনে উনি কংগ্রেসের হয়ে কাজ করেছেন। গত কিছুদিন যাবৎ আমরা লক্ষ্য করছি কিছু সংখ্যক সমাজদ্রোহী রাজ্যের বর্ত্তমান শান্তি শৃংখলাকে বরদাস্ত করতে পারছে-না। তাই সম্পূর্ণভাবে বিরোধী দলের দ্বারা পরিচালিত হয়ে, এসব করছে এসব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ? ২য় কথা হচ্ছে, গত ২২ তারিখ এই ঘটনার

ব্যাপারে ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার— স্যার, তারা কোন্ রাজনৈতিক দলের বা কোন দল করেন এই তথ্য আমার কাছে নাই। তবে এই দুষ্কৃতকারীদের যে তারা প্রশ্রয় দেন তার প্রমাণ এইখানে রয়েছে। মাননীয় বিরোধীদলের নেতা তিনি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখনও সীমান্তে এই ধরণের ডাকাতি হত। তখন আমরা বলেছিলাম যে তিনি যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন তবে আমরাও নিজেরা দায়িত্ব নেব। তখন তিনি বলতেন কাল থেকে আর ডাকাতি হবে না। এবং তখন দেখা যেত সঙ্গে সঙ্গে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। কাজেই আমি মনে করি যে তারই জের হিসাবে এইটা চলছে। এইটা শেষ হয়ে গেছে এইটা আমি বলতে পারি না, তবে তুলনামূলক ভাবে এইটা আমরা অনেক কমিয়ে এনেছি। আমাদের যে পুলিশ পোষ্ট রয়েছে সেগুলিকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার নির্দেশ দিয়েছি।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, সিধাই থানা এলাকায় সদর উত্তরাঞ্চলে চার পাঁচটি ডাকাতির ঘটনা ঘটে গেছে এবং একটা ডাকাতির ঘটনার আসামী ধরাও পড়েছে। এবং আসাম-আগরতলা রোডের পাশে দুইটি জীপ নিয়ে ডাকাতি হয়েছে স্থানীয় জনসাধারণ সেটা দেখেছেন। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই ধরণের ডাকাতি বন্ধের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার ডাকাতির সঙ্গে যারা জড়িত প্রমাণ পেলে তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :- আজ দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— 'গত ১১ই মার্চ, ১৯৯০ ইং সদর মহকুমার পূর্ব আগরতলা থানাধীন ইন্দ্রনগরস্থিত ডি, ওয়াই, এফ, আই, কর্মী সোরাব হোসেন একদল দুষ্কৃতকারী কর্তৃক আহত হয়ে জি, বি, হাসপাতালে মৃত্যু হওয়ার ঘটনা পম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বিবৃতির বিষয়বস্তু হচ্ছে— "গত ১১ মার্চ, ১৯৯০ ইং সদর মহকুমার পূর্ব্ব আগরতলা থানাধীন ইন্দ্রনগরস্থিত ডি, ওয়াই, এফ, আই, কর্মী সোরাব হোসেন একদল দুষ্কৃতকারী কর্তৃক আহত হয়ে জি, বি, হাসপাতালে মৃত্যু হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।

স্যার, গত ১১ই মার্চ, ১৯৯০ ইং তারিখে এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, সোরাব হোসেন একজন ছাত্র। এবং গ্র্যাজুয়েট। তাকে দোলের দিন ১২ তারিখে খুন করা হয়েছে। পুলিশ গিয়ে ইন্‌কোয়ারী করেছে। তার কাছ থেকে ষ্টেটমেন্ট নিয়েছে, পুলিশ কেইস হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে এটা

হয়েছে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেনই যে ঐ তারিখে ঐ ধরণের কোন ঘটনা সেখানে ঘটে নাই।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— স্যার, তবু আমি বলছি যে, আলাদা নোটিশ দিলে জবাব দেব।

LAYING OF REPLIES TO POST PONED QUESTIONS

মিঃ স্পীকার : – সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— লেয়িং অব দি রিপ্লাইস্ অব দি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চানস্। বিধানসভার গত অধিবেশনে পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার *১২৪ এবং পোষ্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৭-এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চাম নাম্বার *১২৪ এবং পোস্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চাম নাম্বার ৩৭-এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পোস্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার *১২৪ এবং আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭-এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করছি— (ANNEXURE—'C')।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1990—91

মিঃ স্পীকার — সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা।"

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাঁদের আলোচনা ব্যয়-বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের হুইপদের অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমার কাছে দেওয়ার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, অপজিশান লিডার অসুস্থ থাকাতে, উনাকে বসে বলার অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :— ইয়েস্। এখন আমি অপজিশান লিডারকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদ নগর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯৯০-৯১ সালে বাজেট এখানে উপস্থিত করেছেন এবং বাজেট উপস্থিত করতে গিয়ে যে সমস্ত বক্তব্য উনি রেখেছিলেন, তার উপর আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু বলতে চাই। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরে সব সময় একটা কথা বলে আসছেন যে "আমি একটা কাজ করতে পেরেছি, সেটা হলো রাজ্যে শান্তি

ফিরিয়ে আনতে পেরেছি।" এরচেয়ে শূন্যগর্ভ আর কিছু হতে পারে না। ক্রাইম, মার্ডার, রেপ, ড্যাকয়ট্‌ গত দুই বছরে অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশী। এবং উল্লেখে বিষয় সেখানে অধিকাংশ ক্রাইম, রেপ, মার্ডার, ড্যাকয়ট্‌ রাজনীতির সংগে জড়িত। তবে এটা ঠিক যে, ১৯৮০ সালের পর এখানে জাতি-উপজাতি দাঙ্গা হতে দেয় নাই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আমাদের এখানে নেই।

মুখ্যমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন, গত নির্ব্বাচনের আগে প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী এবং রাংখলের মধ্যে যে গোপন চুক্তি হয় আজকে আর গোপন নেই। রাংখল প্রধান মন্ত্রীকে লিখেছেন যে আমার আর কোন দাবী নেই। একমাত্র দাবী হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারকে হটানো। আর আমি যুদ্ধ বিরতি চাই। এই চুক্তি অনুসারে ৯০টি বাঙ্গালীকে নৃশংশভাবে হত্যা করা হয়েছে। তা নাহলে আর্মি আনা যায় না, ডিষ্টার্ভ এরিয়া ডিক্লার করা যায় না আর নির্ব্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা যায় না। এই হল রাজীব রাংখল চুক্তি। মিঃ রাংখল, আমি বলব তার একটা খ্রীষ্টান অনেষ্টি আছে। তিনি যখন বেরচ্ছেন রাজ্যে রাজ্যের বাইরে তখন সাংবাদিকরা তাকে জিজ্ঞাসা করছে যে কারা আপনার নিকটতম বন্ধু ছিল। রাংখল বরাবরই বলেছেন টি, ইউ, জে, এস, আমাদের নিকটতম বন্ধু ছিল। তা প্রমাণিত হয়েছে যারা আত্মসমর্পণ করেছে, তারা শতকরা ৫০ জন টি, ইউ, জে, এস, এবং তারা সেই লিষ্ট অনুসারে রিহেবিলিটেশন পেয়েছেন। যারা পান নি তারা বিক্ষুব্ধ। তারা বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসমূলক কাজ করার চেষ্টা করছে। হ্যাঁ, ঠিক প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী গর্ব্ব করে বলতে পারেন যে ২৩ লক্ষ লোকের একটা রাজ্য সরকারকে হটানোর জন্য তাকে আর্মি আনতে হয়েছে, উপদ্রুত ঘোষণা করতে হয়েছে এবং তা করতে হয়েছে রাজ্য সরকারকে না জানিয়ে। এটা গর্ব্ব করতে পারেন কিন্তু রাজীব জানেন না যে এর মধ্য দিয়ে তার নিত্যভূষিত হয়েছে। এই কারণেই এই স্বৈরাচার এই একটা ছোট্ট রাজ্যকে দখল করার জন্য এই সমস্ত ক্ষমতাকে অপপ্রয়োগ করে তার মধ্যদিয়ে দিল্লীতে পার্ল্যামেন্ট এমন কি বিভিন্ন রাজ্যে যে বিক্ষোভ আমরা দেখিয়েছি সেই বিক্ষোভের ফলেই আজকে তাকে বিদায় নিতে হয়েছে। আমরা হেরেছি একটি রাজ্যে। কিন্তু রাজীব গান্ধী হেরেছেন একটা ৮৬ কোটি মানুষের দেশে। এটা রাজীব গান্ধীর যারা সমর্থক তাদের পক্ষে আনন্দের কথা নয়। ২৫ মাসের সন্তোষ মোহন দেব এবং সুধীর রঞ্জন মজুমদার যে জোট সরকার এখানে শাসিত হয়েছেন যদিও তারা সংখ্যা লঘু সরকার। তবু শতকরা ৪০ জন ভোটার কংগ্রেস সমর্থক, আজকে গিয়ে দেখুন তো সেই শতকরা ৪০ জন আছে কিনা? কি করে বলি এটা প্রতিফলিত হয়েছে তাদের পত্র-পত্রিকাগুলিতে তারাই লিখেছে যে রাজ্যে জঙ্গলের রাজত্ব চলেছে। রুল অব লনার জার্ণাল, তাদের পত্র-পত্রিকা বলেছে। এটা খুব সম্মানজনক বক্তব্য মন্ত্রীসভা সম্পর্কে তারা করছেন না। পার্ল্যামেন্টেও এই রকম অবস্থা। এখানে কনষ্টিটিউশন তো আমরা তৈরী করি নি, কনষ্টিটিউশন যে পার্ল্যামেন্টারী রাইট তা আমাদের তৈরী না। কনষ্টিটিউশনের যে ডেমোক্রেটিক রাইট, সিভিলাইপাটিস ওরা সেটা ভেঙ্গেছে। রাইট টু লাইফ

ওদের তৈরী।

ওরা সেটা ভাঙ্গছে, আর, আমরা সেটা রক্ষা করছি। স্যার, ওরা পার্টি অফিস করতে দেবে না, ওরা মিটিং করতে দেবে না, এমন কি পার্টির যে কর্মী আছে তাদের রাস্তাঘাটে বের হতে দেবে না, প্রকাশ্যে বলে বেড়ানো হচ্ছে যে, পার্টির কোন লাল ঝাণ্ডা লাগাতে দেওয়া হবে না। ফলে আমাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গিয়েছে, ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে এখনও যতটুকু গণতন্ত্র বহাল আছে সেটুকু আমাদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে হবে। অথচ, এখানে চিৎকার করে বলা হচ্ছে নৃপেন বাবু পার্টি কর্মীদের অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার জন্য ডাক দিয়েছেন। এটা মিথ্যা। গরীব মানুষ কখনও অস্ত্র হাতে তুলে নেয় না, নেয় আত্ম রক্ষার জন্য, এই সম্পর্কে মহাত্মাগান্ধী কি বলেছেন তা একবার দেখুন, তিনি ইণ্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্সে কি লিখেছিলেন কাজেই, মানুষ যদি নিজেকে রক্ষার জন্য অস্ত্র ধরেন, তাহলে, তার চাইতে আনন্দের আর কি হতে পারে? গরীব মানুষ নিজেদের রক্ষার জন্য আজকে সমস্ত জায়গাতেই তারা সংঘটিত হচ্ছে। কিন্তু তাতে এই সরকারের আপত্তি, কারণ, এর মধ্যেও ভয় আছে। এতে আর আমাদের আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? অথচ, এখানে ওরা পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসীর কথা বলছে, সেটা কি? না, সেটা হচ্ছে অবাধ গণতন্ত্রএ-ভোটের শাসন। কিন্তু সেই ভোট ব্যবস্থাকে ওরা আজকে কোথায় নিয়ে গেছে। রাজীব গান্ধীর আমেথিতে ত্রিপুরা রাজ্যের ফটিকরায়তে, এমন কি সিমনাতে যে উপনির্বাচন হয়ে গেল, তাতে আর সেই মেহমে। নির্বাচনের মধ্যে কি আছে? তাই এখানকার মন্ত্রীরা গর্ব করে বলছেন যে, এই পথেই আমাদের জিততে হবে, যে পথে সন্তোষমোহন দেব জিতেছেন, এই সিমনার উপনির্বাচনে জিতেছেন এবং ফটিকরায়ে জিতে-ছেন। তারপরেও আমরা কি করে আশা করব, যে এখানে অবাধ নির্বাচন হবে। এই যে নির্বাচনগুলি হয়ে গেল তাতে ও মানুষ তাদেরকে ভোট দেয় নি শুধু রিগিং হয়েছে বুথে রিগিং, কাউন্টিং সেন্টারে রিগিং, এমন কি একজন মন্ত্রীর সামনে একজন ভোটদাতাকে খুন করা হয়েছে সেটা নিয়ে এখন কেইস চলছে, তাই আমি এর বেশী কিছু বলছি না। অথচ, এই ধরনের নির্বাচনই ওদের কাছে গর্বের বিষয় হতে পারে। এসব সত্বেও আমরা নির্বাচনকে বয়কট করিনি নির্বাচনের মাধ্যমে যে ভোটের শাসন, আমরা সেটাকে মেনে নিয়েছি। শুধু নির্বাচনে রিগিংই নয়, তাদের এই দুই বছরের রাজত্বে ট্রাইবেলের বিরুদ্ধে ট্রাইবেলকে লাগাতে পারে নি যদিও অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, এবং এখনও সেই চেষ্টা চলেছে। তারা জি. এন, এল এফ-এর কিছু ছেলের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে, সেই অস্ত্র আবার কি? না পাদা বন্দুক তাদের হাতে তুলে দিয়ে তারপর প্রেসকে ডেকে নানা ধরনের ষ্টেটমেণ্ট দিচ্ছেন যে ঐখানে সেখানে এসব চলছে কাজেই আসাম রাইফেল্স নিয়ে যেতে হবে এবং আসাম রাইফেল্স গিয়ে সেখানে কুম্বিং ওপারেশন চালাবে।

এখানে নাটক করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের অফিসে সাংবাদিকদেরকে ডেকে নিয়ে ফটো তুলছে। এটাও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। আমি আমাদের টি ইউ, জে, এস বন্ধুদেরকে বলছি

যে, হাওয়া কোন দিকে এটা বুঝতে দেরী হচ্ছে কেন? রাজীব গান্ধী মনে করেছিলেন তার ভোট ব্যাং হচ্ছে এস, সি, এস, টি, ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি এবং মুসলিম মাইনোরিটি, এই সমস্তই তার ভোট ব্যাংক। কিন্তু ওরা আর যাকে খুশী ভোট দেবে কিন্তু রাজীব গান্ধীকে আর ভোট দেবেন না। পার্লামেণ্টে আমরা দেখছি। এর পর আলাদা আলাদা দল মিলে বিধানসভার নির্বাচনে জিতেছে এবং রাজীব গান্ধীকে আরও বেশী হারতে হয়েছে। আজকের খবর মেঘালয়ে সরকার ভেঙেছে গোয়ায় সরকার ভেঙেছে। আর রইল লাক্ষাদ্বীপ। সেখানও শ্রীরাজীব গান্ধী ঘুরে এসেছে। সেখানে অবশ্য আশ্রয় দেওয়া যায়। এই মিজোরাম, অরুণাচল, লাক্ষাদ্বীপে কংগ্রেসকে রাখা যাবে না। যারা কংগ্রেসের মত সাম্প্রদায়িক, বিচ্ছিন্নতাবাদী দল ছেড়ে অন্য যে কোন দল গড়ুক আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করব। কারণ কংগ্রেস হচ্ছে রাজীব গান্ধীর কলংক। সেই জন্য, আজকে আমি অনুরোধ করছি এখানে যারা নেই ৪০ পার্সেণ্ট কংগ্রেস ভক্তদের। আপনারা কংগ্রেস ছাড়ুন। রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কত দিনের? তিন দশক, চার দশক এই নেহরু পরিবার এই দেশটার অর্থনীতি, নৈতিক সব দিক থেকে ধ্বংস করেছে। এটা আজকে বুঝতে কষ্ট হয় না। রাজীব গান্ধী আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার আশা পূরণ হবে না। এখন আমি বাজেট আলোচনায় আসছি। ত্রিপুরা একটা দ্বীপ নয়। ভারতবর্ষের একটি ছোট রাজ্য। ভারতবর্ষের একটা ছোট রাজ্য, পেছনে পড়া রাজ্য। ভারতের আগেকার সরকার যেভাবে ভারতের অর্থনীতিকে ধ্বংস করছেন, এখন আমেরিকার ঋণের ফাঁস আমাদের গলায়। ঋণের ফাঁস কখন আমাদের ঝুলছে যখন কংগ্রেস মন্ত্রীরা বলছিলেন আত্ম নির্ভরশীল হওয়ার জন্য।

ঋণের ফাঁস কখন ঝুলছে? যখন কংগ্রেসের মন্ত্রীরা নেতারা বলেছিলেন সেলফ এপ্লয়মেণ্ট ইকনমি (আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি) গড়বেন। সেখানে আমরা হিসাব দিতে চাই না। সবাই জানেন বাইরের ঋণ, ভেতরের ঋণের কি অবস্থা চলেছে। তবে একটা সিদ্ধান্ত বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছেন 'আর আমরা আমেরিকার ঋণ নিয়ে গলায় ফাঁস লাগান উচিত হবে না'। স্যার, আমাদের এখানে কি অবস্থা? আমাদের এখানে রেল লাইন নাই, পেট্রোলের, ডিজেলের দাম বাড়ছে, একটা ছোট বাজের জন্যও আমাদের প্লেনে করে যেতে হয়, প্লেনের ভাড়া বাড়ছে। যা গরীব মানুষের উপর বোঝার সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ, রেলের ভাড়া বৃদ্ধি, পেট্রোলের কর বৃদ্ধি, প্লেনের ভাড়া বৃদ্ধি সেগুলি তুলে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি। তার প্রতিবাদ আমরা করেছি।

(ভয়েসেস ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ :— আগেত হরতাল করতেন। এখন শুধুমাত্র প্রতিবাদ কেন?)

আগের সরকারের প্ল্যানে কি ছিল? স্যার, রাজীব গান্ধী এই পঞ্চায়েত নিয়ে এই ইলেকসনে কম হৈ চৈ করেন নি? গ্রাস-রুট পঞ্চায়েৎ? রাজীব গান্ধী পরিকল্পনা ছিল, পি, এম, এর হাত দিয়ে পঞ্চায়েৎ করা। যা আমাদের সংবিধান বিরোধী। রাজীব গান্ধী কাউকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। স্যার, আমাদের গ্রাসরুট শুকিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, আমাদের বি, ডি, ও-রাও শুকিয়ে গেছেন।

ডেভেলাপমেন্ট লেবেল কমিটি করা হয়েছে। সেখানে কাদের চেয়ারম্যান করা হয়েছে ? দু'টিতে সন্তোষ মোহন দেবকে ও ১টিতে মহারাজা কিরীট বিক্রমকে। তাঁদের কি জন সংযোগ আছে ? হ্যাঁ আমলাদের কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। স্যার, উনাদের হিসাব মনে রাখার কোন লক্ষ্য নেই, দায়িত্ব নেই। মাননীয় মন্ত্রী—

(ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ :— কোন্ মন্ত্রী ?)

মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তৃতা শুনলাম। তিনি কৃষিতে মর্ডানিটি চান। তারজন্য ইনটিসিভ কালটিভেশন চান। বিশালগড়কে উনি বেঁচেছেন। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আর কোন জায়গায় উনার মুখে এল না ?

(ভয়েসেস ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ :— স্যার, ধীরে ধীরে সব হবে)

স্যার, একটি রাজ্য ব্যাক-ওয়ার্ড নয় তা পরীক্ষা করার নিয়ম হচ্ছে, তার আরবানাইজেশন। আমরা জানি, নাইনটি পার্সেণ্ট গ্রামে থাকে। তারমধ্যে এইটটি পারসেণ্ট-এর ইকনমি কৃষি নির্ভর। সেই কৃষকের চেহারা কি আমি জানতে চাই, কৃষি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে। স্যার, আসল জমিদার হল বন দপ্তর। পঞ্চাশ ভাগ জমি উনি নিয়ে গেছেন। আর বাকী যা আছে তার মধ্যে দেখলে দেখব, ৮০ পারসেণ্ট ল্যাণ্ড হোল্ডারস্ সরকারী হিসাব মত আছে ১ একর করে জমি। সেই জমি কি রকম ? আমাদের হিসাব মত, আরো কমও হতে পারে। তবে আমরা যা করেছি তার হিসাব মত ১০ পারসেণ্ট জমিতে জল আছে। তার মধ্যে বাকীটা হচ্ছে রেইন ফল। বৃষ্টির উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। এরমধ্যে আবার কিছুটা আছে প্রতিবছর খরা কিংবা বন্যায় আক্রান্ত। স্যার, সে জমিতে কি ফসল হতে পারে বলে আশা করতে পারেন ? সে জমিতে আপনারা কি ফসল আশা করতে পারেন। এক জনের যদি এক একর জমি থাকে এবং সে জমি যদি টিলা জমিও হয় তাহলেও সে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে একি বিশালগড় থেকে আপনি স্বপ্ন দেখছেন ? এর সমাধান হচ্ছে এ্যাক্সটেনশান অব এগ্রিকালচার। ব্যাপক অংশের মানুষ এখনো ভূমিহীন এবং অল্প জমির মালিক। তাদের জমি দিন, তাদের ফসল করার সুযোগ দিন। সে জমি যদি টিলা জমিও হয় সেই টিলা জমিতেও সোনার ফসল ফলতে পারে, যেমন রাবার বাগান, হরটিকালচার। স্যার, তিনটা বন আছে, যেমন ফিসারী, এ্যানিমেল হা-সবেনড্রি এবং হরটিকালচার। প্রধান যে ফসল আছে তার সঙ্গে এই তিনটা যুক্ত করা যেতে পারে এবং সাবসিডিয়ারী আমরা এই সমস্ত জায়গা থেকে পেতে পারি। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এখানে বলেছেন জমি নাই। কতটুকু জমি চাষের আওতায় এসেছে। তিন ভাগের এক ভাগ। আর বাকী দুই ভাগ জমির কি হলো ? কোন বন্দোবস্ততো দেওয়া হয়নি। এ, ডি, সিতে শত শত পিটিশান জমা পড়েছে, প্রতিটি মহকুমাতে এস, ডি, ওর কাছে পিটিশান জমা পড়েছে। একটা জমিও আপনারা বন্দোবস্ত দেন নি এবং বাজেটের মধ্যে এ সম্পর্কে একটি কথাও উল্লেখ নেই। যে ফসলটা হবে, সে ফসলের ন্যায্য মূল্য দেবার জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে ? আজকে ফসল চলে যায় মহাজনের ঘরে, ফড়িয়াদের ঘরে।

সেগুলি বন্ধ করার জন্য আগে কো-অপারেটিভ ছিল। সিকৃষ্টি পার্সেণ্ট অব দ্য ফারমা রক্স এবং যারা ল্যা-ডলেক্স তাদেরও আমরা কো-অপারেটিভের আওতায় এনেছিলাম। আমরা এখানে পাট কেনার জন্য জুট কার্ড চালু করেছিলাম। আজকে তার অস্তিত্ব নেই। জে. সি. আইকে নামতে দেওয়া হচ্ছে না। আজকে মহাজনের ঘরে, ফরিয়াদের ঘরে সমস্ত ফসল চলে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে ত্রিপুরার মত এমন একটা কো-অপারেটিভ এ্যাক্ট আমরা দেখি নি। সিক্রেট ব্যালট সিস্টেম— ১৮ বছর বয়সের ভোটাধিকার, রিজারভেশান আমরা রেখেছিলাম আর কেউ রাখেনি। আজকে পঞ্চায়েত বানচাল হয়ে গেল, কো-অপারেটিভ বানচাল হয়ে গেল। আমরা আইতরমা করেছিলাম, যে আইতরমার ভয়ে শহরের ব্যবসায়ীরা ভয়ে কেঁপেছিল। সে আইতরমাকে আজকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আমরা একটা নয় ১০টা মকুমার ১০টা শহরে এই আইতরমা করার পরিকল্পনা নিয়েছিলাম। ডিমের দাম বেড়েছে, আমরা কলকাতা থেকে ডিম আনিয়েছি। সবজির দাম বেড়েছে, শিলং থেকে সব্জি আনিয়েছি। ব্যবসায়ীদের একটি পয়সাও মুনাফা করতে দেইনি। আজকের এই সরকার মুনাফাখোরদের সরকার, মহাজনদের সরকার। সুতরাং এই সরকার তাদের অত্যাচার সহ্য করবেনা কেন, তারাইতো এই সরকারকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

ফরেষ্ট সম্পর্কে, শতকরা ৫০ ভাগ জমি ফরেষ্টের। রিজার্ভ ফরেষ্ট, প্রপোজড্ টিলা ফরেষ্ট, টি, পি, এস এবং পি-এস। পি, এস সম্পর্কে আমরা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তারপর কেন্দ্রীয় সরকার বললেন যে, না যেখানে বন আছে সেখানেই রিজার্ভ ফরেষ্ট। ঠিক আছে, বন আছে সেটা ছেড়ে দিয়ে বাকী যা জমি পি, এফ, দিয়ে দাও আমাকে সেটা আমরা ব্যবহার করি, সেটাকে বাধা দিয়ে রাখলেন কেন মাননীয় মন্ত্রীরা জানেন কি? ২০ হাজার লোক এখন আর, এফ, এর মধ্যে আছে, সেই ২০ হাজার ট্রাইবেলের এখন কোন কাজ নেই কেন? ট্রাইবেলদের জন্য আমরা আর, এফ, এর প্রস্তাব করেছিলাম ঐ আর, এফ-র মধ্যে তাদের কাজ দেওয়া হউক। উদয়পুরে এই অর্ডারটা চালু হয়েছিল। এই আর, এফের মধ্যে কোন কনট্রাকটারকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সমস্ত লগ্ ডিপোতে নিয়ে আসা হবে এবং সেখান থেকে অক্শান করা হবে। আজকে এইসব জিনিস কোথায়? একা মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি যথেষ্ট কাঠ কেটে আনার জন্য। আমরা বলেছিলাম ট্রিপাট্রা দাও মানুষকে যদি উৎসাহিত করতে হয়, গাছ সে লাগাবে কেন সে ভোগ করবে না? ৩০।৪০ বছর পরে সেই গাছ কাটা হচ্ছে। সেগুন গাছের জন্য আজকে মারামারি হচ্ছে। আজকে একটা গাছ যথেষ্ট পয়সা আনে। গাছটা লাগাবার পর ট্রিপাট্রাতে দিতে অসুবিধা কি? কোন অসুবিধা নেই। যে কোন গাছ সে যদি লাগায়, তা যদি আমি বলি গাছ তুমি কেট না। গাছের মালিক হবে তুমি তা হলে সে ধ্বংসকারী না হয়ে রক্ষক হবে। আমরা চাই যারা ট্রাইবেল দুর্ভাগা তাদের এখনও বাইরে আনা সম্ভব হয় নি এবং তাদের রিহেবিলিটেশ্যান দিতে পারলাম না তারা যাতে অনুভব করে গাছ কাটা নয়, গাছ আমাদের রক্ষা করতে হবে। এই গাছ হতে অর্থ পাবার সুযোগ আমরা ভোগ করবো

তাতে অসুবিধা কি, আমি তো কোন অসুবিধা দেখি না? মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এ, ডি, সি, সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। এই কিছুক্ষণ আগে একজন কমরেড বলেছিলেন এবং মাননীয় মন্ত্রী জবাব দিচ্ছিলেন এ, ডি, সি, এলাকার কোন পুল মেরামত করা হয়নি, রাস্তা মেরামত করা হয়নি রাস্তা মেরামত করা হয়নি, আমি জিজ্ঞাসা করি সেই মন্ত্রী মহোদয়কে, এই সমস্ত মেরামতের জন্য কত টাকা দিয়েছেন, এই সেশানের মধ্যে জবাব চাই।

কতজন ওভারশিয়ার দেওয়া হয়েছে? কথায় কথায় বলছেন ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেটর কথা। এটা ত আপনারা দেন। টাকা ত আপনাদের হাত দিয়ে খরচ হয়। আপনাদের হাত দিয়ে টাকা খরচ হয়েছে অথচ আপনারা ইউটিলাইজেন সার্টিফিকেট না দিয়ে এ, ডি, সি, কে আসামীর কাঠ-গড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। স্যার, আমি এস টর্ক পছন্দ করি না, আমি আপনার প্রটেকশন চাইছি। এই এ, ডি, সি, টাকা দিয়েছে সোলার পাওয়ারের ৩০টা ইউনিট করার জন্য। ঐ গোবিন্দ বাড়ীতে কিন্তু মাননীয় মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছি সেখানে কয়টা হয়েছে? মাননীয় মন্ত্রীর এলাকায় সোলার যায়নি? ওনার এলাকায় সোলার গিয়েছে। এমনকি মোদি দোকানে পর্য্যন্ত গিয়েছে, ঐটা কি ট্রাইবেল এলাকা? এখানে ফাঁকিবাজি দেওয়া হয়েছে, এসেম্বলীকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। এই সোলার ইউনিট লেম্বুছড়ার মোদির দোকানে গিয়েছে। এই এ, ডি, সির ব্যাপারে আমি অ-উপজাতি সম্পর্কে বলছি যে, অ-উপজাতি জনগণ এখনও এই এ, ডি, সি-কে মনের দিক থেকে এখনও গ্রহণ করতে পারেনি। এটা ফ্যাক্ট যে, এই এ, ডি, সি, এলাকার ওয়ান থার্ড পিপলকে টু থার্ড জায়গা আমরা দিয়েছি। এটা সম্ভব হয়েছে যেহেতু কংগ্রেস তখন ছিল না। ছিল না বলেই তখন ষষ্ঠ তপছিল চালু করা সম্ভব হয়েছে। আজ আপনারা রাগ করছেন। আজকে কেন আপনারা সেখানে অ-উপজাতিদের পাঠাচ্ছেন? বাঙালীরা সবচেয়ে শক্তিশালী জনগোষ্ঠী এই ট্রাইবেলরা কি পারবে তাদের সঙ্গে? ওখানে আগে ২৮ পার্সেণ্ট ছিল এখন ২৪ পার্সেণ্টে নেমে এসেছে। এখন মন্ত্রী তার গাড়ীতে করে নিয়ে গিয়ে সেখানে বাংলাদেশীদের জায়গা দেয়। আজকে তারা মন্ত্রীর কোয়ার্টারের মধ্যে এবং মন্ত্রীর কনষ্টিটিউশনের মধ্যে বসবাস করছেন। এভাবে কি তাদের কোন অস্তিত্ব থাকবে? এখানকার ট্রাইবেল যুবকরা বিশেষ করে টি, ইউ, জে, এস,-এর যুবকরা বলছে ইনার লাইন পারমিট চালু করতে হবে। প্রধানতঃ এখানকার বাঙালীদের মনে রাখতে হবে যে আপনারা শতকরা ৭০ ভাগ। যদি এটা মনে না রাখেন তাহলে গণতন্ত্রের বড়াই করবেন না? গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে সংখ্যালঘুদের রক্ষা করা সে মণিপুরী হউক, এ, ডি, সি, হউক, এস, টি, হউক বা মুসলমান হউক। এইজন্য রাজীব গান্ধীকে বিদায় নিতে হয়েছে। ভোটাররা তাঁকে বিদায় দিয়েছেন। আপনাদেরও সেই রাস্তায় যেতে বাধ্য হবেন যদি আপনারা গণতন্ত্রের প্রতি সম্মান না দেখান, সমান অধিকার, সমান মর্য্যাদা তাদের অস্তিত্ব-আইডেনটি, বিভিন্ন দিক থেকে তাদের যে একটা ইতিহাস ওয়ে অব লাইফ-সমস্ত স্বীকার যদি না পায় তাহলে আপনারাও রক্ষা পাবেন না।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্টকে বলেছি যে, আসামে বর্ডার সম্পর্কে যেসমস্ত কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেরয়া হয়েছে ত্রিপুরায় সেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সেখানে সমস্ত বর্ডার সিলিং করে দেওয়া হয়েছে। এবং সেখানকার মত ত্রিপুরা রাজ্যেরও যাতে সমস্ত বর্ডার সিল করে দেওয়া হয় তারজন্য আমি আশা করছি এই হাউসের সকল সদস্য এক মত হয়ে কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে দাবী জানাবেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ করছি। এই বাজেট হতাশা-জনক, লক্ষহীন একটি বাজেট এবং এই বাজেট গরীব মানুষের কোন সত্যি সত্যি কোন কল্যান হবে এইটা মনে করি না। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

এই বাজেট ঠিক একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমাদের অর্থমন্ত্রী সম্পূর্ণ বাজেট পেশ করতে পেরেছেন তারজন্য আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাই। বিগত দিনেও বিগত সরকার ঠিক সময়মত পূর্ণ বাজেট পেশ করতে পারেননি যেটা এই সরকার এসে সম্ভব করেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আজকে এমন কোন সুর্দ্দিষ্ট অভিযোগ মাননীয় বিরোধী দল নেতা শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী এই হাউসে উৎথাপন করতে পারেননি। গত দুই বছরের জোট সরকারের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে বিরোধিতা করেছেন বাজেটের। কাজেই, এইটা পরিস্কার যে বিরোধী দলের সদস্যরা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে উনারা হতাশাগ্রস্ত।

এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের নির্বাচন নিয়ে সমালোচনা করা হচ্ছে। কিন্তু এখানে বিরোধী দলের নেতা উনার ভাষনের কোথাও এই ব্যাপারে একটি কথাও বলেন নাই। যেটা মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বলছেন। আজকে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন নিয়ে কি হয়েছে? সেখানে সাধারণ মানুষতো দুরের কথা বিরোধী প্রার্থীরা পর্যান্ত ভোট দিতে যেতে পারেন না। সেখানে তাহলে কি হয়েছে? এধরনের একটি ঘটনার কথা আপনারা বলতে পারবেন? জানি এটা আপনারা বলতে পারবেন না, প্রমানও দিতে পারবেন না। এই দুই বৎসরে কেবল এই রিগিং-রিগিং বলে চেচিয়ে গেলেন। এমন কোন পয়েন্ট আপনাদের কাছে নেই বা এমন কোন পয়েন্ট আপনারা আনতেও পারবেন না যে, এখানে রিগিং হয়েছে।

আপনারা রাজীব গান্ধী সম্পর্কেও এই ব্যাপারে কম সমালোচনা করেন নাই। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনারা ইন্দিরা গান্ধীকেও যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন। কিন্তু সেই ১৯৭৮ সালে যখন আপনারা ক্ষমতায় এলেন তখন কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সেই ইন্দিরা গান্ধী। মনে পড়ে সেই

১৯৭৮ সালের কথা যখন কলংকিত মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষমতায় এলেন। তখন তাদের তরফ থেকে কত কথা বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল জয় চীন। ডম্বুর প্রজেক্টের পাহাড়ের উপর পড়েছিল সেই সমস্ত কাগজপত্র 'জয় চীন' এই জাতীয় কথা সেগুলিতে লেখা ছিল। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের ভোটে দ্বিতীয়বার আর আপনারা আসতে পারেন না। আজকে আপনারা আবার নির্বাচন নিয়ে সমালোচনা করছেন।

যাই হোক, আমাদের শিক্ষা মন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ ধার্য্য করেছেন আমি সেটাকে স্বাগত জানাই। বিগত ১০ বৎসরে আপনারা শিক্ষা বিভাগকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছিলেন। বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আবার রাজ্যে শিক্ষার একটা পরিবেশ ফিরে আসছে। ১৫,১৫ পার-সেন্ট আপনারাও নিয়েছিলেন। সে টাকা দিয়ে স্কুলগুলিকে কি অবস্থায় রেখেছিলেন? সে সমস্ত টাকা কোথায় নেওয়া হয়েছিল? আজকে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সব আবার নতুন করে করা হচ্ছে। উনারা কিছু কিছু স্কুলকে আপ-গ্রেড করে গিয়েছিলেন। অর্থনৈতিক অনুদান দিয়ে যেতে পারেন নাই। এগুলি সবই জোট সরকারকে করতে হচ্ছে।

এই সরকারের এই কাজগুলির প্রতি আপনারা কিছু বলছেন না কেন? এগুলি আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন।

এই সরকার এসে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কি না করতে হচ্ছে। আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন বিগত দশ বছরে কয়টি নতুন স্কুলঘর তৈরী করেছিলেন। এই দুই বছরে কি না হয়েছে, আপনারা মাঠে ঘুরে দেখুন। মাঠে না ঘুরে এখানে বড় বড় গল্প করলে আর মানুষকে শুনালে হবে না। গঠনমূলক চিন্তাধারা নিয়ে বিরোধীতে আসুন বিরোধী পার্টির বিশেষ প্রয়োজন, সরকারের জন্য বিরোধী পার্টি অত্যন্ত প্রয়োজন, যেটা সরকারকে নির্দিষ্ট করে বুঝাবে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজ পর্য্যন্ত এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে, নৃপেনবাবু থেকে আরম্ভ করে, দশরথ বাবু থেকে আরম্ভ করে, সকলেই বিরোধীতা করছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমাদের মত, আমরা যেমন বিগত দশ বছরে মন্ত্রীদের দরজায় দরজায় ঘুরেছি জনসাধারণের জন্য কিছুটা করার জন্য কিন্তু ওনারাতো একবারও যাননি। ওনারা কি করেছেন? ওনাদের তের দফা চৌদ্দ দফা দাবী পূরণ করতে হবে, ডেপুটেশন দিচ্ছেন। কাগজ দিচ্ছেন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে দেশকে ধ্বংস করা। গত তেইশ তারিখ মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে আন্দোলন করেছেন সাবডিভিশনে নোটিশ দিয়েছেন, ২৯ তারিখ ওনারা ডেপুটেশান দেবেন। নির্দিষ্ট সময়ে ডেপুটেশনের জন্য সাবডিভিশনাল অফিসার প্রস্তুত আছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিরোধী পার্টির ডেপুটেশনের নমুনা যদি এই হয়ে থাকে, ডেপুটেশন না দিয়ে অফিস ঘর ভাঙ্গচুর করে, অফিস ঘরে গিয়ে কর্মচারীদের উপর অত্যাচার করে এবং পেটানো হয়। এই কি তাদের

ডেপুটেশন ? আজকে বিরোধী নেতা নৃপেনবাবু কবে এইখানে অস্বীকার করেছেন, এই কথা উনি বলেন নাই। আমি এইটুকু আশ্বস্ত হয়েছি এটা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে, ত্রিপুরা রাজ্যের জোট সরকার হটাতে তাদের দুর্নীতির জন্য এই কর্মীদের হাতে অস্ত্র নিতে হবে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে আপনারা গ্রামে গঞ্জে, রাস্তায় প্রচার করেন যে, আমরা নকুলবাবুকে খুন করে ফেলেছি। আপনারা খুন করার কথা শুনিয়ে আপনাদের ক্যাডার দিয়ে রক্তগঙ্গা বয়ে দিতে চেয়েছেন রাস্তায় রাস্তায়। আপনারা চান মানুষকে খুন করতে, কে সি, পি, এম কে কংগ্রেস তা আপনারা চান না। আপনারা চান মানুষের রক্ত, রক্ত খেতে আপনারা এখানে এসেছেন। চীনেব দালাল হয়ে এই দেশে বসবাস করছেন। আপনারা যে কিভাবে কি চক্রান্ত করে এই দেশের সিটিজেনসীপ পেয়েছেন আমি হতবাক। আপনারা যে চীনের দালাল সেটার প্রমাণের অভাব নেই, আপনারা ত্রিপুরার মানুষের রক্ত চান, রক্ত খাওয়ার জন্যে এই রাজ্যে এসেছেন। আপনারা এটা অস্বীকার করতে পারবেন ? পীরবানী মারাক নিয়ে নকুলবাবু খুব লাফিয়ে ছিলেন, প্রমাণ করলেন কোথায় ? পীরবানী মারাক একজন কনষ্টেবল। এই হাউসে আপনারা মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত হয়েছেন। মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন বিধায়ক মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত হয়েছেন। অসত্য বিবৃতি দিয়ে ত্রিপুরার মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন। ত্রিপুরার মহিলাদের শ্লীলতাহানির মিথ্যা অভিযোগ এনে আপনারা কলংকিত হয়েছেন ত্রিপুরার মানুষের কাছে। নারী জগতের কাছে আপনারা কলংকিত, কলংকিত আপনারা চলে যেতে পারুন ঐ চীন দেশে। আপনাদের এখানে বসবাস করার অধিকার নাই। আপনারা সব মিথ্যা কথা প্রচার করে ত্রিপুরার মানুষকে রক্তক্ষয়ের পথে বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখানে আমার দাদা সমর দাদা বসে আছে, উনি অবশ্য তিন দিন পর স্বীকার করেছেন আমরা ভুল করেছি। এই ভাবে ভুল করবেন না, এই ভাবে তিন দিন সময় নেবেননা। যেটা এক মিনিটের জন্য ত্রিপুরাটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আপনারা এখানে মূল্যবান সদস্য, আপনারা এসেম্বলীর মেম্বার আপনারা যদি একটা ভুল তথ্য পরিবেশন করেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্য দুই মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যেতে পারে, রক্তের গঙ্গা বয়ে যেতে পারে। এই ধরণের অসত্য বিবৃতি হাউসের মধ্যে আর দেবেন না। আইন শৃংখলা সম্পর্কে এখানে কথা উঠেছে। আমাদের আইন শৃংখলা সম্পর্কে বিরোধী দলের নেতা এখানে সমালোচনা করেছেন।

এই ধরনের অসত্য বিবৃতি এই হাউসের মধ্যে আপনারা দিবেন না। মিঃ স্পীকার স্যার, আইন শৃঙ্খলার সম্পর্কে এখানে কথা উঠেছে এবং আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কে বিরোধী দলনেতা সমালোচনা করেছে, বেশ ভাল কথা। এই আইন শৃঙ্খলার প্রসঙ্গে বিগত দিনে আপনারাতো এই রাজ্যে একটা সরকার পরিচালনা করেছিলেন তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তার কয়েকটা উদাহরণ আমি এখানে দিচ্ছি। কারণ, আপনারাতো বলে থাকেন, আপনারা নাকি আইনকে বিশ্বাস করেন, আপনারা নাকি বিচারকে বিশ্বাস করেন, আপনারা নাকি পুলিশকে বিশ্বাস করেন, আর

আপনারাই তো সেই দিনগুলিতে পুলিশকে পরিচালনা করেছিলেন আপনারা নাকি সেই সময় পুলিশের উপর কোন হস্তক্ষেপ করেন নাই ? এগুলি সবই আপনাদের বক্তব্য। আপনারা নিজেরা থানায় গিয়ে আপনাদের ক্যাডারদের দিয়ে কংগ্রেস পার্টির কর্মীদের সেই দিন ধরিয়ে দেন নাই, এটা কি আপনারা এখন সমর্থন করতে পারেন ? আপনারা সেই সময় প্রকাশ্য রাস্তায় ক্যাডারদের দিয়ে খুন করাননি ? এটা কি আপনাদের স্মরণে আছে ? নাকি সবই ভুলে গিয়েছেন। সেই বক্সনগর থেকে আগত সোনামুড়ায় ফরিজ উদ্দিন খানকে আপনাদের ভক্ত পরম বিশ্বাসী মেম্বারকে দিয়ে রাস্তার উপর কুপিয়েছিলেন না শত শত মানুষের সামনে ? সেই ফরিদ বাঁদকের একরকম মৃতপ্রায় অবস্থায় সোনামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হল, কিন্তু তাকে দেখার জন্য কোন মানুষকে আপনারা হাসপাতালে যেতে দেন নাই। এই তো ছিল আপনাদের পুলিশী এবং পুলিশি ব্যবস্থা। সেজন্যই কি আজকে আমাদের জোট সরকারের সমালোচনা করছেন ? কিন্তু গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ সালে যে দিন আমাদের জোট সরকারের মন্ত্রীরা শপথ নিল, সেই দিন রাত্র ৭ ঘটিকার থেকেই এই রাজ্যে আর সন্ত্রাস বলে কোন কিছু নাই, একথা আপনারাও জেনে রাখুন। কিন্তু এর পূর্ব মূহুর্ত্ত পর্যন্ত এই রাজ্যের উদয়পুর থেকে শুরু করে ধর্মনগর পর্য্যন্ত রক্তের গঙ্গা আপনারা বসিয়েছিলেন। সে দিন আপনাদের রক্তের পিপাসা হয়েছিলে, আর, তাই আপনারা রক্ত দেখতে চেয়েছিলেন। শুধু কি তাই ? আপনাদের নেতা যখন দিল্লীতে ছিলেন, তখন আগরতলার প্রতিটি বাড়ীতে বাড়ীতে ডাকাতি হচ্ছিল, তখন আমরা চিৎকার করেছিলাম, কিন্তু আমাদের চিৎকার শুনে আপনারা হাসছিলেন। তারপর আপনাদের নেতা নৃপেনবাবু এসে বললেন যে আগামীকাল থেকে আর কোথাও কোন ডাকাতি হবে না, সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতি বন্ধ হয়ে গেল। এতে কি যাদু ছিল, তা আপনারাই জানতেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, ঐ ডাকাতির দলে কারা ছিল ? আপনারা না আমাদের জোট সরকার ? স্যার, এই রাজ্যে দাঙ্গা হওয়ার কোন কথাই ছিল না, কিন্তু তা সত্বেও দাঙ্গা হল আর সেই দাঙ্গা আপনাদেরই সৃষ্টি। সেজন্যই তো নৃপেনবাবু একবার বলেছিলেন, আমি যদি ট্রাইবেল হতাম, তাহলে আমিও খুন করতাম। উনি কি একথা বলেন নাই, নিশ্চয় বলেছিলেন. আর, আপনারা একথা বলার জন্য তাকেই সমর্থন করেছিলেন। আপনারা সমর্থন করেন না, কাকে ? আপনারা না মোরারজী জেঠামশাইকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু সেটাও তো ২৭ মাসও টিকে থাকতে পারেনি। আপনারাতো এই চেয়েছিলেন যে ইন্দিরা চলে গেলেও আপনাদের জেঠা মোরারজী দেশাই আছে। কিছু পেয়েছিলেন কি ? দেশকে ধ্বংস করে দিয়ে, দেশের অর্থনীতিকে ভেঙ্গে দিয়ে সবই তো নিজেদের পকেটে ঢুকিয়েছিলেন। আর, আজকে তো রাজীবকে হঠাবার জন্য বিশ্বনাথ হলেন আপনাদের চাচাজী। ওরাও বাজেট করেছে, আমরাও বাজেট করেছি। কিন্তু চাচাজীর বাজেটে যে পেট্রোলের দাম বেড়ে গিয়েছে, কেন বাড়লো সেটা কি বিশ্বনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ? অপদার্থের দল, আপনারাই আবার আমাদের বিরোধিতা করতে এসেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের যা সর্বনাশ আপনারা করেছেন, সে কথা আর কত

বলব। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই যে, এই ত্রিপুরা রাজ্যে যত খুন হয়েছে, তার জন্য মানুষকে দায়ী করে লাভ নেই কারণ ওনারাই এসব খুন করিয়েছেন, ওনারাই আইন শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করেছেন। অথচ ওরাই বিভিন্ন জায়গাতে চক্রান্ত করে বলেছেন যে, উনাদের নেতার উপর অত্যাচার হয়েছে, কাজেই রায় প্রতিশোধ নাও। তাই, বিরোধী দলের কাছে আমি জানতে চাইছি যে গত ২৩ তারিখে আপনাদের প্রায় তিন শত শৃঙ্খল ক্যাডারবৃন্দ উদ্দেশ্যহীনভাবে এস. ডি, ও অফিসের সামনে গিয়ে, সেখান থেকে ৩ জন গিয়ে এস, ডি, ওকে বললেন "আমরা ৭ জন প্রতিনিধি এসেছি, আমাদের ৭টা চেয়ার দিতে হবে, আপনার সঙ্গে আলোচনা হবে।"

গত ২৩শে মার্চ তারিখে আপনাদের ক্যাডার বেডার বাহিনী শো তিনেক হবে. উদ্দেশ্য বিহীন-ভাবে এস, ডি, ও অফিসের সামনে জড় হয় এবং তিন জন এস. ডি, ও এর সঙ্গে দেখা করে বলে আমাদেরকে সাতটা চেয়ার দিতে হবে। এস. ডি, ও বলছেন ব্যবস্থা করব। এ'দিন বারান্দায় কিছু কর্মচারীকে পেটানো হয়েছে। আপনারা এটা সমর্থন করেন কি না বলুন তো? যদি সমর্থন করেন তাহলে আপনারাই তো তাদের গার্ভিমান আপাদের ক্যাডারদেরকে সামলান। তা না হলে আমার সরকার ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করবে না। ওদেরকে ছেড়ে দেবো না। এই ব্যাপারে সমরবাবু এবং বাদলবাবু জড়িত। বাদলবাবু তো অনেক ব্যাপারেই জড়িত। সুনীলবাবু আপনার বিরুদ্ধে ৬০ হাজার টাকার কেলেংকারীর কাগজপত্র আমার কাছে আছে। আপনারা গরীব মানুষের অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনেক কিছু করেছেন। আমার সরকার ক্ষমতায় এসে আই, আর, ডি, পি, এন, আর, ই, পি এবং ঋণমেলা দিয়ে কয়েক হাজার পরিবারকে স্বয়ংম্বর হতে সাহায্য করেছেন। আপনারা বিগত দশ বছর কি করেছেন? এদেরকে নিয়ে খেলা করেছেন। নকুলবাবু একটি মাছের পোনা পুকুরে ফেলে দিয়ে বলেছেন দশ হাজার করেছেন। টীলার উপরে মাছের চাষ করে। বৈজ্ঞানিক প্রথায়। কিন্তু মাছ আর পাওয়া যায় না। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করব না। আমি বিরোধী দলের সদস্যদেরকে অনুরোধ করব মাননীয় অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরার গরীব মানুষের স্বার্থে যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সেটাকে সমর্থন করার জন্য এবং আমরা যখন এটাকে ইমপ্লিমেনটেশন করব তখন যেন তারা কোন সৃষ্টি না করেন। উনারা ক্ষমতায় আসার পূর্ব মুহূর্তে বলেছিলেন যে, আমরা ক্ষমতায় গেলে গাড়ী ব্যবহার করব না, সাইকেল ব্যবহার করব। কয়টা সাইকেল ব্যবহার করেছেন? আমরা এসব বলি না। মানুষের স্বার্থে কাজ করতে গেলে আপনাদের মত দুই একটা শত্রু থাকতে পারে। তাই আমাদের গাড়ীর দরকার, সিকিউরিটির দরকার। কাজেই বাজেটকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (সিমনা) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ১৯৯০-৯১ সালের যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন আমি তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে

সংক্ষিপ্তাকারে বাজেটের উপর বক্তব্য রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, হঠাৎ করে আজকে বিরোধী দলের নেতা বাজেটের উপর যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে আমি মনে করি তিনি বাজেটটা ঠিক ঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। আজকে এসে প্রথমেই উনি বললেন যে, নির্বাচনে নাকি রিগিং হয়েছে। উনার লজ্জা নেই ? এই বয়সে উনি রিগিং কথার কথা বলেন লজ্জা নেই উনারা মামার ছেলে মেহামে কি করেছে ? উনার মামার ছেলে সম্পর্কীয় ভাই চৌতালা মেহামে কি করে গেছেন। পশ্চিমবাংলায় কি করেছেন ? ১৯৮১ সালের জেলা পরিষদের নির্বাচনে এখানে তাঁরা কি করেছেন ? কংগ্রেসী এজেন্টদের উমাকান্ত স্কুলে ভোট কাউন্টার থেকে মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাকে তাই করা হয়েছে। আমি সেদিন নিজে ছিলাম। নালিশ করা সত্ত্বেও সেদিন কোন বিচার হয়নি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনি আরো বলেছেন, টি, এন, ভি, টি, ইউ, জে, এস, গোপনে মিল। সব বাজে কথা। ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যান্ত দাঙ্গার সময় থেকে আরম্ভ করে ঐ সময় পর্যান্ত সি, পি, আই, (এম) এর কমরেডরা চাঁদা তুলা থেকে আরম্ভ করে টি. এন, ভি, কে সাহায্য করার জন্য কি না করেছে। আগরতলা থেকে পোশাক পর্যান্ত করিয়ে নিয়ে গেছে। সে সময় হাজার হাজার উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকদের এরেষ্ট করা হয়েছে। স্যার, ৮০ সালের কথা বলছি। সে সময় বর্তমান ডেপুটি স্পীকার, ও বর্তমান কৃষি মন্ত্রী মহোদয়কে আগরতলা থানায় এনে মহাত্মাগান্ধীর মুর্ত্তির নীচে তাদের মারধর করা হয়েছিল। কোন জন প্রতিনিধিকে মহাত্মাজীর মুর্ত্তির সামনে অত্যাচার করা এটা কি ন্যায়সঙ্গত ? আজকে এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে তাদের কয়জন জেলে গেছেন ? কয়জন উপজাতি সমর্থকই বা জেলে গেছেন ? নকুলবাবু এখানে একটি কথাই বলে থাকেন, উপজাতি, উপজাতি। লজ্জা করে না ? দীনেশবাবু, বিরোধী দলের উপনেতা দশরথবাবু, কি করেছেন ? তাঁরা তখন দিল্লীতে নৃপেনবাবুর কাছে টেলিফোন করতেন। নৃপেনবাবু সে সময় যখন দিল্লী যান তখন এক-জন পুলিশ অফিসারের কাছে ক্ষমতা দিয়ে গেছেন। তিনি দিল্লীতে বসে সেই অফিসারকে জিজ্ঞাসা করতেন, কি অবস্থা করেছেন। ঐ অফিসার তাঁকে টেলিফোনে জানাত, স্যার, জিরানীয়া, রানীর-বাজার, খয়েরপুর সব বাঙ্গালী জায়গা জ্বালিয়ে দিয়েছি, ধ্বংস করে ফেলেছি।

আজকে তারা এই বাজেট সাপোর্ট করবে না কারণ তাঁদের লজ্জা নাই। সেদিন নৃপেনবাবুর কাছে ইনার লাইন পারমিটের জন্য ত্রিপুরা ট্রাইবেল ষ্টুডেন্টস ফেডারেশন দাবী করেছিলেন সেদিন নৃপেন বাবুরাই বলেছিলেন যে, এটা বিচ্ছিন্নতাবাদের দাবী। আজকে তাদের গণমুক্তি পরিষদ এই ইনার লাইন পারমিটের দাবী করছে। সেদিন তারা শ্লোগান দিয়েছিলেন যে, ভূমিহীনকে ভূমি দাও, বাংলাদেশ থেকে যারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে তাদেরকে ভূমি দাও। আজকে তাঁরাই বলছেন এ রাজ্যে হাজার হাজার বিদেশী অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এটা ইতিহাস। আজকে তারা উপজাতি দরদী দেখাচ্ছেন নেকী উপজাতি দরদী। ত্রিপুরাতে এই জোট সরকারের আগলে যে জলসেচ ব্যবস্থা হয়েছে, তাদের আমলে কিছুই হয়নি। আমি গিয়েছিলাম ঐ বিদ্যাবাবুর এরিয়াতে, ব্রজমোহনবাবুর এরিয়াতে

সেখানে দেখেছি কিছুই হয় নি। সেখানে কলসী হাইস্কুলে সিনেমা চলছে। পড়াশুনাকে লাটে তুলে দিয়ে সেখানে সিনেমা শো চলছে। এই ছিল আপনাদের আমলের চিত্র। আজকে কি ভাবে দেশের উন্নতি করতে হয় আপনারা শিখে নিন। আজকে রতনপুর, শিবপুর, নিরামপুরে গিয়ে দেখুন সেখানে উপজাতিরদের কোন অভাব অভিযোগ নেই যেটা আপনাদের আমলে ছিল। স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলেছেন এই বাজেট নাকি অর্থহীন, উদ্দেশ্য হীন এবং এই বাজেট দিয়ে নাকি ত্রিপুরা বাসীর কোন কল্যাণ সাধিত হবে না। আমি বলছি এই বাজেট এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যা দিয়ে ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের কল্যাণ সাধিত হবে। আগামী দিনে একটা সুন্দর ও সুখী ত্রিপুরা গড়ে উঠবে। এই বাজেটের মধ্যে গরীব মানুষের অন্নের সংস্থান হবে, ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়া যাবে, এই বাজেটের মধ্যে বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে, শ্রমিকদের কর্ম সংস্থান হবে। সুতরাং এই বাজেটের মধ্যে ত্রিপুরাবাসীর কোন উন্নতি হবে না বলে যারা এখানে চেঁচামেচি করছেন, আসলে তাঁরা রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছেন। গত কয়েকদিন আগেও তারা পীরবানী মারাককে নিয়ে এখানে হৈ চৈ করেছিলেন। অপরাধী ধরা পড়ুক, শাস্তি পাক, এটা তাদের উদ্দেশ্য নয়, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে উপজাতি মা-বোনদের নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটা। উপজাতি মা-বোনদের তারা সারা বিশ্বে কলংকিত করতে চান। উজ্জান ময়দান থেকে আরম্ভ করে আজকে পীর-বানী মারাক পর্যান্ত প্রতিটি ঘটনাতেই তাঁদের এই উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে, প্রতিটি ঘটনাতেই তারা রাজনৈতিক ফায়দা তুলার চেষ্টা করেছেন। তাদের এই উদ্দেশ্য সফল হবে না। এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ২০শে মার্চ, ১৯৯০ ইং তারিখের ১৯৯০-৯১ ইং সালের যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন সেই বাজেটের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, বাজেটের প্রথমেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এই বাজেট গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও সৎ প্রচেষ্টা। কিন্তু আমি বলব স্যার, এই বাজেট স্বৈরতন্ত্রীকরণের একটা সৎ প্রচেষ্টা। কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জবাবী ভাষণ দেখলেই এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাছাড়া এই বাজেট যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য পেশ করা হয়েছে এই বাজেটে গরীব সাধারণ মানুষের কোন উপকার হবে না, দিন মজুর, ক্ষেত মজুর, কৃষক এবং বেকারদের উপকারে আসবে না। এটা প্রতারণার বাজেট এটা হতাশার বাজেট। এই বাজেটে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে, এই বাজেটে গতবারের চেয়ে ১৯ শতাংশ বেশী টাকা পেয়েছেন এটা পরিষ্কার এবং সেটা উনি স্বীকার করেছেন। ১৯ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়েছে ঠিকই কিন্তু তিনি বাজেট ভাষণে বলেছেন ১.৭৫ কিন্তু অবশিষ্ট ১.৫-এর কথা বলেন নি। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতি মধ্যে বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো গ্রামীন উন্নয়ন করা। আমরা শুনেছি এবং

পত্রিকায় দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকার এবার যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটের মধ্যে ৪৯ শতাংশ রাখা হয়েছে গ্রামীন উন্নয়নের জন্য এবং তার মধ্যে আছে ১০ হাজার টাকা করে ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে গরীব কৃষকদের সাহায্য করা। আর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন সেটা কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করে করা হয়েছে। কিন্তু সমস্ত কিছু মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে মাত্র ৯°৪১ শতাংশ বাজেট করা হয়েছে এটা কি গ্রামীন মুখী বাজেট হলো? গ্রামের উন্নয়নের জন্য এখানে ১৯ শতাংশ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখানে যা দেওয়া হয়েছে গ্রামীন উন্নয়নের জন্য ত তে দেখা যাচ্ছে গতবারের মত এবারও ২৯ লক্ষ, ৭৩ হাজার শ্রম দিবস দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া স্যার, এখানে একই অবস্থা। এখানে গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য যে ডিক্লারেশন দেওয়া হয়েছে সেটা গত বছরেও আমরা দেখেছি। গত বছরে ছিল ৪৯ লক্ষ ৭৩ হাজার শ্রম দিবস ছিল এ বছরেও সেই ৪৯ লক্ষ ৭৩ হাজার শ্রম দিবস। তাতে আমরা দেখেছি বছরে ৮ দিনের বেশী কাজ গ্রামের লোকেরা পায় না। আরও বেশী অবাক কথা পূর্ত দপ্তর নিয়ে। সেখানে পূর্ত মন্ত্রী বলেছেন ৬টা নূতন রাস্তা হয়েছে আর এই বছরে বলছেন ৫০ কি, মি নূতন রাস্তা হয়েছে। আরও বলছেন ২২০ কি, মি, রাস্তার বর্তমানে সংস্কার হবে। তাতে ৬০ জন এম. এল, এ,র ভাগে সোয়া ২ কি, মি. রও পড়ে না। তাহলে আমরা কি পেলাম? পূর্তমন্ত্রী বলছেন তেলিয়ামুড়া ঘিলাতলী রাস্তা হবে কিন্তু আদৌ হবে কি না জানিনা। এখানে আমরা আরেকটা অশুভ ইঙ্গিতের লক্ষণ দেখছি। মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বলছেন ৩ হাজার ২ শত মেট্রিক টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্য রয়েছে। আবার সেই লেভি? এরমধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি পুলিশ নিয়ে কৃষকদের ঘরে ঘরে গিয়ে খাজনা আদায় করা হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার ৪ একর পর্য্যন্ত জমির খাজনা মুকুব করে দিয়ে গেছেন। ঘিলাতলীতে শচীন্দ্র দেববর্মার ৭৭ টাকার জন্য পুলিশ দিয়ে ঘর লুট করা হয়েছে। অতএব কিভাবে এই সরকার চলে সেটা ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষ দেখছে। এই রাজ্যের শতকরা ৬০ ভাগ টিলা বা লুঙ্গা জমি সেগুলিকে চাষের আওতায় আনার জন্য বামফ্রন্ট সরকার তখন উদ্যোগ নিয়েছিল এবং জমির মালিককে বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছিল এখন সেটা বন্ধ। এখন এস, ডি, ও, সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলে বলেন প্রটেকটেড এরিয়াতে এখন আর কোন বন্দোবস্ত নাই। আর বন্দোবস্ত দেওয়া হবে কিনা সেটার কোন কথা এখানে নাই। যারা নোটিশ পেয়েছিল সেগুলিও এখন বন্ধ।

স্যার, এই বাজেটের মধ্যে কিভাবে আমরা সেই জমির বন্দোবস্ত পাব কিভাবে আমরা সেই জমির মালিকানা পাব সে সম্বন্ধে একটা কথাও সেখানে উল্লেখ নাই। সেই পরচা কবে পাব কি পাব না, আমরা হাজার হাজার যারা নোটিশ পেয়েছিলাম বেআইনী নোটিশ সেগুলি এখন বন্ধ, বলছেন এইটা এখন আইন হয়ে গেছে, সে সমস্ত জমি এখন বন দপ্তরের হাতে চলে গেছে। কাজেই সে সমস্ত জমি তোমরা পাবে না। এবং সেখান থেকে আমাদের উচ্ছেদ করা শুরু হয়েছে। সেই বৈরাগী কলোনী, বর্মন কলোনী, সে সমস্ত দক্ষিণ প্রমোদনগরে যারা জমিগুলি দখল করেছিলেন, সেখানে ফরেষ্টের

লোকেরা গিয়ে বাঁধা দিচ্ছে এইখানে তোমরা দখল করতে পারবে না। এই জায়গা এখন ফরেষ্ট রিজার্ভের মধ্যে পড়েছে। কাজেই সে সমস্ত সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে এই সমস্ত কোন কথাই এই বাজেটের মধ্যে উল্লেখ করা হয় নাই।

তাছাড়া স্যার, কৃষির জলসেচ সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। এই জলসেচ কৃষির মূল ভিত্তি। এইখানে কৃষি মন্ত্রী এখন হাউসে নাই, তিনি চড়িলাম গিয়ে সেদিন খুবই ইয়ে করেছেন, হ্যাঁ, আমরা জানি যে ত্রিপুরার মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার দশ বছরে যে জলসেচ ব্যবস্থা ছিল— এইটা চড়িলাম কেন আমার খোয়াইতে ঐ গাংকিগা মুড়াতে গেলে এই রকম কিছু কিছু ফসল দেখা যায় যেগুলি এই সেচ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু বাকী যে সমস্ত জমি রয়েছে সে সমস্ত জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা কই ? আজকে যে সমস্ত সেচের পরিকল্পনাগুলি করা হয়েছিল, সে সমস্ত পরিকল্পনাগুলি আজকে নষ্ট হয়ে গেছে। মাঝারী জলসেচ প্রকল্পগুলি যেগুলি করা হয়েছিল— সেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। আজকে এই বাজেটের মধ্যে এমন একটি কথাও দেখতে পাই যে, নতুন একটি মাঝারী সেচ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। কই মহারাণী, চাকঘাট, মনু, এই আমি যা পড়ে দেখেছে— এইগুলি একটা আছে বাম-ফ্রন্ট সরকার যে পাতায় বসিয়া খাইতো সেই পাতার মধ্যেই আবার তারা খাওয়া শুরু করেছেন। নতুন কিছুই নেই এইটার মধ্যে। একটা হতাশাব্যঞ্জক এই বাজেট।

স্যার, আজকে ত্রিপুরার যে পরিস্থিতি, আজকে এইটা আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে দেখলাম মন্ত্রীদের হুম্বি-তুম্বি আমরা হেলিকপ্টার চড়বই, আমরা গাড়ী কিনবই, ইত্যাদি ইত্যাদি বহু কথা বলেছেন। আজকে যেখানে মানুষের ঘর থেকে ধান লেভি করে নিয়ে আসার প্রস্তাব রয়েছে, যেখানে মানুষ অনাহারে মরছে, সেখানে এই হেলিকপ্টার চড়বই, গাড়ী কিনবই। এইগুলি ত্রিপুরার মানুষের অর্থ লুটপাট করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই একটা কথা আছে যে বায়ে দিয়া ঘর নাই পুবে দিয়া ঘর। আমার রাজ্যের মানুষ খাইতে পারে না, আর আমরা হেলিকপ্টার চড়বই, গাড়ী কিনবই গাড়ী দৌড়াবই। এইগুলি কার টাকায় ? কাকেই এই সমস্ত অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না।

কাজেই এইখানে আমরা এই সরকারকে প্ল্যানমুখী বাজেট দিয়ে আগামী দিনে এই রাজ্যের গ্রামের উন্নয়নের জন্য সেই বাজেট পরিবর্তন করে যাতে অর্দ্ধেক বাজেট এই রাজ্যের গরীব মানুষের জন্য যায় এবং ঋণ মুকুবের জন্য যে প্রস্তাব আছে দশ হাজার টাকা পর্যান্ত ব্যাংক ঋণ মুকুব করার এই সমস্ত মুকু-বের প্রস্তাবকে গ্রহণ করে এই ত্রিপুরার অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য অনুরোধ করব। এই বলে আমি আমার বাজেটের উপর বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৯৯০-৯১ আর্থিক সনের সনের যে বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি।

মাননীয় সদস্য এবং বিরোধী দলের নেতা কৃষির ব্যাপারে অনেকক্ষণ বলেছেন। কিন্তু উনার নিশ্চয়ই জানা আছে যে, আমাদের জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর কৃষিক্ষেত্রে একটা বিপ্লব এসেছে যেটা উনাদের বন্ধু সরকার কেন্দ্রীয় ভি, পি, সিং মন্ত্রিসভার কৃষি মন্ত্রী চৌধুরী দেবীলাল স্বীকার করে এই রাজ্যকে এক কোটি টাকা এক্‌ষ্ট্রা দিয়েছেন। সেটা উনারা নিশ্চয়ই জানেন। সুতরাং কৃষিক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ জমি যেগুলি কৃষির উপযোগী সেই ৪০ শতাংশ জমিতে (যেটা গত দশ বছরের বামফ্রন্ট সরকার কিছুই করেননি) সেখানে কৃষকরা যাতে তিন ফসল চাষ করতে পারেন তারজন্য বিভিন্ন জায়গাতে জলসেচের ব্যবস্থা যাতে করা যায় সেই রকম উদ্যোগ এই জোট সরকার নিয়েছেন।

আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যকে খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কৃষি দপ্তর এই কাজে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। বিগত ১০টি বৎসর বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন বিশেষ কোন কাজ দেখাতে পারেন নাই, এমনকি জলসেচের ব্যাপারেও। কিন্তু আমাদের সরকার অতি অল্প সময়ের মধ্যে এটা করে ফেলেছেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন সেটাতে রাজ্যের কৃষকদের বেশ কাজে আসবে। আমাদের বিরোধী দলনেতার মুখ থেকে আমরা কিছু আশার বাণী শুনব বলে আমরা, যারা ট্রেজারী বেঞ্চে আছি সবই আশা করেছিলাম। নৃপেনবাবুর কাছ থেকে আমরা কিছু গঠনমূলক সমালোচনাও আশা করে ছিলাম কিন্তু উনার বক্তব্যে আমরা হতাশ হয়েছি। আগেও উনার অনেক বক্তব্য আমরা শুনেছি। উনি উনার বক্তব্যে বলেছেন যে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নাকি বলে বেড়াচ্ছেন যে, রাজ্যে শান্তি এসেছে। এবং এটাই নাকি জোট সরকার দাবী করছেন। সত্যিইতো আজকে ত্রিপুরাতে শান্তি ফিরে এসেছে। এটা আমাদের কথা নয়। আজকে গ্রামের সাধারণ মানুষের কথা, রাজ্যবাসী ২৪ লক্ষ লোকের কথা। গ্রাম-পাহাড়ের মানুষ আজকে একটাই কথা বলছেন যে, "আমরা খেতে পারি আর না পারি, রাত্রিটা শান্তিতে ঘুমোতে পারি"। শান্তি না থাকলে, রাজ্যের উন্নতি, প্রগতি এগুলি কি করে এত তাড়াতাড়ি করে হচ্ছে ? বিগত সরকারের আমলে প্রশাসনটাকে আগরতলা শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। কিন্তু জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেটাকে গ্রামস্তর পর্যান্ত পৌঁছে দিয়েছে। কিছুক্ষণ আগে একজন সদস্য বলেছেন যে গ্রামে সিনেমা দেখানো হত। বাইজির নাচ দেখানো হত। সেখানে পড়াশুনা হতে পারত না। করবুক্ হাই স্কুলে আপনারা সিনেমা দেখেছেন এবং আপনাদের গুণ্ডাদের সেটা দেখিয়েছেন। এই ভাবে লেখাপড়াটাকে আপনারা লাটে তুলে দিয়েছেন।

আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেখানে ভাল পরিবেশ পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। লেখাপড়া করার সমস্ত ধরণের সুযোগ সেখানে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এখানে শিক্ষা দপ্তর থেকে শুরু করে রাজ্যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তর, কৃষি দপ্তর সহ সমস্ত দপ্তরগুলি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কাজ

করে যাচ্ছে। গ্রামগঞ্জে এই কাজের ধারাকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনারা ইচ্ছা করেই সেটা করেন নাই। আপনারা ট্রাইবেল-বাঙালীর মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের মধ্যে একে-অপরের প্রতি একটা অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিলেন। আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই ২০০ বছরের পুরাণো মৈত্রীর ইতিহাসকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি।

মাখনবাবুর কথা একটু বলি, উনি এখানে সর্বদাই 'ট্রাইবেল দরদী' কথাবার্তা বলেন। আজকে আমি উনাকে প্রশ্ন করতে চাই যে, উনার এলাকাতে যে নিজস্ব জলাভূমিটা আছে, সেটা আগে কে দখল করতেন? কয়েকজন ভূমিহীন ট্রাইবেল সেটা দখল করতেন। আপনাদের সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় সেটা আপনার মেয়ের নামে নিয়েছেন, ১৯৭৮ সালের পরই। আবার নিজেকে ট্রাইবেল দরদী বলতে লজ্জা হয় না। গত ৩০টি বৎসরে এই মার্কসবাদীরা ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীকে ল্যাংটি পরিয়ে রেখেছে। তাদের হয়ে সেই ধর্মনগর থেকে মিছিল করে আগরতলাতে আসতে হবে। প্রতিটি জায়গাতে চাঁদা দিতে হবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যে লুঙ্গা ভূমির কথা বলেছেন সেটা খাস লুঙ্গা, সেটা ভূমিহীন হিসাবে আমরা পেয়েছি, তার কাগজ পত্র রেকর্ড সব কিছু আছে।

শ্রীদীপক নাগ :— স্যার, আমি তো বলেছি সেটা খাস জমি ছিল, তিন জন ট্রাইবেল ভদ্রলোক সেটা দখল করতেন। সেই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে উনার মেয়ের নামে উনি বন্দোবস্ত করিয়ে নিয়েছেন। সেটা আমি বলেছি, আমার কাছে প্রমাণ আছে, সুতরাং এই ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে ট্রাইবেলদের নিয়ে আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক রাজনীতি করেছেন, আপনারা সেটা স্বীকার করেছেন তার জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। সুতরাং এই ভাবে ট্রাইবেলদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলার দিন চলে গেছে। এই সমস্ত করে গত দশ বছরে ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকায় যাতে শিক্ষার আলো পৌঁছতে না পারে সেই ব্যবস্থা ও আপনারা করেছেন। যাতে উপজাতিরা তাদের পাওনা হিসাব বুঝতে না পারে। আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর সর্ব্বত ভাবে চেয়েছি। যারা উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে আছে, যেখানে গত ১০ বছরে শিক্ষার আলো পৌঁছে নি। যেখানে সরকারী সাহায্য যায় নি, সেখানে তাদের কি পাওনা আছে। সেটা বুঝার কোন অধিকার ছিল না। আমরা আজ সেই অধিকার পৌঁছে দিচ্ছি। আজকে তাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি শিক্ষার আলো। যাতে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষ, প্রতিটি কাজ, প্রতিটি ডেভেলাপমেন্ট কাজে নিজেরা অংশীদার হতে পারে সেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আজকে এ, ডি, সির কথা বলছেন, এ, ডি, সিকে টাকা দেওয়া হয় না। বিরোধী দল নেতা বলেছেন, আমাদের ব্লককে আমরা বলি, এ, ডি, সি থেকে কি কাজ করা হয়েছে, এই গত দুই বছরে আমাদের জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর। একটি কাজ করা হচ্ছে, ঐ এ, ডি সির যেখানে সদর দপ্তর

হচ্ছে, সেখানে ঐ রসিরাম বাবুর কিছু কিছু গুণ্ডা আছে, তাদেরকে দিয়ে সেখানে কিছু পয়সা উপার্জন করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেখানে পি, ডবলিউ, ডি, থেকে ৩০ লক্ষ ইট কেনা হয়েছিল, এ, ডি; সির সদর দপ্তর তৈরী করার জন্য। আজকে চার বছর তিন বছর ধরে সেই ইটগুলি পড়ে রয়েছে। সেই ইটের কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। নতুন করে এ, ডি, সি, এক লক্ষ ইটের অর্ডার দিয়েছেন। কিছুদিন আগে শম্ভু পাল ইট ভাট্টার মালিক, উনার কাছ থেকে ঐ এক লক্ষ ইট এ, ডি, সি কর্তৃপক্ষ আনছেন। সেই ইট দিয়েছে দীপক রায় আমাদের একজন কর্মী, সেই ইট দিয়ে উনার বাড়ীতে দালান হচ্ছে। এইভাবে সেখানে মারিং হচ্ছে। যেখানে সরকারী সাহায্য, এ, ডি, সির সরকারী টাকা বিলি করে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী বি, এল, ডব্লিউ। কিন্তু আপনারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করে সেখানকার শিক্ষক দিয়ে হাঁস, মুরগী, গরু এই সমস্ত বিলি করছেন। অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার দরকার নেই। কারণ ওরা লেখাপড়া শিখলে, যখন ওদের নিজেদের প্রাপ্য সম্পর্কে জানতে পারবে, যখন জিজ্ঞাসা করবে নারায়ণ বাবু, অঘোর বাবুকে যে এ, ডি, সিতে কত টাকা আসছে। উপজাতিদের উন্নয়নে স্বার্থে যে টাকা আসছে সেগুলি কোথায় গেল, তখন তো উনারা হিসাব দিতে পারবেন না। তাই উনারা চান না এ, ডি, সি, এলাকাতে পড়াশুনা হউক। সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া শিখুক। লেখাপড়া শিখে তারা ত্রিপুরার একজন শিক্ষিত নাগরিক হউক সেটা আপনারা চান না। আজকে আপনারা এ, ডি, সির শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন পূর্ত্ত দপ্তরের টাকা, সেই টাকা দিয়ে আজকে কি হচ্ছে ? আমি শুধু একটি উদাহরণ দিতে চাই যে, এ, ডি, সি এলাকায় একটি কাজ হচ্ছে বোল্ডার, সেখানে বোল্ডার সাপ্লাই হয়েছে। সেই বোল্ডারের রেইট দেওয়া হয়েছে বর্ত্তমানে যে মার্কেট রেইট আছে তার চাইতে তিন গুন বেশী। সেটা কাকে দেওয়া হয়েছে। পার্থ পাল আপনাদের লোক। সেটা বেনামী ভাবে সি, পি, এমের লোক দুই তিন জন মিলে কনট্রাক, টেণ্ডার সাবমিট করে নেওয়া হয়েছে। সেটা কোন উপজাতির স্বার্থে নেওয়া হয়েছে। আজকে যদি প্রশ্ন করি সেখানে হাজার হাজার টাকা লক্ষ লক্ষ টাকা বেশী দেওয়া হয়েছে। এই ভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে এ, ডি, সির যে সমস্ত প্রোগ্রাম আছে, যে-সমস্ত ডেভেলপমেন্ট স্কীম আছে, সবগুলি আজকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কার স্বার্থে? উদ্দেশ্যটা হচ্ছে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে উপজাতিদের খেপিয়ে দেওয়া। আপনারা মনে করবেন না যে, ১৯৫২ সালের মত উপজাতিরা পিছিয়ে আছে। তাদের আজকে শিক্ষা, অর্থনীতিক ও অন্যান্য দিক দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আগামী এ, ডি, সি নির্ব্বাচনে রাজ্যের উপজাতি জনগণ আপনাদের সেই শিক্ষাই দেবেন, যে শিক্ষা আপনারা বিগত বিধানসভা ও লোকসভা নির্ব্বাচনে পেয়েছেন। বিরোধী দলনেতা নৃপেনবাবু এখানে বলেছেন যে, বিজয় রাংখল নাকি টি, ইউ, জে, এসের বন্ধু ছিলেন। সেটা আমরা দেখেছি, আমাদের এলাকায় বেশ কিছু টি, এন, ভি, আক্রমণ হয়েছে। সেখানে আমরা দাঙ্গাও দেখেছি, দাঙ্গায় কারা হাতে বন্দুক নিয়েছিল, রসিরাম বাবুর ছেলে নিয়েছিলেন। এফ,

আই, আরও ছিল। অস্বীকার করতে পারবেন না। সুতরাং যারা টি. এন, ভি, করেছিল আপনাদের বামফ্রন্ট আমলের কোন লোকদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ?

টি, এন, ভি কারা ছিল ? এই ত্রিপুরা রাজ্যে আপনাদের বামফ্রন্টের আমলে আপনারা বিজয় রাঙ্খলকে দিয়ে যে কাজ করিয়েছিলেন, সেটা তো ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী আর বাঙালীদের মধ্যে একটা দাঙ্গা বাঁধানো যার মাধ্যমে আপনারা চেয়েছিলেন যে এই রাজ্যে পাহাড়ী আর বাঙ্গালীদের মধ্যে একটা চির শত্রুতার ভাব বজায় থাকুক। এই সম্পর্কে আমরা এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে আমরা যদি ক্ষমতায় আসি তাহলে এই টি. এন, ভি সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধান আমরা করব এবং সরকারের ক্ষমতায় আসার পর আমরা আমাদের সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেছি। সুতরাং প্রকৃত টি, এন, ভি, কারা, তাদের কাজ কর্মই বা কি সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জানা হয়ে গেছে। অবশ্য, আপনারা এখনও সেই চেষ্টাই চালিয়ে আসছেন, তার প্রমাণ হচ্ছে এই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে যেমন উজান ময়দান আর সেই নলুয়া যেখানেই হউক না কেন, আপনারা আর একবার এই রাজ্যে দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করছেন। আমরা তো দেখছি এবং সেই সংগে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও দেখছে যে গত দুই বছর যাবত কোন সিকিউরিটি ছাড়াই রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাত্রীবাহী বাসগুলি চলাচল করছে যেটা আপনাদের আমলে সম্ভব ছিল না, মাননীয় সদস্য বিমলবাবু তো দেখছি স্কুটার চালিয়ে যখন খুশী যেখানে যাচ্ছেন' আসছেন, এমন কি অন্যান্য সদস্য যারা আছেন, তারা দেখছি ,কউ বা পায়ে হেঁটে আবার কেউ বা রিক্সা করে এখানে সেখানে যাতায়াত করছেন, কৈ কোন রাজনৈতিক হাঙগামা হচ্ছে না। আজকে আপনারা যেমন সেটা স্বীকার করবেন, তেমনি আপনাদের মধ্যে যারা কট্টর পন্থী ক্যাডার আছেন, তারাও সেটা স্বীকার করছেন এবং বলছেন যে জোট সরকার ত্রিপুরা রাজের মানুষকে একটা জিনিষ উপহার দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে শান্তির পরিবেশ। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও এই শান্তির পরিবেশকে প্রাণ দিয়ে গ্রহন করেছেন এবং জোট সরকারকে এই কাজে সর্বান্তকরণে যখন যেখানে প্রয়োজন সাহায্য করে চলেছেন। তাই, আমি আশা করব যে ত্রিপুরা রাজ্যে ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে জোট সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন সেটা যাতে সুন্দর ভাবে বাস্তবায়িত করা যায়। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিটি গ্রামে গঞ্জে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যায়, প্রতিটি এলাকায় উন্নয়নের যে কর্মসূচী, সেটা যাতে মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া যায় তার জন্য এই সরকারের সঙ্গে আপনারাও সহযোগীতা করুন। আমি দেখছি যে আপনাদের একটা পত্রিকাতে গত ২৩শে মার্চ তারিখে কয়েকটা অভিযোগ উঠেছে যে আমি নাকি দুটো গাড়ী কিনেছি একটা ইট বাট্টা করেছি আমার নাকি সাত কাণি নাল জমি হয়েছে ইত্যাদি। আমি, আপনাদের চেলেঞ্জ করছি যে আপনাদের যে কেউ আমাকে সাত শত টাকা দিয়ে দিন, তাহলে আমার যা কিছু আছে, আমি সেগুলি আপনাদের নামে লিখিয়ে দেব। কাজেই. এসব মিথ্যা অভিযোগ এনে, মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না, হয়তো কুৎসা আর

তার প্রচার করে সাময়িক ভাবে কারো উপর ব্যক্তিগত কলঙ্ক লেপন করা যায়। কিন্তু তা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের উন্নতি করা যায় না। তাই আমি বিরোধী দলের সদস্যদের অনুরোধ করব যে, আপনারা যত পারেন সরকারের কন্সট্রাক্টিভ সমালোচনা করেন, তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষেরই উপকার হবে, কারণ, সরকার আপনাদের সমালোচনার ভয়ে সঠিক ভাবে চলতে বাধ্য হবে আমরা নিজেরাও যে কোন কন্সট্রাক্টিভ সমালোচনায় বিশ্বাসী। একটু আগে মাননীয় বিরোধী নেতা বলেছেন যে আমাদের নাকি একটা পত্রিকা আছে। আমি বলব যে, আপনাদের মত আমাদের কোন দলীয় মুখ-পত্র নাই যে মুখপত্রের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের দলের যেমন প্রচার করতে পারেন, আমরা পারি না। কাজেই আপনাদের মুখ-পত্র আছে, এ কথাটা অসত্য। এ কথাগুলি বলে, এখানে যে ১৯৯০-৯১ সালের বাজেট বরাদ্দ পেশ করা হয়েছে, তাকে আমি আমার সমর্থন জানাই এবং সেই সঙ্গে এও আশা করব যে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে এই বাজেটকে সমর্থন করবেন। জয়হিন্দ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এখানে ১৯৯০-৯১ ইং সালের যে বাজেট পেশ করেছেন আমি সেটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। এবং সমর্থন করে আলোচনায় অংশ নিচ্ছি। এখানে বাজেট ভাষণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কন্‌ষ্ট্রাকটিভ চিন্তাধারা এবং রাজ্যের মানুষের স্বার্থে বিভিন্ন উদ্যোগের কথা বলছেন এটা মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা সমর্থন করতে পারছেন না। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে মনে হয় উনার রাজনৈতিক জীবন ডিমারেলাইজড হয়ে গেছে। উনার আর এখন রাজনীতি করার মানসিকতা নেই। উনি বলছেন করা হচ্ছে, করতে পারবে না। কিন্তু এটা আসলে বাস্তবের সঙ্গে কোন মিল নেই। উনি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি বাজেট পেশ করতেন আমরা বাজেট আলোচনায় অংশ নিতাম। বিরোধী বন্ধুদের মানসিকতা কি ছিল আর কি হয়েছে। ওরা বলেছেন এটা কি বাজেট, কিছু হবে না। আরও বেশী করে দরকার। উনারা ট্রাইবেলের স্বার্থে কথা বলেন। এই বাজেট কম হতে পারে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের উন্নয়নের জন্য মাননীয় মন্ত্রী এই বাজেট পেশ করেছেন। বামফ্রণ্ট বন্ধুরা কোন একটা করলেই বলতেন যে উপজাতিদের জন্য করা হয়েছে। কিন্তু ওরা কিছু করে যান নি। ত্রিপুরার সরকারী কোসাগার শূন্য করে গেছেন। আমরা বিরোধী দল ছিলাম। আমরাও এ. ডি. সিকে সমর্থন করেছি। ওরাও করেছে। কিন্তু তারা কিছুই করে যায় নি। আপনারা কি করেছেন ? কি আছে কিছু নেই। কাজেই উপজাতি দরদী হবেন না। এই সরকার ক্ষমতায় এসে আপনারা কি করেছেন তার হিসাব নিকাশ করেছে। আপনারা চাকুরী দিয়েছেন। সেই চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা ১০০ পার্সেন্ট রোষ্টার মানেন নি। আর এখানে চীৎকার করছেন উপজাতি দরদী বলে। বরঞ্চ আপনারা আরো চীৎকার করুন, আমরা উপজাতি দরদী, অমুক দরদী, তমুক দরদী। আমরা দেখছি তো।

এখন ধরা পড়েছে, দপ্তরে দপ্তরে জেনারেলের জন্য কেন ব্যাক লক নেই। জেনারেলের জন্য ১টি পোষ্টও নেই। হানড্রেড পয়েন্ট রোষ্টার মেইনটেইন করেননি বলেই আজকে হানড্রেড পারসেন্টই ব্যাক লক। কেন্দ্রীয় সরকারও নির্দেশ দিয়েছেন তা মানার। আপনাদের বন্ধু সরকার ভি, পি, সিংহও তা না দিয়ে পারবেন না। কাজেই এই সমস্ত দিক আপনারা চিন্তা করে দেখুন। দেখুন, অতীতে দিতে আপনারা কি করছেন? দেশের স্বার্থে কিছুই করেন নি। শুধুমাত্র বড় বড় বক্তৃতা করেছেন। স্যার, জোট সরকার কি ক্ষমতায় এসে দাঙ্গা সৃষ্টি করেছে? আপনাদের আমলেই ৮০ সালের দাঙ্গা হয়েছিল। সেই দাঙ্গার স্মৃতি মুছে গেছে বলে বামফ্রন্ট সংগঠনের অসুবিধা হচ্ছে এটা আমরাও জানি। তবে জনগণ বুঝতে পারছে দেশে শান্তি থাকলে সব হবে। স্যার বামফ্রন্টের দাঙ্গার সৃষ্টির জন্য এই বাজেট নয়। কাজেই এই সব ভিত্তিহীন বক্তব্য রেখে আপনার রাজনৈতিক জীবনে কলঙ্ক ডেকে আনছেন। এটা আপনাদের বুঝা উচিত। কাজেই আমি বলব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করেছেন জন স্বার্থে, সময়োপযোগী উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা হবে। তবে আপনাদের আমলের দৃষ্টি ভঙ্গী এবং বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যবধান থাকবে। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি ভারতবর্ষে লজ্জাহীন, নীতিহীন রাজনীতি করছে। মার্কসবাদীর নীতি তারা এখানে পালন করছেন না। এই জন্যই আপনারা আজকে বাজেটকে সমর্থন করতে পারেন না। একটি কথা আছে, 'পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়', কাজেই এই নীতিতে বিশ্বাসী বলেই আপনারা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না। এটাই আপনাদের নীতি, এটাই আপনাদের স্বভাব। আপনারা কাগজ এনে বলবেন, এটাই সত্যি এটা করতে হবে। জানি, আপনারা ১০ বছর যখন ট্রেজারী বেঞ্চে ছিলেন তখন করেছিলেন। বর্তমান জোট সরকারের পলিসি প্যাটার্ন এটা বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। নতুবা আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষা করাই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। গ্রামে গঞ্জে আপনারা ধ্বংস হয়ে গেছেন। আরো হবেন। কাজেই এই বাজেটকে সমর্থন করা আপনাদের উচিত। এটা করতে হবে ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে, আপনাদের স্বার্থে, আমাদের স্বার্থে সকলের স্বার্থে। আপনাদের বিরোধিতা করার সমালোচনা করার নিশ্চয়ই অধিকার আছে। তবে দেখতে হবে, সেটা করার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা আছে কিনা। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছেন? বলেছেন, যখন কেন্দ্রে রাজীব সরকার ছিলেন তখন আপনারা ক্ষমতায় থাকলেও উনি সবই করেছেন। তখন কেন্দ্রের কাছে দাবী করলে দিত। কিন্তু এখন? এখনও আমাদের বিরোধী বন্ধুরা এই বলে সেই বলে ভি পি, সিং-এর এই সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন। কিন্তু কোন কাজ হবে না। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকারেও ভি, পি, সিং এবং দেবীলালের মধ্যে হতাশা আছে। ঠিক তদ্রূপ এই বিরোধী বন্ধুদের মধ্যেও হতাশা আছে। কারণ নৃপেনবাবু, দশরথ বাবুদের বয়স হয়ে গিয়েছে।

সুতরাং, ভবিষ্যতে বামফ্রন্ট দলের কর্ণধার কে হবেন তা নিয়েও আপনাদের মধ্যে কোন্দল আছে, ক্ষমতা নিয়ে লড়াই হচ্ছে। ১৯৮৪ ইং সালে যখন জেলা পরিষদ পাশ হয়, তখন বিরোধী বেঞ্চ থেকে অনেক কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার তখন সেভেন্থ সিডুয়েল ত্রিপুরা রাজ্যে দিয়েছিলেন। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ এটা চাইতেন না বলে পরবর্তীকালে এটা ৬ষ্ঠ তপশীল হয়ে গিয়েছে।

এখন ৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক জেলা পরিষদে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আছে। ৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক জেলা পরিষদে পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কাউন্সিল উভয় আইনই আছে। তা থাকা সত্বেও জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ ভিলেজ কাউন্সিল গঠন করার জন্য চক্রান্ত করেছিলেন। সংবিধান বহির্ভূত কোন কিছু করলে জনগন আপনাদেরকে বরদাস্ত করবেন না। আপনারা ৭ম তপশীল করেছিলেন, জনগন সেটাকে ৬ষ্ঠ তপশীল করেছেন। আপনারা ভিলেজ কাউন্সিল করলে, জনগন সেটাকে বাতিল করে দেবেন। কাজেই এই সমস্ত আপনারা করবেন না। জেলা পরিষদ উপজাতিদের টাকা পয়সা নিয়ে খেলা খেলছেন। আজকে জেলা পরিষদ থেকে জেলা শাসকের নিকট নির্দেশ আসে সমস্ত ব্লকের টাকা উইথড্র করে দিয়ে দেবার জন্য এটা তাদের কাজ। কাজেই এখানে আবোলতাবোল কিছু না বলে রাজ্যবাসীর স্বার্থে এই বাজেটকে সমর্থন করুন। আমি আশা করি এই বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে যাবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার (প্রতাপগড়) :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১৯শে মার্চ মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন এবং যে বক্তব্য রেখেছেন আমি তার বিরোধীতা করি। কারণ, এই বাজেট রাজ্যের কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা করবে। এই রাজ্যের গরীব মেহনতী মানুষের জন্য এই বাজেট নয়। স্যার, গত দুই বছরে আমরা লক্ষ্য করেছি—এই রাজ্যে শুধু রাজনৈতিক আক্রমণ নয়, সন্ত্রাস নয়, অর্থনীতির ওপরও একটা ব্যাপক আক্রমণ এসেছে। যার ফলে এই রাজ্যের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে গেছে। বিশেষ করে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিল্পের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তার যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল সেগুলিকে তিলে তিলে ধ্বংস করা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ১৯৯০-৯১ সালে এই বাজেটে বিশেষতঃ শিল্প সম্পর্কিত ক্ষেত্রে যে অনুকুল পরিস্থিতি এসেছে তাতে ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বৃহৎ শিল্পের বিকাশ ঘটবে। অনেক বেশী বেকারদের কর্মসংস্থান হবে। বিশেষ করে এ রাজ্যে গ্যাস পাওয়ার ফলে এর সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়েছে। আমি বলতে চাই ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প গড়ে তোলার জন্য কাঠামোটা অত্যন্ত দুর্বল। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার বিগত ১০ বৎসরে কুটির শিল্পকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। আমর লক্ষ্য করেছি কৃষি মজদুরদের পর, তাঁতীদের স্থান। তাই এ রাজ্যে তাঁত শিল্পকে গড়ে তোলার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে নানা উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। বিশেষ করে ৭৮ ইং সালে যখন বামফ্রন্ট সরকারে আসে তখন ত্রিপুরা হ্যাণ্ডলুম ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশন-এ কমার্শিয়াল তাঁতীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৬ জন। আর বিগত ১০ বৎসরে এর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১০ হাজারেরও উপর। বিশেষ করে রাজ্যের পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর উপজাতিদের ট্রেডিশনাল ড্রেস পাছড়াকেও কমার্শিয়ালে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারে আসার আগে ৩০ বছরে কংগ্রেসী শাসনে কি বাঙ্গালী, কি উপজাতি, কি মনিপুরী তাঁতী, ওরা শেষ হয়ে গিয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর তাঁত শিল্পকে পরীক্ষামূলক ভাবে কমার্শিয়ালে আনা হয় এবং তাঁতশিল্পের বিকাশের জন্য চেষ্টা করা হয়। এই উদ্যোগে ত্রিপুরা হ্যাণ্ডলুম ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশানের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গাতে দোকান খোলা

হয়। আসামেও দোকান খোলা হয়েছে। ১০ বছরের শেষের দিকে ৫ কোটি টাকার বস্ত্র বিক্রির ব্যবস্থা হয়েছিল এবং সূতা আনতে হয় মাদ্রাজ থেকে তাঁতীদের জন্য, সে জন্য একটা স্পিনিং মিল গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল এবং এপেক্স উইভারস্ সোসাইটি সেই অনুমতি দিয়েছিলেন। জন্য ধলেশ্বরে তার প্রয়োজনীয় জায়গা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই স্পিনিং-এর এই দুই বছরের মধ্যে কোন খবর নেই। যাতে পাকা রং হয় কাপড়ের সে জন্য মেকানাইজড ড্রাই হাউস গড়ে তোলার জন্য বামফ্রন্ট সরকার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। জোট সরকারের আমলে মেকানাইজড্ ওপেন করেছেন কিন্তু কয়েক মাস যাবৎ এক ছটাকও কাজ এর মধ্যে হয়নি। তাছাড়া তাঁতীরা প্রধানতঃ ছিল সদর ভিত্তিক কিন্তু ১০ বছরের মধ্যে সেই কমারশিয়াল তাঁতীদের দক্ষিণ বিলোনীয়ার শান্তির বাজার, ধর্মনগর, কমলপুর এবং কৈলাশহর বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত তাঁতীরা তাদের ট্রেডিশন্যাল যে তাঁত কর্ম তারা হারিয়ে ফেলেছে তাদের আবার সেই তাঁতের মধ্য দিয়ে নিয়ে আসার জন্য, উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গত দুই বছরে দেখা যাচ্ছে সেই তাঁতীরা কাজ পাচ্ছে না তারা কাপড় দিতে পারছে না। সেখানে নোটিশ দেওয়া হয়, আপনি কাপড় বিক্রি করতে পারবেন কিন্তু আপনি পয়সা চাইতে পারবেন না, যখন আমাদের হাতে পয়সা আসবে তখন আমরা পয়সা দেব এই ধরনের অবস্থা ঘটছে এবং তাঁতীদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। যারা এক সময়ে অন্য কাজ করত কি রাজ-জোগালী ছিল তারাও তাঁতের মধ্যে এসেছিল। কাজেই এই রাজ্যের যে একটা বিরাট অংশের মানুষ তাঁতের মাধ্যমে যাদের কাজ দেওয়া যায় তার উদ্যোগ হয়েছিল কিন্তু আজকে সেটা দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে। তারপর এখানে ও, বি, সি, নিয়ে নানারকম কথাবার্ত্তা হচ্ছে। আমরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন থেকে একটা স্কীম গ্রহন করেছিলাম যে, কামার, কুমার, ছুতোর এই সমস্ত মানুষরা যারা কারীগর, শিল্পী তাদেরকে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকার একটা স্কীম এর মধ্যে ফেলে তাদেরকে ১০ হাজার টাকা পর্য্যান্ত ঋণ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৫০ পারসেণ্ট ভর্তুকী হিসাবে তারা পেয়ে যাবে, এই জন্য আমরা ব্লকে অফিসার নিয়োগ করার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছিলাম এবং সেখানে কিছু কিছু ক্লার্ক ইত্যাদি নিয়োগ করা হয়েছিল কিন্তু এই দুই বছরের মধ্যে এইগুলিকে সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সেখানে শিল্প নগরীতে যে সমস্ত ইউনিটগুলি আছে সেই সমস্ত ইউনিটগুলিকে সেখানে নূতন করে প্রায় দেড় হাজারের মতো নূতন উইভারস্ এসেছিল সেগুলি এখন কাঁচা মালের অভাবে এবং গভর্ণমেণ্টের পেট্রোলাইজেশ্যানের অভাবে সেগুলি এখন ধুকছে এবং মরে যাবার মতো অবস্থা। এই রাজ্যের মধ্যে পাথর নেই, ইটের বিরাট ক্রেতা এবং সবটাই ইটের উপর নির্ভর সে জন্য ইটের মালিকরা যাতে এই ক্ষেত্রে কোন রকম খবরদারি করতে না পারে এবং মূল্যবৃদ্ধি করতে না পারে সে জন্য সরকারী উদ্যোগে টি, এস, আই, সির মাধ্যমে ইটের বাট্টা গড়ে তোলা হয়েছিল এবং ইটের দরের একটা কণ্ট্রোল ছিল। কিন্তু আজকে দু বছর যাবৎ দেখা যাচ্ছে সেই ১৫/১৬টা ইট বাট্টা যেগুলি

ছিল, সেগুলি প্রায় এখন ধুকতে শুরু করেছে এবং সবগুলির মধ্যে উৎপাদন হয় না, যদিও উৎপাদন কিছু হয়, কিছু হয় না।

সরকারী উদ্যোগে টি, এস, আই, সি-র মাধ্যমে ইটের ভাট্টাগুলি গড়ে তোলা হয়েছিল। আজকে আমরা দেখছি এই ১৫।১৬টা যে ইটের ভাট্টা আছে সেগুলিতে উৎপাদন বন্ধ। কোথায়ও কিছু হয় আবার কিছুই হয় না। ত্রিপুরা রাজ্যের ৩ ডিষ্ট্রিক্ট-এ ৩টা মেকানাইজড্ ইট ভাট্টা গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল এবং সেই অনুসারে সদরের জিরাণীয়াতে আমরা একটা খুলেও ছিলাম। আজকে সেগুলিকে ধ্বংস করা হয়েছে। ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল গ্রোথ সেন্টার করার জন্য যোগেন্দ্রনগরে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীও কথা দিয়েছিলেন। সে হিসাবে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ষ্টেট থেকে যে সব এন্টারপ্রেনিউয়াররা এখানে এসেছিল এবং যে সব ক্যাটলফিল্ড খুলেছিল সেগুলি আজকে ধ্বংস হয়ে গেছে। প্লাইউড কারখানা উদয়পুরে খোলার কথা ছিল আজকে সেটা হচ্ছে না। মাঝারী শিল্প জুট মিল, যেটা রাজ্যের একমাত্র মাঝারী শিল্প সেখানে বামফ্রন্টের আমলে দৈনিক ২৬ টন উৎপাদন হত। গড়ে কম করে হলেও ১৫।১৬ টন উৎপাদন হত আজকে দৈনিক ২ টনও উৎপাদন হয় না। বলা হচ্ছে এটা বামফ্রন্টের উত্তরাধিকার প্রাপ্তি। বিভিন্ন সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে এটাকে চালান হয়েছিল। আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে যে ইকনমিক বোর্ড করে এটার সুদটাকে মাপ করে দেওয়া হউক। আজকে এটার সুদ বাড়তে বাড়তে ২১ কোটি টাকা হয়েছে। আগে ১৬। ১৭টা লোক চলত এখন ২টাও চলে না। তবু এম, ডির চেম্বার ও চেয়ারম্যানের চেম্বার সুসজ্জিত করা হচ্ছে এমন কি চেয়ারম্যানের জন্য ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দিয়ে নূতন গাড়ী কেনা হয়েছে। আজকে সেখানকার শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা পর্যান্ত জমা দিতে পারছে না। তাই আমরা বলছি এই বাজেট মধ্যস্তদের বাজেট এবং তাদের মেইনটেনেন্স কষ্ট দেওয়ার জন্য এই বাজেট। কারণ এই সরকার রিগিংএর মাধ্যমে এসেছে এবং যে কোন মূল্যে এই সরকারকে টিকিয়ে রাখতে হবে। এখন গ্যাসের কথা বলেছেন। আমরা জানতাম না যে গ্যাসের মাধ্যমে এখানে সার কারখানা হতে পারে পেট্রোক্যামিক্যালস্ হতে পারে কিন্তু যাও হতে পারে তাও না হওয়ার জন্য আমরা শুনলাম যে এখানকার গ্যাস বিহারে, উরিষ্যাতে, রাজস্থানে নিয়ে যাওয়ার চক্রান্ত হয়েছিল। এই গ্যাসের ব্যাপারেও নাকি আবার কারচুপি, যিনি নাকি সেই বোফোর্সের ব্যাপারে জড়িত। যিনি আবার রাজীব গান্ধীর পরিবারের অতি ঘনিষ্ট ব্যক্তি। তিনি ত্রিপুরার গ্যাস নিয়ে আবার জড়িত। তাকে সবচেয়ে বেশী ৬৬ লক্ষ টাকা দিয়ে ত্রিপুরার গ্যাস প্রজেক্ট তৈরীর দায়িত্ব দেওয়া হল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রীঅনিল সরকার :— আমাকে আরেকটু সময় দিন। ত্রিপুরাতে সবচেয়ে বেশী পিছিয়ে পড়া তফসিলভুক্ত উপজাতি ও তফসিল জাতির যুবক ও যুবতীদের চাকরীর হার অতি হতাশা ব্যাঞ্জক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রীঅনিল সরকার :— এখানে বিধানসভাকে তথ্য দেওয়া হয়েছে যে ভিক্টিমাইজড্ চাকুরী হয়েছে ১৫২২ জনের এবং সেখানে ৩য় শ্রেণীতে ১২ জন এবং ৪র্থ শ্রেণীতে ১১ জন তফসিলী জাতি আর তফসিলী উপজাতি হচ্ছে মাত্র ৫ জন। তবুও উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা কংগ্রেসের সঙ্গে থেকে খুব লাফালাফি করছেন।

চতুর্থ শ্রেণী কর্ম্মচারী ১৫২২ জনের মধ্যে টোটাল এমপ্লয়মেন্টে বলেছেন—৮,২১৪ জন এস, সি, পেয়েছেন মাত্র ১৮৪ জন। তাদের পাওয়া উচিত ছিল ১২৮২ জন। এস, টি, পেয়েছেন ১৫৯০ জন, তাদের পাওয়া উচিত ছিল ২৩৮২ জন।

কাজেই তফসিলী জাতি এবং তফসিলী উপজাতিদের ইকোনোমী চেঞ্জ করার জন্য বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে যাদের টিলা জমি রয়েছে রাবার চাষের জন্য আমরা বলেছিলাম এবং সেজন্য আমরা বাগান বাড়ী, আশারামবাড়ী, নাগীছড়া, বা যে সমস্ত শবরীপাড়া এই সব এর মধ্যে কিছু গড়েও তোলেছিলাম। যারা রাবার গাছ করবে অন্ততঃ পক্ষে এই রাবার গাছ করার জন্য গর্ত ইত্যাদি করার জন্য, ১,০০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া দরকার। এইভাবে অর্থ-নৈতিক দিক থেকে যাদের জমি নেই বা অন্যান্য আয়ের ব্যবস্থা নেই তাদের বিকাশের জন্য আমরা এটা করেছিলাম। কিন্তু এখন এটাও বন্ধ হয়ে আছে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন এবং সিডিউল-কাষ্ট ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের মাধ্যমে ৪ কোটি টাকার মত এবং অন্যান্য সাহায্য দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি এখন বন্ধ হয়ে আছে।

মৎস্য চাষ কো-অপারেটিভগুলি ছিল ১০৮টি। সেগুলি হয় জোট সরকার দখল করে নিয়েছে বা সেগুলিকে ভেঙ্গে দিয়েছে। এপেক্স এর মাধ্যমে এই কো-অপারেটিভগুলি বাজারে সিদল প্রতি কে, জি, ২৫ টাকা করে বিক্রী করতো আর এখন সেই সিদল ১০০ টাকা দরে বিক্রয় হচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যে এরা এইটাকে নিয়ে এসেছেন।

কাজেই এই রাজ্যের শিল্পকে ধ্বংস করেছে সবচেয়ে বেশী এই জোট সরকার। অনগ্রসর মানুষের স্বার্থকে তারা একেবারে শেষ করে দিয়েছেন। কাজেই এই বাজেটকে আমি আবার বলছি কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা করবে এবং তাদের যে সমস্ত মধ্যস্বত্ব ভোগী টাউট, বাটপার এবং খুনী সন্ত্রাসী আছে তাদের মেনটেইন করার জন্য এই বাজেট করা হয়েছে। কাজেই আমি এই বাজেটের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীফয়জুর রহমান।

মোঃ ফয়জুর রহমান (কুর্তি) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৯০-৯১ আর্থিক সনের যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।

স্যার, বর্তমান এই বিজ্ঞানের যুগে আজকে ত্রিপুরা বিধানসভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী একটা অবৈজ্ঞানিক, অগণতান্ত্রিক ফড়িয়াদের স্বার্থে, কালোবাজারী মহাজনদের স্বার্থে একটা বাজেট পেশ করেছেন। কাজেই এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। তার কারণ হলো আমি বলছি যেমন গ্রাম উন্নয়ন না হলে কোন দেশ উন্নত হয় না। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে শহর থেকে গ্রামে বেশীরভাগ লোক বাস করেন এবং কোন শ্রেণীর লোক গ্রামে বাস করেন-কৃষক, খেতমজুর, জুমিয়া গরীব রিক্সা শ্রমিক, এই সমস্ত মানুষ গ্রামে বাস করেন। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বামফ্রণ্ট সরকার গত দশ বছরে এই ত্রিপুরাকে নতুন ত্রিপুরা গড়ার জন্য গ্রামের দিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করেছেন। বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার আগে গ্রামে ছিল একটা অগণতান্ত্রিক পঞ্চায়েত গ্রামের মাতব্বর যার গোষ্ঠী বড়, থানার দারোগার সঙ্গে খাতির আছে বড়লোক সে হতো গ্রামের প্রধান হাততোলা ভোটের মাধ্যমে। বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে প্রথমেই মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং গোপন ভোটের মাধ্যমে গ্রামে পঞ্চায়েত নির্বাচন করলেন। এবং আলাদা-ভাবে ত্রিপুরার পঞ্চায়েত আইন তৈরী করলেন। এবং এই পঞ্চায়েতের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেওয়া হলো। সেই পঞ্চায়েতকে বলা হতো গ্রামের সরকার। আর আজকে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার ফলে এই গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত গ্রামের সরকারকে ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে তাদের দালাল, টাউট' বাটপার এদের দিয়ে উন্নয়ন কমিটি গঠন করে আজকে গরীব মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছেন। তখন গোপন ভোটের মাধ্যমে ক্ষেত মজুর ও রিক্সা শ্রমিকরাও গ্রামের পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে একটি পঞ্চায়েত গঠন করে গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজ-কর্ম চালাতেন। বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে বা বর্তমানে এসবের একটি দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবেন? এই রিক্সাওয়ালা যখন প্রতিনিধি হয়ে পঞ্চায়েত প্রধান হতেন তখন এস, ডি, ও তাকে নমস্কার করতেন। গ্রামে কোনও কারনে পুলিশ ঢুকতে গেলে উনার পারমিশান নিতে হত। এই যে একটা অধিকার সেই অধিকারটা আজকে কোথায় গেল? বিগত ১০টি বৎসর বামফ্রণ্ট সরকার "লাল দালানে" বসে কাজ চালান নাই। কাজকর্ম হয়েছে সর্বত্র। আর আজকে কি হচ্ছে? অনাহার, অর্ধাহার, সন্তান বিক্রি এইসব হচ্ছে। চাউল দাবী করলে তার পরিবর্তে মিলে গুলি। মাননীয় নগেন্দ্র বাবুর নির্দেশে দামছড়াতে গর্ভবতী উপজাতি মহিলা মা ১ কেজি চাউল চাওয়ার ফলে উনাকে দেওয়া হলো বুকে এক ঝাঁক গুলি। এইসব হচ্ছে জোট সরকারের নিত্য দিনের ঘটনা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার আর সময় নেই।

শ্রীফয়জুর রহমান :— স্যার, আমাকে আর একটু সময় দিতে হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না, আর দেওয়া যেতে পারে না।

শ্রীফয়জুর রহমান :— স্যার, যদিও সংবিধানে স্বীকৃতি নাই, এই সংখ্যালঘুদেরকে

তপসিলী উপজাতি এবং তপসিলী জাতি যারা আছেন তাদের থেকেও পিছিয়ে পড়া মুসলমান মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য বিগত আমলে 'ওয়াকফ বোর্ড' থেকে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল হোষ্টেল করার জন্য, সেটা বর্তমান সরকার বাস্তবায়িত করছেন না। এইভাবে পরিকল্পনাগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে। যাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ শিক্ষা-দীক্ষায়, ব্যবসায় উন্নতি না করতে পারে। মাননীয় সুধীরবাবুর এই সরকার এগুলি করে চলছেন। এই বাজেটকে বিরোধিতা করে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯শে মার্চ এখানে ১৯৯০-৯১ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বাজেট এ ত্রিপুরার জনগনের আশার আলো এবং অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছে। ২৪ লক্ষ রাজ্যবাসীর স্বার্থে এই বাজেট করা হয়েছে। তাই আমি এটাকে সমর্থন করছি। আজকে এখানে বিরোধী দলে যারা আছেন তাঁরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না।

কারণ এই বাজেট বোমা, বন্দুক তৈরী করার জন্য ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হয় নাই। খুনীদের জন্য এই বাজেট বরাদ্দ ধরা হয় নাই। এই কারনে তাঁদের কাছে খারাপ লাগছে। আর মাননীয় বিরোধী সদস্যের একটা জিনিস আমরা দেখছি যে, উনাদের মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতিতে আছে যে, সমাজের দুর্বল অংশের মানুষের গায়ে বাতাস দেওয়া আর সাম্প্রদায়িকতার উপর বাতাস দেওয়া, এই দুইটি মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির ধর্ম। আমি উনাদের বলব যে আপনারা ষাট দশকের কাজলের মার গল্প বলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যকে মাত করার যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। এইবার সেই পুরানো কায়দায়, আশি দশকে আবারও নতুন ভাবে খাদ্য নাই বস্ত্র নাই, অভাব ছেলে বিক্রি হচ্ছে, নানা গাল গল্প বলে বলে ত্রিপুরাকে মাত করতে চাইছেন। কিন্তু হচ্ছে না। ঠিক সেই ভাবে আজকে আপনাদের আমি পরামর্শ দেব। আপনাদের যারা অভিভাবক যে রাশিয়া, সেই রাশিয়াতে এখন প্রজাতন্ত্র চাইছে কিন্তু প্রজাতন্ত্র কখন চাইছে? ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র হয়েছে ১৯৫০ সনে, আর রাশিয়াতে চাইছে ১৯৯০তে ৪০ বছর লেইট, ৪০ বছর ধরে যে কম্যুনিষ্ট পার্টি, সেই রবি ঠাকুরের বেলায়, নেতাজী সুভাষের বেলায়, সেই ভারতের সম্প্রতি গঠনতন্ত্রের বেলায় এবং আপনাদের এই ব্যাপারেও আমি অনুরোধ করতে চাই যে, গরীব সর্বহারা মানুষ, সর্বহারা মানুষের যে চিৎকার করেন সেই চিৎকারটা ছেড়ে দিয়ে সমস্ত অংশের মানুষের জন্য উপকারের স্বার্থে, সম্প্রতির স্বার্থে কথা বলেন তাহলে আরো বেশী গ্রহনীয় হবে। তা না হলে চিৎকার করে কোন লাভ হবে না। কেননা ত্রিপুরার মানুষ এখন জেনে গেছে, আপনারা এখন নতুন কায়দা নিন। আমরা দেখেছি মাননীয় বিরোধী দল নেতা উনি এখানে বসে টি, ইউ, জে, এসকে একটু সুরসুড়ি দিচ্ছিলেন। আমরা যদি দেখি এই জোট সরকারের প্রথম

পর্বে উনারা বলছেন এই সরকার ভেঙ্গে যাবে ভেঙ্গে যাবে। আবার বলছে কেন্দ্রের সরকারও নির্বাচনের পরে ভেঙ্গে যাবে। যখন কোনটাই হল না, তখন রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য সারা দেশ ঘুরে এসে নানা ভাবে বুঝাতে চেষ্টা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীকে। কিন্তু কোনমতেই যখন আর রাষ্ট্রপতি শাসন জারী করার কোন সুবিধা হল না।

আমরা বলতে পারি কোন পঞ্চায়েতে যদি কোন গরীব লোক কাজের জন্য যেত তখন তাকে দেখা হত তার গায়ে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির গন্ধ আছে কিনা, টি, ইউ, এসের গন্ধ আছে কিনা, কংগ্রেসের গন্ধ আছে কিনা। এই সব দেখে তারা কোন গরীব লোককে সাহায্য দেয় নি। যদি কেহ কংগ্রেসের মিছিলে যেত, টি. ইউ, জে এসের মিছিলে যেত, তাহলে তাকে কোন সাহায্য দেওয়া হত না। আগে মানুষ-কে বলা হত আই. আর, ডি, পি দেওয়া হবে কংগ্রেসীর বাড়ীতে গিয়ে হামলা কর। আই, আর, ডি, পি দেওয়া হত তাদেরকে যারা খুন করতে পারত। চাকুরীর নামে সন্ত্রাস না করলে সেট পাওয়া যাবে না। আজকে গ্রামে গঞ্জের মানুষ শান্তিতে ঘুরছে, জঙ্গলে যেতে পারছে, শহরে পাহাড়ীরা আসতে পারছে। এটা আপনাদের খারাপ লাগছে। কেননা দেশ অশান্তিতে না থাকলে যে কম্যুনিষ্টরা থাকতে পারে না। সেটা আপনারা ভালো ভাবে জানেন। দেশের মানুষও এখন সেটা ভালো ভাবে বুঝতে পারছে যে কংগ্রেসকে ধ্বংস করা যাবে শান্তির দ্বারা, কংগ্রেসকে ধ্বংস করা যাবে দেশের সুন্দর বাতাবরণের দ্বারা। আর কম্যুনিষ্ট ধ্বংস করা যাবে উন্নয়নের দ্বারা। সেই কারণেই জোট সরকারকে সন্ত্রাসের মোকাবেলা করতে হচ্ছে। যেটা আপনাদের খারাপ লাগছে। এখন বলছেন অস্ত্র হাতে নেওয়া হউক। উনাদের পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসার একটা পরিকল্পনা আছে। আমরা বিগত দিনে দেখেছিলাম, আপনারা মনে করেছিলেন যে, সেটা ৭৮ সাল, না ৭৮ নয় এটা ৯০ সাল, ভুলে যাচ্ছেন কেন। কাজেই আজকে যাদের উপর ভর করে আপনারা রাষ্ট্রপতি শাসন দাবী করতে চাইছেন। আমরা দেখেছি ১৯৮৮ সনের আগে ত্রিপুরা রাজ্যে যখন রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য বলা হত তখন আপনারা বলতেন ক্ষমতা নেই, আইন নেই, রাষ্ট্রপতি শাসন দিলে আমরা লড়াই করব- আমরা গনতান্ত্রিক প্রথায় আন্দোলন করব। আর এখন বাজারে বাজারে গিয়ে বলছেন রাষ্ট্রপতি শাসন জারী করতে হবে। কোথায় গেল আপনাদের আদর্শ, কোথায় গিয়ে এই আইন রচনা করা হচ্ছে। কাজেই আপনাদের স্বার্থে যেখানে যেখানে দরকার সেখানে সেই ভাবে আপনারা করছেন। আপনাদের মূল কোন আদর্শ নেই। অর্থাৎ গরীব দুর্বল অংশের মানুষের গায়ে সুড়সুড়ি দেওয়া আপনাদের আদর্শ। এইগুলিই আপনাদের ধর্ম। কাজেই এইগুলি বাদ দিয়ে আমাদের বাজেট দেখুন, কেন না এই বাজেট এমন ভাবে তৈরী করা আছে, দুই-তিন বছরের বাজেট আপনারা দেখেছেন। এই বাজেটের পুরো টাকা সরাসরি চলে যাচ্ছে জনগনের হাতে। এখানে পার্টি অফিস বানানোর জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা বাজেট নেই। এখানে অস্ত্র কেনার জন্য কোন বাজেট নেই, অস্ত্র হাতে নেওয়ার কথা বললেই মনে আসে উনারা অস্ত্র কোথায় মজুত রেখেছেন। আমরা জানি গোপন ভাবে আপনারা কিছু কিছু জিনিষ

করেছেন। কেননা আপনারা জানেন গনতান্ত্রিক প্রথায় ক্ষমতায় আসা যাবে না। আন্দোলন করতে হবে। কাজেই আজকে জনগনকে যে ভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। এই ভাবে জনগনকে বিভ্রান্ত না করে এই সরকারকে সহযোগিতা করুন। কেননা এই সরকার জনগনের স্বার্থ রক্ষার সরকার।

মাননীয় সদস্য বলেছেন গনতান্ত্রিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, পঞ্চায়েতের নামে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের নামে কোথায়ও ৩০ জন দিয়ে একজন মেম্বার, কোথায়ও ১০০ জন দিয়ে একজন মেম্বার।

আজকে সেই কারণেই এই জোট সরকার সন্ত্রাসের মোকাবিলা না করে আপনাদের প্ররোচনায় প্ররোচিত না হয়ে উন্নয়নের দিকে গিয়েছে, শান্তির দিকে গিযেছে, যেটা আপনাদের কাছে স্বভাবতঃ খারাপ লাগছে। কারণ, আপনাদের একটি অংকও মিলছে না। আপনারা এখনও মনে করেন যে, কিছু-দিনের মধ্যেই আবার আপনারা মন্ত্রীত্বে ফিরে আসবেন এবং আপনারা নিজেরাই এখনও মন্ত্রী আছেন বলে অনেকেই ভাব দেখান, তা দেখিয়ে যদি আপনারা আপনাদের মনের তৃপ্তি পান, তাহলে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কাজেই, আপনারা মানুষকে যে ভাবে বিভ্রান্ত করেন, আমরা দেখছি যে আপ-নারা বিলোনীয়ার বিভিন্ন জায়গাতে গত ২৩ মাসে গনতান্ত্রিক আন্দোলনের আমাদের যেসব কর্মী তারা আপনাদের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির মদতে একমাত্র বিলোনীয়াতেই আমাদের ১৩ জন কংগ্রেস সমর্থক খুব হয়েছেন। পার্টি অফিস, বিভিন্ন অগ্নি সংযোগ বাজার অথবা স্কুল ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছে ১২টি, বাজার পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ৭টি এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক অংশের মানুষ বিশেষ করে যারা মহিলা, যারা আপনাদের ডি, ওয়াই, এফ, এস এফ, আই এবং সি, পি, এম কর্মীদের সঙ্গে জড়িত রয়েছে, এই রকম ১০টি ধর্ষনের ঘটনা ঘটেছে। এই যদি হয়, তাহলে এগুলি কিসের লক্ষণ? আজকে যদি আপনারা বিলোনীয়া মহকুমার উন্নতির জন্য মিছিল করতেন বা আন্দোলন করতেন, তাহলে আমাদের কোন আপত্তি ছিল না অথবা এ মহকুমার যে সব বেকার রয়েছে তাদের চাকুরীর দাবীতে আন্দোলন করতেন, তাহলে আমাদের কোন আপত্তি ছিল না। আপনারা সেই সব কিছু না করে, এখন বলছেন যে এই আমলে গ্রামকে কি দেওয়া হল? স্যার, আমার মহকুমাতে ...

একটা গ্রাম পঞ্চায়েত আছে, যেটাতে বামফ্রন্টের আমলের ১০ বছরের মধ্যে মাত্র ৩০ জনকে আই, আর, ডি, পি দেওয়া হয়েছে। আর, আজকে আমাদের এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই গ্রাম পঞ্চায়েতে এমন একটি পরিবার নাই যে, আই, আর, ডি. পির দাবী করতে পারে অথবা বলতে পারে যে এই জোট সরকার আমাকে আই, আর, ডি, পির থেকে বঞ্চিত করেছে। সেই পঞ্চায়েতে ... .দিয়েছি ১৫০টির মত, আই আর, ডি, পি, দিয়েছি ৬০টির মত। কাজেই, এই গরীব অংশের মানুষের কাছে সাহায্য পৌঁছে দিয়ে আমরা তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্ত করেছি। বামফ্রন্টের আমলে দেখা হত তাদের পার্টির কতটুকু ডেভেলাপ হয়েছে, আর আমাদের জোট সরকারের আমলে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামের এই সব গরীব অংশের মানুষের অবস্থার কতটুকু উন্নতি হয়েছে, আজ, সেই

দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বাজেটে বিভিন্ন খাতে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তারপর উনারা অভি-যোগ করেছেন যে ভিক্টিমাইজড্ যাদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে এস, সি, এবং এস, টির কাউকে চাকুরী দেওয়া হয় নি। আমি জানি না, উনারা সব খবরাখবর নিয়ে একথা বলছেন কিনা। তবে আমি উনাদের অবগতির জন্য বলব যে ভিক্টিমাইজড্ কমিটির কাছে যে পরিমাণ দরখাস্ত এসেছে, তার মধ্যে কোন এস, টি, অথবা এস, সির বয়সউত্তীর্ণ কেউ ছিল না। তার কারণ, জেনা-রেলদের বয়সোত্তীর্ণের বয়স হল ৩৫ বছর, কিন্তু এস, টি, এবং এস, সির, ক্ষেত্রে সেটা হল ৪০ বছর। তবে, এখন আরও কেইস রয়েছে যেগুলির পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে সেগুলি আমরা এখন দেখছি। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই বাজেটকে সম্পুর্ণভাবে সমর্থন করছি, অন্য দিকে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের অনুরোধ করব যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের স্বার্থে আপনারাও এই বাজেটকে সমর্থন করবেন।

শ্রীবিল্লাল মিঞা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৯৯০-৯১ সালের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয়, এই হাউসে যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার ১৯৯০-৯১ সালের জন্য আমাদের রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় যোজনা পর্ষদের নিকট মোট ২৯১ কোটি টাকা চেয়েছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় যোজনা পর্ষদ আমাদের সেই জায়গাতে মাত্র দিয়েছেন ২০০ কোটি টাকার মত। এই ২০০ কোটি টাকাকে আবার বিভিন্ন দপ্তর ভিত্তিক বিভিন্ন খাতে ভাগ করা হয়েছে, কোটি টাকার হিসাবে কৃষি সেক্টারে এনিমেল হাজবেণ্ডারী ফিসারী, হর্টিকালচার এগুলি মিলিয়ে ধরা হয়েছে ৪১.১৩ পার্সেণ্ট। এর মধ্যে শুধু কৃষি দপ্তরের জন্য ধরা হয়েছে ২০.৫৭ শতাংশ এবং কর্মসূচীর জন্য ধরা হয়েছে ১৫.৫৮ শতাংশ যা শতকরা হিসাবে ৭.২৯ শতাংশ। আর গ্রামীন বিভিন্ন খাতে ভাগ করে এই বাজেটটা এখানে পেশ করা হয়েছে শতকরা হিসাবে ২০.৫৭ গ্রামীন উন্নয়ন, তারপরে করা হয়েছে ১৫.৭৮, শতকরা হিসাবে ৭.৭৯। এই ভাবে ভাগ করে এই বাজেট পেশ করা হয়েছে। এইখানে যোজনা পরিষদের যে গাইডলাইন সেই গাইড-লাইন অনুসারেই কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র জলসেচ উনাদের সেখানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিশেষ করে কৃষিতে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

আমি ভেবেছিলাম উনি একজন অভিজ্ঞ, দশ বছর প্রশাসনে কাজ করেছেন। যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে হতাশ হয়েছি। আজকে ২১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হলে রাজ্যের সমস্যার সমাধান দ্রুত গতিতে হতো। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ কমিয়ে ত্রিপুরার মানুষকে বঞ্চিত করেছে। সেগুলি আলোচনা করার দরকার ছিল। কেন্দ্র যে এই বৈষম্যমূলক ব্যবহার করেছে সেটার বিরুদ্ধে মাননীয় বিরোধী দলের সেটা কিছুই বলেননি। রাজীব গান্ধী ৭ম যোজনায় ত্রিপুরার জন্য অনেক বেশী টাকা বরাদ্দ করেছিলেন কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই ছোট ত্রিপুরা রাজ্যকে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল করার জন্য চেষ্টা করছে। কৃষি ক্ষেত্রে ত্রিপুরার কৃষি বিজ্ঞানীরা বলছেন যে ১০০

দিনের মধ্যে কসল কৃষকদের হাতে তুলে দেবেন। ত্রিপুরার ২৫ হাজার হেকটর জমিতে ফসলের আওতায় আনা হবে। এখন কৃষি বিজ্ঞানীরা ত্রিপুরাতে ৫ কে. জি ওজনের আলু উৎপাদনের পরিকল্পনা নিয়েছেন। সেটা আপনারা আমাদের কৃষি ফার্মে দেখতে পারবেন। বামফ্রন্ট সরকার গত দশ বছর উপজাতি সম্পর্কে বড় বড় কথা বলেছেন কিন্তু বাস্তবে কিছুই করেননি। উনারা শুধু জুমিয়া ছাড়া আর কোন কথা বলেন না। উপজাতিদের জন্য যে সব উন্নয়নমূলক কাজ করতে হবে সেটা উনারা করেন নাই। আজকে আমরা সব্জী উৎপাদানের মধ্য দিয়ে, কৃষি পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তাদের উন্নতি করার চেষ্টা করছি। শুধু তাই নয়, এছাড়া আরো অনেক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। স্যার, এখানে পশু পালন দপ্তরের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয়, গত ১০ বছরের রাজত্বে বামফ্রন্ট পশুপালন দপ্তরের জন্য কিছুই করেন নাই। এ তথ্য আমার কাছে আছে। কোন প্রকল্পই রূপায়িত হয়নি। কোন প্রজেকট কার্যাকরী হয়নি। আমরা যখন মন্ত্রিসভার শপথ নিয়ে সরকারে আসি তখন দেখি, সেখানে ভাড়া বাড়ীতে পশুপালন দপ্তরগুলি চলছে। আজকে এখানে ১৪ লাখ টাকা রাখা হয়েছে এই দপ্তরকে পুনর্বিন্যাস করার জন্য। পশু চিকিৎসালয় কি বামফ্রন্টের আমলে এক আর্থিক বছরে এক সঙ্গে ৬টি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল? না হয়নি। কিন্তু এই জোট সরকার নিয়েছেন। একসঙ্গে ৬টি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আজকে ব্রয়লার চাষ করে বহু বেকার যুবক জীবিকা নির্বাহ করছেন কৃত্রিম উপায়ে ব্রয়লার তৈরী করে তার মাংস বিক্রী করা হচ্ছে। এর জন্য পোলট্রি কর্পোরেশন বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়েছে। স্যার, জুনের দাঙ্গার নাম দিয়ে ধর্মনগর থেকে আর গরু এসে আগরতলায় পৌঁছেনি। পথেই মারা গেছে। এরকম বহু কীর্তি তাঁদের জানা যাচ্ছে। এখন বলব না! নির্বাচনের প্রাক্ মূহুর্তে কি করেছিলেন তার তথ্যও আমাদের কাছে আছে। কিন্তু এখন বলব না। সময়ের অভাবই শুধু মাত্র নয় সময়োপযোগী ব্যাপারও আছে। যখন সময় হবে তখনই বলব। স্যার, মেডিসিন প্রয়োগ করার নাম দিয়ে কি করেছিলেন উনারা তা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি? পরীক্ষা নিরীক্ষা না করেই মেডিসিন প্রয়োগ করা হয়েছে। গুদামে প্রচুর অকেজো ঔষধ রয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার। সময় শেষ।

শ্রীবিল্লাল মিঞা (রাষ্ট্র মন্ত্রী):— আমাকে আর দু' মিনিট সময় দিন।

মিঃ স্পীকার :— এখন ৫টা বেজে গেছে। আপনি কাল আপনার অসমাপ্ত ভাষণ শেষ করবেন এই সভা আগামী মঙ্গলবার, ২৭শে মার্চ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যান্ত মূলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No.—21.

Name of the member— Sri Amal Mallik.

প্রশ্ন	উত্তর
১। রতনপুর (বগাফা ব্লক) এল আই স্কীম-এর কমাণ্ড এরিয়া কতদূর।	১। ২০ (বিশ) হেক্টর।
২। বর্তমানে ঐ সেচের দ্বারা কতদূর জমিতে সেচের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে— এবং	২। বর্তমানে এই প্রকল্পের দ্বারা ১২ (বার) হেক্টর জমিতে সেচের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।
৩। বাকী জমিতে সেচের সুযোগ পৌঁছিয়ে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছে কিনা?	৩। বাকী জমিতে পাইপ লাইন বর্ধিত করে সেচের সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

Admitted Starred Question No.—22

Name of the Member— Sri Amal Mallik.

প্রশ্ন	উত্তর
১। বিলোনীয়ার আই,সি, নগর এ (কদমতলা) পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের মাধ্যমে লাইন বসানোর কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে,	১। ৯·০৬ কিঃ মিঃ পাইপ লাইন বসানোব কাজ শেষ হয়েছে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রকল্পের প্রায় ৮৫ শতাংশ।
২। ঐ প্রকল্পের দ্বারা ঐ এলাকায় কি পরিমাণ জায়গা এবং কতটি বাড়ীতে পানীয় জলের অভাব মিটানো সম্ভব হয়েছে,	২। এই প্রকল্পে ৯·০৬ কিঃ মিঃ পাইপ লাইন বসানোর কাজ হয়েছে এবং প্রায় ২০০০ জনসাধারণ ষ্ট্রীট হাইড্রেনের মাধ্যমে উপকৃত হবেন। তবে বাড়ী বাড়ী পানীয় জল সরবরাহ সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা গৃহীত হয় নি।
৩। উক্ত এলাকার জনস্বার্থে ঐ প্রকল্পের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহের লাইন বাড়ানোর জন্য আরও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা?	৩। হ্যাঁ, অবশিষ্ট ১৫ শতাংশ লাইন শীঘ্রই বসানোর চেষ্টা চলছে।

Admitted Starred Question No.—33

Name of Member :— Shri Badal Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the power Departman be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৯০ ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ সরববাহ বাবদ কত টাকা বকেয়া বিল আদায় করা সম্ভব হয়নি ?

২। এর মধ্যে সরকারী ও আধা সরকারী দপ্তরগুলিতে কত টাকা বকেয়া পরে আছে ?

৩। ইহা কি সত্যি, বকেয়া বিল আদায় করতে পারছেন না বলে সরকার বিদ্যুতের মাশুল দ্বিগুন বারিয়েছেন, এবং

৪। বিভিন্ন জায়গায় বেআইনীভাবে যে সমস্ত বিদ্যুৎ চুবি হচ্ছে এই ব্যাপারে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করছেন ?

উত্তর

১। ১৯৯০ সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ সরববাহ বাবদ ১ কোটি টাকার মত সরবরাহ বিল আদায় করা সম্ভব হয় নাই।

২। এর মধ্যে সরকারী দপ্তবগুলিতে ৬০ লক্ষ টাকার মধ্যে ও আধা সরকারী অফিসগুলিতে ২৫ লক্ষ টাকার মত বকেয়া পরে আছে।

৩। ইহা সত্য নহে।

৪। বে-আইনীভাবে বিদ্যুৎ চুরি বন্ধের লক্ষে বিদ্যুৎ দপ্তর নানাবিধ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, যেমন :—

১। আকস্মিক অভিজান

২। পুলিশি এফ, আই, আব,

৩। পিলফার প্রুফ্ মিটার বক্স লাগান।

৪। মিটার সিলিং

Admited Starred Question No.—99

Name of the Member :— Shri Gopal Ch. Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Deprtment be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি গ্রামে এখনও বিদ্যুতায়িত করা সম্ভব হয়নি, এবং

২। অসম্পূর্ণ বিদ্যুতায়িত গ্রামগুলিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিদ্যুতের লাইন সম্প্রসারনেব কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

৩। থাকলে ৯০-৯১ সনে এরূপ কয়টি গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা আছে তার বিবরণ ?

উত্তর

১। কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা অনুসারে এখনও ২১০৪ টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভব হয় নাই।

২। যে সকল গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভব হয়নি সে সকল গ্রামে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিদ্যুৎ পৌঁছানোর পরিকল্পনা সরকারের আছে।

৩। ১৯৯০-৯১ ইং সনে ২০০টি নতুন গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর পরিকল্পনা সরকারের আছে।

বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। সাধারণ গ্রাম— ৪৮টি
২। উপজাতি অধোষিত গ্রাম— ১২৫টি
৩। তপসীলিভূক্ত গ্রাম— ২৭টি

মোট ২০০টি

Admitted Starred Question No—123

Name of M.L.A. Sri Dinesh Ded Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

১) প্রশ্ন :— কমলপুর বিভাগে কোন কোন রাস্তা পি, ডব্লু, ডি, এর অন্তর্ভূক্ত করে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে সোলিং, ব্ল্যাক টপিং, কর্পেটিং করার ব্যবস্থা গ্রহন করা সত্বেও এখনো ঐ কাজগুলি সম্পন্ন হয় নাই।

১) উত্তর :— বিশেষ কোন রাস্তার নাম উল্লেখ না করিলে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No.—125

Name of M. L. A.— Sri Dinesh Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased state :—

প্রশ্ন

১। মানিক ভাণ্ডার হইতে খোয়াই এবং মানিক ভাণ্ডার ফটিকরায় পর্য্যন্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ কি কারণে কত দিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে ?

উত্তর

১। ক) মানিক ভাণ্ডার হইতে ফটিকরায় রাস্তার কাজ বন্ধ হয় নাই। এই রাস্তার কাজ শেষ

হওয়ার পথে এবং গাড়ী চলাচল করার উপযুক্ত। এই রাস্তাটি এন্, ই, সি, স্কীমের অন্তর্ভূক্ত।

খ) মানিক ভাণ্ডার হইতে খোয়াই রাস্তাটির মানিক ভাণ্ডার হইতে তিরিভাংছড়ার নিকট পর্য্যন্ত, মানিক ভাণ্ডার হইতে চেবরী এই এন, ই, সি, স্কীমের অন্তর্ভূক্ত। তিরিভাং ছড়া হইতে লেংটিবাড়ী হইয়া খোয়াই পর্যান্ত একটি পৃথক রাস্তা আছে। এই রাস্তার তিরিভাং ছড়া হইতে লেংটিবাড়ী অংশের মেটেলিং ও কার্পেটিং এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়। ৮ কিঃ মিঃ দীর্ঘ এই রাস্তার ৩ কিঃ মিঃ অংশের মেটেলিং ও কার্পেটিং এর জন্য ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে অনুমোদন পাওয়া যায়। এবং ঐ কাজও শেষ হয়েছে। এই রাস্তার বাকী অংশে মেটেলিং ও কার্পেটির এর জন্য ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বর্ষে আর্থিক মঞ্জুর চাওয়া হয়েছিল। এই কাজের জন্য বর্তমান আর্থিক বর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে কেন্দ্রীয় সকারের হইতে কোন মঞ্জুরী না পাওয়ায় বাকী অংশের কাজ এপ্রিল ১৯৮৯ হইতে বন্ধ আছে।

২। প্রশ্ন :— উক্ত রাস্তাগুলি নির্মাণের কাজ পুনরায় কবে আরম্ভ করা হবে এবং কবে নাগাদ তাহা শেষ করে গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত করা হবে বলে আশা করা যায়।

২। উত্তর :— মানিক ভাণ্ডার হইতে ফটিকরায় রাস্তাটি ইতিমধ্যে গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত। ইতিমধ্যে পাকা সেতু নির্মানের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। মানিক ভাণ্ডার হইতে খোয়াই রাস্তার বাকী অংশের কাজ কেন্দ্রীয় সরকার হইতে আর্থিক অনুমোদন পাওয়া গেলেই হাতে নেওয়া হইবে।

৩। প্রশ্ন :— মানিক ভাণ্ডার হইতে ফটিকরায় রাস্তাটি নির্মাণের ব্যাপারে কোন প্রকার দরপত্র (টেণ্ডার) আহ্বান করা হয়েছে কিনা ?

৩। উত্তর :— বর্তমানে কোন দরপত্র আহ্বান করা হয় নাই।

৪। প্রশ্ন :— যদি আহ্বান করা হয়ে থাকে তবে তাহা বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

৪। উত্তর :— ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No.—137

Name of the Member :— Shri Dhirendra Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Political Departman be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকারের আমল ১৯৮০ ইং সালে জুনের দাঙ্গায় যে সকল পরিবারের বাড়ীঘর পুড়ে গিয়েছিল ঐ সকল পরিবারের কতজন নাগরিক কার্ড পাওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন এবং কত জনকে এখন পর্য্যন্ত নাগরিক কার্ড দেওয়া হয়েছে।

২। তহশীলদারের রিপোর্ট অনুযায়ী তাহাদের নাগরিক কার্ড দেওয়া হবে কি ?

৩। যদি না দেওয়া হয় তবে তার কারণ।

GOVERNMENT OF TRIPURA
POLITICAL DEPARTMENT

উত্তর

Name of the Hon'ble Minister-in-charge of the Political Department :—
Shri Sudhir Ranjan Majumder. Chief Minister.

১। ১৯৮০ সনের দাঙ্গায় যে সকল পরিবারের বাড়ীঘর পুড়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে কতজন নাগরিক কার্ডের প্রতিলিপি অথবা নূতন কার্ড পাওয়ার আবেদন করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে কতজন কার্ড পেয়েছেন তাহার কোন আলাদা হিসাব রাখা হয় নাই।

২। ও ৩। নাগরিকত্ব আইনের বিধান অনুযায়ী কেবলমাত্র তহশীলদারের রিপোর্টের ভিত্তিতে নাগরিক কার্ড দেওয়া যায় না।

Admitted Starred Quetion No.—143

Name of M.L.A.—Shri Diba Chandra Hrankhawl.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Deptt. be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারীদের ১১ শতাংশ মহার্ঘভাতা পাওনা হয়েছে এবং যার ফলে গত কুড়ি মাসে সাধারণ কর্মচারীরা গড়ে প্রতি মাসে দুই শত কুড়ি টাকা কম পাচ্ছেন।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে উক্ত বকেয়া মহার্ঘভাতা সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত কি ?

Minister-in-charge of the Finance Department—Chief Minister.

ANSWER

ইহা যদিও সত্যি, যে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় মহার্ঘভাতা অপেক্ষা ১১ শতাংশ কম পাচ্ছেন। রাজ্য সরকার চেষ্টা করছেন যত শীঘ্র সম্ভব এই ব্যবধান ধাপে ধাপে যাতে দূর করা যায়।

Admitted Starred Question No.—209

Name of Member :—Shri Bidya Cnandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge Finance Deptt. be please to state :—

QUESTION

১। চলতি অর্থ বছরের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত রাজ্য সরকার বাজারে বিভিন্ন ঋণ-পত্র বা বণ্ড বিক্রি করে মোট কত টাকা সংগ্রহ করেছেন।

২। ঐ সব অর্থ সংগ্রহের জন্য সরকারের কোন্ কোন্ সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং

৩। ঐ সংগৃহীত টাকা সরকার কোন্ কোন্ বিষয়ে কাজে লাগিয়েছেন বা ব্যয় করেছেন ?

ANSW_R

(Replied by the Chief Minister)

১। চলতি অর্থ বছরের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্য সরকার ঋণ-পত্র বিক্রী করে মোট ১২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছে।

২। রাজ্য সরকারের কোন সংস্থা নয়, অর্থ দপ্তর এই দায়িত্বে আছে।

৩। রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে এই অর্থ ব্যয় হয়।

Admitted Starred Question No.—210

Name of the Member :— Shri Sushil Kr. Chakma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Departman be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকা খেদাছড়া ও মনাছড়াতে বিজলী বাতি দেওয়ার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি, এবং

২। থাকিলে কবে নাগাদ কার্য্যকর গ্রহণ করা হইবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকায় খেদাছড়া ও মনাছড়াতে বর্ত্তমান আর্থিক বছর (১৯৮৯-৯০) ও আগামী আর্থিক বছরে (১৯৯০-৯১) বিজলী বাতি দেওয়ার কোন পরিকল্পনা বিদ্যুৎ দপ্তরের হাতে নাই।

২। উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য নহে।

Admitted Starred Question No.—212

Name of M. L. A. :—Shri Sushil Kumar Chakma

Will the Hon'ble Minister-in-charge be please to state :—

১) প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য যে দামছড়া হইতে খেদাছড়া পর্য্যন্ত পি, ডব্লিউ, ডি, রাস্তাটির কাজ এখনো শেষ হয় নাই।

১) উত্তর :— হাঁা।

২) প্রশ্ন :— সত্য হইলে উক্ত রাস্তাটির কাজ তরান্বিত করার জন্য কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এবং কবে নাগাদ শেষ হইবে বলে আশা করা যায়।

২) উত্তর :— রাস্তাটির মাটি কাটার কাজ শেষ হওয়ার পথে। সোলিং, মেটালিং, কার্পেটিং সহ সম্পূর্ণ কাজ ১৯৯২-৯৩ ইং সন নাগাদ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No—218

Name of M.L.A. Sri Rashiram Ded Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বর্ষে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্য সরকার বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট কত টাকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আদায় করেছেন,

২। ঐ করের মোট কত অংশ ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রাপ্য ?

ANSWER

Minister in-Charge of the Finance Department (Shri S.R. Majumder) chief Minister.

১) এবং ২) তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No.—223

Name of Members—1. Shri Anil Sarkar 2. Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Deptt. be pleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৮৮-৮৯ ইং অর্থ বর্ষে রাজ্যে ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে মোট কত টাকা সংগৃহীত হয়েছিল।

২। ঐ সংগৃহীত অর্থ কিভাবে ব্যায় করা হয়েছে বা কোন কোন কাজে লাগানো হয়েছে ?

ANSWER

১। ১৯৮৮-৮৯ ইং অর্থ বর্ষে রাজ্যে স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে নীট কুড়ি কোটি আটত্রিশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল।

২। এই সংগৃহীত অর্থ হইতে প্রাপ্ত দীর্ঘমেয়াদী ঋন রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজে লাগানো হয়েছে।

Admitted Starred Question No.—239

Name of M. L. A.— Sri Sunil Kr. Chowdhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

১) প্রশ্ন :— বর্ডার এরিয়া প্রোজেকট-এর জন্য বর্ত্তমান আর্থিক বছরে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তার মধ্যে এখন পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ করা হয়েছে।

১) উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন।

২) প্রশ্ন :— বৈষ্ণবপুর থেকে (ঘোরাকাপ্পা পর্য্যন্ত (সাব্রুম) রাস্তার জন্য কত টাকা খরচ করা হয়েছে এবং উক্ত রাস্তা কবে পর্য্যন্ত গাড়ী চলাচলের উপযোগী করা যাবে এবং,

২) উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন।

৩) প্রশ্ন :— সরকার কি ধরণের রাস্তা নির্মান করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন,

৩) উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No.—258

Name of M. L. As.—Sri Sunil Kr. Chowdhury, Shri Badal Chowdhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সাব্রুম মহকুমার মনু বনকুল থেকে ঘোড়াকাপ্পা রোডের কাজের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, তন্মধ্যে কত টাকা খরচ হয়েছে।

২। ইহা কি সত্য যে উপরিউক্ত বরাদ্দ বর্তমান সরকার পুনবিবেচনা করে বৃদ্ধি করেছেন,

৩। সত্য হলে কি কি কারণে উক্ত বরাদ্দ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে এবং

৪। কোন কনট্রাক্টর উক্ত কাজটি পরিচালনা করেছেন ?

উত্তর

১। সাব্রুম মহকুমার মনু বনকুল থেকে ঘোড়াকাপ্পা রাস্তার জন্য ২৭,৫৯,০০০ টাকার ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছিল। এখন পর্যন্ত এই কাজের জন্য খরচ হয়েছে ২৭,৯১৫৬০ টাকা।

২। না। বরাদ্দ এখনও বৃদ্ধি করা হয় নাই।

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৪। উক্ত কাজের ঠিকাদারের নাম শ্রীপরিমল চন্দ্র নন্দী।

Admitted Starred Question No,—267

Name of the Member :— Shri Sunil Kr. Chowdhury

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার থাকা কালে পানীয় জলের কতটি ডিপটিউবওয়েল খনন করা হয়েছিল এবং তারমধ্যে কতটি থেকে পানীয় জল সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছিল ?

২। সারা রাজ্যে জোট সরকার আসার পর পানীয় জলের জন্য নূতন কতটি ডিপটিউবওয়েল খনন করা হয়েছে এবং তারমধ্যে কতটি থেকে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে ?

৩। অবশিষ্ট ডিপটিউবওয়েল থেকে জল সরবরাহ জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। ঐ

৩। ঐ

Admitted Starred Question No.—270

Name of the Member :—Shri Brajamohan Jamatia

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া মহকুমার কলসী বাজারের কাছে মুহুরী নদীতে সেচের জন্য বাঁধ তৈরী করার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ কার্যকরী করা হবে ?

উত্তর

১। আপাততঃ নাই।

২। ১ নং প্রশ্নোত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-Starred Question No—10

Name of M.L.As. :—Sri Gouri Sankar Reang, Sri Samar Chowdhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public works Department be pleased to state :—

১) প্রশ্ন :— ১৯৮৮-১৯৮৯ এবং ১৯৮৯-১৯৯০ ইং আর্থিক বৎসরে ফর্ম ১১-তে দপ্তরের কোন কোন অফিস থেকে কত সংখ্যায় কত টাকার ঠিকাদারী কাজ বেকার যুবকদের দেওয়া হয়েছে, (অফিস ভিত্তিক নাম ও ঠিকানা সহ ব্লক ভিত্তিক এস, টি, এস, সি, জেনারেল কেটাগরি ওয়াইজ হিসাব)

১) উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন।

২) প্রশ্ন :— আগামী আর্থিক বৎসরে (১৯৯০-৯১) ফর্ম ১১ এর মাধ্যমে কতজন বেকার যুবককে ঠিকাদারী কাজের সুযোগ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ? (ব্লক ভিত্তিক এস, টি, এস, সি, ইত্যাদি কেটাগরি ওয়াইজ হিসাব)

২) উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-Starred Question No.—13

Name of the Member :—Shri Samar Chowdhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Political Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ১৯৮৮ এবং ১৯৮৯ বৎসরে উত্তর জেলা, দক্ষিণ জেলা এবং পশ্চিম জেলায় মোট কত সংখ্যক আবেদনকারীকে ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপ (By Birth এবং By Registration পৃথক পৃথক) দেওয়া হয়েছে।

২। এই সিটিজেনশিপ্ মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে কি কি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছিল।

৩। কতজন প্রার্থীর সিটিজেনশিপ্ অগ্রাহ্য করা হয়েছে ?

৪। ১৯৯০ ইং বৎসরের জানুয়ারী শেষে কোন জেলায় কত সংখ্যক প্রার্থীর আবেদন বিবেচনাধীন রয়েছে ?

উত্তর

১।

	১৯৮৮ ইং		১৯৮৯ ইং	
	By Birth	By Reg.	By Birth	By Reg.
পশ্চিম জেলা	২১,০৯৯—	Nil	১৩,১৮২	Nil
দক্ষিণ জেলা	৯,৮৬৬—	Nil	১০,৮৮৬	Nil
উত্তর জেলা	৫,৯০৭—	Nil	৯,১৮৬	Nil

২। ৩১শে মার্চ, ১৯৮৬ ইং পর্য্যন্ত নাগরিক কার্ড By Registration দেওয়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট জেলা ও মহকুমা শাসক অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ১লা এপ্রিল, ১৯৮৬ ইং হইতে ভারত সরকার এই ক্ষমতা স্বহস্তে নিয়ে নিয়েছেন। জন্মসূত্রে নাগরিক কার্ড প্রদানের ক্ষমতা অবশ্য সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকের এখনও আছে।

জন্মসূত্রে নাগরিক কার্ড প্রদানের জন্য প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়েছিল :—

ক) জন্মের নিদর্শনপত্র ;

খ) পিতা অথবা মাতার নাগরিকপত্র ;

গ) বিদ্যালয় পরিত্যাগের নিদর্শনপত্র ; অথবা
পঞ্চায়েত রেজিষ্টারে প্রার্থীর নাম অন্তর্ভূক্ত আছে সংশ্লিষ্ট গাঁও প্রধানের এমন সার্টিফিকেট।

৩। ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ ইং সনে মোট ২,৪৬৭ জনের আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়েছে। জেলা ভিত্তিক সংখ্যা নীচে দেওয়া হইল :—

ক) পশ্চিম জেলা— ৩৪১

খ) দক্ষিণ জেলা— ৯৬

গ) উত্তর জেলা— ২,০৩০

২,৪৬৭

৪। ১৯৯০ ইং সনের জানুয়ারী পর্যান্ত বিবেচনাধীন আবেদনপত্রের জেলা ভিত্তিক সংখ্যার হিসাব নিম্নরূপ :—

ক) পশ্চিম জেলা— ২, ৪০০টি
খ) দক্ষিণ জেলা— ৪, ২৫২টি
গ) উত্তর জেলা— ৫, ১৩৭টি

১১, ৭৮৯টি

Admitted Un-Starred Question No.—14

Name of the Members :—Shri Samar Chowdhury
Shri Badal Chowdhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Political Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৮ এবং ১৯৮৯ বৎসরে রাজ্যের কোন থানা অঞ্চলে কত সংখ্যক বিদেশী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২। এই সকল বিদেশী নাগরিকদের কত জনের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ?

উত্তর

Name of the Minister :—Shri Sudhir Ranjan Majumder, Chief Minister

১। ১৯৮৮ এবং ১৯৮৯ ইং সনে রাজ্যের বিভিন্ন থানা অঞ্চলে মোট ৬,৬৭২ জনকে বাংলাদেশী নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। থানা ভিত্তিক সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল :—

থানার নাম	১৯৮৮ ইং—	১৯৮৯ ইং
১) পশ্চিম আগরতলা	৭২৭—	১,৬৯৭
২। সিধাই	৫৫৩--	৯০৭
৩। বিশালগড়	৩৮৮—	২৪৪
৪। সোনামুড়া	৪০০—	২০৮
৫। খোয়াই	১০৪—	১৯৩
৬। কলমছড়া	৮৫—	২০৯
৭। টাকারজলা	—	১
৮। আমতলী	১৪ —	৩৭
৯। পূর্ব আগরতলা	১৯—	২৪
১০। মেলাঘর	—	৩

থানার নাম	১৯৮৮ ইং	১৯৮৯ ইং
১১। এয়ারপোর্ট	৪৭	২৭
১২। যাত্রাপুর	—	৩৭
১৩। কৈলাশহর	৩১	১১২
১৪। ধর্ম্মনগর	১০৮	১৯৯
১৫। চোরাইবাড়ী	৪	৯
১৬। কমলপুর	৪৭	৮০
১৭। ছামনু	১	—
১৮। আমবাসা	১	৩
১৯। ভাংমুন	—	১১
২০। দামছড়া	—	২
২১। ফটিকরায়	—	২
২২। বিলোনীয়া	—	১৩
২৩। পুরাণ রাজবাড়ী	১৩	৪৯
২৪। রাধাকিশোরপুর	৪	—
২৫। নূতন বাজার	—	২
২৬। মনুবাজার	—	২
২৭। সাব্রুম	৩	১৪
২৮। বীরগঞ্জ	—	৮
	২৫৭৯	৪০৯৩

২। উপরোক্ত ৬,৬৭২ জন চিহ্নিত বাংলাদেশী নাগরিককে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মারফত বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে।

Admitted Untarred Question No.—42

Name of Members—1. Shri Matilal Sarkar 3. Shri Samar Chowdhury
2. Shri Khagendra Jamatia 4. Shri Anil Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বছরের জন্য যোজনা খাতে এবং যোজনা বহির্ভূত খাতে রাজ্য সরকারের আর্থিক বরাদ্দ কত ছিল। (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

২। ১৯৮৯-৯০ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত কোন কোন দপ্তরের যোজনা খাতের কী পরিমাণ অর্থ ভিন্ন খাতে অথবা ভিন্ন দপ্তরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

৩। এই স্থানান্তরের জন্য অর্থ দপ্তরের অনুমোদন নেওয়া হয়েছিল কি ?

Replied by the Chief Minister)

Date of reply—26-3-90

উত্তর

১। ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বছরে পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে দপ্তর ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ এরূপ :— (Annexure—A)

২। ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বছরে পরিকল্পনা খাতে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ এরূপ :— (Annexure—B)

৩। না। অর্থ দপ্তরের অনুমোদন দরকার হয় না।

ANNEXURE "A"

B. E. 1989—90 (Rs. in lakhs)

Sl. No.	Name of the Departments	Plan	Non-Plan
1.	Parliamentary Affairs	—	115.06
2.	Governor's Secretariat	—	24.11
3.	Law Department	2.00	411.17
4.	Revenue Department	190.43	1006.31
5.	Administrative Reforms Deptt.	—	18.15
6.	Appointment & Services Deptt.	—	31.81
7.	Secretariate Administration Deptt.	—	366.94
8.	Statistical Department	25.00	75.27
9.	Home (Police) Department	25.00	4134.06
10.	Transport Department	172.00	20.78
11.	Co-operative Department	495.00	107.64
12.	Public Works Department	2932 10	3795.99

B. E. 1989—90 (Rs. in lakhs)

Sl. No.	Name of the Departments	Plan	Non-Plan
13.	Power Department	2065.00	2029.42
14.	Irrigation & Flood Control Deptt.	2153.00	1349.64
15.	Education Department	2809·56	8025.79
16.	Medical Department	970.43	1350.05
17.	Information Cultural Affairs & Tourism Department	160.00	96.69
18.	Political Department	—	29.52
19.	Welfare of Sch. Tribes Deptt.	2550.34	806.70
20.	Welfare of Sch. Castes Deptt.	292.45	86.89
21.	Food & Civil Supplies Deptt.	20.00	5819.85
22.	Relief & Rehabilitation Deptt.	1.33	110.28
23.	Fisheries Department	412.10	129.50
24.	Panchayat Raj Deptt.	156.00	470.65
25.	Industries Department	1891.50	314.77
26.	Agriculture Department	1082 88	1255.52
27.	Animal Husbandry Deptt.	447.38	327.61
28.	Forest Department	816 70	526.49
29.	Rural Development Deptt.	1470.00	202.47
30.	State Planning Machinary Deptt.	27.00	8.94
31.	Local Self Government Deptt.	416.00	77.86
32.	Jail Department	—	118.03
33.	Labour & Employment Deptt.	31.10	78.52
34.	Stationery & Printing Deptt.	18.00	183.22
35.	Finance Department	64.00	6290.83
36	Science & Technology Deptt.	130.00	—
37.	T. R. P. & P. G. P. Deptt.	121.97	38.66
38.	Horticulture Department.	731.90	178.48

ANNEXURE "B"

R. E. 1989—90 (Rs. in lakhs)

Sl. No.	Name of the Departments	Plan
1.	Law Department	2.00
2.	Revenue Department	189.12
3.	Statistical Department	24.25
4.	Home (Police) Deptt.	25.00
5.	Transport Department	212.00
6.	Co-operative Deptt.	495.00
7.	Public Works Deptt.	2914.02
8.	Power Department	2078.00
9.	Irrigation & Flood Control Deptt.	2127.19
10.	Education Department	2417.63
11.	Medical Department	950.10
12.	Information, Cultural Affairs & Tourism Deptt.	160.00
13.	Welfare of Sch. Tribes Deptt.	3144.04
14.	Welfare of Sch. Castes Deptt.	292.45
15.	Food & Civil Supplies Deptt.	25.00
16.	Relief & Rehabilitation Deptt.	1.20
17.	Fisheries Department	408.23
18.	Panchayat Raj Deptt.	156.00
19.	Industries Department	1322.50
20.	Agriculture Department	1139.68
21.	Animal Husbandry Deptt.	424.76
22.	Forest Department	751.98
23.	Rural Development Deptt.	1726.65
24.	State Planning Machinary Deptt.	27 00

R. E. 1989—90 (Rs. in lakhs)

Sl. No.	Name of the Departments	Plan
25.	Local Self Government Deptt.	371.00
26.	Labour & Employment Deptt.	31.10
27.	Stationery & Printing Deptt.	18.00
28	Science & Technology Deptt.	130.00
29.	T. R. P. & P. G. P. Deptt.	117.70
30.	Horticulture Department.	830.50
31.	Finance Department	69.00

ANNEXURE "C"

Admitted Postpond Starred Question No.—124

Name of Members :—Shri Dipak Nag

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কোন শ্রেণীর ফৌজদারী কোর্টে কতটি মামলা ১৯৮৯ ইং সনের মে মাস পর্য্যন্ত বিচারাধীন অবস্থায় পড়ে আছে, এবং

২। এই সকল মামলার সাথে জড়িত অভিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। ১৯৮৯ ইং সনের মে মাস পর্য্যন্ত রাজ্যের সকল শ্রেণীর দায়রা আদালতে মোট ৩৭১টি (তিন শত একাত্তর) ফৌজদারী মামলা এবং সকল শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে মোট ২০৬৪৩টি ফৌজদারী মামলা বিচারাধীন অবস্থায় আছে, এবং

২। ঐ সকল ফৌজদারী মামলার সাথে জড়িত অভিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ३৮,৫৯২ জন।

Postpond Unstarred Question No.—37

Name of Member—. Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে পর্য্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে মোট কতগুলি মামলা বিচারাধীন ছিল ;

২। জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ১৯৮৯ ইং ৩১শে জুলাই পর্যান্ত রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা কত?

উত্তর

১। রাজ্যে জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে পর্যান্ত রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে মোট ২৭,৭২৫টি মামলা বিচারাধীন ছিল।

২। জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ১৯৮৯ সনের ৩১শে জুলাই পর্যান্ত রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে মোট ২৬,৬৭৮টি মামলা বিচারাধীন ছিল।

Printed by—Tripura Press Owners' Association